হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল), পি-এইচ্. ডি.,
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী।

ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা • • • ১৯৬০

প্রকাশক:
ফার্মা কে.এল.এম (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০

মুদ্রক:
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

যাঁর আন্তরিক উৎসাহ ছিল আমার
সকল গবেষণা কর্মের প্রেরণা,
আমার যে কোন রচনা পড়ার জন্য
ছিল যাঁর অক্ষয় উৎসাহ,
যিনি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন
আমার যে কোন রচনাপাঠ করেই,
সেই অগ্রজোপম সহকর্মী বহুবিদ্,
অকাল প্রয়াত

অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. (ডবল্)
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

দেবতা ত্রয়ী : ... ১—৫

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার একাত্মতা বিচার।

রুদ্র ও শিব : ... ৬—১২৩

ধ্বংস কর্তা রুদ্র—রুদ্রের শিবত্বের সূচনা—রুদ্র ভিষক্—রুদ্র ও সোম—রুদ্রের স্বরূপ—রুদ্রের অষ্টনাম—রুদ্রের জন্ম ও নাম সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী—ঝড়ের দেবতা রুদ্র—রুদ্র ও অগ্নি—অগ্নি-শিব—যজ্ঞের দেবতা রুদ্র—অগ্নি শম্ভু—রুদ্রের জটা—সূর্য ও রুদ্র—সূর্যাগ্নি রুদ্র—রুদ্র কালপুরুষ—রুদ্রের শিবত্ব বৌদ্ধ ও অনার্য প্রভাব—যজুর্বেদে রুদ্রের শিবত্বে প্রতিষ্ঠা—চোরের দেবতা রুদ্র—রুদ্রের শিবত্ব—রুদ্রের বিচিত্র নাম—রুদ্র-গিরিশ—রুদ্র নীলকণ্ঠ—ভব—ভূতনাথ শিব—পশুপতি শিব—ত্র্যম্বক রুদ্র—ত্রিলোচন শিব—ত্রিশূলের তাৎপর্য—কৃত্তিবাস পশুপতি রুদ্র—দিগম্বর শিব—যোগীশ্বর শিব—মুণ্ডিত কেশ শিব—ভস্মভূষিত শিব—বুড়ো শিব—অহিভূষণ শিব—সোমনাথ শিব—বৃষবাহন শিব—পঞ্চানন শিব—শিবের রূপবৈচিত্র্য—শিবের পত্নী—শিবের কামুকতা—শিব চরিত্রে অনার্য প্রভাব—শিবের গাজন—কৃষক শিব—ত্রিপুরারী শিব—সিন্ধু সভ্যতায় শিবের মূর্তি—শিব উপাসনার ব্যাপকতা—শিবের প্রতীক—শিবের মূর্তি প্রাচীন মুদ্রায়, পুরাণে ও তন্ত্রে শিবের মূর্তি—অর্ধনারীশ্বর শিব সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী—অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিবরণ—শিবের অষ্টভৈরব—বীরভদ্রের উৎপত্তি—ঈশান ও মহাকাল—হেরুক—শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনী—লিঙ্গপূজার প্রাচীনতা—লিঙ্গপূজার তাৎপর্য।

রুদ্রগণ ও গণেশ : .... ১২৪—১৭৯

রুদ্রগণ—একাদশ রুদ্র—রুদ্রগণের বৈচিত্র্য—রুদ্রগণের অধিপতি গণেশ—ইন্দ্র গণপতি—শিবই গণপতি—গণেশের জন্মকাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণের বিবরণ—গণেশের বিবর্তন—গণপতি ও ব্রহ্মণস্পতি—পুরাণে গণপতি শিব—জ্ঞানী গণেশ—গণেশের বিভিন্ন নাম—গণেশের মূর্তির বিবরণ—মহাগণপতি—হেরম্ব—হরিদ্রা গণেশ—বিরিগণপতি—সিদ্ধগণেশ—শ্রীগণপতি—চৌরগণেশ—বিনায়ক গণেশ—লক্ষ্মীগণেশ—প্রসন্নগণেশ—নৃত্তগণেশ—সাধনা মালায় গণেশ—শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য—বিঘ্নেশ—মরুদ্গণ ও গণপতি—গণেশের পূজা—জ্ঞানের দেবতা গণেশ—বৃহস্পতি ও গণেশ—গণেশের উপর অনার্য প্রভাব—গণেশের একদন্ত—গণেশের হস্তিমুণ্ড—গণেশের প্রাচীনতা—ভাস্কর্যে গণপতির মূর্তি—গণেশ-বাহন মূষিক—গণেশের সর্পভূষণ ও নাগযজ্ঞোপবীত—সূর্য ও গণেশ—গণেশের কুঠার—গণেশের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে মতান্তর—বিনায়ক—গণেশের শক্তি—গণেশের বিবাহ।

স্কন্দ-কার্তিকেয় : .... ১৮০—২১৭

কার্তিকেয়ের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণের উপাখ্যান—অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়—মহাভারতে কার্তিকেয় জন্মের উপাখ্যান—কৃত্তিকাপুত্র কার্তিকেয়—গণপতি কার্তিকেয়—রামায়ণের কাহিনী—মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয়—কার্তিকেয়ের নাম—কার্তিকেয়ের মূর্তি—শিব ও কার্তিকেয়—কার্তিকেয় কুমার—গুহ—কার্তিকেয়ের ছাগমুখ—কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকেয় জন্ম-কাহিনীর তাৎপর্য—শরজন্ম—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—দেবসেনা ষষ্ঠীদেবী—কার্তিকেয়ের জন্ম ও বিবাহের তাৎপর্য—কার্তিকেয় ও দেবসেনা ষষ্ঠী—বালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ষষ্ঠীদেবীর বিচিত্র নাম, প্রতীক ও পূজার রীতি—ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত—কার্তিকেয়ের বিভিন্ন

নামের তাৎপর্য—মৃন্ময় কার্তিকের মূর্তি—কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকের পূজার প্রাচীনতা—চোরের দেবতা কার্তিকেয়।

বিষ্ণু : ... ২১১—২৯৮

বৈদিক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু—বিষ্ণু ও ইন্দ্র—বিষ্ণুর স্বরূপ—দেশী-বিদেশী পণ্ডিতবর্গের অভিমত—তিন পদক্ষেপের তাৎপর্য—বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পদ—বিষ্ণু-যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি—বিষ্ণুর শিপিবিষ্ট সংজ্ঞার তাৎপর্য—সূর্য বিষ্ণু—বিষ্ণুর অবতার—পালনকর্তা বিষ্ণু—বিষ্ণুর অবতার সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনী—বামন অবতার—বামন অবতারের উৎস—বলি কি দ্রাবিড় রাজা?—গয়াসুরের উপাখ্যান—বরাহ অবতার—মৎস্যাবতার—কূর্মাবতার—নৃসিংহ অবতার—হয়গ্রীব অবতার—বিষ্ণু নারায়ণ—মধুকৈটভ বধ—মধুসূদন নামের তাৎপর্য—বিষ্ণু প্রতিমা—বরাহমূর্তি—নরসিংহ মূর্তি—মৎস্য ও কূর্মমূর্তি—হয়গ্রীব মূর্তি—রামাবতার—সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে রামচন্দ্রের সম্পর্ক—বৈদিক সীতা—সীতার সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক—রামভক্ত হনুমান—তাড়কাবধ কাহিনীর উৎস—অথর্ববেদে দশশীর্ষ রাক্ষস ও রাবণ—বাল্মীকি রামায়ণে আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্র—রাম কাহিনীর প্রাচীনতা ও রামচরিত্রের ঐতিহাসিকতা—রামসীতায় বিষ্ণুলক্ষ্মীর আরোপ—রামচন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র।

কৃষ্ণ-বাসুদেব : ... ২৯৯—৩৩১

কৃষ্ণ ও বিষ্ণু—ঋগ্বেদের ঋষিকৃষ্ণ—উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ—বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে কৃষ্ণ—পাণিনির ব্যাকরণে বাসুদেব-অর্জুন—মহাভারতে কৃষ্ণ—ঋষিকৃষ্ণ ও যাদব বা বৃষ্ণি কৃষ্ণের অভিন্নতা—বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিকতা—কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতা—নরনারায়ণের অবতার অর্জুন-কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণু-নারায়ণ—কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত—শ্রীকৃষ্ণের কাল বিচার—বৈষ্ণবদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ—আভীর-সংস্কৃতি ও গোপাল কৃষ্ণ—

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় সূর্য-বিষ্ণুর প্রভাব—গোপকৃষ্ণ—গোপ ও গোপী শব্দের তাৎপর্য—ভক্ত-দার্শনিকের সৃষ্টি শ্রীরাধা—অথর্ববেদে গোপীলীলার আভাস—কৃষ্ণ কর্তৃক দানববধ—কালিয়দমন—সাত্বতধর্ম—দোল ও ঝুলনযাত্রা—গোবর্ধন ধারণ—ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ—কেশীবধ—পুতনাবধ—সান্দীপনির পুত্র উদ্ধার—কৃষ্ণ যজ্ঞাগ্নি—কৃষ্ণচরিত্রের পরিণতি—কৃষ্ণ ও মার্তণ্ড—কৃষ্ণের মূর্তি—কৃষ্ণচরিত্রের রূপান্তর—সুদর্শন চক্র—কৌস্তভ-মণি—মুদ্রায় অংকিত চক্র প্রতীক—কৃষ্ণ-বিষ্ণুর গদা—গোবিন্দনামের তাৎপর্য উপেন্দ্র কৃষ্ণ।

চতুর্ব্যূহতত্ত্ব : ... ৩৪০—৩৪৩

ঊষা ও অনিরুদ্ধ : ... ৩৪৪—৩৫১

ঊষা ও অনিরুদ্ধ সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান—ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর তাৎপর্য—এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা।

সংকর্ষণ বা বলরাম : ... ৩৫২—৩৬১

সংকর্ষণের জন্মবৃত্তান্ত—বলরামের নাগরূপতা শেষনাগ লক্ষণ ও নিত্যানন্দ—বলরাম ও কৃষ্ণ—বলরামের আকর্ষণী শক্তি—বলরামের মূর্তি—বোড়োর বলরাম।

বুদ্ধাবতার : ... ৩৬২—৩৬৪

বুদ্ধের অবতারত্ব—দৈত্যদের মোহনের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর বুদ্ধাবতার—বুদ্ধস্তুতি—বজ্রপাণি বুদ্ধ—কল্কি অবতার।

শালগ্রাম শিলা : ... ৩৬৫

বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম—তুলসীর শাপে বিষ্ণুর পাষাণত্ব—শালগ্রামের নাম-বৈচিত্র্য।

জগন্নাথ : ... ৩৬৬—৩৭০

জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় উপাখ্যান—জগন্নাথ ও বৌদ্ধধর্ম—জগন্নাথে সূর্য্য-বিষ্ণুর আরোপ—সুভদ্রা সমস্যা—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার একত্ব—জগন্নাথ বিগ্রহে সূর্য-বিষ্ণুর আরোপ।

তুলসী ও অশ্বত্থ : ... ৩৭১—৩৭২

তুলসী ও অশ্বত্থ বৃক্ষে বিষ্ণুত্ব আরোপ—ব্রহ্মরূপী অশ্বত্থ—সূর্য্যবিষ্ণুরূপী অশ্বত্থ—বৌদ্ধশাস্ত্রে অশ্বত্থ।

সত্যনারায়ণ : ... ৩৭৩—৩৭৫

সত্যনারায়ণ ও বিষ্ণু—সত্যনারায়ণে হিন্দু ও ঐস্লামিক সংস্কৃতির সমন্বয়।

বিষ্ণুবাহন গরুড় : ... ৩৭৬—৩৮৮

পৌরাণিক কাহিনী—মহাভারতে ও পুরাণে গরুড়ের জন্ম ও বিষ্ণু-বাহনত্ব লাভ—অরুণ—গরুড়ের স্বরূপ—গরুড় ও বৈদিকসুপর্ণ—কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান—শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনী—কদ্রু-বিনতা উপাখ্যানের তাৎপর্য।

বিষ্ণুপূজার প্রাচীনত্ব : ... ৩৮৯—৩৯৩

গ্রীক্ হেরাক্লিস ও কৃষ্ণ—হেলিওডোরাস প্রতিষ্ঠিত গরুড়-ধ্বজ—কৃষ্ণ-বাসুদেব পূজার প্রাচীনতা—রাধাকৃষ্ণ পূজার অর্বাচীনতা—জৈন ও বৌদ্ধধর্মে বিষ্ণু।

ব্রহ্মা : ... ৩৯৪—৪১৯

পদ্মযোনি ব্রহ্মা—অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম—ব্রহ্মাই নারায়ণ—অনন্ত শয্যায় ব্রহ্মা—ব্রহ্মার স্বরূপ—বৈদিক ব্রহ্মা, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতি—ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ও ব্রহ্মা—বিশ্বকর্মা ও ব্রহ্মা—শতপথ ব্রাহ্মণে হিরণ্ময় অণ্ডের আবির্ভাব ও অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম,—আদিত্যই সৃষ্টিকর্তা—নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্মের তাৎপর্য—পদ্ম প্রতীকের তাৎপর্য—বিভিন্ন দেবসত্তার মিলনে ব্রহ্মার আবির্ভাব—ব্রহ্মার মূর্তি—ব্রহ্মার বাহন—চতুরানন ব্রহ্মা : পঞ্চানন ব্রহ্মার পঞ্চমমুণ্ড শিব কর্তৃক ছিন্ন হওয়ার পৌরাণিক উপাখ্যান।

ব্রহ্মার পত্নী : ... ৪২০—৪২৭

সাবিত্রী ও গায়ত্রী—গায়ত্রী-পরিণয়—গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী—

সাবিত্রীর স্বরূপ—গায়ত্রী ছন্দ—গায়ত্রী ও সরস্বতী—শতরূপা।

ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার উপাখ্যান : ৪২৮—৪৩২

সন্ধ্যা উপাখ্যানের তাৎপর্য—ব্রহ্মা ও সরস্বতী—কালীর প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি—ব্রহ্মার কামুকতা সম্পর্কিত কাহিনীর উৎস।

নিবেদন

হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হোল। গ্রন্থটি দুই পর্বে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা একদা করেছিলাম। কিন্তু হিন্দু নামে কথিত এই জাতিটির শাস্ত্র গ্রন্থেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনি অন্ত নেই দেবতার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের। একই দেবতার রূপকল্পনায় কত বৈচিত্র্য! নূতন নূতন তথ্য ও অধিকতর সংখ্যক দেবকল্পনার আলেখ্য সংগৃহীত হওয়ার ফলে গ্রন্থের কলেবর ক্রমবর্ধিত হতে থাকায় সমগ্র দেবকুলের বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত দুই খণ্ডের স্থলে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য তিন খণ্ডেই যে সকল দেবতার ইতিকথা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হবে—তা মনে করি না। প্রথম পর্বে প্রধানতঃ বৈদিক যুগে অর্চিত দেবগোষ্ঠির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে প্রধানতঃ পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত দেবকুলের কথা স্থানলাভ করেছে। তবে কোন দেবতাকেই বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে সহজ শ্রেণী-বিন্যাস সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ দেবতারই উৎস ঋগ্বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে। ক্রমে ক্রমে এঁদের রূপের বিবর্তন ঘটেছে। একটি দেবসত্তা থেকে যেমন অনেক দেবতার পৃথকসত্তা যুগে যুগে প্রকটিত, তেমনি একাধিক দেবসত্তার সংমিশ্রণে নূতন দেবসত্তার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। অথচ হিন্দুর প্রায় সকল দেবতারই উৎস একই সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপী প্রাণশক্তি পূর্ণব্রহ্ম; আবার যে কোন দেবতার অর্চনার মধ্যদিয়েই একেশ্বরের অর্চনার অনুভূতি সর্বত্রই বিরাজমান।

গীতাতেই শ্রীভগবান্ বলেছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

—যে যে ভক্ত যে যে দেবসত্তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করতে ইচ্ছা করে, সেই দেবতাতেই আমি তাদের অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করে থাকি। সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই ভক্ত সেই দেবতারই আরাধনা করে থাকেন, এবং সেই দৈবারাধনা থেকে মৎপ্রদত্ত ফল লাভ করে থাকেন।

হিন্দুর দেব-কল্পনায় বা দেব-অর্চনায় এইটিই প্রধান কথা। দ্বিতীয় পর্বে পৌরাণিক যুগের এমন কি আধুনিক যুগেরও তিন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—যাঁরা মূলতঃ এক হয়েও গুণকর্ম অনুসারে ত্রিধা বিভক্ত,—যাঁদের সাধারণতঃ ত্রয়ী দেবতা (Trilogy) বলা হয়,—শাখা, প্রশাখা ও গণসহ স্থান গ্রহণ করেছেন। যদিও ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রথম স্থানের অধিকারী—পালনকর্তা বিষ্ণু দ্বিতীয় ও ধ্বংসকর্তা রুদ্র তৃতীয় স্থানের অধিকারী হিসাবেই ক্রমবিন্যস্ত হয়ে থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থে রুদ্র-শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই ক্রমে তিন দেবতাকে স্থাপন করেছি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হলেও বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে রুদ্র-শিব ও বিষ্ণু ঋগ্বেদেই বন্দিত ও স্তুত। এই দুই দেবতার মধ্যে বেদে রুদ্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছেন। আধুনিক হিন্দুসমাজে রুদ্র-শিব ও বিষ্ণু বিভিন্ন আকারে বিচিত্র আধারে ভারতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন। আধুনিক কালে বিষ্ণুই বোধ করি সকলের উপরে অধিষ্ঠান করছেন। ব্রহ্মার উদ্ভব অনেক পরে হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় তিনি উচ্চস্থান অধিকার করতে পারেন নি। বিষ্ণু ও শিবকে ঘিরে যে বহুতর বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, ব্রহ্মোপাসক তেমন কোন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়নি—ব্রহ্মার মূর্তিপূজাও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা তাই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বিধাতা হিসাবে এবং নরনারীর বৈবাহিক মিলনের কর্তা হিসাবে পুরাণের পাতায় এবং জনমনে নিবদ্ধ আছেন। সেইজন্যই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মার স্থান শিব ও বিষ্ণুর পরেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এই দেবতাবৃন্দ ছাড়া আর যাঁরা বাকী রইলেন, আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে তাঁরা আবির্ভূত হবেন তৃতীয় পর্বে। তৃতীয় পর্বে পুরাণ-তন্ত্র বহির্ভূত কিছু কিছু দেব-কল্পনা সম্পর্কেও অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছি। এই বিশাল ভারতবর্ষে অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য স্থানীয় দেবতার বৈচিত্র্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। একক প্রয়াসে এবং সীমিত অর্থসামর্থ্যে সকল দেবতার রূপবৈচিত্র্য ও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই পুঁথিনির্ভরতাই আমার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য বিভিন্ন স্থানীয় দেবতাও বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার প্রধান অবলম্বন বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য ও তন্ত্রগ্রন্থ এবং কিছু কিছু বাঙলা কাব্য। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অধিকার

থাকলে এই গ্রন্থকে আরও সম্পূর্ণতা দান করা সম্ভব হোত। হিন্দু দেবগোষ্ঠীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ আমার লক্ষ্য। প্রয়োজনবশে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য পুরাণকাহিনীতে বিরাজিত দেবদেবী সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনা বা উল্লেখ করেছি। গুণকর্মের যথাধিক সাদৃশ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নামসাদৃশ্যতায় হিন্দুদেবীদের উদ্ভব, বিকাশ ও স্বরূপ আলোচনায় ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন আদর্শের পৌরাণিক কাহিনী বিশেষ সহায়তা করবে বলে মনে না হওয়ায় এবং স্থানাভাববশতঃও তুলনামূলক পুরাণ-কথার বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি, তবে বিষয়টি অবশ্যই কৌতূহলো-দ্দীপক। এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পৃথক একটি গ্রন্থরচনা আবশ্যক। এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের প্রকাশনার পর এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার অভিলাষ আপাততঃ মনেই পোষণ করছি।

হিন্দুর বিপুল শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে কোন পাঠকের পক্ষেই আমার বক্তব্যের সমর্থনে অথবা বিরুদ্ধে উল্লেখ্য স্থানগুলি খুঁজে বার করা সহজ বা সম্ভব নয় বলে—বিশেষতঃ বহু গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হওয়ায়—বহু গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছি মননশীল সুধী পাঠকের সুবিধার কথা ভেবেই। আমার বক্তব্য যে মনগড়া নয়—শাস্ত্রসিদ্ধ, এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই উদ্ধৃতির আবশ্যকতা অনুভব করেছি। বোঝার সুবিধার জন্যই সংস্কৃত উদ্ধৃতির স্বকৃত অথবা বিদ্বজ্জনকৃত অনুবাদও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

স্বল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত করার জন্য ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আগ্রহ ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী। ঋণ রয়ে গেল আরও অনেকের কাছেই। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহ-যোগিতার জন্য সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগীর ঋণও অপরিশোধ্য। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও শোভনাকার করার জন্য কানাইবাবুর সহকারী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তীর আন্তরিক প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আর কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। সরকার প্রথম পর্বের মত দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের জন্যও অনুদান মঞ্জুর করে আর একবার বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন।

দেব-চরিত্রের ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে মৎপ্রদত্ত বিবরণ অনুসারে

দেবতাদের ক্রমবিবর্তনের রেখাচিত্র অংকন করেছে দুই কিশোর শিল্পী আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কণাদ ভট্টাচার্য ও তার বন্ধু শ্রীমান্ অমরেশ সাহা। এদের শিল্পনৈপুণ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতে সহায়তা করেছে আমার ছাত্র শ্রীমান্ অনিল ঘোষ এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য। এদের আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করি। সর্ববাণী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানার আন্তরিক প্রয়াসের ফলেই গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও দ্রুত যন্ত্রমুক্তি সম্ভব হয়েছে। এজন্য সুরেন্দ্রবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব সুধীজনের সমাদর লাভ করায় আমার প্রয়াস সফলতায় মণ্ডিত হয়েছে। অনেকেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করি দ্বিতীয় পর্বও গুণিজনের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। তৃতীয় পর্বও অনতিবিলম্বে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো বলে আশা করছি।

সচ্চিদানন্দবাবু ও আমাদের সকলের ঐকান্তিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ ফণা তুলে কোঁস করে ওঠে। তাকে দমন করতে পরবর্তী সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

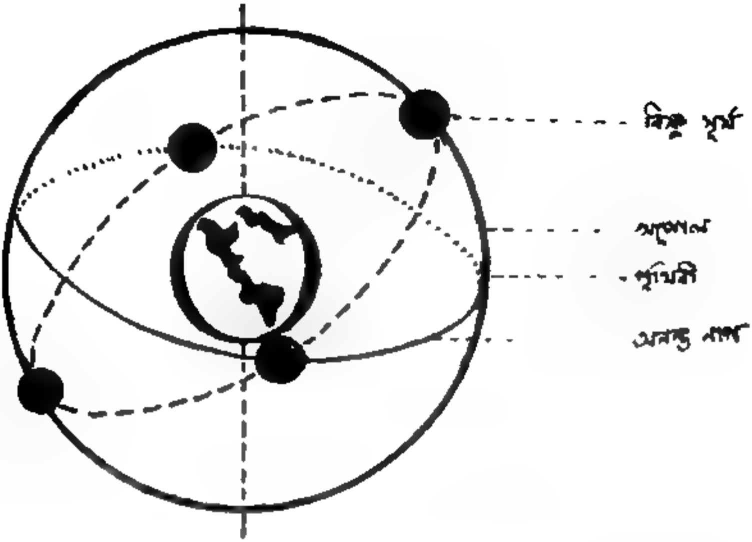

বিষ্ণুর অনন্তশয্যা

অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু পৌরাণিক

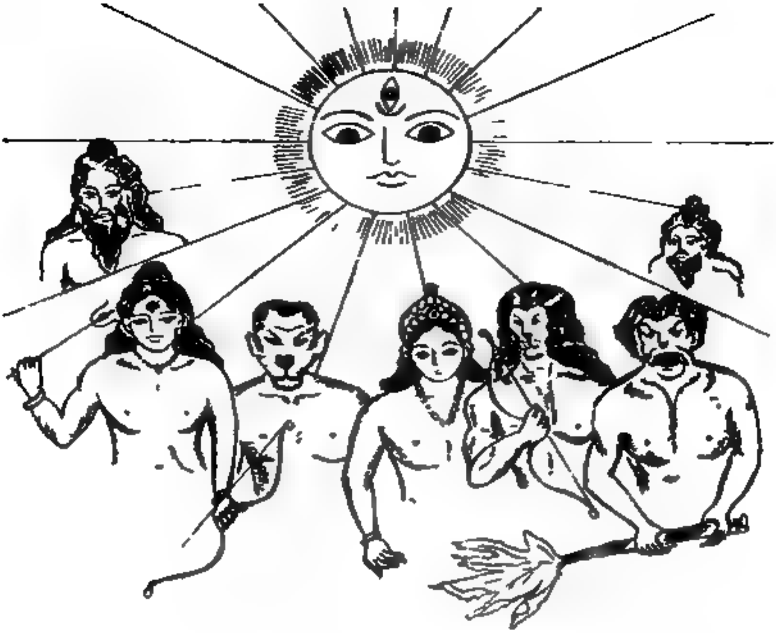

রুদ্রগণ

গণেশ

কৃষকা শিব

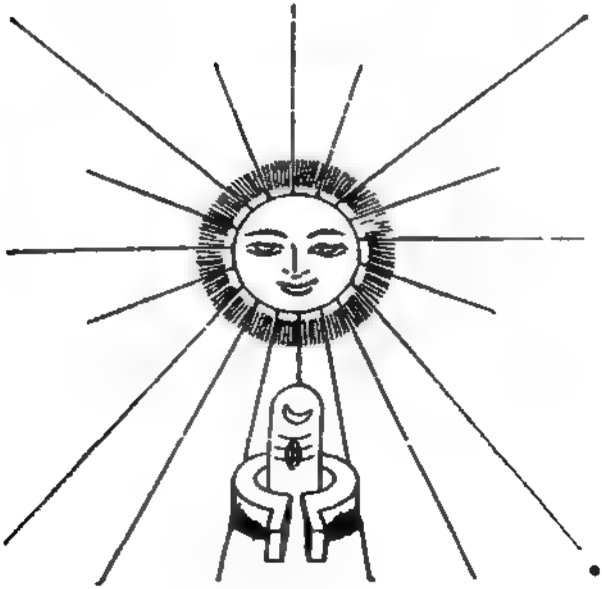

জ্যোতির্লিঙ্গ

বামন অবতার

ত্রিমূর্তি

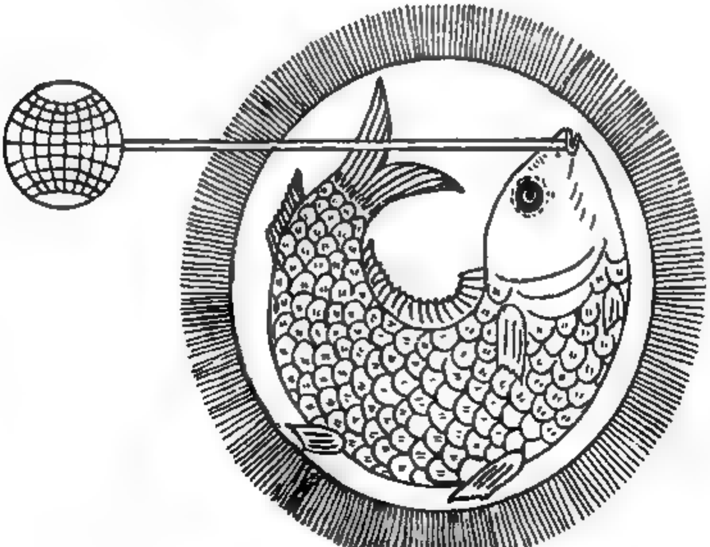

মৎস্যাবতার

বৈদিক স্কন্দ (ষড়হ যাগ)

ষড়ানন কার্তিকের

বৈদিক রুদ্র

লৌকিক শিব

পঞ্চানন শিব

অর্ধনারীশ্বর

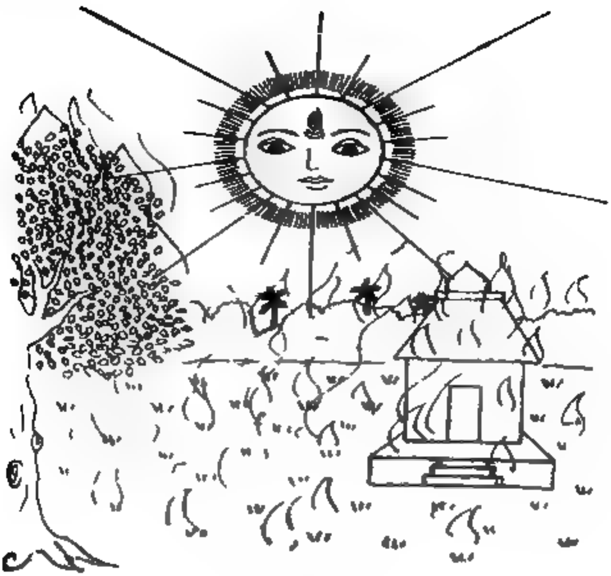

রুদ্রের স্বরূপ

যোগিরাজ শিব

একালের কার্তিকেয

বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপ

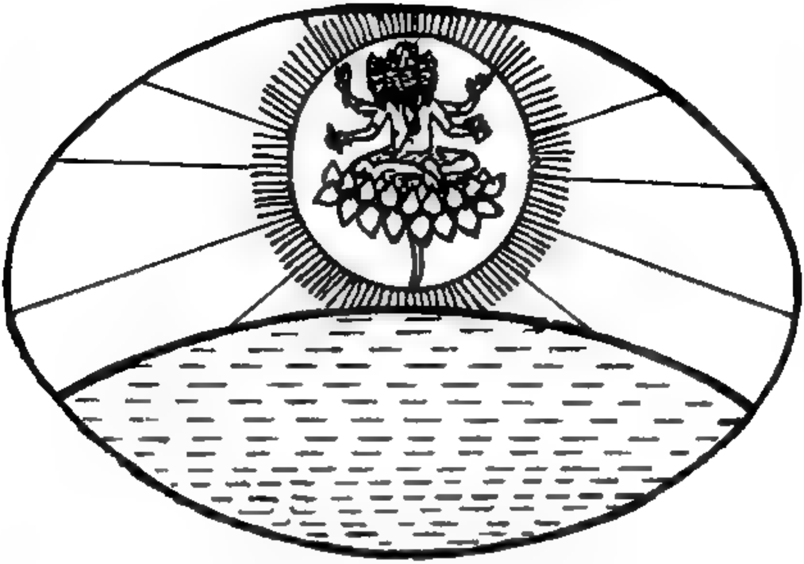

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা

পৌরাণিক ব্রহ্মা

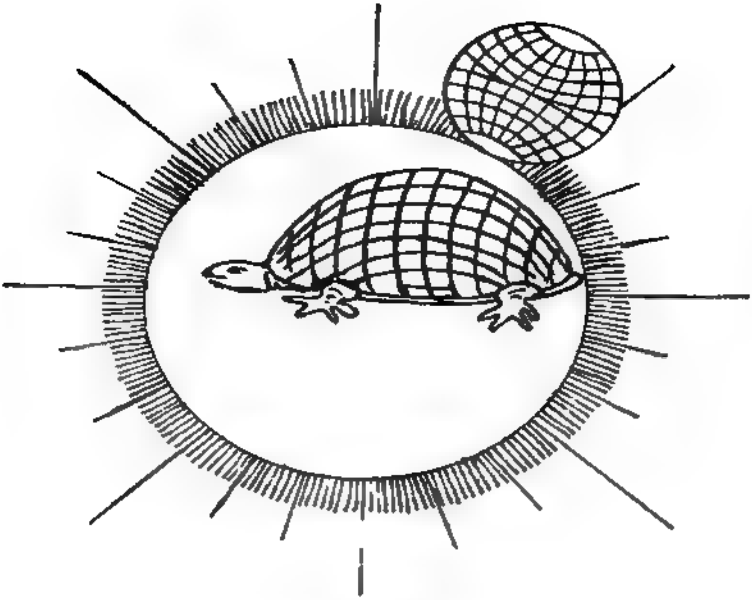

কূর্মাবতার

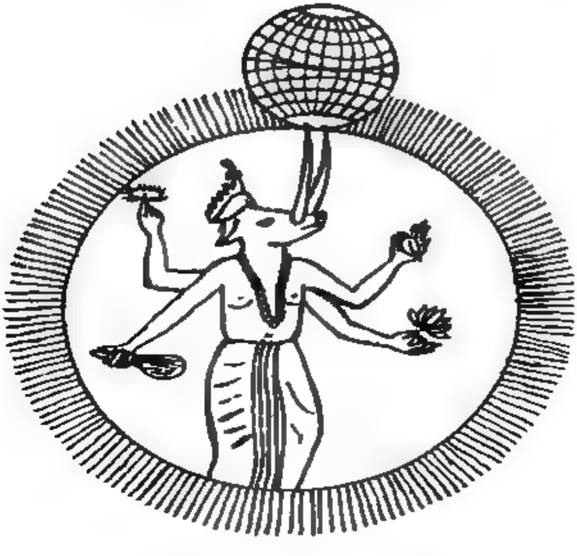

বরাহাবতার

দেবতা ত্রয়ী

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একই দেবতা—তিনে এক—একে তিন। একই দেবসত্তার সৃজনশক্তি, পালনশক্তি ও লয়শক্তি—তিনটি পৃথক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। বিষ্ণুর নাভিতে জন্ম ব্রহ্মার—ব্রহ্মার ললাট বা মুখ থেকে জন্ম রুদ্রের। পুরাণে কখনও ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের পিতামহ, স্বয়ম্ভু—কখনও বিষ্ণু জগৎসৃষ্টির আদি কারণ, আবার কখনও শিব আদিদেব—সকল দেবতার মধ্যে বৃদ্ধতম। এতৎসত্ত্বেও পুরাণে তিন দেবতা একই অথবা একের ত্রিধা প্রকাশরূপে বর্ণিত।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং হরিঃ॥
ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজদ্বিষ্ণুর্জগৎ পাতি হরিঃ স্বয়ম্।
রুদ্ররূপী চ কল্পান্তে জগৎ সংহরতে প্রভুঃ॥[১]

—স্রষ্টা নিজেকেই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু নিজেই পাল্য এবং পালক, হরি স্বয়ং প্রলয়কালে নিজেকে উপসংহৃত করেন এবং সংহারও করেন। হরি স্বয়ং ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং রুদ্ররূপে কল্পান্তে প্রভু জগৎ সংহার করেন।

পুরাণে ব্রহ্মাই নারায়ণরূপে সৃষ্টির আদিতে মহাসলিলে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন থাকেন—

একার্ণবে তদা তস্মিন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মানারায়ণাখ্যঃ স সুষ্বাপ সলিলে তদা॥[২]

—জগৎ যখন এক মহাসাগরে পরিণত হয়েছিল তখন ভগবান ব্রহ্মা সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ ও সহস্রমস্তক বিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় পুরুষরূপে নারায়ণ নামে জলে নিদ্রিত ছিলেন।

১ গরুড়পুরাণ—৪।১১-১২ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—১।২-৩

এই ব্রহ্মাখ্য নারায়ণই জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। প্রায় অনুরূপ বিবরণই পাই কূর্মপুরাণে :

একার্ণবে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে।
তদা সমভবৎ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় স্কন্দোপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম—

স এব হি মহাদেবঃ স এব হি মহাহরিঃ ॥
স এব জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
স এব হি পরং ব্রহ্ম তদ্ব্রহ্মাহং ন সংশয়ঃ ॥

* * *

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ॥[২]

বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক—

স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্তা।
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্তি-
বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ ॥[৩]

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর একই দেবসত্তারূপে একত্র উচ্চারিত হন। আবার অভিন্নাত্মা বোঝাতে 'হরিহরাত্মা' কথাটি বহুল প্রচলিত। হরিহর মূর্তির পূজাও প্রচলিত আছে। অর্ধনারীশ্বরের মত হরিহর বিগ্রহের অর্ধাংশ বিষ্ণু ও অপরার্ধ হর বা শিব। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমঘাটা গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাবাস নামক স্থানে হরিহর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ বিগ্রহ আজও পূজিত হচ্ছেন। তন্ত্রসারে হরিহরের ধ্যান উল্লিখিত হয়েছে। ধ্যানটি এই :

শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যাভীতিং দধতং করৈঃ।
স্ব স্ব ভূষাঙ্গশোভাঢ্যং হরিহরং ভজে ॥[৪]

—যিনি শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন এবং যিনি

---

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৬।২-৩ ২ স্কন্দোপনিষৎ—৫-৬, ৮ ৩ বিষ্ণুপুঃ, প্রথমাংশ—২।৬৬

৪ তন্ত্রসার (বসুমতী সং)পৃ—৫৩০

লীলাচ্ছলে অর্ধদেহ হরিরূপে ও অর্ধদেহ হররূপে বিভক্ত করিয়া অর্ধদেহকে স্ব স্ব ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, সেই হরিহর দেবকে আমি ভজনা করি।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হরিহরের একটি সুন্দর স্তব রচনা করেছেন। স্তবটি উদ্ধৃত করছি :

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খনে পীত বসন খনহি বঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥
খনে বৃন্দাবন চরাইয় গায়।
খনে ভীখ মাঁগথি ডমরু বজায়॥
খনে যমুনাতট লেথি মহাদান।
খনে ঝাড়ীখণ্ড সেঁ ধরথি ধেয়ান॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহিঁ কৈলাস॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
জো নারায়ণ সো শূলপাণি॥[১]

এই স্তুতিতে একই দেবতার দ্বিবিধ প্রকাশ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। যিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণু তিনিই শিব। যিনি যমুনাতীরে শ্রীরাধার কাছ থেকে মহাদান গ্রহণ করেন, তিনই ঝাড়খণ্ডে অর্থাৎ বৈদ্যনাথে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

উত্তর প্রদেশে বাগেশ্বরে সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে একই দেহে হরিহরব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিষ্ণুকৃত ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুরূপে বর্ণিত হয়েছেন—

সুরেশ নারায়ণ বিষ্ণু শংকর।
শশাংক সূর্যাচ্যুত বীর বিশ্ব-
ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন।
প্রকৃত্যমূর্তেহমৃতমূর্তে অব্যয়।

* * *

---

১ বিদ্যাপতির পদাবলী (ক. বি.)—খগেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২

ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥[১]

—হে যজ্ঞাধিপতি নারায়ণ বিষ্ণু শংকর, শশাংক, সূর্য্য, অচ্যুত, বীর, বিশ্বজগতের ঈশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বলোচন, প্রকাশিত মূর্তি অমৃতমূর্তি, অব্যয়, জগতের ঈশ্বর, জগতের সৃষ্টিকর্তা, প্রপিতামহ তোমাকে নমস্কার।

আবার বিষ্ণু রুদ্রের বাহনরূপেও কল্পিত হয়েছেন—

দ্বাবিংশশ্চ তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ।
যত্র বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘীভূত্বা মহেশ্বরম্ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম্।
তস্য নিঃশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ ॥
নির্জগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ ॥[২]

—দ্বাবিংশ কল্পটি মেঘবাহন নামে প্রসিদ্ধ; সেইকালে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘ হয়ে কৃত্তিবাস মহেশ্বরকে দিব্যশতবর্ষ বহন করেছিলেন। ভারবহনে ক্লান্ত বিষ্ণুর নিশ্বাস থেকে লোকপ্রকাশক মহাকায় কাল বহির্গত হলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-শিব—এই তিন দেবতাকে একত্রে ত্রিমূর্তি (Trinity) বলা হয়। একই শক্তির যে ত্রিধা প্রকাশ, বা তিন মূর্তির কল্পনা—এর উৎস কোথায়? আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক দেবতা-পরিকল্পনার উৎস সূর্যাগ্নি বা সূর্যাগ্নিরূপী প্রাণশক্তি। এই সূর্যাগ্নির তিন জন্ম—তিন স্থান—তিনরূপ।[৩] সূর্যাগ্নির তিনরূপই ত্রিমূর্তি কল্পনার উৎস। সূর্যাগ্নির সৃজনী, পালনাত্মিকা ও ধ্বংসাত্মিকা শক্তিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্বরূপ।

ত্রিমূর্তির উদ্ভব যে অগ্নির ত্রিমূর্তি, সে সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births; he is born on earth from the friction of fire-sticks, the clouds as lightning, and in the highest heavens as the sun or celestial light. In virtue of this triple birth he assumes as triune character: his heads, tongues, bodies and dwellings are three and this threefold nature has perhaps something to do with the triads of deities which became frequent-

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—৩৩|১৮, ১০০ ২ ব্রহ্মাণ্ড পুঃ—২০|৪৯-৫১
৩ প্রথম পর্ব—পৃঃ ৫০—৫২ দ্রঃ।

later and finally develop into Trimurti or Brahmā, Viṣṇu and Siva."[১]

মৎস্যপুরাণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন—একমূর্তিই তিনভাগ হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হয়েছেন—

একা মূর্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥[২]

এক সূর্যাগ্নিই ত্রিধা বিভিন্ন হয়েছেন। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা সবিতার উপাসনা। সবিতৃমন্ত্রজপকালে ত্রিসন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের শক্তির অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীর ধ্যান করা বিধি। প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রহ্মরূপা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা বিষ্ণুরূপা এবং সায়ংসন্ধ্যা শিবরূপা। সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্র থেকেই তিন দেবতার একত্ব এবং স্বরূপ প্রকটিত হয়।

---

১ Hinduism and Buddhism—Sir Charles Eliot, Vol. I, page 51.

২ মৎস্যপুঃ—৩।১১

রুদ্র ও শিব

রুদ্র বৈদিক দেবতা—ধ্বংসের দেবতা। "বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নিশলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা—জগতের শ্মশান, তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্‌হস্তীরা আর্তনাদ করিয়া উঠে। তাঁহার নেত্রানলে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়; তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান—বিনাশের কথা—তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণ-বাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।"[১]

"হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারের মহাপাপ ও মহাপুণ্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।"[২]

দুইজন বিখ্যাত মনীষী রুদ্র সম্পর্কে এই দুটি আশ্চর্য কবিত্বময় বিবরণ প্রদান করেছেন। এই বর্ণনা কবির ভাষায় অপূর্বতা লাভ করেছে। কিন্তু রুদ্রের সামগ্রিক পরিচয় এই বিবরণ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

ধ্বংসকর্তা রুদ্র—বেদের রুদ্র শুধু ধ্বংসের দেবতা নন—তিনি উগ্র, হিংস্র পশুতুল্য—তাঁর হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ—সবল তাঁর দেহ—তিনি প্রদীপ্ত, বর্ণ তাঁর পিঙ্গল।

> স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
> ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং ॥[৩]

—দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলংকারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং কর্তা, তাঁহার বল পৃথক্-কৃত হয় না।[৪]

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (৮ম সং) পৃঃ [illegible]

২ আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ [illegible]   ৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৯   ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

> স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রং ।
> মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোঽন্যং তে অস্মন্নিবপন্তু সেনাঃ ॥[১]

—হে স্তোতা! প্রখ্যাত, রথস্থিত যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ংকর ও শত্রুদিগের বিনাশক উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র! আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক।[২]

রুদ্র বীরগণকে ধ্বংস করেন—তাই তাঁকে 'ক্ষয়দ্বীর' অর্থাৎ বীরের ধ্বংসকর্তা বলা হয়েছে—'ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে'।[৩]—বীরের ক্ষয়কর্তা, তোমাকে নমস্কার করি। 'ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ্বঃ'।[৪]—বীরহন্তা রুদ্র, তোমার স্তুতি করি। 'ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু'।[৫]—হে বীরদের ক্ষয়কারী, তোমার দেওয়া সুখ আমাদের হোক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, রুদ্র অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং দুর্ধর্ষ, তাঁর নাম উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক।[৬]

রুদ্রের স্বর্ণময় ধনু শতসহস্র জীব হত্যা করে,—বিশ্বময় তাঁর বাণ পরিব্যাপ্ত।

> ধনুর্বিভর্ষি হরিতং হিরণ্ময়ং সহস্রঘ্নি শতবধং শিখণ্ডিন্‌।
> রুদ্রস্যেষুশ্চরতি দেবহেতিস্তস্যৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥[৭]

—হে রুদ্র, তুমি যে হরিদ্বর্ণ হিরণ্ময় ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধনু ধারণ কর, তা শতসহস্র প্রাণীর ধ্বংসকারক; রুদ্রের বাণ সর্বত্র অপ্রতিহতগতিতে বিচরণ করে, সেইহেতু সেই বাণ এদিকেও বর্তমান, অতএব দেবহননশক্তিসম্পন্ন সেই বাণকে নমস্কার।

> নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
> উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥[৮]

—হে রুদ্র! তুমি অস্ত্ররূপী অতিবিস্তৃতরূপ প্রগল্‌ভ এবং শরাসনধারী! তোমার বাহুযুগলকে প্রণাম করি।[৯]

যজুর্বেদের মতে রুদ্রের এই ধ্বংসকার্যের সহায়িকা তাঁর ভগিনী অম্বিকা।[১০]

রুদ্রের হস্তে বজ্র,—তিনি বজ্রবাহু।[১১] ধনুর্বাণ তাঁর অস্ত্র—তিনি স্বর্ণালংকার পরিধান করেন—"অর্হন্‌ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্‌।"[১২]

---

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৪।২
৪ ঐ —৪।১১৪।৩ ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৪।১০ ৬ ঐতরেয় ব্রাঃ—৩।১০।৩.৯
৭ অথর্ব—১১।২।২।১২ ৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ—২।৩ ৯ অনুবাদ—বসুমতী সং
১০ কৃঃ যজুঃ—১।৮।৬।৮, শুঃ যজুঃ—৩।৫৭ ১১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৩ ১২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১০

—হে অর্চনার্হ ! তুমি ধনুর্বাণধারী ; হে অর্চনার্হ ! তুমি নানারূপ বিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ, তুমি বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ।[১]

তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রা বিহ সুমৃলতং নঃ।[২]

—হে সোম ও রুদ্র ! তোমাদের দীপ্ত ধনু আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করিয়া থাক।[৩]

ইমা রুদ্রায় স্থির ধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাম্নে।

অষাড়্হায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ॥[৪]

· স্থির কার্মুক, শীঘ্রগামী বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্রবিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শ্রবণ করুন।[৫]

তিগ্মমেকো বিভর্তি আয়ুধং শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ।[৬]

—সুখকর ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করিতেছেন।[৭]

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত।

অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ॥[৮]

—কপর্দী রুদ্রের বাণসমন্বিত ধনু জ্যামুক্ত হোক, তাঁর বাণ বিফল হোক, তাঁর তূণ রিক্ত হোক।

অথো য ইষুধিস্তবারে ! অস্মিন্নিধেহি তম্।[৯]

—তৎপরে ত্বদীয় যে ইষুধি (তূণীর) আছে, তাহাতে শররাজি স্থাপন কর।[১০]

শিবত্বের সূচনা—বজ্র ও ধনুর্বাণধারী হিংসক রুদ্রের তুষ্টি বিধান করিতে প্রয়াসী হয়েছেন ঋষিকবিগণ, এবং রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন সুখ-সমৃদ্ধি আর সন্তান-সন্ততি ও পশু প্রভৃতির হিংসারাহিত্য ও রোগমুক্তি। এখানেই রুদ্রের কল্যাণকারিতা। রুদ্রের অপর পিঠে যে শিবের অস্তিত্ব তার সূচনা এখান থেকেই।

ঋষির প্রার্থনা—

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত উক্ষিতম্।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৬।৭৪।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।১ ৫ তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৮।২৯।৫

৭ অনুবাদ—তদেব ৮ শুক্ল যজুঃ—১৬।১০ ৯ নীলরুদ্রোপনিষৎ—২।৭

১০ অনুবাদ—বসুমতী সং

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ॥[১]

—হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তানজনয়িতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না।

হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অশ্ব মনুষ্যকে হিংসা করিও না, আমাদিগের গো ও অশ্বকে হিংসা করিও না, কেন না আমরা হব্য লইয়া সর্বদাই তোমাদিগকে আহ্বান করি।[২]

মা নো বধী রুদ্র মা পরা দা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য।

আ নো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥[৩]

—হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।[৪]

যা তে হেতির্মীঢ়ুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।

তয়া ত্ব বিশ্বতো অস্মানযক্ষ্মযা পরিভুজ।[৫]

হে মীঢ়ুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে কার্মুক বিদ্যমান, সেই শরাসনের গুণ দূর করিয়া নির্গুণ শরাসন দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার কিংকর।[৬]

শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে।

নৃভ্যো নারিভ্যো গবে।[৭]

—(রুদ্র) আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করে।[৮]

পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরিত্বেষস্য দুর্মতির্মহী গাৎ।

অবস্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্ব, স্তোকায় তনয়ায় মৃড়।[৯]

১ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৭-৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।৪

৪ অনুবাদ—[illegible] ৫ নীলরুদ্রোপনিষদ—৮ ৬ অনুবাদ—[illegible] পং

৭ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৬ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১৪

—রুদ্রের আয়ুধ আমাদের পরিত্যাগ করুক, রুদ্রের দুঃখদায়িনী বুদ্ধিও আমাদের কাছ থেকে দূরে থাক, হে মীঢ়, তোমার অবসর্থ ধনু যজ্ঞকর্তা যজমানের কাছ থেকে দূরে থাক। আমাদের পুত্রপৌত্রদেরও তুমি সুখ বিধান কর।[১]

রুদ্র ভিষক্—ধ্বংসের কর্তা—ধ্বংসরূপী যে রুদ্র তিনি কিন্তু কেবল ধ্বংসেরই দেবতা নন, তিনি আরোগ্যের দেবতাও। এখানেই রুদ্রের মঙ্গলময়ত্ব। রুদ্রের অধিকারে যে ঔষধ আছে, সেই ঔষধের সাহায্যে তিনি স্তুতিকারকদের পরিবারের রোগমুক্তি ঘটান। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত ভেষজ বিদ্ বৈদ্য রুদ্রের কাছে ঋষিদের প্রার্থনা সকল প্রকার ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ।

উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি।[২]

—তুমি আমাদের পুত্রগণকে ঔষধি দ্বারা পরিতুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি, তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩]

ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।[৪]

—হে রুদ্র, তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর।[৫]

ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্।[৬]

—হে রুদ্র, তুমি ভেষজ, আমাদের গো, অশ্ব ও পুরুষ (পরিবারবর্গকে) ভেষজ প্রদান কর।

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।
তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে।[৭]

—উপাসকগণের রক্ষক, সৎকর্মসমূহের সহায়স্বরূপ, দুঃখনাশ দ্বারা সুখ বিধায়ক রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ঐশ্বর্য ও আরোগ্য সম্বন্ধীয় পরম সুখ প্রার্থনা করি।[৮]

অধ্যবোচদধিবক্তা দৈব্যো ভিষক্।[৯]

—দৈব ভিষক্ (বৈদ্য) রুদ্র আমাকে বিশেষভাবে বলেছেন।

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৭ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ শুক্ল যজু.—৩।৫৯
৭ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১৩ ৮ অনুবাদ—দুর্গা দাস লাহিড়ী ৯ শুক্ল যজু.—১৬।৫

রুদ্র সৃষ্টি করেন অসংখ্য রোগ মৃত্যুযজ্ঞের জন্য,—ঐ রোগগুলি দ্যুলোক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে মর্তে বিচরণ করে। ঋষির প্রার্থনা, রুদ্রের ভেষজ ঐ রোগ থেকে তাঁদের পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষা করুক।

যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্মযা চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ।

সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা ন তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ॥[1]

—হে ভগবান্ রুদ্র! দ্যুলোক হইতে বিমুক্ত তোমার যে দিদ্যুৎ অর্থাৎ জ্বরাতিসারাদি রোগাখ্য বজ্রায়ুধ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, তাহা আমাদিগকে পরিহার করুক, হে অনতিক্রমণীয়াজ্ঞ, তোমার সহস্র ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ আছে। আমাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণের প্রতি হিংসা করিও না।[2]

রুদ্র ও সোম—রুদ্রের সহকারী হিসাবে সোম ও রুদ্রের সঙ্গে ভেষজ প্রদান করে থাকেন—

সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।[3]

—হে সোম ও রুদ্র, তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ কর।[4]

রোগারোগ্য বিধানের দ্বারা ধ্বংসের দেবতা রুদ্র জগতের মঙ্গল বিধান করেন। এই জন্যই তিনি ঋষিদের দ্বারা স্তুত হয়েছেন এবং যজ্ঞে হবি লাভ করেছেন।

"He grants remedies, he commands every remedy and has a thousand remedies. he is the greatest physician of physicians Rudra has two epithets which are peculiar to him 'jalasa', 'healing' and 'jalasa bhesaja', possessing healing remedies."[5]

"In his character as a healer he appears here as the lord of medicinal herbs and is called a heavenly physician."[6]

রুদ্রের স্বরূপ—রুদ্র দেবতার স্বরূপ কি? রুদ্র শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাস্ক বলেছেন, "রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা, যদরুদত্তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি কাঠকম্, যদরোদীত্তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি হারিদ্রবিকম্॥"[7]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৪৬।৩ ২ অনুবাদ—…ঠাকুর ৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৪।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ Vedic Mythology—page 76
৬ Vaisnavism and Saivism—Bhandarkar, page 103 ৭ নিরুক্ত—১০।১।৮

—(১) রুদ্র শব্দ রু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করেন বলে তিনি রুদ্র। (২) রু এবং দ্রু (গতি) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করতে করতে গমন করেন এই অর্থে রুদ্র। (৩) শত্রুগণকে রোদন করান এই অর্থে রুদ্ ধাতু থেকে রুদ্র শব্দ। (৪) কাঠক সংহিতায় বলা হয়েছে—যেহেতু তিনি রোদন করেন, সেইহেতু তিনি রুদ্র। মৈত্রায়ণি সংহিতার হরিদ্রব শাখায় বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি রোদন করেছিলেন, সেইহেতু তিনি রুদ্র। রুদ্রের রোদন করার কারণ শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৭।৪), মৈত্রায়ণি-সংহিতা (৩।৬।৫, ৪।২।১২) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়—রুদ্র তাঁর পিতা প্রজাপতিকে বাণ দিয়ে বিদীর্ণ করেছিলেন, আর সেইজন্য শোকে তিনি রোদন করেছিলেন।

রুদ্রের আট নাম—সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে প্রজাপতির রেতঃ থেকে সহস্রাক্ষ জন্মালেন। তিনি পিতাকে বললেন, আমাকে নাম দাও—প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন ভব—"স প্রজাপতিং পিতরমভ্যায়চ্ছত্তমব্রবীৎ কথা মা অভ্যায়চ্ছসীতি নাম মে কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদমবিহিতেন নাম্নাহন্নমৎস্যামীতি, স বৈ ত্বমিত্যব্রবীদ্ভব এবেতি যদ্ভব আপস্তেন হ বা এনং ভবো হিনস্তি…।[১]

—(অন্বয়ার্থ) তিনি পিতা প্রজাপতিকে বললেন, তুমি যেয়ো না, আমার নামকরণ কর। নাম না দিলে আমি অন্ন ভক্ষণ করবো না; তিনি বললেন, তোমার নাম ভব, যেহেতু ভব অর্থে জল, অতএব জল তোমায় হিংসা করবে না।

এইরূপে সেই নবজাত পুত্র দ্বিতীয় নাম আদায় করলেন—'শর্ব'। 'শর্ব' শব্দের অর্থ অগ্নি;—অগ্নি তাঁকে, তাঁর প্রজা পশু প্রভৃতিকেও হিংসা করবেন না।

"তমিত্যব্রবীচ্ছর্ব এবেতি যদ্দর্বোঽগ্নিস্তেন ন হবা এনং শর্বোহিনস্তি, নাস্য প্রজাং নাস্য পশূন্ …।[২]

রুদ্রের জন্ম ও নামকরণ—অতঃপর তিনি তৃতীয় নাম পেলেন বায়ু—কারণ, "পশুপতির্বায়ুস্তেন ন হ বা এনং পশুপতির্হিনস্তি…।"[৩] —পশুপতি বায়ু; এঁকে বায়ু হিংসা করবেন না। এইভাবে তিনি পিতার কাছ থেকে উগ্র, মহাদেব, রুদ্র, ঈশান এবং অশনি এই আট নাম আদায় করে নিলেন। উগ্র শব্দের অর্থ ওষধি ও বনস্পতি, মহাদেব শব্দে আদিত্যকে বোঝায়; রুদ্র হলেন চন্দ্র, ঈশান শব্দে অন্ন এবং অশনি শব্দের দ্বারা ইন্দ্র বিজ্ঞাত হয়ে থাকেন। এঁরা কেউই প্রজাপতি তনয়কে হিংসা করবেন না।[৪]

১ সাংখ্যা: ব্রা:—৬।২ ২ সাংখ্যা: ব্রা:—৬।৩ ৩ সাংখ্যা: ব্রা:—৬।৪ ৪ সাংখ্যা: ব্রা:—৬।৫-৯

রুদ্রের অষ্টমূর্তির পরিচয় এখানে পাওয়া গেল এবং নামগুলির তাৎপর্যও জানা গেল। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন যে ব্রহ্মা আত্মানুরূপ পুত্র সৃষ্টি করলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করেই ক্রন্দন করতে থাকে। কেন কাঁদছ?—এই প্রশ্ন করলে কুমার নীললোহিত বললেন, আমাকে নাম দাও। ব্রহ্মা কুমারের নাম দিলেন, রুদ্র।

প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ
ক্রন্দন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ।
নাম দেহীতি সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্॥
রুদ্রস্ত্বং দেব নামাসি মা রোদীর্ধৈর্যমাবহ॥[১]

—কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অংকে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম্! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে কহিলেন, 'কি জন্য রোদন করিতেছ'? তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন, 'আমাকে নাম দেও'। তৎপরে প্রজাপতি কহিলেন, 'হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর'।[২]

এরপরও রুদ্র সাতবার রোদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে সাতটি নাম দিয়েছিলেন—

এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্তনামানি বৈ প্রভুঃ॥
* * *
ভবং শর্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ॥[৩]

রুদ্রের আর সাতটি নামঃ ভব, শর্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব। ব্রহ্মার নির্দেশে রুদ্রের অষ্টনামের স্থান হোল—সূর্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম। এই আটটি হোল রুদ্রতনু।

সূর্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ॥[৪]

---

১ বিষ্ণুপুঃ, ১ম অংশ—৮।২-৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ বিষ্ণুপুঃ—১।৮।৫-৬
৪ বিষ্ণুপুঃ—১।৮।৭

হরিবংশে ব্রহ্মার ক্রোধ রুদ্ররূপে সৃষ্ট হয়েছেন—

অতোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্ ।[১]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। এখানেও আত্মরূপ পুত্র কামনা করে ব্রহ্মা নীললোহিতকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন এবং নবজাতক রোদন করার জন্যেই ব্রহ্মা তাঁর রুদ্র নাম দিয়েছিলেন।[২]

সৌরপুরাণের বর্ণনা কিছু ভিন্নরূপ। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য পঞ্চপুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাঁরা প্রজাসৃষ্টিতে মন না দিয়ে তপস্যায় নিরত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার ললাট থেকে রুদ্র জন্মগ্রহণ করলেন। কোটি সূর্যের মত তেজঃসম্পন্ন রুদ্র ব্রহ্মার ললাট ভেদ করে আবির্ভূত হলেন। জন্মকালে ব্রহ্মাকে রোদন করিয়েছিলেন বলে কুমারের নাম হয় রুদ্র।

গতে বহুতিথে কালে সমদ্ভূৎ ক্রোধমূর্ছিতঃ ।
প্রাণাত্মকঃ সমুদ্ভূতো ললাটাদ্ ব্রহ্মণো হরঃ ॥
কেনাপি হেতুনা বিপ্রাঃ সূর্যকোটি সমপ্রভঃ ।
রোদয়িত্বা জন্মানং তস্মাদ্রুদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥[৩]

রুদ্রের অপর সাতটি নাম অর্জন ও নামের অধিকৃত স্থান বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপভাবে এখানে প্রদত্ত হয়েছে। অষ্টম মূর্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই রুদ্রের আর এক নাম বিশেশ্বর।

যাভির্ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং বিশ্বাত্মা জগন্ময়ঃ ।
তে বিশ্বেশ্বরো দেব ইতি নাম্না শিবঃ স্মৃতঃ ॥[৪]

রুদ্র সর্বময় হয়েও যেহেতু স্থির, অতএব তাঁর নাম স্থাণু।

স্থাণুবন্নিশ্চলো যস্মাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ ॥[৫]

বরাহপুরাণে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিমানসে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে মন থেকে কৃষ্ণাঙ্গবর্ণ পিঙ্গলনেত্র পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। জন্মের পরেই ঐ পুরুষ রোদন করতে থাকায় তাঁর নাম হোল রুদ্র।

কৃষ্ণাঙ্গঃ পুরুষঃ পিঙ্গনেত্রঃ ।
রুদন্ মুক্তো ব্রহ্মণা রুদ্র ত্বং
রুদ্রস্ততোঽভবৎ পুরাণঃ ॥[৬]

প্রষ্টব্য ১ হরি হরিবংশপর্ব—১।৮ ২ মার্কপু—৪।৭২ ৩ সৌরপু—২৩।৪-৬
৪ সৌরপু—২৩।৯ ৫ সৌরপু—২৩।১৫ ৬ বরাহপু—৩৩।৩-৪
১ সাং

ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে জলে মগ্ন হয়ে রুদ্র তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন।

শিবপুরাণ (জ্ঞানসংহিতা) মতে আবার শিবের ইচ্ছামত শিবের গুণসম্পন্ন রুদ্র ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। শিব ব্রহ্মাকে বললেন—

মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মন্নীদৃশং ভবদঙ্গতঃ ।
প্রকটীভবিতা লোকে নাম্না রুদ্র প্রকীর্তিতঃ ॥
মদংশাৎ তস্য সামর্থ্যমূনং নৈব ভবিষ্যতি ।
যোঽহং সোঽহং ন ভেদোঽস্তি পূজাবিধি বিধানতঃ ॥[১]

—হে ব্রহ্মণ্‌! তোমার দেহ থেকে আমারই মত রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। আমার অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করায় আমার থেকে তাঁর শক্তি পৃথক হবে না। আমি যে তিনিও সে। পূজাবিধানে কোন পার্থক্য থাকবে না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সনৎকুমার সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি না করে তপস্যায় মগ্ন হওয়ায় ব্রহ্মা রুষ্ট হলে তাঁর রোষ থেকে রুদ্র জন্মগ্রহণ করলেন।

তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ ॥[২]

বায়ুপুরাণে (১ম খণ্ড, ৯ অঃ) রুদ্র ব্রহ্মার রোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অর্ধনারীশ্বররূপে। ব্রহ্মা তাঁদের প্রজাসৃষ্টি দ্বারা জগতের হিতসাধন করতে বললে রুদ্র রোদন করলেন এবং দ্রবীভূত হলেন। তাই তাঁর নাম হোল রুদ্র।

এবমুক্তাস্ত সর্বজ্ঞমব্রুবন্ নমস্ততঃ ।
রোদনাদ্রাবণাচ্চৈব রুদ্রো নাম্নেতি বিশ্রুতঃ ।[৩]

বায়ুপুরাণ (১ম খণ্ড, ২৭ অঃ) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৮ অঃ) একই শ্লোকে মহাদেবের পুত্ররূপে রুদ্রের জন্ম ও অষ্টবিধ নাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান্ বহূন্ ।
কল্পেঽষ্টমে ব্যতীতে তু যস্মিন্ কল্পে তু তচ্ছৃণু ॥
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ ॥
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা ।
দৃষ্ট্বা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্ ॥
কিং রোদিষি কুমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত ।

১ জ্ঞান সং—৪।৩২-৩৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৯।৭০ ৩ বায়ুপুঃ—১।৯।৭৩

সোঽব্রবীৎ দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥[১]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে অথর্ববেদ পাঠরত ব্রহ্মার মুখ থেকে রুদ্র আবির্ভূত হলেন—

অথর্ববেদোচ্চারণং যাবচ্চক্রে পিতামহঃ।
মুখাদ্রুদ্রঃ সমভবদ্রৌদ্ররূপো জটাধরঃ॥[২]

রুদ্রের স্বরূপ—বিভিন্ন পুরাণ এবং যাস্কের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে, রোদন থেকে রুদ্রের জন্ম এবং রোদন থেকেই তাঁর নামকরণ। রোদন করেন অথবা রোদন করান এই জন্য তিনি রুদ্র। কোন্ দেবতা রোদন করেন বা রোদন করান? আমরা ঝড়ের গর্জন সকলেই শুনেছি। ঝড়ের শোঁ শোঁ গর্জনকে রুদ্রের কান্না বলে গ্রহণ করা চলে। আবার প্রবল ঝড় বহু জীবের রোদনের কারণ হয়ে থাকে। অতএব অনেকে মনে করেন যে রুদ্র ঝড়ের দেবতা। বজ্র তাঁর অস্ত্র। ঋগ্বেদে মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র,—মরুদ্গণকে 'রুদ্রাঃ' 'রুদ্রিয়াঃ' 'রুদ্রাসঃ', 'রুদ্রস্য সূনু' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণেও অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছিন্ন হয়ে মরুদ্গণ রোদন করায় 'মা রুদ'—'কেঁদো না'—এই বলে ইন্দ্র কর্তৃক আশ্বাসিত হওয়ায় তাঁরা মরুৎ নাম পেয়েছিলেন।[৩]

কেউ কেউ আবার অগ্নিকেও মরুৎ বলেছেন; কারণ লেলিহান অগ্নিশিখা শব্দ করে বা ক্রন্দন করে।

"Weber expresses the view that this deity in the earliest period especially designated the howling of the storm (the plural therefore meaning the Maruts) but that as the roaring of fire is analogous, storm and Fire combined to form a god of rage and destruction. ...H. H. Wilson thought that Rudra was evidently a form of either Agni or Indra."[৪]

"Rudra has been variously identified by scholars with Agni, the storm God, storm and Agni, chief of the souls of the dead, and even with a God of mountain and forest."[৫]

---

১ বায়ুপুঃ—২৭।৩-৪ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খঃ ব্রাহ্মণখণ্ডের মাহাত্ম্য—৩।১৪-৬

৩ মরুৎপ্রসঙ্গ, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ৪ Vedic Mythology—page 77

৫ Rgvedic Culture—page 445

রুদ্রকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ঋগ্বেদেই অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে।

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও, ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছি।[২]

ঋগ্বেদ যখন অগ্নিকে রুদ্ররূপে বর্ণনা করেছেন, তখন এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু থাকে না। যাস্ক যথার্থই বলেছেন—"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।"[৩]—অর্থাৎ অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয়। সায়নাচার্যও বলেছেন—"রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে"—রুদ্র অর্থে নিষ্ঠুর অগ্নি। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "রুদ্র অগ্নিরূপী,—ঝড়ের পিতা,—শব্দায়মান দেব। অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র। অতএব বেদ রচনাকালে শব্দায়মান ও ভয়ংকর ঝড়ের পিতা অগ্নিরূপী বজ্রকে হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন।"[৪]

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বজ্র রুদ্রের আটটি নামের অন্যতম। ঋগ্বেদের অপর একটী সূক্তে অন্যান্য বহুদেবতার সঙ্গে রুদ্রকেও অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং···।[৫]

আরও একটি ঋকে রুদ্র অগ্নিরূপে স্তুত হয়েছেন—

আ রোদসী বেবিদানাঃ প্ররুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্॥[৬]

—যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিয়া রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন; মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।[৭]

এই সূক্তটী (১।৭২) অগ্নিসূক্ত। সুতরাং রুদ্র এখানে অগ্নির নাম। রমেশচন্দ্র দত্তও এখানে রুদ্র অর্থে অগ্নি গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্যেরও একই অভিমত। এই বিষয়ে কৃষ্ণযজুর্বেদে একটী উপাখ্যান আছে:

"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্, তে দেবা বিজয়মুপযন্তোঽগ্নৌ বামং বসু সংন্যদধতেদমু

১ ঋগ্বেদ—১।২৭।১০ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১০।১।৭।
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১০৫, ১।৪৩।১ ঋকের টীকা। ৫ ঋগ্বেদ—২।১।৬
৬ ঋগ্বেদ—১।৭২।৪ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

নো ভবিষ্যতি যদি নো জেষ্যন্তীতি তদগ্নির্ন্যকাময়ত তেনাপাক্রামত্তদ্দেবা বিজিত্যা বরুরুৎসমানা অন্বায়ন্তদস্য সহসাদিৎসন্ত সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্।"[১]

—দেব ও অসুরগণ যুদ্ধ করেছিলেন। বিজয়লাভ করে দেবগণ অসুরদের নিকট থেকে অপহৃত ধনরত্ন রক্ষার নিমিত্ত অগ্নির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন—, এইভেবে যদি আমরা জয়লাভ করি তবে এই ধন আমাদের হবে। সেই ধন অগ্নি ইচ্ছা করলেন এবং ধন নিয়ে পালালেন। দেবগণ জয়লাভ করে সেই ধন জোর করে আদায় করার জন্য অগ্নির পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, সেইসময় অগ্নি রোদন করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় রুদ্র।

এই উপাখ্যানটী পুরাণাদিতে নূতন নূতন রূপ লাভ করেছে।

অপর একটি শ্লোকে অগ্নিকে বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ প্রভৃতি বলা হয়েছে—

"অগ্নয়ে বসুবিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।"[২]

রুদ্রেরই এক নাম শিব। ঋগ্বেদে একটিমাত্র স্থলে রুদ্রের শিব সংজ্ঞা পাই—

যেভিঃ শিবঃ স বাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষাক্ত স্বযশা নিকামভিঃ।[৩]

—যে অশ্বারোহী উৎসাহী মরুদ্গণের সহায়তায় শিব (রুদ্র) আকাশ থেকে জল সেচন করেন।

অগ্নি শিব—অন্যান্য সংহিতায়, পুরাণ প্রভৃতিতেও অগ্নিকেই রুদ্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে অগ্নির নিকট প্রার্থনা :

শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নে অথো সীদ শিবস্ত্বং।
শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বং যোনিমিহাসদঃ॥[৪]

—হে অগ্নি, তুমি শিব, তুমি শিব মঙ্গলময় হয়ে এখানে উপবেশন কর। তুমি সকল দিকে মঙ্গল বিধান করে তোমার নিজের গৃহে যজ্ঞশালায় উপবেশন কর।

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভব বরূথ্যঃ।[৫]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের অন্তিম (আশ্রয়, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তুমি শিব হয়ে গৃহপুত্রাদির কল্যাণ বিধান কর।

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৫।১।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৫৮।১ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৯২।৯

৪ শুক্ল যজুঃ—১২।১৭ ৫ শুক্ল যজুঃ—৩।২৫

মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ।

—হে উভয়বিধ অগ্নি (মন্থনজাত অগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি), তোমরা আমাদের হিংসা কোরো না, যজ্ঞপতিকে হিংসা কোরো না, আজ আমাদের নিকট শিব হও।

শিবং প্রজাভ্যোঽহিংসন্তং ……।[১]

—হে অগ্নি, প্রজাগণের নিকট শিবরূপী (কল্যাণরূপী) তোমাকে স্তব করি।

শিবো ভব প্রজাভ্যো মানুষীভ্যস্ত্বমঙ্গিরঃ।[২]

—হে অঙ্গিরা অগ্নি, তুমি মনুষ্যুক্ত প্রজাগণের প্রতি শিব (কল্যাণকারী), দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং বনস্পতিকে সন্তাপিত কোরো না।

স নো ভব শিবস্ত্বং সুপ্রতীকো বিভাবসুঃ।[৩]

—হে বিভাবসু অগ্নি, তুমি আমাদের প্রতি শোভন প্রতীকযুক্ত (সুখকর) হও, কল্যাণকর (শিব) হও।

জাতবেদা শিবো ভব।[৪]—অগ্নি, তুমি শিব হও।

পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব।[৫]—অগ্নি, তুমি শিব হও।

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো
দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।[৬]

—হে অগ্নি, তুমি প্রথমে আঙ্গিরা ঋষি, তুমি দেবগণেরও দেব (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), কল্যাণকারী (শিব) বন্ধু হও।

মহাভারতের আদিপর্বে অগ্নির রুদ্ররূপ এবং শিবরূপের বর্ণনা পাই:

সপ্তজিহ্বাননং ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।

*　　*　　*

যদগ্নে তে শিবং রূপং যে চ তে সপ্তহেতয়ঃ।
তেন নঃ পরিপাহি ত্বমার্তানঃ শরণৈষিণঃ।

*　　*　　*

শিবস্রাতা ভবাস্মাকং মাধানক বিনাশয়।
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ত্মন্ হুতাশনঃ।
পরেশ দৈত্রেহি মুক্তাস্মান্ সাগরস্য গৃহানিব॥[৭]

১ শুক্ল যজুঃ—১১।২৮　২ শুক্ল যজুঃ—১১।৪৫　৩ শুক্ল যজুঃ—১২।৩০　৪ শুক্ল যজুঃ—৩।৪।৫।১
৫ শুক্ল যজুঃ—৪।৪।৩।১　৬ ঋগ্বেদ—১।৩১।১　৭ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩১।৪, ১০, ১৮-১৯

—সপ্তজিহ্বা ও মুখ বিশিষ্ট, নিষ্ঠুর, লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছে। …হে অগ্নি, তোমার যে কল্যাণকর রূপ, তোমার যে সপ্ত অস্ত্র, তার দ্বারা তুমি শরণার্থী আমাদের রক্ষা কর।

হে শিব, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের বিনাশ কোরো না, পিঙ্গলচক্ষু, রক্তবর্ণ গ্রীবা, কৃষ্ণবর্ণ পথে যাত্রী, হুতাশন, পরের দ্বারা এখানে এস। সাগরের গৃহের মত আমাদের মুক্ত কর। মহাভারতে অন্যত্রও অগ্নিই শিব :—

অগ্নিশ্চ শিবো নাম শক্তিপূজাপরশ্চ সঃ।
দুঃখার্তানাং চ সর্বেষাং শিবকৃৎ সততং শিবঃ॥[১]

—অগ্নিই শিবনামে প্রসিদ্ধ, তিনিই শক্তিপূজাপরায়ণ। সকল দুঃখার্ত জীবের কল্যাণ করেন বলেই তিনি শিব।

পুরা কৃতযুগে বিপ্র এক এব হুতাশনঃ।
রুদ্রমূর্তিঃ স্থিতো নিত্যং তেজো নাম মহাত্মনঃ॥[২]

লিঙ্গপুরাণে অগ্নি রুদ্র ও রুদ্রগণপতি—

অগ্নয়ে রুদ্ররূপায় রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।[৩]

দেবীপুরাণে কোটিহোমে অগ্নির নাম শিব—

কোটি হোমে শিবো বহ্নিঃ সর্বকামপ্রদায়কঃ।[৪]

কোন কোন পণ্ডিত আবার রুদ্রকে বজ্রের দেবতা বলে গণ্য করেছেন,—

"But Indra was not the only thunder deity of the vedic period. The Vajra was held also by Rudra and his sons, the Maruts. The latter in the Ṛgveda are sometimes called as Vidyut-dhasta (VIII. 7.25) and sometimes as Vajra-hasta (VIII. 7.32). According to a passage of the Yajurveda Agni had his bolts (Taitt. sam. IV. 6. 1). And According to the Satapatha Brahmaṇa the attributes belonged also to Āditya or the sun. In the Vājasaneya Saṃhitā Rudra is called Bhava and Śarva. And under these appellations he is invoked in the Atharva-veda to launch the lightning against the doer of the wickedness. His eighth name, Aśani (or thunderbolt) is mentioned in the Satapatha and Kauśitaki Brāhmaṇas. The

১ মহা. বনপর্ব—২২০।৪ ২ দেবীপুরাণ—১২২।৩ ৩ লিঙ্গপু:—১৮।৩

৪ দেবীপু:—১২২।২৩

primary connection of Rudra with lightening is therefore sufficiently clear and intelligible The Vedic Rudra, as we all know, is the predecessor of the Epic Śiva. It may therefore be assumed that the latter's conception was based on the conception of a lightening god [1]

রুদ্র শিবকে বজ্র বা বিদ্যুৎ বললেও কোন অসুবিধা নেই। আমরা জানি অগ্নির তিনরূপ অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য। সুতরাং অগ্নিরূপী রুদ্রের মধ্যে সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ এই ত্রিমূর্তি সম্মিলিত আছে। কারো মতে আবার বজ্র-বিদ্যুৎ, ঝড়, দাবানল প্রভৃতির মত প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিই বেদে রুদ্ররূপে কথিত।

"In the early vedic times the deity Rudra was regarded as the personification in vague, uncertain anthropomorphic forms of the destructive powers of nature as typified storms lightning and forest fires etc "[2]

কূর্মপুরাণের একটি বর্ণনায় রুদ্র একই সঙ্গে সূর্য ও অগ্নি :

দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং। হুতাশবক্ত্রং জ্বলনার্করূপম্॥[3]

বজ্র বিদ্যুৎ ও অগ্নি অভিন্ন। সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক শক্তিই রুদ্র। ঝড়েরও ধ্বংসাত্মক শক্তি আছে। কিন্তু ঝড়ের জনক সূর্যাগ্নির তাপশক্তি। তাই ঝড়-সৃষ্টিকারী শক্তি বা ঝড়ের অধিষ্ঠাতা মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র। এক হিসাবে ঝড়ের দেবতা ও সূর্যাগ্নির তাপশক্তি অভিন্ন। সুতরাং ঝড়ের ধ্বংসাত্মক শক্তিও রুদ্র-নামে অভিহিত হতে পারে।

অগ্নি শম্ভু—রুদ্রেরই আর এক নাম শিব। শিবেরই এক নাম শম্ভু। রুদ্র ত শুধু ধ্বংসই করেন না, তিনি কল্যাণদাতা শিব) এবং সুখদাতা (শম্ভু)। অগ্নি শস্ত্র বলেই অগ্নিকে শম্ভু বলা হয়েছে ঋগ্বেদে—"কোকো ন শম্ভুঃ।"[4]—অগ্নি জলের মত সুখকর।

কৃষ্ণযজুর্বেদে অগ্নিই বিশ্বশম্ভু—সকলের সুখদাতা।

প্রাতঃসবনে পাহ্যর্বৈশ্বানরো মহিনা বিশ্বশম্ভুঃ।

স নঃ পাবকো দ্রবিণং দধাতু।"[5]

---

১ Notes on Vajra—Mr N. G Mazumdar, Journal of the Dept. of Letters (C U), vol XI, pages 176-177.

২ God in Indian Religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 110

৩ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—১৫।১৯০ ৪ ঋগ্বেদ—১।৬৫।৩ ৫ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩

—প্রাতঃসবনে অগ্নি নিজ মহিমায় বিশ্বশম্ভু (বিশ্বের সুখদাতা), সেই অগ্নি আমাদের ধন দান করুন।

অগ্নি পশুপতি—শিবের আর এক নাম পশুপতি। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছেন অগ্নিই পশুপতি—"ইমং পশুং পশুপতে তে অদ্য বধ্নাম্যগ্নে সুকৃতস্য মধ্যে।"[১]

—হে পশুপতি অগ্নি, অদ্যকার সম্যক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে এই পশু বাঁধলাম, তুমি অনুমোদন কর।

পশুদের অধিপতি যে রুদ্র, তিনিই অগ্নি—

প্রাজাপত্যা বৈ পশবস্তেষাং রুদ্রোঽধিপতিঃ।[২]

—পশুগণ প্রজাপতির সন্তান—রুদ্র তাদের অধিপতি।

এখানেও সায়নাচার্য বলেছেন, "অগ্নিশ্চ রুদ্রশব্দাভিধেয়ঃ।"—অগ্নিই রুদ্র নামে আখ্যাত হয়েছেন।

অগ্নি যুবা—বেদে অগ্নি যুবা, কনিষ্ঠ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। রুদ্রও জরারহিত চিরযুবা—"যুবানো রুদ্রা অজরা।"[৩] রুদ্রেরই বিশেষণ 'কুমার'।[৪]

রুদ্র কপর্দী—রুদ্রকে বারংবার কপর্দী বলা হয়েছে।[৫] কপর্দী শব্দের অর্থ জটিল বা জটাধারী। পুরাণে শিব জটাধারী।

যে নটরাজ নাচলে যখন প্রলয় নাচন
জটার বাঁধন পড়লো খুলে।[৬]

অগ্নি রুদ্র- রুদ্ররূপী অগ্নির জটা কোনটি? রমেশচন্দ্র বলছেন, "অগ্নির। কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা—এইরূপ অনুমিত হয়।"[৭] রমেশচন্দ্রের অনুমান যথার্থ ই রুদ্র-অগ্নির ধূমপুঞ্জ জটারূপে কল্পিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ অগ্নি হরিকেশ, লোহিতকেশ প্রভৃতি বিশেষণ লাভ করেছেন ঋগ্বেদেই। লিঙ্গপুরাণে রুদ্রস্তবে রুদ্র হিরণ্যকেশ।[৮] রুদ্র বা শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম অগ্নি। শিবের তৃতীয় নয়নে বহ্নির অবস্থান। লিঙ্গপুরাণে রুদ্রের একনাম 'শিখাযুক্ত'।[৯] কূর্মপুরাণে শিব হুতাশবক্ত্র অর্থাৎ অগ্নিমুখ।[১০] লিঙ্গপুরাণে ব্রহ্মাকৃত রুদ্রস্তবে রুদ্র শতজিহ্বা বিশিষ্ট—

"বেদমন্ত্র প্রধানায় শতজিহ্বায় বৈ নমঃ।"[১১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অগ্নিই রুদ্র-"সোঽগ্নিস্তু ভগবান্ কালঃ কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ।"[১২]

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৩।১।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৪
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১২ ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৪।১, ৫ ; ৯।৬৭।১১ ৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ২৩৯ ; ১।১১৪।১ ঋকের টিকা। ৮ লিঙ্গপুঃ—৬।১৫
৯ লিঙ্গপুঃ—১১।৩ ১০ কূর্মপুঃ পূর্বভাগ—১৫।১৯৩ ১১ লিঙ্গপুঃ—২৪।৪১
১২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২০।৭১

সুতরাং রুদ্র বা শিব যে অগ্নিই তাতে সংশয়ের কোন হেতু নেই। "The destructive power of fire in connection with the raging of the driving storm lies clearly enough at the foundation of the epic form of Siva."[1]

কিন্তু রুদ্রের গুণাবলী সূর্যেও প্রত্যক্ষ হওয়ায় সূর্যকেও রুদ্র বলে গ্রহণ করা চলে।

সূর্য ও রুদ্র—রুদ্র সূর্যের মত প্রদীপ্ত, সোনার মত বর্ণবিশিষ্ট—

যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে।
শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ॥[2]

—যে রুদ্রদেব সূর্যের সদৃশ দীপ্তিমান, সুবর্ণবৎ প্রীতিকর হয়েন, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের নিবাস হেতু আশ্রয় স্থান হয়েন।[3]

প্রবভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম॥[4]

—বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁহার উজ্জ্বল নাম সংকীর্তন করি।[5]

রুদ্র বভ্রুবর্ণ ও দীপ্ত অলংকারে শোভিত।[6] তিনি অরুষ বা অরুণবর্ণ এবং স্বর্গের বরাহ—"দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনম্ ...।"[7]

সূর্যের অশ্ব বা কিরণও অরুষবর্ণ। আকাশে ভাসমান সূর্যই স্বর্গ-বরাহ—স্বর্গ-বরাহই বিষ্ণুর বরাহাবতার।

শুক্লযজুর্বেদে আদিত্যকে স্পষ্টভাবে রুদ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড ঈমহে॥[8]

—ঐ যে তাম্রবর্ণ, অরুণবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ (সূর্য), আর ঐ যে সহস্র রুদ্র সর্বদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন,—তাঁদের ক্রোধ প্রশমন করবো।

এখানে রুদ্র বলতে যে সূর্যরশ্মিকে বোঝানো হয়েছে, তাতে সন্দেহের হেতু নেই। ভাষ্যকার মহীধর বলছেন, "আদিত্যরূপেণাত্র রুদ্রঃ স্তূয়তে। যোঽসৌ

---

১ Hindu Iconography—Rao. page 76. ২ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৫
৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৮ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৯ ৭ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৫ ৮ শুক্ল যজুঃ—১৬।৬

প্রত্যক্ষো রুদ্রো রবিরূপঃ।...রুদ্রা এনমভিতো দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু শ্রিতাঃ। কিরণ-রূপেণ সহস্রশোঽসংখ্যাঃ...। কীদৃশোঽসৌ তাম্রঃ উদয়েঽত্যন্তং রক্তঃ। অরুণঃ রক্তোঽস্তকালে। উতাপি চ বভ্রুঃ পিঙ্গলবর্ণোঽন্যদা। সুমঙ্গলঃ শোভনানি মঙ্গলানি যস্য মঙ্গলরূপঃ ব্রধ্নোদয়ে সবমঙ্গল প্রবর্তনাৎ। —(অন্বার্থ) আদিত্যরূপে এখানে রুদ্র স্তুত হয়েছেন। ঐ যে প্রত্যক্ষ রুদ্র রবিরূপী।...রুদ্রগণ এঁর দিকে অর্থাৎ পূর্ব প্রভৃতি দিকে আশ্রয় করে আছেন—কিরণরূপে সহস্র সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য। কি রকম রুদ্র ? তাম্রবর্ণ অর্থাৎ উদয়কালে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অস্ত-গমনকালেও অরুণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ, অন্যসময়ে বভ্রু অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। মঙ্গলময় কারণ সূর্যের উদয়ে অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

শুক্লযজুর্বেদ আরও বলেছেন—

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।

উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়তি নঃ॥[১]

—ঐ যিনি রক্তবর্ণ নীলকণ্ঠ অগ্রসর হচ্ছেন তাঁকে উদকাহরণকারিণী গোপ-বালারাও দর্শন করেন। তিনি আমাদের সুখ দান করেন।

এখানেও মহীধর বলেছেন, "অসৌ চ আদিত্যোঽবসর্পতি। ...অস্তগমন-কালে নীলগ্রীবঃ। নীলগ্রীব ইবায়ং গচ্ছন্ লক্ষ্যতে।" —ঐ যে গমন করছেন উনি সূর্য। নীলকণ্ঠ কেন ? কারণ, অস্ত গমনকালে সূর্যকে নীলকণ্ঠ দেখায়।

গোপবালারা নীলকণ্ঠ সূর্যরূপী রুদ্রকে দর্শন করেন। সুতরাং গোপবালারা রুদ্রের অনুরাগিণী। এখানে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কৃষ্ণ-বিষ্ণু আর রুদ্র একই দেবতার নামান্তর হওয়ায় গোপী প্রসঙ্গ এস্থলে বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে।

সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের মত রুদ্রও সহস্রচক্ষু—

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে।[২]

সূর্যের মতই রুদ্র হিরণ্য বাহু—হিরণ্য বাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমঃ।[৩]

---

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।৭ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৮ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৭

বৃহদ্দেবতায় রুদ্র শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে রুদ্র সূর্যরূপেই প্রতিভাত—

অরোদীদন্তরীক্ষে যদ্বিদ্যুদ্বৃষ্টিং দদন্নৃণাং।
চতুর্ভি ঋষিভিস্তেন রুদ্র ইত্যভিসংস্তুত॥[১]

—যিনি অন্তরীক্ষে রোদন করেন, মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি প্রদান করেন, চারজন ঋষি তাঁকেই রুদ্র নামে স্তব করেছেন।

অন্তরীক্ষে যিনি রোদন করেন, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিদানের যিনি কর্তা, তিনি অবশ্যই সূর্য। অবশ্য এখানে যদি বজ্রকে রুদ্ররূপে গ্রহণ করি তাহলে ঠিক হয় না। তবে বজ্রও অগ্নি। সুতরাং অগ্নির সঙ্গে বজ্র অভিন্ন।

পুরাণে ও তন্ত্রে সূর্য ও রুদ্র একাত্ম হয়ে স্তুত হয়েছেন—

একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্যোঽসৌ রুদ্র উচ্যতে।[২]

—যিনি একাকী বিচরণ করছেন, সেই সূর্যই রুদ্র।

কূর্মপুরাণে সূর্যস্তব—

ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বমোঙ্কারঃ শর্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ।
পুরুষঃ সন্মহোঽন্তঃ প্রণমামি কপর্দিনম্॥
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়তে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্যায় ত্বামহং শরণং গত॥[৩]

—হে সূর্য! তুমি ভূ, ভুব এবং স্বর্লোক, তুমিই ওঁকার, তুমি শর্ব, রুদ্র এবং সনাতন, তুমি বিরাট পুরুষ, তুমিই নিত্য, মহর্লোক ও জটাধারী—তোমাকে প্রণাম করি। সৎ এবং অসৎ যে বহুভাবে সৃষ্ট হচ্ছে, তাও তুমি। রুদ্ররূপী সূর্যকে নমস্কার, আমি তোমার শরণ নিলাম।

অন্যত্র বলা হয়েছে—মহাদেবং ভাস্বরাত্মানমব্যয়্।[৪]

কূর্মপুরাণেই রাজা বসুমনা শিবের যে মূর্তির দর্শন পেয়েছিলেন সেই মূর্তির বর্ণনা:

চতুর্মুখং জটামৌলিমষ্টহস্তং ত্রিলোচনম্।
ভাসয়ন্তং জগৎ কৃৎস্নং নীলকণ্ঠং স্বরশ্মিভিঃ॥

---

১ বৃহদ্দেবতা—২।২০।৩৪ ২ ব্রহ্মাণ্ডপু—২৩।৪০ ৩ কূর্মপু, উপরিভাগ—১৮।৩৮-৩৯
৪ কূর্মপু, উপরিভাগ—৪১।১৭

—চতুর্মুখ, জটাবদ্ধমস্তক, আট হাত, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ স্বীয় কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করছেন।

আবার বরাহপুরাণে (২১০ অঃ) শিব সম্পর্কে বর্ণনা :

সহস্র সূর্যকিরণং জ্বালামালিনমূর্জিতম্।
বালার্ক মণ্ডলাকারং প্রভামণ্ডল মণ্ডিতম্॥

সহস্র সূর্যকিরণময়, কিরণমালা শোভিত, প্রভাত সূর্যের আকৃতি বিশিষ্ট, আলোক মণ্ডল শোভিত শিব যে সূর্য ভিন্ন কেউই নন, একথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

কূর্মপুরাণে আর এক জায়গায় সূর্যস্তবে সূর্য ও রুদ্র অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত।

নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরাম্বৃতম্।
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারী শরীরিণম্॥
নমঃ সূর্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।
উগ্রায় সর্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি॥[১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন, রুদ্র কিরণ দ্বারা রস পান করেন —

শুক্লাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যপো গভস্তিভিঃ।[২]

সারদাতিলকতন্ত্রে নীলকণ্ঠের ধ্যানে বলা হয়েছে—

বালার্কাযুত তেজসং ধৃত জটেন্দুখণ্ডোজ্জলম্।

—(নীলকণ্ঠ শিব) অযুত প্রভাত সূর্যের তেজবিশিষ্ট—উজ্জল চন্দ্রকলা ও জটাধারী।

পটুয়া সঙ্গীতে শিব বলছেন—"সূর্যপুরে থাকি আমি আমার ইন্দ্রপুরে ঘর।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি প্রমাণিত করে যে বৈদিক রুদ্র এবং পৌরাণিক শিব সূর্যের একটি অবস্থা বা একটি গুণ অনুসারে কল্পিত এবং পুরাণকারগণ রুদ্রের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস বৈদিক রুদ্রকে গ্রীষ্মকালীন সূর্যরূপে গ্রহণ করে রুদ্রের সকল কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :

" .. it appears to me that he has been conceived as the Solar God, presiding over the northest months of the year, when the

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—১৮।৩২-৩৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৮।৩১ ৩ সাঃ তিঃ—১৭।৫৮

rays of the sun are fierce, and burn like fire, when men and animals suffer from the effects of abnormal heat, and become sick, when at the end of the sultriest day, clouds gather on the horizon and thunder-storms break out, uprooting trees, blowing down houses, killing men and animals by lightning and presenting a general appearance of devastation. This was the maleficent side of the God Rudra. His beneficent side consisted in clearing up the atmosphere, blowing away the germs of disease, cooling down the temperature by showers of rain, improving public health and causing medical herbs and grass and corn to grow. These two different aspects of the god alternately made him the most dreaded as well as the most beneficent. He was Rudra (the Fierce) as well as Siva (the beneficent)."[১]

সূর্যাগ্নি রুদ্র—রুদ্র দেবতার স্বরূপ আলোচনায় দেখা গেল যে, রুদ্র কখনও অগ্নি, কখনও সূর্য। সেই পুরাতন সত্যে উপনীত হচ্ছি আমরা। সূর্য ও অগ্নি একই দেবতা হওয়ায় অন্যান্য দেবতার মত রুদ্রও সূর্যাগ্নি। সূর্যাগ্নির যে শক্তি ধ্বংস করে,—সূর্যের প্রখর তাপে ধরিত্রীকে নীরস করে শস্য-তৃণ বিনষ্ট করে—নানা-প্রকার মারণ রোগ সৃষ্টি করে,—সৃষ্টি করে বিধ্বংসী ঝড়—বজ্রের আঘাত দিয়ে লেলিহান শিখায় গৃহ-অরণ্য-প্রাণীকে দগ্ধ করে সেই শক্তিই রুদ্ররূপে উপাসিত হয়েছেন ভারতীয় মনীষীদের দ্বারা। এই শক্তিই যখন কল্যাণ আনে বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে, শান্ত ধরণীর বুক থেকে মহামারী বিদূরিত করে,—ধ্বংস ও মৃত্যুর পরে আনে নবজীবনের বিকাশ—তখন রুদ্রই হয়ে ওঠেন শিব—মঙ্গলের দেবতা—প্রজা-পশুর পালক পশুপতি।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রুদ্র শব্দের মূল রুদ্ ধাতুকে কিরণ দেওয়া অথবা লোহিত বা উজ্জ্বল অর্থে প্রযুক্ত বলে মনে করেছেন।

"By Grassmann it is connected with a root, 'rud' having the conjectural meaning to 'shine' or according to Pischel 'to be ruddy' Rudra would thus mean the 'bright or the red one."[২]

"Rudra means not the roarer, but the shining one."[৩]

---

১ Rigvedic culture, pages—445-46   ২ Vedic Mythology—page 77.

৩ Hinduism & Buddhism II, page 141

এই অর্থ গ্রহণ করিলে রুদ্রকে সূর্য ও অগ্নি উভয় রূপে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা থাকে না। শুক্লযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে রুদ্র সূর্য ও অগ্নি উভয়রূপের সমন্বয়ে একীভূত হয়ে গেছেন।

রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে।
তেষাং ভানুরজস্র ইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে॥[১]

—রুদ্রগণ পৃথিবী সৃষ্টি করে বৃহজ্জ্যোতি প্রজ্বলিত করলেন। তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বলবর্ণ ভানু দেবতাদের মধ্যে শোভা পেতে লাগলেন।

রুদ্র সূর্যাগ্নির রূপভেদ - এ বিষয়টি সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মন্ত্রে।

কুমারসম্ভব কাব্যে তপস্বীবেশধারী শিবের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁর মধ্যেও সূর্যাগ্নির তেজোময় রূপ প্রত্যক্ষ করি—

অথাজিনাষাঢধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্।[২]

—অনন্তর মৃগচর্ম ও পলাশদণ্ডধারী বাক্‌পটু ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হয়েই যেন কোন জটাধারী তপোবনে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদে রুদ্র সূর্যকিরণের মত সর্বব্যাপী—"ব্রহ্মের মত সর্বব্যাপী।

যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অপ্‌সু চ ওষধিষু।
যো রুদ্র বিশ্বাভুবনাঽবিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ॥[৩]

রুদ্র কালপুরুষ—কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর প্রসিদ্ধ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' নামক গ্রন্থে আকাশে অবস্থিত কালপুরুষ নক্ষত্র বা Orion-কে রুদ্র-রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে কালপুরুষ নক্ষত্রের অধিপতি রুদ্র। এই নক্ষত্রের নিম্নে ইষকা নামে তিনটি তারা রুদ্রের বজ্র। এই বজ্রই শৈবদের জ্যোতির্লিঙ্গ। আচার্য রায়ের বিশ্লেষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বেদে-পুরাণে রুদ্রের যে বর্ণনা, তাতে রুদ্রকে নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ বলে গণ্য করার যুক্তি খুঁজে পাই নি। তাছাড়া একই কালপুরুষ নক্ষত্র কখনও রুদ্র, কখনও দক্ষ, কখনও বরাহ, কখনও বালক কৃষ্ণ, কখনও পুতনা, কখনও কূর্মাবতার, কখনও বামন অবতাররূপে বর্ণিত।[৪] একটিমাত্র নক্ষত্রপুঞ্জকে নানা দেব-দানব দেবতার

১ শুক্ল যজুঃ — ১১।৫৪ ২ কুমারসম্ভব—৫।৩০ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।৫।৯।৩

৪ যোগেশচন্দ্র - বেদের পৌরাণিক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য

অবতার ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা সমর্থনযোগ্য বোধ হয় না। সূর্যাগ্নির বহুবিধগুণকর্ম বহুদেবতারূপে গৃহীত হয়েছে, এ অনুমান নয়, স্বতঃ সত্য। তথাপি বামনপুরাণে রুদ্রের কালপুরুষ মূর্তির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[১]

ত্রিপুরহন্তা কালরূপী শিব জনকল্যাণের নিমিত্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে আছেন। যেখানে অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার অংশ বর্তমান, মঙ্গলের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মেষরাশি কালপুরুষের মস্তক। কৃত্তিকার পাদত্রয় রোহিণী ও মৃগশিরার পূর্বার্ধ যাতে প্রতিষ্ঠিত শুক্রাচার্যের সেই বাসস্থান কালরূপী শিবের মুখ। মৃগশিরার পূর্বার্ধ আর্দ্রা ও পুনর্বসুর তিনপাদ নিয়ে গঠিত মিথুন রাশি বুধের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কালপুরুষের বাহুদ্বয়। পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা—এই তিন নক্ষত্রের সমবায়ে গঠিত কর্কটরাশি—যা চন্দ্রের বাসস্থান—তা কালপুরুষের দুই পার্শ্ব। মঘা পূর্ব-ফাল্গুনী ও উত্তর-ফাল্গুনীর এক পাদ নিয়ে সিংহরাশি সূর্যের বাসস্থান—শিবের হৃদয়। উত্তর-ফাল্গুনীর দুই পাদ, হস্তা ও চিত্রার পূর্বার্ধ নিয়ে কন্যারাশি সোমপুত্র বুধের দ্বিতীয় অধিষ্ঠান—মহাদেবের জঠর। চিত্রার দ্বিতীয় অর্ধ স্বাতী ও বিশাখার অংশত্রয় শুক্রের দ্বিতীয় আবাস তুলারাশি মহাদেবের নাভি। বিশাখার একপাদ অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নিয়ে গঠিত মঙ্গলের দ্বিতীয় গৃহ বৃশ্চিকরাশি কালপুরুষের মেঢ্র। মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার একপাদ দ্বারা নির্মিত ধনুরাশি মহাদেবের উরুদ্বয়। উত্তরাষাঢ়ার অংশত্রয় শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্বার্ধ দ্বারা গঠিত শনির বাসস্থান মকর রাশি তাঁর দুই জানু। ধনিষ্ঠার অপরার্ধ, শতভিষা ও প্রোষ্ঠপদার পাদত্রয়সমন্বিত শনির দ্বিতীয় অধিষ্ঠান কুম্ভরাশি মহেশ্বরের জঙ্ঘা। প্রোষ্ঠপদার একপাদ উত্তরা ও রেবতী নিয়ে গঠিত বৃহস্পতির দ্বিতীয় ক্ষেত্র তাঁর দুই চরণ।

এই বিবরণ অনুসারে রুদ্র কালপুরুষ নামে অভিহিত হলেও কেবলমাত্র কালপুরুষ বা মৃগশিরা নক্ষত্র Orion নামে প্রসিদ্ধ (তেরটি তারকা নিয়ে গঠিত) নক্ষত্রপুঞ্জ নয়। বামনপুরাণের কালপুরুষ মহাদেবের দেহ গঠিত হয়েছে বারটি রাশি নিয়ে। এই বারটি রাশি বার মাসে সূর্যের অধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং কালরূপী মহাদেব বারোমাসের বারো রাশিতে অবস্থিত দ্বাদশ আদিত্য। সূর্যই কালের স্রষ্টা; এইজন্যই তিনি কালপুরুষ বা মহাকাল। পরবর্তীকালে ধ্বংসের দেবতা মহাকাল শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ও পৃথক্ দেবতাতে পরিণত হয়েছেন।

১ বামনপুরাণ—৫।৩০-।৪২

বৈদিক রুদ্রের ধ্বংসলীলা থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর নটরাজ মূর্তি নির্মিত হয়েছে।

রুদ্র নটরাজ—রুদ্রের নৃত্যের নাম তাণ্ডব। সৃষ্টিধ্বংসকালে তিনি উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকেন। বিশ্বধ্বংসী অগ্নির লেলিহান শিখায় উদ্দাম নৃত্য অথবা গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নাকাশে সূর্যের বিচরণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিবকে মৃত্যুর প্রতীক ও গৌরীকে জীবনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায়।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।[১]

যিনি ছিলেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র, তিনিই হলেন জীবনের দূত - মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা শিবশম্ভু।

"ভুতনাথ সেই শিব সেবকবৎসল।"[২]

রুদ্র শিব—রুদ্র হলেন শিব আশুতোষ—সর্বত্যাগী মহাযোগী। রুদ্রের এই শিবত্বে পরিণতির মূলে ত্যাগ, প্রেম ও করুণার বিগ্রহ যোগীশ্বর বুদ্ধদেব ও তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন।

"বৌদ্ধযুগের শেষভাগে রুদ্র তাঁহার তেজঃ সম্বরণ করিলেন; সংহারের দেবতা অপূর্ব সৌম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। তাঁহার প্রলয় বিষাণ থামিয়া গেল—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ংকরত্ব চলিয়া গেল, তাঁহার তাণ্ডব নৃত্য প্রেমনৃত্যে পরিণত হইল।"...

রুদ্রদেব শিবস্বরূপে পরিণত হইলেন। হিন্দুর কল্পনায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শে যে মনোজ্ঞ প্রতিবিম্ব পড়িল—সেই ত্যাগ, জীবের জন্য সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণচিন্তা দিয়া তাঁহারা রুদ্রদেবকে নূতন ছাঁচে গড়িলেন। বিশ্ববাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধ রাজপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, রুদ্রদেবের হস্তেও আমরা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু দিয়া তাঁহাকে দেব-ভিখারী সাজাইলাম।"[৩]

১ উৎসর্গ—৪৫ ২ শিবায়ন—রামেশ্বর চক্রবর্তী (ক. বি.)—পৃঃ ৭০
৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং—পৃঃ ৩৮৭

কোন কোন পণ্ডিত আবার মনে করেন যে তামিল শব্দ শিবপ্পু (অর্থ : রক্তবর্ণ) সঙ্গে শিব শব্দের যোগ আছে।

It has been suggested that the name Siva is connected with the Tamil word Sivappu, red."[১]

নিম্ন শ্রেণীর দেবতা শিব আর্যধর্মে মহাদেব রূপে পরিগণিত হয়েছেন—একপ মতবাদও বহুল প্রচলিত।

"Here we see how an evil and disreputable God, the patron of low caste and violent occupations, becomes associated with the uncanny forces of nature and is on the way to become an all-God ?"[২]

"During the later upaniṣadic age there had already occured some sort of assimilation between the vedic Rudra cult ; and the non-vedic pāśupata cult ; and the result was the evolution of a monistic Śaiva faith which was, more or less, in consonance with the main trend of the upaniṣadic thought."[৩]

কেউ কেউ আবার দ্রাবিড়-পূর্ব অনার্য জাতির দেবতা শিব—এমন মন্তব্যও করেছেন—

"আমার মতে প্রাক্ দ্রাবিড়ীয় ভারতে অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার অভ্যুদয়কালে এই সভ্যতার চূড়ামণি ছিলেন শিব নিজে।"[৪]

কিন্তু রুদ্রের শিবত্বের কারণে অনার্যকৃষ্টির দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধের প্রভাব যদি পৌরাণিক শিবের উপর পড়েই থাকে, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে রুদ্রের শিবত্বের পরিকল্পনা ঋগ্বেদেই নিহিত রয়েছে। যিনি রুদ্র—ধ্বংসের দেবতা, তিনিই যখন আরোগ্যের দেবতা 'ভিষক্তম'—তিনিই যখন আর্য-পরিবারবর্গকে এবং তাঁদের পশু ও ভৃত্যদের রোগ, মৃত্যু ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, তখনই তিনি মঙ্গলময় শিব। ঋগ্বেদেই রুদ্র এবং অগ্নি সম্পর্কে শিব শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। যজুঃ এবং অথর্ব সংহিতাতে রুদ্রের শিবরূপে প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করেছে।

---

১ Hinduism and Budhism II—page 141

২ Ibid., page 142

৩ God in Indian Religion—page 111

৪ প্রাকার্য ভারতে বানারাস, প্রবোধচন্দ্র অধিকারী, নাট্যদর্পণ পত্রিকা—পৃঃ ১৯৭৬

"In the Vedas Rudra has many attributes and many names. He is the howling terrible god, the god of storms, the father of the Rudras or Maruts and is sometimes identified with the god of fire. On the one hand, he is a destructive deity who brings diseases upon men and cattle, and on the other hand, he is a beneficent deity supposed to have a healing influence. These are the germs which afterwards developed into the god Siva."[১]

"রুদ্র দেবতার দুই মেজাজ ছিল—প্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ। প্রসন্ন মেজাজে দক্ষিণমুখে তিনি আরোগ্যের দেবতা, পশু মানুষের হিতকৃত্তম। ক্রুদ্ধ মেজাজে রুদ্রমুখে তিনি ধ্বংসের দেবতা, বিশেষ করিয়া অপরাধীর ও পশুর।"[২]

যজুর্বেদেই রুদ্রের শিবস্বরূপ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৌরাণিক শিবের যে সমস্ত গুণ ও নাম সুপ্রসিদ্ধ, সেগুলি সবই যজুর্বেদে পাওয়া যায়। যজুর্বেদ অবশ্যই বুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী। যজুর্বেদে রুদ্রস্তুতিতে (শতরুদ্রীয় স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধ) রুদ্রের বহুবিধ গুণকর্ম ও মহিমার বিবরণ আছে।

নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় পশুপতয়ে চ।
নমো নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় চ।
নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ।
নমঃ সহস্রাক্ষায় শতধন্বনে চ।
নমো গিরিশায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ॥
নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ।
নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ।

*　　*　　*

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ।
নমো বাত্যায় চ রৈষ্মায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ।
নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ॥
নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নমো উগ্রায় চ ভীমায় চ।
নমোঽগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ॥
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায়॥[৩]

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology—Dowson, page 296.
২ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২
৩ শুক্ল যজুঃ (বাজসনেয়ী সং)—১৬।২৮-৩০, ৩৯-৪০

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ।

নমঃ শিবায় শিবতরায় চ ॥

নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ নম স্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ।

নমো হৃদয্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ ..... ॥

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ ।[১]

এই রুদ্রস্তুতিতে রুদ্রের যে প্রধান প্রধান নামগুলি পাই তা নিম্নরূপ : ভব, রুদ্র, শর্ব (পাপহন্তা), পশুপতি, নীলগ্রীব (নীলকণ্ঠ), শিতিকণ্ঠ (শ্বেতকণ্ঠ), কপর্দী (জটাধারী), ব্যুপ্তকেশ (মুণ্ডিত কেশ), সহস্রাক্ষ, শতধন্বা, গিরিশ, শিপিবিষ্ট (রশ্মিযুক্ত অথবা জীবদেহে অবস্থিত,—বিষ্ণুর নাম), মেঘরূপে বৃষ্টিদাতা, ইষুমান্ (বাণ সমন্বিত), হ্রস্ব, বামন, বৃহৎ, বর্ষীয়ান্ (অধিক বয়স্ক), বৃদ্ধ, সংবৃধ (জ্ঞানীগণের সঙ্গে বর্তমান), অগ্র, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্বজ (প্রথম জাত), অপরজ (কালান্তরে কালাগ্নিরূপে জাত), বাত্য (বায়ুতে জাত), রৌদ্র (ধ্বংসকর্তা), বাস্তব্য (গৃহে জাত), সোম, রুদ্র, তাম্র (রক্তবর্ণ), অরুণ (ঈষৎ রক্তবর্ণ), শম্ভু (সুখদাতা), উগ্র, ভীম, অগ্রেবধ (নিকটবর্তীর হন্তা), দূরেবধ (দূরবর্তীর হন্তা), হন্তা, হনীয়ান্ (অত্যধিক পরিমাণে হন্তা), বৃক্ষগণ (কল্প বৃক্ষ), হরিকেশ (তাম্রবর্ণ কেশ), তার (উদ্ধারকর্তা), শম্ভব (সুখকর্তা), ময়োভব (সংসার সুখদ), শংকর (লৌকিক সুখদাতা), ময়স্কর (মোক্ষসুখ দাতা), শিব, শিবতর (অধিকতর কল্যাণকারী), ব্রজ্য (ব্রজে স্থিত), গোষ্ঠ্য (গোষ্ঠে স্থিত), তল্প্য (শয্যায় জাত), গেহ্য (গৃহে জাত), হৃদয্য (হৃদয়ে জাত) নিবেষ্প্য (মেঘে জাত), কাট্য (দুর্গে বা অরণ্যে জাত), গহ্বরেষ্ঠ (গুহা বা গর্তে স্থিত)।

কৃষ্ণ যজুর্বেদেও (৪।৪।৫।৫-৯) রুদ্রের উক্ত নামগুলি পাওয়া যায়। শতরুদ্রীয় স্তোত্রে উপরোক্ত নামগুলি ছাড়া রুদ্রের আরও বহু নাম যুক্ত হয়েছে। রুদ্রের যে নামগুলি এখানে পাই, তাতে পৌরাণিক শিবের গুণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রুদ্র যে সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্র, বিষ্ণু-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন, এমন কি তিনি যে ব্রহ্মস্বরূপ—সর্বভূতে ও সর্ববস্তুতে বিরাজমান তা উপলব্ধি করি এই রুদ্রস্তুতি থেকে। তিনি যে সর্বজ্যেষ্ঠ দেবাধিদেব, সুতরাং বৃদ্ধ এবং সূর্যাগ্নিরূপে প্রতিদিনে জাত হওয়ায় সর্বকনিষ্ঠ; তিনিই বিষ্ণুরূপী বামন, এ সত্যও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনিই সোম। ভাষ্যকার মহীধর সোমশব্দের

১ শুক্ল যজুঃ (বাজসনেয়ী সং)—১৬।৩৩-৪১, ৪৮

ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উময়া সহ বর্তমানঃ'। —অর্থাৎ উমার সঙ্গে বর্তমান, এই অর্থে সোম। কিন্তু যজুর্বেদের সময়ে উমার আবির্ভাব হয় নি। সোমশব্দে এখানে চন্দ্র বা চন্দ্রে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিকে গ্রহণ করতে হবে।

অষ্টমূর্তি—পরবর্তীকালে পুরাণে শিবের অষ্টমূর্তি স্বীকৃতি লাভ করেছে। শর্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান—শিবের এই আট নাম। আট নামের আটটি মূর্তি বা আধার আছে, যথা : ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম ও সূর্য। যজুর্বেদে এই আট নাম এবং তাদের আধার আটমূর্তির উল্লেখ তো আছেই, উপরন্তু আরও বহু নাম প্রদত্ত হয়েছে।

চোরের দেবতা রুদ্র—শুধু কি তাই? রুদ্র দিক্‌সমূহের অধিপতি, ক্ষেত্রের পতি, বনের পতি, জগতের পতি,[১] পথের অধিপতি,[২] এমন কি চোরেরও অধিপতি—স্তেনানাং পতয়ে নমঃ[৩] তস্করাণাং পতয়ে নমঃ, জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমঃ (হত্যা করে ধন আহরণ করে যারা, ছিনতাই করে যারা তাদের পতি), নমো অসিমদ্ভ্যো নক্তং চরদ্ভ্যোঃ[৪] (অসি ধারণ করে রাত্রিকালে রাস্তায় যারা বিচরণ করে, তাদের পতি)।

মনে হয় যজুর্বেদের কালে রুদ্রের উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। চোর, গুণ্ডা, ছিনতাইকারী, ডাকাত প্রভৃতিও রুদ্রের পূজা করতো। রুদ্র এই সব অসামাজিক নিম্নজাতীয়দের দেবতা, আর্যধর্মে উন্নীত হয়েছেন, এরূপ অভিমত গ্রাহ্য নয়। পরবর্তীকালে কালী (ডাকাতকালী) যে ভূমিকা নিয়েছেন, সেযুগে সেই ভূমিকা ছিল রুদ্রের।

রুদ্র শিব - রুদ্রের শিবত্ব সম্পর্কে যজুর্বেদে আরও বহুতর বিবরণ আছে। এই সময়ে রুদ্রের ধ্বংসকার্য ও মঙ্গলসাধন এই দ্বিবিধ ভূমিকাই ছিল। ঋষির প্রার্থনার মধ্যেই রুদ্রের এই দ্বৈত ভূমিকার উল্লেখ আছে :

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥[৫]

—হে রুদ্র, তোমার যে শরীর মঙ্গলময়, অঘোর (ভীষণতাহীন) পুণ্য-প্রকাশক, হে গিরিশন্ত, সেই সুখময় শরীর দিয়ে আমাদের দর্শন কর।

---

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৮ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৭ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।২০

৪ শুক্ল যজুঃ—১৬।২১ ৫ শুক্ল যজুঃ—১৬।২

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥[১]

—হে গিরিশন্ত, যে বাণ তুমি ক্ষেপণের নিমিত্ত হস্তে ধারণ করেছ, হে গিরিত্র, সেই বাণকে কল্যাণকর কর, আমার পুত্রাদিকে ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে হিংসা করো না।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি।
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥[২]

—হে গিরিশ, আমরা প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা আমরা যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই, আমাদের সকল জগৎ যেন নীরোগ ও সদন্তঃকরণযুক্ত হয়।

অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে
নিশীর্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥[৩]

—হে সহস্রাক্ষ, শতবাণবিশিষ্ট, তোমার ধনুর জ্যা মোচন করে, বাণের মুখ তীক্ষ্ণ করে আমাদের প্রতি কল্যাণকর (শিব) এবং সুমনা (সুমতিযুক্ত) হও।

অথর্ববেদেও রুদ্রের শিবত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

"Rudra, the awe-inspiring terrific deity is propitiated for rendering people happy and .for slaughtering enemies. The distinctive note in the A.V. is that Rudra is Siva, who creates, sustains and dissolves the universe."[৪]

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও রুদ্র শিবরূপে পরিগণিত। এখানে রুদ্র-শিব ব্রহ্মস্বরূপ।

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥[৫]

—সর্বত্রই যাঁর মুখ, শির ও গ্রীবা, সর্বভূতের হৃদয়ে যাঁর বাস, সর্বব্যাপী সেই ভগবান, সেইজন্যই তিনি সর্বব্যাপী শিব (মঙ্গল)।

অথর্ববেদেও রুদ্রের কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ পাই:

ভবাশর্বৌ মৃডতং মাভি যাতং ভূতপতী পশুপতী নমো বাম্।
প্রতিহিতামায়তাং মা বি স্রাষ্টং মা নো হিংসিষ্টং দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ ॥[৬]

—হে ভব, হে শর্ব, আমাদের সুখ দান কর, আমাদের অনিষ্টের জন্য আগমন

১ শুক্ল যজুঃ—১৬।৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৪ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৩
৪ God in Indian religion, page 111. ৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।১১ ৬ অথর্ব—১১।১।২।১

কোরো না, হে ভূতপতি, হে পশুপতি, তোমাদের নমস্কার করি। জ্যাসমন্বিত আয়ত বাণযুক্ত আয়ত ধনু আমাদের দিকে নিক্ষেপ কোরো না, আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবদের হিংসা কোরো না।

রুদ্রের নাম—বৌধায়নের ধর্মসূত্রে রুদ্রের নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়: শিব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম, মহাদেব ও ভব। রামায়ণে (উত্তর-কাণ্ড, ২৭ সর্গ) শিবের একটি স্তব আছে। এতে শিবের ১০৮ নামের বিবরণে বৈদিক ও পৌরাণিক রুদ্রশিবের সমস্ত রূপ ও গুণাবলীর বিবরণ আছে :

ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ॥
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্য প্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনোঽনলঃ॥
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ।
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তকস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ।
শূলপানি বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ॥
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।
সর্বগঃ সর্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ।
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিণাকী ধূর্জটী তথা॥

* * *

ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্যনিভস্তথা॥
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ॥
জ্বরহর্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ।
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ।
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্প্রদক্ষিণ বামনঃ।
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্॥

* * *

কর্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্মা ভূতভাবনঃ ॥
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্যাযুতসমপ্রভঃ ।
দেবদেবোঽতিদেবেশঃ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ।

* * *

হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।[১]

শ্মশানবাসী ব্রহ্মচারী গণনায়ক রুদ্রশিবের অযুত সূর্যের মত প্রভা, তিনি যুগান্তদহনক্ষম অগ্নি, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু (অগ্নি যাঁর চিহ্ন বা প্রতীক), তিনি বামন, তাঁর রথচক্রের নেমি স্বর্ণবর্ণ। স্পষ্টতঃই ইনি সূর্যাগ্নি।

নারায়ণোপনিষদে অনেকগুলি নাম আছে, যেমন—

নিধন পতয়ে নমঃ। নিধনপতান্তিকায় নমঃ। ঊর্ধ্বায় নমঃ। ঊর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ। হিরণ্যায় নমঃ। হিরণ্যলিঙ্গায় নমঃ। সুবর্ণায় নমঃ। সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ। দিব্যায় নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। ভবায় নমঃ। ভবলিঙ্গায় নমঃ। শর্বায় নমঃ। শর্বলিঙ্গায় নমঃ। শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায় নমঃ। জ্বলায় নমঃ। জ্বললিঙ্গায় নমঃ। আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ।[২]

বাম দেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ। শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ। কালায় নমঃ, কলবিকরণায় নমো, বলায় নমো, বলপ্রমথায় নমঃ, সর্বভূতদমনায় নমো, মনোন্মথনায় নমঃ।[৩]

বলা বাহুল্য, নামগুলি অধিকাংশই শিব বা রুদ্রের বিশেষণ। কতকগুলি নাম লিঙ্গপ্রতীকসম্পর্কিত। নিধন পতি—ধ্বংসকর্তা। শর্বও ধ্বংসকর্তা। জ্বল অগ্নি। কাল অনন্ত সময় বা মৃত্যু—মহাকাল। রুদ্র ধ্বংসকর্তা বলেই তিনি বামদেব।

নারায়ণোপনিষদে রুদ্র-গায়ত্রী:

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।[৪]

নারায়ণ উপনিষদ অবশ্যই অনেক পরবর্তীকালের। শিবের লিঙ্গ-প্রতীক

১ রামাঃ, উত্তরকাঃ—১৭।৩১-৪৩, ৪৫-৪৬, ৫৯ ২ নারায়ণ উপঃ—১৬ অনুবাক
৩ নারায়ণ উপঃ—১৮ অঃ ৪ নারায়ণ উপঃ—২০ অঃ

শিবের প্রতীক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হওয়ার পরে রচিত। এই সময়ে পৌরাণিক শিব ও শিবলিঙ্গ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

রুদ্র গিরিশ—পুরাণে শিবের এক নাম গিরিশ, কারণ তিনি গিরিতে অর্থাৎ কৈলাশে শয়ন করেন। কৈলাশ পর্বত শিবের বাসস্থান। যজুর্বেদেও রুদ্রের নাম গিরিশ বা গিরিশন্ত। গিরিশন্ত শব্দের অর্থ কি? গিরিতে বর্তমান থেকে যিনি সুখ বিধান করেন। ভাষ্যকার মহীধর গিরিশন্ত বা গিরিশ শব্দের অর্থে 'কৈলাশে অবস্থানকারী' বলেছেন। তিনি শব্দ দু'টির অর্থান্তরও করেছেন। গিরি শব্দের অর্থান্তর তাঁর মতে বাক্য এবং মেঘ। সুতরাং গিরিশন্ত শব্দের অর্থ—"গিরি বাচি স্থিতঃ শং সুখং প্রাণিনাং তনোতি বা গিরৌ মেঘে স্থিতো বৃষ্টিদ্বারেণ শং তনোতীতি বা....।" —বাক্যে বর্তমান থেকে সুখ প্রদান করেন, অথবা গিরি (পর্বত) বা মেঘে অবস্থান করে বৃষ্টিরূপে সুখ বিস্তার করেন। দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। পর্বত শব্দের এক অর্থে পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘ। এইজন্যই ইন্দ্র পর্বতহন্তা—গোত্রভিৎ। সূর্যরূপী রুদ্রও মেঘের স্রষ্টা হিসাবে বৃষ্টি দিয়ে সুখ বিস্তার করেন। সুতরাং গিরিশ অর্থে মেঘের মধ্যে বা উপরে অবস্থানকারী। মেঘের উপরে অবস্থানকারী মেঘের স্রষ্টা সূর্য অথবা মেঘের মধ্যে অবস্থানকারী বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকে গিরিশ শব্দে বোঝায়। গিরি অর্থে যদি পর্বত গ্রহণ করি, তবে পর্বতমুখে (আগ্নেয়গিরিতে) অগ্নিরূপে রুদ্রের অবস্থান—এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীকালে গিরি শব্দের তাৎপর্য বিস্মৃত হওয়ার ফলেই হিমগিরির কৈলাশ নামক হিমশৃঙ্গকেই গ্রহণ করেছেন পুরাণকারেরা রুদ্র-শিবের বাসস্থান হিসাবে, কারণ রুদ্রশিবের স্বরূপও ধীরে ধীরে আবৃত হয়ে গেছে। শুক্লযজুর্বেদ বলছেন, রুদ্র মূজবৎ পর্বতে বাস করেন—

এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি।[১]

—হে রুদ্র, এই তোমার হবিঃশেষভোজ্য, এই ভোজ্য গ্রহণ করে মূজবৎ পর্বতে গমন করো।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন, "মূজবন্নাম কশ্চিৎ পর্বতো রুদ্রস্য বাসস্থানম্।" —মূজবৎ নামক কোন পর্বত রুদ্রের বাসস্থান।

মূজবৎ কি কোন অগ্নিগর্ভ পর্বত ছিল? স্মরণ করা যেতে পারে যে মূজবৎ পর্বত সোমেরও বাসস্থান—সোমলতা মূজবৎ পর্বতে জন্মায়।[২] সোমের সঙ্গে

১ শুক্ল যজুঃ—৩।৬১ ২ এই গ্রন্থের ১ম পর্ব, সোম প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

রুদ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রুদ্রের এক নাম বা মূর্তি সোম। স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকর পর্বত অর্থে মেঘকেই গ্রহণ করে লিখেছেন, "He is called Giriśa, 'lying on a mountain', probably because the thunderbolt that hurls, springs from a cloud, which is often compared to a mountain."[1]

রুদ্র নীলকণ্ঠ রুদ্র নীলগ্রীব অর্থাৎ নীলকণ্ঠ। মহাভারতে এবং পুরাণে সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করার জন্য নীলকণ্ঠ হয়েছেন।

অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্ততঃ পরঃ।
জগদাবৃত্য সহসা সধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণঃ বচনাচ্ছিবঃ।
দধার ভগবান কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ॥
তদা প্রভৃতি দেবস্ত নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ।[2]

—অত্যধিক মন্থনের ফলে অতঃপর কালকূট বিষ জগৎ আবৃত করে ধূমান্বিত অগ্নির মত জ্বলতে লাগলো, যার গন্ধ আঘ্রাণ করে ত্রিলোক মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। ব্রহ্মার অনুরোধে লোকরক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রময় দেহ শিব ঐ বিষ পান করলেন এবং কণ্ঠে ধারণ করলেন। তখন থেকে মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন।

এই বর্ণনায় সমুদ্রমন্থন যজ্ঞানুষ্ঠানের রূপক হিসাবে প্রতীত হয়। শিব এখানে মন্ত্রময় শরীর। যে কালকূট বিষ উঠেছিল তা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ধূমরাশি। শিব ঐ বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। অতএব অগ্নিরূপী রুদ্রের নীল-গ্রীবত্বের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অগ্নিশিখার উপরিভাগে নীলাভবর্ণ রুদ্রের নীলবর্ণ কণ্ঠ। আবার মহীধর বলেছেন—"অস্তসময়ে নীলকণ্ঠ ইব লক্ষ্যঃ"।[3] —অর্থাৎ অস্তকালে সূর্যের বর্ণ নীলাভ বোধ হয়। সূর্য ও অগ্নি বহুতর বিষের হন্তা—তাঁরা রোগবীজাদি বিনাশ করেন। এই জন্য রুদ্র-শিব বিষপায়ী। রুদ্রের একনামও নীললোহিত। সূর্যাগ্নির নীল শিখা বা বর্ণ এবং রোগজীবাণু ও বিষ-নাশিকা শক্তি একত্রিত হয়ে শিবের বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার উপাখ্যান রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের আমরা শিবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ।[4]

১ Vaiṣṇavism S'aivism—p. 1 3 ২ মহাঃ আদিপর্ব—১১।৫২-৫৩

৩ বাজসনেয়ী সং—১৬।৭ মন্ত্রের ভাষ্য ৪ অন্নদামঙ্গল কাব্য

মহাভারতে সমুদ্রমন্থনকালে যে ধন্বন্তরি অমৃতপাত্র হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি এই রুদ্রই।[১] মহাভারতে আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাত কণ্ঠে ধারণ করে রুদ্র নীলকণ্ঠ বা শ্রীকণ্ঠ হয়েছেন—

ইন্দ্রেণ চ পুরা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম।
দগ্ধ্বা কণ্ঠন্তু তদ্‌যাতং তেন শ্রীকণ্ঠতা মম।[২]

—পুরাকালে সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই বজ্র দগ্ধ করায় আমি শ্রীকণ্ঠ (নীলকণ্ঠ) হয়েছি।

মহাভারতে রুদ্রের নীলকণ্ঠত্বের আরও দু'টি কারণ প্রদর্শিত হয়েছে—একটি, কণ্ঠে সর্পবেষ্টনহেতু, অন্যটি, নারায়ণের হস্ত প্রচাপনহেতু।

"ত্রিপুর বধার্থং দীক্ষামুপগতস্য রুদ্রস্য উশনসা জটা শিরস উৎকৃত্য প্রযুক্তাস্ততঃ প্রাদুর্ভূতা ভুজগাস্তৈরস্য ভুজগৈঃ পীড্যমানঃ কণ্ঠো নীলতামুপগতঃ। পূর্বে চ মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবে নারায়ণহস্তগ্রহণান্নীলকণ্ঠত্বমেব চ।"[৩]

—ত্রিপুর বধের নিমিত্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত রুদ্রের জটা মাথা থেকে উশনা (শুক্রাচার্য) ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, তা থেকে জন্মাল সর্পকুল। সেই সর্পকুল রুদ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করে পীড়ন করতে থাকায় রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছিল। আর পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণের হস্ত প্রচাপন হেতু তিনি নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।

এই তিনটি উপাখ্যানের মধ্যে বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার কাহিনীই সমধিক জনপ্রিয়। অগ্নি নীলকণ্ঠ বা কৃষ্ণগ্রীব বলেই অগ্নির উদ্দেশে প্রদত্ত বলির পশুও কৃষ্ণগ্রীব হওয়া বাঞ্ছনীয়—"আগ্নেয়ঃ কৃষ্ণগ্রীবঃ।"[৪]

অগ্নি ও সূর্যের বিষনাশকতা শক্তির উল্লেখ বেদে বারংবার পাওয়া যায়। ঋষি অগ্নির কাছে খাদ্য ও পানীয় বিষমুক্ত করতে অনুরোধ করেছেন—

পাহি দুরদ্মন্যা অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।[৫]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের কুভোজন থেকে রক্ষা কর, আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর।

ত্রিঃ সপ্ত বিষ্ফুলিঙ্গকা বিষস্য পুষ্যমক্রন্।[৬]

—একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিষের পুষ্টিনাশ করুক।[৭]

১ মহাঃ, আদিপর্ব, ১৮ অঃ ২ অনুশাসন পর্ব—১৪।১৮ ৩ মহাঃ, অনুশাসন পর্ব—৩৪২।২৩
৪ শুক্ল যজুঃ—২৯।৫৮ ৫ শুক্ল যজুঃ—২।২০ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯১।১২
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূর্যের নিকট ঋষির প্রার্থনা—হে আদিত্যগণ, রোগ দূর কর—অপামীবামপ স্রিধম্ ।[১]

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ।[২]

—এই সূর্য বিপুল শক্তিতে উদিত হচ্ছেন, তিনি আমাদের শত্রুদের হিংসা করছেন, আমি উপদ্রবকারী রোগকে বিনষ্ট করছি না (অর্থাৎ সূর্য আমাদের রোগকে বিনষ্ট করছেন)।

উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।[৩]

—সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন ।[৪]

সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে
অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥[৫]

—শৌণ্ডিক গৃহে চর্মময় সুরাপাত্রের ন্যায়, আমি সূর্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।[৬]

ত্রিলোক আত্মরক্ষার্থ মহাবিষকে নিক্ষেপ করেছিল শিবের দিকে, আর ঋষি বিষ নিক্ষেপ করেছেন সূর্যের দিকে। শিব বিষকে কণ্ঠে ধারণ করে ত্রিলোক বিষমুক্ত করেছিলেন, আর সূর্যদেব বিষকে অপনয়ন করলেন, অমৃতে পরিণত করলেন।

যে দেবতা বিষ নাশ করে, রোগ নিবারণ করে জগতের মঙ্গল বিধান করেন, তিনি যথার্থই বিষপান ক'রে ত্রিলোক রক্ষা করেন। তাই পরবর্তীকালে সূর্যাগ্নির বিষনাশ রুদ্রশিবের বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বিষপানে শিব মরেন নি, ত্রিলোকও মরে নি, সূর্যও ঋষিনিক্ষিপ্ত বিষে প্রাণত্যাগ করেন না, ঋষিরাও অর্থাৎ জগৎবাসী জীবও ধ্বংস হয় না, কিন্তু বিষ ধ্বংস হয়।

১ ঋগ্বেদ—৮।১৮।১০ ২ ঋগ্বেদ—১।৫০।১৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৯১।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১৯১।১০ ৬ অনুবাদ—তদেব

ভব—রুদ্র-শিবের এক নাম। ভব শব্দের অর্থ উৎস—জন্মস্থান। তিনি সকল জগতের, সকল পদার্থের, সকল প্রাণীর জীবনের হেতু বলেই তিনি ভব। ভব উপনিষদের ব্রহ্মের অনুরূপ অথবা ব্রহ্ম-স্বরূপ। Maxmuller মনে করেন, "গ্রীকদের সূর্যদেব Phoebus এই ভবের রূপান্তর মাত্র।"[১]

ভূতনাথ শিব—রুদ্রশিব সকল জীবের অধিপতি—প্রাণরূপে, তাপরূপে তিনি সর্বজীবে বিরাজমান—তিনিই সকল জীবের উদ্ভব—তাই তিনি ভূতপতি ভূতনাথ। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে রুদ্রকে ভূতপতি বলা হয়েছে—নমো রুদ্রায় ভূতাধিপতয়ে।[২] অগ্নিও ত সর্বভূতের অধিপতি—"অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ।"[৩] সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র সর্বভূতের অধিপতি হওয়ায় তিনি ছোট, বড়, বৃদ্ধ, তস্কর, প্রবঞ্চক প্রভৃতি সকল ভূতেরই অধিপতি। ভূতপতি ভূতনাথ পরে হলেন লৌকিক অর্থে ভূত বা প্রেতাত্মার নায়ক—প্রেত তাঁর অনুচর। "ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।"[৪] "প্রেতানাং পতয়ে নমঃ।"[৫]

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে পাঁচটি হওয়ায় ভূতপতি অর্থে পঞ্চভূতের অধীশ্বর অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে।

পশুপতি শিব—শিবের এক নাম পশুপতি। যিনি ভূতপতি, তিনি অবশ্যই পশুপতি। যজুর্বেদের রুদ্র পশুদের সুখ বিধান করেন—'পশূনাং শর্মাসি'।[৬] —হে রুদ্র, তুমি পশুদের সুখদাতা। অথর্ববেদেও রুদ্র পশুপতি—"য ঈশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত যে দ্বিপদাম্।"[৭] —যিনি পশুগণের ঈশ্বর, তিনি দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জীবের প্রভু।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "অথ রুদ্রায় পশুপতয়ে। রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপতি তদেনং রুদ্র এব পশুপতিঃ পশুভ্যঃ স্ববত্যর্থং যদ্ গাবেধুকো ভবতি…।"[৮]

—রুদ্র পশুপতির উদ্দেশে রুদ্র সম্বন্ধীয় গাবেধুক যজ্ঞের চরু প্রদান করা হয়, সেই জন্যই রুদ্র পশুপতি, পশুর নিমিত্ত প্রেরণ করেন, পশুর ধ্বংস করেন, সেইজন্য রুদ্র পশুপতি।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বলছেন,—চিত্তং সন্তানেন ভবং যক্না রুদ্রং তনিম্না পশুপতিং স্থূলহৃদয়েন অগ্নিং হৃদয়েন রুদ্রং লোহিতেন শর্বং মতস্নাভ্যাং মহাদেবমন্তঃ পার্শ্বেনৌষিষ্ঠহনং শিঙ্গী নিকোশাভ্যাম্।"[৯]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।৪৩।১ শ্লোকের টীকা ২ ধর্মসূত্র—২।৫।১২
৩ কৃঃ যজুঃ—৩।৪।১১।৩ ৪ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ৫ গরুড়পু., ক্রিয়াযোগসার—৫।১৩০
৬ কৃঃ যজুঃ—১।১।৮।৯ ৭ অথর্ব—২।৩৪।১ ৮ শতপথ—২।৭।৩।৩ ৯ কৃঃ যজুঃ—১।১।৪।৩৬

— চিত্ত সর্বব্যাপী শক্তিতে, ভব সৃংশক্তিতে, রুদ্র ধ্বংসশক্তিতে, পশুপতি স্থূল হৃদয়ে, অগ্নি হৃদয়ে, রুদ্র [illegible] শক্তিতে, শর্ব রক্ষা ও পালনশক্তিতে, মহাদেব অনন্ত শক্তিতে, রিপুনাশক জ্ঞান শক্তিতে।

এই উদ্ধৃতিগুলিতে রুদ্র-পশুপতি অগ্নিই। পশুপতি-রুদ্র মূর্তি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভাস্কর্যেও পশুপতি মূর্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়। পশুপতি সম্পর্কে Macdonell লিখেছেন, "The epithet Pasupati 'Lord of beasts' which Rudra often receives in the V S. A.V. and later, is doubtless assigned to him because unhoused cattle are peculiarly exposed to his [illegible]."[1]

এখানে Macdonell রুদ্র অর্থে বজ্রাগ্নি বুঝেছেন। কিন্তু অগ্নিরূপে তাপরূপে সকল পশুতেই বর্তমান বলেই রুদ্র পশুপতি। পশুপতি-উপাসনার ব্যাপকতা থেকেই শৈবদের মধ্যে পাশুপত শাখার উদ্ভব হয়েছিল। পাশুপত সম্প্রদায় মনে করেন যে পশু বা জীবকে সাধনা দ্বারা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। জীবের যিনি আত্মা তিনিই পশুপতি।

"The individual (Paśu) must strive after realisation of the nature of self which is indentical with the Lord (Pati) who is Siva or Rudra-Siva."[2]

কিন্তু পশু বা জীব মাত্রেই অবিদ্যা বা মায়ার ফাঁসে আবদ্ধ। মায়ার বশেই তাদের কর্ম করতে হয়।

"The paśus are entangled in Saṃsāra because of ignorance (avidyā), and they are subject to bondage lit. fetters, pāśa). They suffer from consequences of their Karma, past and present deeds."[3]

পশুপতি শব্দের এই ব্যাখ্যা ভূতপতি বা ভূতনাথ শব্দের সমার্থক।

ত্র্যম্বক রুদ্র— রুদ্রের এক নাম ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥[4]

১ Vedic Mythology—page 75 ২ God in Indian Religion, page—107
৩ God in Indian Religion—page 108
৪ ঋগ্বেদ—৭।৫৯।১২, কৃঃ যজুঃ—১।১।৮।৬, শুঃ যজুঃ—৩।৬০, নারায়ণোপনিষৎ—৫৩ অঃ

—সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বককে যজনা করি। উর্বারুক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি বন্ধন থেকে মৃত্যু থেকে যেন মুক্ত হই, অমৃত থেকে যেন মুক্ত না হই।

সায়নাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,—"ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্যাসৌ ত্র্যম্বকঃ।"—তিন নেত্র বা অম্বক যাঁহার তিনিই ত্র্যম্বক।

মহীধরাচার্যও ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ করেছেন,—ত্রিনেত্রসমন্বিত—"নেত্রত্রয়োপেতং রুদ্রম্।" Macdonell-এর মতে ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ—যাঁর তিনটি অম্বিকা বা মাতা। "The meaning appears to be he who has three mothers in allusion to the threefold divisions of the universe."[১]

কিন্তু হপকিন্স্ বলছেন, যে অম্বক শব্দের অর্থ পর্বতশৃঙ্গ, রুদ্র ত্র্যম্বক, কারণ তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বতই মূলতঃ রুদ্র নামে অভিহিত—"Tryambaka—triambaka = Sṛnga—the three-peaked mountain being the originally god himself"[২]

একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে হিমালয়স্থিত তুষারাচ্ছাদিত ত্রিশূলপর্বত কৈলাসের অদূরে শিবালয়রূপে প্রসিদ্ধ। কৈলাশ পর্বত শিবালয়, কিন্তু শিব নন, ত্রিশূল ও শিবের অস্ত্র কিন্তু শিব নয়। কৈলাশ পর্বতের শিবালয়রূপে প্রসিদ্ধি পৌরাণিক যুগে ঋগ্বেদের যুগে নয়। মনে হয় অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের কথাই গ্রহণযোগ্য। যদিও অম্বিকা শুক্লযজুর্বেদে রুদ্রের ভগিনী; পুরাণে তিনি হয়েছেন রুদ্র-শিবের পত্নী। অম্বা বা অম্বিকা শব্দের অর্থ মাতা বা জননী। যজুর্বেদের অম্বিকা রুদ্রভগিনী—ব্যক্তি নাম। কিন্তু রুদ্রের ত্র্যম্বক নামকরণ ত্রিমাতৃত্ব সূচিত করে। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের তিন মাতা—অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক বা আকাশ এবং ভূলোক বা পৃথিবী, অথবা আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র। "রুদ্র ত্র্যম্বক অর্থাৎ ত্রিভুবন তাঁর মাতা।"[৩]

সূর্যাগ্নির সঙ্গে 'তিন' সংখ্যার সংযোগ ঘনিষ্ঠ। সূর্য তিন পদক্ষেপে বিশ্ব পরিক্রমণ করেন,—রুদ্রের তিন নয়ন,—তাঁর অস্ত্র ত্রিশূল—তিন জননী,—অগ্নিরও তিন জননী।

ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।[৪]—তিন যাঁর মাতা তিনি সমস্ত যজ্ঞের সম্রাট।

ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্বামনু প্রদিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাসদ্ বি দধাবনুষ্ঠু॥[৫]

—এই অগ্নিকে তিন জন্ম শোভিত করে, একজন্ম সমুদ্রে, একজন্ম দ্যুলোকে

১ Vedic Mythology—page 74 ২ Epic Mythology—page 220
৩ পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার, পৃঃ ৩৩০ ৪ ঋগ্বেদ—৩।৫৬।৫ ৫ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩

আর একজন্ম অন্তরীক্ষে (অপ্)। সূর্যরূপে তিনি পূর্বদিক থেকে অন্তদিকে অগ্রসর হয়ে ষড়ঋতু বিভাগ করে বর্তমান থাকেন।

সুতরাং অন্তরীক্ষ, সমুদ্র এবং আকাশ অগ্নির তিন মাতা। এছাড়াও সূর্য রাত্রির পুত্র এবং অগ্নি দিবার পুত্র।[১]

"তে চাহো রাত্রে অগ্নেঃ সূর্যস্য চ জননৌ" (সায়ন)।

অগ্নির তিনস্থান—প্রথম পৃথিবীস্থান, দ্বিতীয় অন্তরীক্ষস্থান (বিদ্যুৎরূপে), তৃতীয় দ্যুস্থান (সূর্যরূপে)।[২] অতএব পৃথিবী, সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ অথবা পৃথিবী, দ্যুলোক (স্বর্গ) ও অন্তরীক্ষ সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের তিন মাতা।

অবশ্য সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি অথবা সূর্য, অগ্নি ও বাড়বনাল—অগ্নির এই তিন অবস্থাই রুদ্রের তিন নয়ন, এরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে।

ত্রিলোচন শিব—পুরাণের শিব ত্রিলোচন। বেদে রুদ্র সহস্রাক্ষ—"অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে।"[৩]—হে সহস্রাক্ষ রুদ্র! হে শতাষুধ, ধনু জ্যামুক্ত কর। সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্রের মত রুদ্রের সহস্রচক্ষু সূর্যাগ্নির সহস্র কিরণ। বামন পুরাণে বেন রাজা শিবের স্তবকালে তাঁকে বিরূপাক্ষ ও সহস্রাক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] বিরূপ অক্ষিযুক্ত বলে শিবের নাম বিরূপাক্ষ—ত্রিনয়ন। বিরূপাক্ষ বললে ত্রিলোচন বা সহস্রলোচন দুই-ই হতে পারে। তবে সাধারণতঃ ত্রিনয়ন বোঝাতেই বিরূপাক্ষ শব্দের প্রয়োগ হয়। শিবের ত্রিনয়নসম্পর্কে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে একটি গল্প আছে: একদিন দেবী পার্বতী শিবের নেত্রদ্বয় আবৃত করলে শিবের তৃতীয় নয়ন বহির্গত হোল এবং তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নি নির্গত হতে লাগলো।

জ্বালা চ মহতী দীপ্তা ললাটাত্তস্য নিঃসৃতা ॥
তৃতীয়ঞ্চাস্য সম্ভূতং নেত্রমাদিত্যসন্নিভম্।
যুগান্তসদৃশং দীপ্তং যেনাসৌ মথিতঃ গিরিঃ ॥[৫]

—তাঁর ললাট থেকে প্রদীপ্ত মহতী জ্বালা নির্গত হোল, ললাটেও আদিত্যসম যুগান্তকারী দীপ্তনেত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছিল—যার দ্বারা পর্বতও মথিত হয়েছিল।

সেই তৃতীয় লোচনের বহ্নিতে মুহূর্তের মধ্যে হিমালয় পর্বত দগ্ধ হয়েছিল—"ক্ষণেন তেন নির্দগ্ধো হিমবানস্তবন্নগঃ।"[৬]

শিবের স্বরূপ তৃতীয় নয়নের বহ্নি থেকে উপলব্ধি করা যায়। এই নয়নেই

১ ঋগ্বেদ—১।৯৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।১৪৫।২ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।১৩
৪ বামনপুঃ—৪৭।৩৪ ৫ মহাঃ, অনুঃ—১৪০।২৮-২৯ ৬ মহাঃ, অনুঃ—১৪০।৩৪

অগ্নির বাস —এবং এই তৃতীয় নয়ন থেকে সমুত্থিত অগ্নিতেই পঞ্চশর মদন দেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

স্ফুরন্ উদর্চিঃ সহসা তৃতীয়া
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥[১]

—ক্রুদ্ধ শিবের তৃতীয় নেত্র থেকে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে নির্গত হোল।

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥[২]

—তখন ভবনেত্রজাত সেই বহ্নি মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

ললাটলোচন হৈতে ত্রিলোচন
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে।
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মরাশি।[৩]

পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার) বলেন যে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্র শিবের তিন নেত্র—

নমঃ সংহারকর্ত্রে চ পশূনাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে বহ্নিনেত্রায় নমস্তে পদ্মচক্ষুষে।
নমস্তে চন্দ্রনেত্রায় সূর্যনেত্রায় বৈ নমঃ ॥[৪]

তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যানমন্ত্রে শিবের চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি তিন নেত্র—

'চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনম্।'[৫]

তন্ত্রসারোক্ত সূর্যের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যদেব ত্রিনেত্র—

মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্করুচিং ত্রিনেত্রম্।[৬]

—মস্তকে যাঁর মাণিক্য, প্রাতঃসূর্যের মত বর্ণ, তিন নয়ন (সূর্যকে ধ্যান করি)।

মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসত্ত্রিনেত্রম্।[৭]

—মস্তকে মণি, বন্ধূকপুষ্পসদৃশবর্ণ ত্রিনেত্রশোভিত দিননাথকে স্তব করি।

১ কুমারসম্ভব—৩।৭১ ২ কুমারসম্ভব—৩।৭২ ৩ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র
৪ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১২।১২৪-২৫ ৫ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৩৬
৬ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ২৩১ ৭ ঐ পৃঃ ২২৯

ভারতচন্দ্রও সূর্যবন্দনায় সূর্যকে ত্রিনেত্র বলে বন্দনা করেছেন—

বরাভয় কর   ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিক বর।[1]

ত্রিশূল—ত্র্যম্বক ও ত্রিশূলের উৎপত্তি একই স্থান থেকে। ত্রিশূল শিবের অস্ত্র। বৈদিক রুদ্রের অস্ত্র ছিল ধনুর্বাণ। তাঁর ধনুকের নাম পিনাক—পিনাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ।[2] পৌরাণিক শিব ধনুর্বাণ ত্যাগ করে ত্রিশূল ধারণ করেছেন, অগ্নির তিন অবস্থাই ত্রিশূলরূপে শিবের অস্ত্র। বৌদ্ধধর্মে ত্রিশূল শিবের অস্ত্র।

"The triśula in Buddhism commonly understood to denote the jewel trinity (ratnatraya) of Buddha, Dharma and Sangha, is certainly not exclusively of Buddhist, nor even wholly of Buddha and Jaina significance. Senart (La. legende de Buddha', p 484 has already regarded the Buddhist Triśula as Fire symbol; we could think of it as naturally representing either the three aspects of Agni Vaiśvānara or the primordial Agni as the trinity of several Angels."[3]

ত্রিশূলের তাৎপর্য সেনার্ট এবং কুমারস্বামী ঠিকই ধরেছেন। ত্রিশূল প্রকৃতপক্ষে অগ্নিরই প্রতীক। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের অস্ত্র অগ্নির তিন অবস্থার প্রতীক ত্রিশূল—বিষ্ণুর অস্ত্র সূর্যবিম্বরূপী সুদর্শন চক্রের মতই তাৎপর্যময়। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্ ননীগোপাল মজুমদার মনে করেন যে শিবের ত্রিশূল, কুঠার ও বৃষ এসেছে পশ্চিম এশিয়ার শিল্পকলা থেকে—বিশেষতঃ আদাদ নামক এসিরীয় ব্যাবিলোনীয় দেবতার কাছ থেকে।

"Now in Adad, the Assyro-Babylonian thunder diety, we meet with all the three attributes, namely, the trident, the axe and the bull. He wields the axe in one hand and the triśula in the other, and rides on a bull as well. It is thus worth our while to institute a comparison between the two lightening gods, Adad and Śiva, and note the points of similarity which they bear in common....But I think it is certainly

১ অন্নদামঙ্গল   ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৫১
৩ Elements of Buddhist Iconography—A. K. Coomaraswami, pages, 13-14.

worthy of consideration if it was from the Hittite Adad that Śiva drew his inspiration."[১]

মজুমদার মহাশয় যদিও শিবের পশ্চিম এশিয়া থেকে বৃষ, ত্রিশূল ও কুঠার ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, তথাপি তিনি এক প্রকার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। তাঁর মতে আসিরীয়গণই বেদে পুরাণে কাব্যে অসুর নামে পরিচিত। আসিরীয়গণ ভারতের প্রতিবাসী ছিলেন। সুতরাং অসুর দেবতার কাছ থেকে সুর দেবতা ঋণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপরীতটাই বা হবে না কেন বোঝা যায় না। বেদে ত দেবতারাই অসুর। পরে দেববিরোধীরা অসুর হয়েছেন। বৈদিক যুগের পরে দেব-বিরোধীরা যদি অসুর বা আসীরীয় নামে পরিচিত হন তবে তাঁরা আর্যদের দেবতার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন না বা নেন নি এমন কথা জোর করে বলা যাবে কি করে? আসলে অগ্নির ত্রিরূপ বা ত্রিজন্মের ধারণা থেকেই ত্রিশূলের উদ্ভব। ত্রিশূলের সঙ্গে অগ্নি-শিখার সাদৃশ্য কি সুলভ নয়?

মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে ত্রিশূল, কুঠার ও শিবের অন্যান্য অস্ত্র বজ্রের অপভ্রংশ। কুঠার যে বজ্রের পরিণতি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দেশী বিদেশী বহু উদাহরণ দিয়েছেন।

"In Denmark, eg., the flint axes are commonly called thunderbolts and until quite recently in Iceland 'Thor's hammers' of stolen bell-metal were in use at exorcisms. Some axes are popularly regarded as thunder-bolts also in England, Scotland, Italy, Asia Minor and other countries. Similar is the case in Assam, Burma, Cambodia and Japan. Even to this day the thunder-god of Laplanders has hammer as one of his attributes....

Archaeologists are now all agreed in taking the axe, hammer and such other implements as symbolical of thunder, so far as the early period is concerned, and they have drawn attention to the fact that the thunder-gods like Adad, Jupiter, Dolichenus and Hephaistos are always characterised by some such weapon."[২]

---

১ Notes on Vajra—N. G. Mazumdar, Journal of the Dept. of Letters (C. U.) vol. XI, 178

২ Ibid., pages 181-182.

রুদ্র-শিবের কুঠার ইন্দ্রের বজ্রের রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। বৈদিক রুদ্রের হাতেও বজ্র ছিল। বজ্র শিবের হাতের কুঠারে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্র ও রুদ্রের সমপ্রাণতাহেতু ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র এসেছে রুদ্রের হাতে—পৃথিবীর অন্য কোথাও থেকে আসে নি। স্বামী শংকরানন্দের মতে কুঠার সূর্যের প্রতীক—"In the Rigveda 'parashu' the axe, has been mentioned as the giver of light. As such the axe was surely venerated as the symbol of the Sun."[১]

কৃত্তিবাস—রুদ্রের এক নাম কৃত্তিবাস। কারণ তিনি পশুচর্ম পরিধান করেন। এই সম্বন্ধে বরাহপুরাণে (২৭ অঃ) একটি উপখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে অন্ধকাসুর বধকালে নীল নামক এক অসুর গজরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করছিল। শিবানুচর বীরভদ্র গজরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করছিল। শিবানুচর বীরভদ্র সিংহরূপ ধারণ করে নীলদৈত্যের গজচর্ম বিদীর্ণ করে ঐ চর্ম রুদ্রকে দান করলেন—রুদ্রও ঐ চর্ম পরিধান করলেন।

নীলনামা তু দৈত্যেন্দ্রো হস্তী ভূত্বা ভবান্তিকম্।
আগতস্ত্বরিতঃ শত্রুহস্তীবাদ্ভুতরূপবান্॥
সংজ্ঞাতো নন্দিনা দৈত্যো বীরভদ্রায় দর্শিতঃ।
বীরভদ্রোঽপি সিংহেন রূপেণাহত্য চ দ্রুতম্॥
তস্য কৃত্তিং বিদার্য্যাশু করিণস্তনপ্রভম্।
রুদ্রায়ার্পিতবান্ সোঽপি তদেবাম্বরমকরোৎ॥
ততঃ প্রভৃতি রুদ্রোঽপি গজচর্মপটোঽভবৎ।[২]

যজুর্বেদেও রুদ্রকে কৃত্তিবাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

আততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি॥[৩]

—হে রুদ্র! তোমার উদ্যত ধনু পিনাক সর্বত্র আবৃত করে। তুমি কৃত্তিবাস, তুমি শিব, তুমি আমাদের হিংসা না করে গমন কর।

যেহেতু রুদ্র ভূতপতি ও পশুপতি সেই হেতু তাঁর পরিধেয়ও পশুচর্ম। পশুচর্ম পরে পরিণত হোল গজচর্মে; গজচর্ম আবার ব্যাঘ্রচর্মে পরিণত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব 'ব্যাঘ্রকৃত্তিবাসা'।[৪]

---

১ *Decipherment of Inscriptions on the Phaistos Disc of Crete* —page 34.

২ বরাহপুঃ—২৭।১৫-১৮ ৩ শুক্ল যজুঃ—১৬।৫১ ৪ তন্ত্রসার—(বসুমতী সং)—পৃঃ ৩১৫

৪

পশুপতি রুদ্র—পশুদের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তিনি যেমন অসহ্য গরমে নানা রোগ দিয়ে পশুদের ধ্বংস করেন, তেমনি বর্ষণের দ্বারা তৃণাদি বর্ধিত করে পশুদের পালনও করেন। সেইজন্যই রুদ্রের পরিধেয় পশুচর্ম। কৃত্তিবাস শব্দের অর্থে মহীধর লিখেছেন "কৃত্তিবাসাঃ চর্মাম্বরঃ"—অর্থাৎ পশুচর্ম পরিহিত। সম্ভবতঃ হিংস্র নরখাদক ব্যাঘ্রের সঙ্গে ধ্বংসসাধক হিংস্র রুদ্রের গভীর সাদৃশ্যবশতঃ শিব হলেন ব্যাঘ্রচর্মধারী।

বরাহপুরাণে রুদ্র-শিবের পশুপতি নামকরণের হেতু উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মার পুত্র রুদ্র সৃষ্টিকামনায় জলে নিমগ্ন থেকে বহুবৎসর তপস্যা করার পর জল থেকে উঠে দেখলেন ব্রহ্মার দক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ প্রজা বর্ধিত করেছেন এবং ব্রহ্মযজ্ঞ সুরু করেছেন। রুদ্র কুপিত হয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন। তখন দেবগণ ভীত হয়ে পশুরূপ প্রাপ্ত হলেন—"দেবাশ্চ সর্বে পশুতামুপেয়ুঃ।[১] রুদ্র ব্রহ্মার ইচ্ছাক্রমে যজ্ঞভাগ লাভ করে তুষ্ট হলে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে বললেন,—তোমরা সকলে পশু হয়েচ, আমি হব তোমাদের পতি, অর্থাৎ পশুপতি, তাহলেই তোমরা মুক্তি পাবে।

ভবন্তঃ পশবঃ সর্বে ভবন্তু সহিতা হ্যত।
অহং পতিশ্চ ভবতাং ততো মোক্ষমবাপ্স্যথ।[২]

দিগম্বর শিব– শিব কৃত্তিবাস হওয়া সত্ত্বেও দিগ্বসন বা নগ্ন। তিনি নগ্ন সন্ন্যাসী। এক্ষেত্রে ক্ষপণক সন্ন্যাসী বা দিগম্বর জৈনের প্রভাব কার্যকরী হতে পারে। তবে রুদ্রের স্বরূপ ত অনাবৃতই। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী তেজকে আবৃত করা সম্ভব নয়। তাই রুদ্র শিব দিগম্বর, দশদিক ব্যাপ্ত করে তেজ বিরাজিত। সেইজন্যই দিগ্বসন শব্দটি রুদ্র শিবের পক্ষে সার্থকভাবে প্রযোজ্য। পদ্মপুরাণের মতে ভূতপ্রেত ও নীচব্যক্তির সঙ্গহেতু মহাদেব নগ্ন :

ন প্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিৎ নীচসঙ্গান্মহানপি।
প্রেতসঙ্গান্ মহাদেবো নগ্নো ভস্মবিভূষিতঃ॥[৩]

যোগীশ্বর শিব ঋগ্বেদে ও অন্যান্য সংহিতায় রুদ্রকে বারংবার কপর্দী বা জটাধারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জটামণ্ডিত তপস্বীর ধারণা থেকেই শিব হয়েছেন তপস্বীশ্রেষ্ঠ—যোগিরাজ।

---

১ বরাহপুরাণ—৩৩।১১ ২ বরাহপুরাণ—৩৩।২৯
৩ পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার—৫।৩০৩

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপস্বী
বিভূতি ভূষিত দেহ মুদিত নয়ন
তপের সাগরে মগ্ন বাহ্যজ্ঞান হত।[1]
যোগি যোগি মহাযোগি যোগীশ্বর নমোঽস্তুতে।[2]

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥[3]

—বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পূর্বকালের মেঘের মত, তরঙ্গহীন জলাধারের মত, দেহের অন্তঃস্থিত প্রাণাদি বায়ুর নিরোধহেতু বায়ুহীন স্থানে অকম্পিত প্রদীপের মত যোগমগ্ন শিব উপবিষ্ট।

রুদ্র-শিবের জটা প্রজ্বলিত অগ্নির ধূমপুঞ্জ। স্যর্ আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেছেন, "He is called Kapardin or the wearer of matted hair, which epithet is probably due to his being regarded as identical with Agni or fire, the fumes of which look like matted hair."[4]

মুণ্ডিতকেশ শিব—যজুর্বেদে রুদ্রের এক নাম ব্যুপ্তকেশ অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক। ধূম-শিখাহীন প্রজ্বলন্ত অঙ্গার কেশহীন মুণ্ডিতমস্তক যোগীর সাদৃশ্য বহন করে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে শুক্র।[5] সায়নাচার্যের মতে শুক্র শব্দের অর্থ—"নির্মলদীপ্তিঃ"। যজুর্বেদে রুদ্রগণকে বলা হয়েছে—"বিশিখাসঃ" অর্থাৎ শিখাহীন অগ্নি। অগ্নির বিভিন্ন অবস্থা রুদ্র-শিবের বিভিন্ন অবস্থা বা গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিব জটাধারী বা মুণ্ডিতশির, সুতরাং পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পথেরও অধিপতিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

ভস্মভূষিত শিব—মহাদেব ভস্মবিভূষিত; কারণ অগ্নি প্রজ্বলনের পরিণাম ভস্ম। ভস্মের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন বলেই শিবের সঙ্গেও ভস্মের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। ভস্ম তাই সন্ন্যাসীর কাঞ্চন ত্যাগের প্রতীক। পৌরাণিক শিবের এই সর্বত্যাগী মহাযোগীর রূপকল্পনায় সর্বত্যাগী যোগিরাজ গৌতম বুদ্ধের প্রভাব

---

১ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ ২ অগ্নিপুরাণ— ৩ কুমারসম্ভব—৩।৪৮
৪ Vaisnavism-Saivism, page 103 ৫ ঋগ্বেদ—[illegible]

কার্যকরী হয়েছে বলেই মনে হয়। তবে শিবের আপাতঃ বিরোধী গুণাবলীর উৎস বেদেই বর্তমান এবং সূর্যাগ্নির অবস্থাবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বুড়ো শিব—শুক্ল যজুর্বেদেই রুদ্র বর্ষীয়ান্, জ্যেষ্ঠ এবং বৃদ্ধ। সূর্যাগ্নির তেজোময়ী তাপশক্তি বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ। তাই শিব সর্বজ্যেষ্ঠ। রুদ্রের যজ্ঞভাগ জ্যেষ্ঠভাগ নামে পরিচিত—

"রুদ্রভাগো জ্যেষ্ঠভাগ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।"[১]

সর্বজ্যেষ্ঠ বলেই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। পুরাণে এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তপোরতা পার্বতীকে ছলনা করেছিলেন। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বর্তমান থাকায় সূর্যাগ্নি যেমন সকলের জ্যেষ্ঠ, তেমনি প্রতিদিন নূতনরূপে জন্ম নেওয়ায় তরুণও। শিব তাই কখনও বৃদ্ধ—কখনও তরুণ। বাঙ্গালার গ্রামেগ্রামে বহু জায়গায় তিনি বুড়ো শিব নামে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে "তবস্তমস্তবসাং"[২] অর্থাৎ তবসাং প্রবৃদ্ধানাং মধ্যে তবস্তমঃ অতিশয়েন প্রবৃদ্ধঃ।[৩] —রুদ্র বৃদ্ধগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। সুতরাং বুড়ো শিব ঋগ্বেদের আমল থেকেই আছেন।

অহিভূষণ শিব—শিব সর্পভূষণ। তাঁর সর্বাঙ্গে সর্পাভরণ সর্প তাঁর জটাবন্ধন রজ্জু—

ভুজঙ্গ মোহজটাকলাপম্ · ।[৪]

শিবের সর্পভূষণ নিয়ে গৌরীর বিয়ের সময়ে এক কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করেছেন পুরাণকারেরা এবং বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যের কবিরা। শিবকে যখন বরণ করছিলেন মেনকা সেই সময়ে একটি ওষধির তীব্র গন্ধে ব্যাকুল হয়ে সর্পকুল পলায়ন করলে শিব দিগম্বর হয়ে পড়লেন—

"দেবঋষি দেখাইল ঈশ্বরের মূল।
পালায় সকল ফণী হইয়া আকুল॥
ছাড়্যা বাঘছাল খদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ।
নন্দী ছিল মশাল জোগাল্য নিয়া কাছে।
মহেশের পিছে থাক্যা মুনি মাল্য ঠেলা।
কান্দ্যা ঘরে গেল রাণী আছাড়িয়া থালা।"[৫]

---

১ বরাহপুঃ—২১।৩৪ ২ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৩ ৩ সায়নভাষ্য
৪ কুমারসম্ভব—৩।৪৬ ৫ রামেশ্বরের শিবায়ন (ক. বি)—পৃঃ ৮২

মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ঈষুর মূল তথি এক কালি॥
ঈষুর মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনা-সমাজে হর হইল উলঙ্গ॥
পলায় মেনকারাণী লাজে গুটি গুটি।
নিবাইল বন্দী কার্য বুঝিয়া দেউটি॥[১]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আসায় নারায়ণ স্বয়ং মজা করে গরুড়কে এনে সর্পকুলকে ভীত পলায়িত করে শিবকে উলঙ্গ করে ছেড়েছিলেন —

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কোন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনি ডালা হুলাহুলি দিয়া॥
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিলা গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইল হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর।
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥[২]

শিবের সঙ্গী বা ভূষণ যে ভুজঙ্গকুল তার তাৎপর্য কি? কেউ কেউ মনে করেন যে অনার্য-সংস্পর্শের জন্যেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। কবি ভারত-চন্দ্র রায় শিবের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে তাঁকে বেদিয়া বলেই মনে হয়।

[১] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল [২] অন্নদামঙ্গল

কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥[১]

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন :

চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম দেখি লাগে ধন্ধ।
অঙ্গদ বলয়ে সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলাম দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥[২]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভারতচন্দ্রের শিব সম্পর্কে লিখেছেন, "মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই—এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায় ?—একটি বেদিয়ার ভিতরে। ভারতচন্দ্রের শিব তাই বেদিয়া।"[৩]

শিবের সর্পভূষণের সঙ্গে বেদে বা সাপুড়ে জাতির কোন সম্পর্ক আছে কি-না জানি না, তবে রুদ্রের সর্পভূষণের তাৎপর্য বেদ থেকেই উপলব্ধি করি। শুক্ল-যজুর্বেদে সর্পগণকে প্রণাম জানানো হয়েছে :

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।"[৪]

—যে সর্পগণ পৃথিবীতে বর্তমান তাদের নমস্কার। যে সর্পগণ অন্তরিক্ষে, যে সর্পগণ দ্যুলোকে সেই সর্পগণকে নমস্কার।

যে বামী রোচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥[৫]

—যে বামী সর্পগণ প্রদীপ্ত দ্যুলোকে অবস্থিত, যে সর্পগণ সূর্যরশ্মিতে বর্তমান, যে সর্পগণ জলে অথবা অন্তরীক্ষে (অপ্) অবস্থান করে তাদের নমস্কার।

এখানে স্বর্গে, অন্তরীক্ষে অথবা জলে এবং পৃথিবীতে বিচরণশীল সর্প হিংস্র সরীসৃপকে বোঝাচ্ছে না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বর্গে, এমন কি সূর্যরশ্মিতেও বর্তমান সর্পকুল অবশ্যই সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণরূপী সর্পকুল অবশ্যই সূর্যরূপী রুদ্রের

১ অন্নদামঙ্গল   ২ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
৩ বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ—৪র্থ সং, পৃঃ ১৩   ৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।১৬
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩৮

ভূষণ। 'সৃপ্' ধাতুর অর্থ গমন করা। যা সর্পণশীল বা গতিশীল তাই সর্প। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণই সর্প। কিরণরূপী সর্পই পরবর্তীকালে সরীসৃপরূপে শিবের ভূষণ হয়েছে।

সোমনাথ শিব শিবের এক নাম সোমনাথ। কলাচন্দ্র তাঁর ললাটে স্থান লাভ করেছেন। "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।"[1]

সমুদ্রমন্থনকালে সোম সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন—

তত: শতসহস্রাংশুর্মথ্যমানাৎ তু সাগরাৎ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্ন: সোম: শীতাংশুরুজ্জ্বল: ॥[2]

পুরাণকারেরা বলছেন যে চন্দ্রদেব মহাদেবের ললাটে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্কন্দপুরাণের কাহিনী অনুসারে প্রথম মনুর রাজত্বকালে সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত চন্দ্র কালভৈরব নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করে মহাদেবের ললাটে স্থান লাভ করেছিলেন।

তস্মিন্ মন্বন্তরে দেবি যশ্চাসৌ রোহিণীপতি:।
সমুদ্রগর্ভাৎ সঞ্জাত: লক্ষ্মী কৌস্তুভাদিভি: ॥
তেন চারাধিতং লিঙ্গং কালভৈরব নামত:।
মহতা তপসাপূর্বং যুগানি চতুর্দশ ॥
তস্যাদ্ভুতং তপো দৃষ্ট্বা তুষ্টোঽহং তস্য সুন্দরি।
বরং বৃণীষ্বেতি ময়া স চ প্রোক্তো নিশাকর: ॥
স হোবাচ তদা দেবী ভক্ত্যা সংস্তুত্য মাং শুভে।
যদি প্রসন্নো দেবেশ বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
সোমনাথেতি তে নাম ভূয়াদ্ ব্রহ্মাবধি প্রভো ॥[3]

—হে দেবি, সেই মন্বন্তরে রোহিণীপতি চন্দ্র সমুদ্রগর্ভ থেকে লক্ষ্মী, কৌস্তুভ মণি প্রভৃতির সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুরাকালে সেই চন্দ্র মহৎ তপস্যায় চতুর্দশ যুগ কালভৈরব নামে শিবলিঙ্গের আরাধনা করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত তপস্যা দেখে হে সুন্দরি, আমি তুষ্ট হয়ে নিশাকরকে বললাম, বর গ্রহণ কর। হে শুভকারিণি দেবি, তিনি ভক্তিমান হয়ে আমাকে স্তব করে বললেন, হে দেবেশ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, যদি আমি বরলাভের যোগ্য হই, তবে হে প্রভু ব্রহ্মার কাল পর্যন্ত তোমার নাম হোক সোমনাথ।

১ মেঘনাদবধ কাব্য—৬ষ্ঠ সর্গ ২ মহাভারত, আদিপর্ব—১৮।৩৪
৩ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড ৭।১৮-৫১

তন্ত্রসারে শিবের যে কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র আছে, সবগুলিতে শিব শশিশেখর—

ত্রিনেত্রং শশিকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহন্তম্‌···।[১]

বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসম্‌···।[২]

রুদ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক বহুকালের। ঋগ্বেদে সোম ও রুদ্র একত্রে স্তুত হয়েছেন একটি সূক্তে।[৩] এই সূক্তে রুদ্র ও সোম সমান ধর্মবিশিষ্ট সমানগুণকর্ম-সম্পন্ন। রুদ্র ও সোম সংক্রামক রোগ দূর করেন, ঔষধ ধারণ করেন, দীপ্ত ধনু ও তীক্ষ্ণ শর মানবকল্যাণে নিয়োজিত করেন, জীবজগৎকে সুখ প্রদান করেন।

সোম মূজবৎ পর্বতে বাস করেন, রুদ্রও মূজবৎ পর্বতের বাসিন্দা।[৪] অতএব রুদ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। শুক্ল যজুর্বেদে সোম ও রুদ্র অভিন্ন—নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ।[৫] পৌরাণিক শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম সোম। দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে ঋগ্বেদে ১।৪৩।৭ ঋকে সোম শব্দ রুদ্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। সোম শব্দের অর্থ সৌম্যমূর্তিধর রুদ্র।[৬]

সোম শব্দে সোমলতা বা সোমরস, চন্দ্র এবং চন্দ্রে প্রবিষ্ট সুষুম্না নামক সূর্য-রশ্মিকে বোঝায়।[৭] রুদ্র ইন্দ্রের মত সোমরসপ্রিয় নন। সুতরাং সোমরসের নাথ বা অধিপতি এই অর্থে রুদ্র সোমনাথ হতে পারেন না। চন্দ্র-সোমের সঙ্গে রুদ্র-সূর্যের সম্পর্ক নিকটতর। সূর্যের কিরণে চন্দ্র আলোকিত—এ সত্য ঋগ্বেদের ঋষিও জানতেন। তীক্ষ্ণরশ্মি রুদ্রের অলংকার শান্তরশ্মি চন্দ্র। কৃষ্ণপক্ষে দিবাভাগে পূর্বাহ্নে ও শুক্লপক্ষে অপরাহ্নে কলাচন্দ্র সূর্যের সঙ্গেই আকাশে বিরাজ করেন। আসল কথা, চন্দ্রকলার প্রকাশ ত সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে। তাই যে রশ্মি কলাচন্দ্রকে প্রকাশিত করে সেই রশ্মিই সোম। সেই রশ্মিই সূর্যচন্দ্রের শিরোভূষণ। চন্দ্রকলা তাই শিবের মস্তকে। যাস্কের মতানুসারে চন্দ্রে প্রবিষ্ট সুষুম্না রশ্মিই সোম। এই প্রাকৃতিক সত্যটি কবি কল্পনায় শিবকে করেছে সোমনাথ। ঋগ্বেদের একটি ঋকে সোম যজ্ঞের বা যজ্ঞাগ্নির শিরঃ স্থানীয়।[৮]

বৃষ-বাহন শিব —রুদ্র-শিবের বাহন বৃষভ বা বৃষ—শিব তাই বৃষবাহন বা বৃষভধ্বজ।

বৃষে চড়্যা যায় বুড়্যা নাহি মানে কিরা।[৯]

---

১ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৩১৪ ২ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ৩১৫
৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৪ ৪ শুক্ল যজুর্বেদ—৩।৬১ ৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৬।৩৯
৬ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ৩য় অধ্যায়—পৃঃ ২১৭৯ ৭ সোমপ্রসঙ্গ—১ম পর্ব দ্রষ্টব্য
৮ ঋগ্বেদ—১।৪৩।৯ ৯ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক. বি.)—পৃঃ ৯৮

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।[১]

শিবের সম্পদ সম্পর্কে অন্নদা বলেছেন—

বুড়া গরু লড়া দাত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।[২]

বৃষ কেবল শিবের বাহন নয়, বৃষ শিবের প্রতীকও। শিব তাই বৃষধ্বজ বা বৃষাঙ্ক।

তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমন প্রতীক্ষঃ।[৩]

—বৃষাঙ্কের (শিব) আগমনের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে রইলেন।

ঋগ্বেদে রুদ্রকেই বৃষভ বলা হয়েছে :

মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।[৪]

—হে রুদ্র, আমরা নমস্কারের দ্বারা যেন তোমার ক্রোধ উৎপাদন না করি, ত্রুটীপূর্ণ স্তুতিদ্বারা, হে বৃষভ, অন্য দেব উপাসনার দ্বারা তোমার ক্রোধের উৎপাদন যেন না করি।[৫]

প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে।[৬] —বভ্রুবর্ণ বৃষভকে (অভীষ্টবর্ষী) স্তব করি।

উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বান।[৭] —অভীষ্টবর্ষী (বৃষভ) মরুৎবিশিষ্ট রুদ্রকে স্তব করি।

বৃষভ শব্দের অর্থ বর্ষণকারী। বেদে ইন্দ্র, রুদ্র ও অগ্নি সকলেই বৃষভ।

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধনঃ।[৮] —হে অগ্নি, তুমি বর্ষণকারী পুষ্টিবর্ধক। ইন্দ্রও সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ—সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।[৯]

এই তিন দেবতাই বৃষভ, কারণ বৃষ্টিদান করার ক্ষমতার অধিকারী এই দেবত্রয়। এঁদের সঙ্গে অভিন্নতাহেতু রুদ্রও বৃষভ আখ্যা পেয়েছেন। রুদ্রের বৃষভ বা বৃষ বিশেষণটি তাঁর বাহনে নিযুক্ত হয়েছে। লৌকিক অর্থে বৃষ শব্দের অর্থ ষাঁড়। চুঁচুড়ায় 'ষণ্ডেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিখ্যাত। ইন্দ্রের বাহন মেঘরূপী ঐরাবত হস্তীর সাদৃশ্যে রুদ্রের বাহন বৃষ বা ষণ্ডের পরিকল্পনা। কিন্তু স্বরূপতঃ রুদ্র ও রুদ্রবাহন বৃষভ অভিন্ন, যেমন অভিন্ন বিষ্ণু ও বিষ্ণুবাহন গরুড়। শারদা

১ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ২ তদেব ৩ কুমারসম্ভব—৫।২৯
৪ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৮
৭ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৬ ৮ ঋগ্বেদ—১।৩১।৫ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১।৮

তিলকতন্ত্রে শিব-বাহন বৃষভের যে বর্ণনা পাই তা যেমন তাঁকে মেঘরূপে প্রতীত করায়, তেমনি বৃষকে শিবের রূপভেদ গ্রহণ করতেও সহায়তা করে। শারদা তিলকে বৃষভের বর্ণনা :

হিমালয়াভং বৃষভং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং ত্রিলোচনম্।
সর্বাভরণ সন্দীপ্তং সাক্ষাচ্ছন্দঃ স্বরূপিনম্॥
কপালশূল বিলসৎকরং কালঘনপ্রভম্।[১]

—হিমালয়সদৃশবর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, ত্রিলোচন, সকল প্রকার অলংকারে উজ্জ্বল, সাক্ষাৎ বেদরূপী, নরকপাল ও শূল হস্তে ধারণকারী, প্রলয়মেঘ-সদৃশ বৃষভকে চিন্তা করবে।

বামনপুরাণে শিব জীমূতবাহন বা মেঘবাহন।[২] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপে শিবকে বহন করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—ততোঽহং বৃষরূপেণ বহামি তেন তং প্রিয়ম্।[৩]

কৃষ্ণ ত প্রকৃতপক্ষে সূর্যই। সুতরাং যিনি রুদ্র-শিব তিনিই রুদ্র-শিবের বাহন। স্বামী শংকরানন্দ বৃষকে সূর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "The bull represented the Sun in the Rigveda, which came out of the ocean adorned with thousand horns Sayana interprets horns as 'kiraṇa', the rays of the Sun.

In the Brahmaṇas, the bull's rays are mentioned as seven 'Saptarashmi' and the rays of the Sun is compared with the Cow."[৪]

সুতরাং বৃষভ সূর্য বা অগ্নি হলেন সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের বাহন। পরে ইন্দ্রের বাহন হস্তীর সাদৃশ্যে বৃষভ পরিণত হোল বৃষভ শব্দের অর্থান্তর বৃষ বা ষণ্ডে।

পঞ্চানন শিব—শিব পঞ্চানন—পঞ্চমুখসমন্বিত।

আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চানন কহেন উমারে।[৫]

পঞ্চানন শিবের মূর্তি দুর্লভ নয়। এমন কি শিবলিঙ্গে পাঁচটি মুখ—এরূপ বিগ্রহও চোখে পড়ে। শিবের পঞ্চাননত্বের একটি তাৎপর্য অনুভূত হয়। রুদ্র-শিব ভূতপতি অর্থাৎ পঞ্চভূতের অধিপতি। এই হিসাবে তাঁর পাঁচটি মুখ ক্ষিত্যাদি

১ শা. তি.—১৮।৪০ ২ বামনপুরাণ—৩।৭৮ ৩ ব্রহ্মবৈ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড—৩৬।৫৭
৪ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 40
৫ মেঘনাদবধ কাব্য—৪র্থ সর্গ

পঞ্চভূতের প্রতীক। পৌরাণিক শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি ভূত বা মৌল উপাদান পাঁচটি মূর্তি। ঋগ্বেদে পঞ্চজন বা পাঁচটি জাতি প্রধান ছিল। এই পঞ্চজাতির উপাসিত বলেও রুদ্র-শিব পঞ্চানন হতে পারেন। শিবের পঞ্চাননত্ব প্রতীক মাত্র। নচেৎ তিনি উপনিষদের ব্রহ্মের মত—ঋগ্বেদের পুরুষের মত অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর —শতশীর্ষ—সহস্রশীর্ষ—সহস্র বাহু, চরণ ও অক্ষি সমন্বিত।

শতশীর্ষং শতোদরং সহস্রবাহুচরণং সহস্রাক্ষি শিরোমুখম্।[১]

শিবপুরাণ (জ্ঞান সংহিতা) বলেছেন যে, শিব পঞ্চবদন ও দশবাহুসমন্বিত—কর্পূরের মত শুভ্র অপূর্বমূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন—

পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে।[২]

শিবের পঞ্চবদনের তাৎপর্য যে পঞ্চভূতের অধিপতি—এ বিষয়টি একজন পাশ্চাত্য ভারততাত্ত্বিকও স্বীকার করেছেন।

"The peaceful manifest of the Go'den Embyro (Hiranya-garbha) which appears to us as the Sun, source of our life, i- connected with the number 5 and with the five elements and is represented in the five-headed Siva."[৩]

শিবের রূপবৈচিত্র্য—রুদ্র-শিবের উপাসনা বহুব্যাপকতা লাভ করায় আর্যেতর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই দেবতাটি নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করে নিয়েছিলেন। যজুর্বেদের যুগ থেকেই আর্য-শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা লাভ করেছেন। তারপর সহস্রাধিক অথবা কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী শিব নানা শ্রেণীর নানা জাতির উপাস্য হয়ে বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণে ভূষিত হয়েছেন। সর্বত্যাগী মহাযোগী শিব যুগে যুগে কত ভাবেই না চিত্রিত হয়েছেন ধর্মগ্রন্থে সাহিত্যে! মহাভারতে-পুরাণে শিব জগৎ রক্ষা করতে কালকূট বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এই বিষপানের কাহিনী থেকেই কি-না কে জানে শিব হলেন গাঁজাখোর, ভাংখোর,—ধুতুরাখোর,—গাঁজা-ভাঙ আর ধুতুরায় তাঁর চোখ তিনটি ঢুলু ঢুলু। তাঁর হাতে শোভা পেল নর-কপাল, তিনি হলেন শ্মশানচারী, গলায় পড়লেন হাড়ের মালা, হাতে পিণাকের পরিবর্তে সাপুড়ের ডমরু ও শিঙা। তিনি স্মরহর যোগিরাজ

১ বরাহপুরাণ—২১।৩৯-৪০ ২ জ্ঞান সং—৩।১৮

৩ Hindu Polytheism—Alain Danielou, page 278

হয়েও কামুক লম্পট। মহাভারতে তিনিই কীরাতরূপে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সামান্য স্তবে অথবা বিল্বপত্রে তুষ্ট হয়ে আশুতোষ অসুরদের বর দিয়ে দেবতাদের বিপদ ডেকে এনেছেন, আবার সময়ে সময়ে দানববধেও মেতে উঠেছেন। আবার কখনও তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করছেন দ্বারে দ্বারে। পাণ্ডুদেশে তিনি আবার কৃষিকর্মও করেছেন। এইভাবে বহুতর বিরুদ্ধ গুণের সংস্পর্শে আর্য ও আর্যেতর বিভিন্ন সংস্কৃতির মহামিলনের পরম তীর্থরূপে সার্বজনীন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন দেবাদিদেব মহাদেব।

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে ব্যাজস্তুতিরূপে দ্ব্যর্থক ভাষায় শিবের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতেই রুদ্র-শিবের চরিত্রের ও বিবর্তন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। হরগৌরীর কোন্দল বর্ণনা করতে গিয়ে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র গৌরীর মুখ দিয়ে বলেছেন—

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
বসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥[১]

পাটনীর নিকট পতির পরিচয় দিতে গিয়ে অন্নদা বলেছেন :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥[২]

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে শিব স্বয়ং ছদ্মবেশে তপস্যারত পার্বতীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—

তৈল নাহি ঘরে ইঙ্গিলে হেন বরে
হইবে বিভূতি-ভূষণা।

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ অন্নদামঙ্গল

ভিক্ষু পতি যার বৃথা জন্ম তার
দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে ॥
গঙ্গা থাকি শিরে ভিক্ষু দেখি তারে
মিলিল গিয়া রত্নাকরে ।···
ভিক্ষা অনুসারে ভ্রমেন ঘরে ঘরে
ডম্বরু করিয়া বাজন ।···
বসন বাঘছাল গলেতে হাড়মাল
উত্তরী যার বিষধর ।
প্রেতভূত সঙ্গে চিতাধূলি অঙ্গে
বান্ধিলা কেন হেন বর ।
কাহার পুত্র হয় না জানি কোথা ঘর ।
নাহি দেখি ভাই বন্ধুজন ।

সতী-পরিণয়ের পরে শিবনিন্দাচ্ছলে দক্ষরাজ অনুরূপ উক্তিই করেছিলেন

মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন ॥
ভূতপ্রেত-প্রমথ অসুর লয়্যা সঙ্গ ।
শ্মশানে শবের পাশা সদাই উলঙ্গ ।
ভুজঙ্গভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায় ।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখ্যা ডর পায় ॥
অঙ্গুলের পুত্র বেটা নির্মূলের নাতি ।
তিন কুল খায়্যা মড়া চিরে দিবা রাতি ॥
বিধির ঘটনে বিষ খায়্যা নাহি মৈল ।
সতীর কপালে পতি পাপমতি ছিল ॥
বেদপথ ছাড়ি তার মত স্বতন্ত্র ।
এই মত আর কত কব দুরোত্তর ॥[১]

শিবায়ন কাব্যে ছদ্মবেশী শিব পার্বতীর কাছে আত্ম-পরিচয় দিয়ে বলছেন :

শুনিতে সুন্দর শিব দেখিতে সুন্দর ।
দেখিতে সে দরিদ্র দারুণ দিগম্বর ॥
গঙ্গারে গৌরব কর্যা ধর্যা ছিল শিরে ।
গড় কর্যা গেল তেঁহো রত্নাকরনীরে ॥

১ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক বি.)—পৃঃ ৩২

লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্ধভাবে অপূর্ণ আছেন নিরন্তর॥
দারিদ্র্য দোষের পরে দোষ নাহি আর।
যতদিন সঞ্চয় সকল যায় যার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাস পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের কহিতে নারে কেহ।
চল্যা যাইতে টল্যা পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড়া বল্যা বাসনা করাছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাগ্যা খায় ভূমি ভাঙ্ নাই ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানলে জীবে কত কাল।
একমুখে পঞ্চমুখ বিষম জঞ্জাল॥[1]

কালিকাপুরাণে (৪৩ অঃ) ছদ্মবেশী শিব তপোরতা পার্বতীর কাছে দ্ব্যর্থক-ভাষায় আত্মনিন্দা করে বলেছিলেন—

বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ।
ব্যাঘ্রচর্মাংশুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃত্তিনা॥
কপালধারী সর্পৌঘৈঃ সর্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ।
বিষদগ্ধগলস্ত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ॥
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগাবিবর্জিতঃ।
জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈর্হীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবর্জিতঃ॥
শ্মশানবাসী সততং সংসঙ্গবিবর্জিতঃ।...

—মহাদেব বৃষধ্বজ, ভস্মলিপ্তদেহ, জটাধর, নরকপালধারী, সর্বাঙ্গে সর্পবেষ্টিত, ব্যাঘ্রচর্মের বসন ও গজচর্মের উত্তরীয় পরিহিত, বিষে দগ্ধকণ্ঠ, ত্রিনয়ন—সুতরাং বিরূপাক্ষ, ভয়ংকর, অব্যক্তজন্মা (জন্মপরিচয়হীন), গৃহসুখবর্জিত, জ্ঞাতিবান্ধবহীন, ভক্ষ্যভোজ্যবর্জিত (খাদ্যাখাদ্য বিচারহীন) শ্মশানবাসী, সংসঙ্গবর্জিত।

সতীর সম্মুখে শিবনিন্দাকালে দক্ষ বলেছিলেন—

পঞ্চবক্ত্রো দশভুজো মুখে নেত্রত্রয়ান্বিতঃ।
কপর্দী গজচর্মোঽসৌ ভবানো নীললোহিতঃ॥

১ শিবায়ন, রামেশ্বর (ক. বি.)—পৃঃ ৬৭

কপালী শূলহস্তোঽসৌ গজচর্মাবগুণ্ঠিতঃ ।
নাস্য মাতা ন চ পিতা ন ভ্রাতা ন বান্ধবঃ ॥
সর্পাস্থিমণ্ডিতগ্রীবস্ত্যক্তা হেমবিভূষণম্ ।
ভিক্ষয়া ভোজনং যস্য কথমন্নং প্রদাস্যতি ॥[1]

—পঞ্চবদন, দশহস্ত, মুখমণ্ডলে তিন চক্ষু, জটাধারী, কলাচন্দ্রশোভিত, নর-কপাল শোভিত, শূলধারী, গজচর্মাচ্ছাদিত—তোমার এই নীললোহিত। তাঁর মাতা নেই, পিতা নেই, ভ্রাতা নেই, বন্ধু নেই, তিনি সর্প ও অস্থিশোভিতকণ্ঠ, স্বর্ণালংকার ত্যাগ করেছেন। যাঁর ভিক্ষাই জীবিকা, তিনি কি করে অন্ন দেবেন?

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) দক্ষ সতীকে বলেছিলেন—

যেনাস্য কারণে নেহ পতিস্তে ন নিমন্ত্রিতঃ ।
কপালধৃক্ চর্মী ভস্মাবৃততনুস্তথা ॥
শূলী মুণ্ডী চ নগ্নশ্চ শ্মশানে রমতে সদা ।
বিভূত্যঙ্গানি সর্বাণি পরিমার্ষ্টি চ নিত্যশঃ ॥
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানো হস্তিচর্মপরিচ্ছদঃ ॥
কপালমালাং শিরসি খট্বাঙ্গং করে স্থিতম্ ॥
কট্যাং বৈ গোনসং বদ্ধা লিঙ্গেহস্থ্যাং বলয়ং তথা ।
পন্নগানাঞ্চ রাজানমুপবীতঞ্চ বাসুকিম্ ॥
কৃত্বা ভ্রমতি চানেন রূপেণ সততম্ ক্ষিতৌ ।
নগ্না গণাঃ পিশাচাশ্চ ভূতসঙ্ঘা হ্যনেকশঃ ॥
ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিশূলী চ গীতনৃত্যরতঃ সদা ।
কুৎসিতানি তথান্যানি সদা তে কুরুতে পতিঃ ॥[2]

—যে কারণে তোমার পতিকে নিমন্ত্রণ করিনি, শোন, শিব নরকপালের পাত্রধারণকারী, চর্মধারী, ছাইমাখা দেহ, শূলধারী, মুণ্ডিতমস্তক, নগ্ন, সর্বদা শ্মশানচারী, সর্বপ্রকার বিভূতি (ভস্ম) সর্ব সময়ে গায়ে মাখে, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে, হস্তিচর্ম (উত্তরীয়রূপে) ধারণ করে, মাথায় নরকপালের মালা, হাতে নরকংকাল, কোমরে বৃহৎসর্প বেঁধে নিয়ে অস্থিবলয় বেঁধে সাপের রাজা বাসুকিকে

১ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত [illegible]মাহাত্ম্য—[illegible]
২ পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড)—[illegible]

উপবীত ক'রে এইরূপে পৃথিবীতে সব সময় ভ্রমণ করে ; অনেক প্রকার ভূত, পিশাচ প্রভৃতি নগ্ন গণসমূহ তাঁর অনুচর। তিনি ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, সব সময় নৃত্যগীতে রত। অন্যান্য কুৎসিৎ কর্মও তোমার পতি করে থাকে।

কুমারসম্ভব কাব্যে মহাকবি কালিদাস ছদ্মবেশী শিবের মুখে যে শিবনিন্দা বসিয়েছেন তাও পূর্ববর্ণনার অনুরূপ। ছদ্মবেশী শিব বলছেন—

করেণ চ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা
সহিষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্ ।[১]

—হে পার্বতি, তোমার প্রথম অবলম্বন শম্ভুর সর্পবলয়ভূষিত বাহু তুমি কেমনে সহ্য করবে ?

বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং
গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ ॥[২]

—কলহংসশোভিত নববধূর বস্ত্র কেমন করে রক্তবিন্দুবর্ষী (সদ্যঃ ছিন্ন হওয়ায়) গজচর্মের (শিবের পরিধেয়)সঙ্গে সংযুক্ত হবে ?

অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়ো
বিকীর্ণ কেশাসু পরেতভূমিষু ॥[৩]

—তোমার আলতা রাঙানো পা দু'খানি কেমন করে বিস্তীর্ণকেশ প্রেতভূমি (শ্মশানে) বিচরণ করবে ? (কারণ শিবের বিচরণস্থান শ্মশান।)

স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি ।[৪]

—আলিঙ্গনকালে তোমার হরিচন্দনে শোভিত হওয়ায় যোগ্য স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মরজঃ কেমন করে লিপ্ত হবে (অর্থাৎ হরের বক্ষ চিতাভস্মে লিপ্ত)।

বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া।
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥[৫]

—বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে তোমাকে বসে থাকতে দেখে (স্বামীর সঙ্গে) মহৎ ব্যক্তিগণের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হবে।

মহাকবি কালিদাসের সময়েরও (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) আরও পূর্বে পৌরাণিক শিবের রূপগুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

---

১ কুমারসম্ভব—৫।৬৬ ২ কুমারসম্ভব—৫।৬৭ ৩ কুমারসম্ভব—৫।৬৮
৪ ঐ ৫।৬৯ ৫ ঐ ৫।৭০

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) শিবের স্তবেও এই গুণগুলি প্রস্ফুটিত।

নমস্তে ভস্মভূষায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে।
নমোঽহিমালিনে তুভ্যং নীলকণ্ঠায় তে নমঃ॥
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় নমস্তে শূলপাণয়ে।
জটাধরায় বৈ তুভ্যং নাগযজ্ঞোপবীতিনে॥
দিভুজায় নমস্তভ্যং বৃষারূঢ়ায় তে নমঃ।
কপালিনে নমোঽস্তভ্যং শ্মশানবাসিনে নমঃ।[১]

—ভস্ম যাঁর ভূষণ তাঁকে নমস্কার, কৃত্তিবাসকে নমস্কার, সর্প যাঁর হার তাঁকে নমস্কার, নীলকণ্ঠকে নমস্কার। পঞ্চবদনকে নমস্কার, শূলপাণিকে নমস্কার, জটাধরকে, সর্প যাঁর যজ্ঞোপবীত তাঁকে নমস্কার। দ্বিভুজ বৃষারূঢ় নর-কপালহস্ত শ্মশানবাসীকে নমস্কার।

বাঙ্গালা কাব্যে রুদ্রের যে বর্ণনা আছে, পৌরাণিক বর্ণনারই তা অনুসৃতি। বেদের রুদ্র-শিব ধ্বংস ও কল্যাণের দেবতা হয়েও কিভাবে পুরাণের এবং কাব্যের শিবে রূপান্তরিত হলেন, উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদে রুদ্রের রুদ্রত্ব এবং শিবত্ব পাশাপাশি বর্তমান। ঋগ্বেদ অপেক্ষা যজুর্বেদে রুদ্রের শিবরূপ প্রকটতর। যজুর্বেদে রুদ্র একদিকে যেমন উগ্ররূপী অপর দিকে তেমনি সর্বজীবের সর্বস্তরে অধীশ্বর ও কল্যাণের বিধাতা। পুরাণে রুদ্রের রুদ্রত্ব প্রায় উপসংহৃত। উপরন্তু পুরাণের শিব ত্রিকালাতীত ত্রিগুণাতীত আদিদেব ব্রহ্ম হয়েও নূতন নূতন রূপে বিভাসিত। এখানে শিব জটাধারী অথবা মুণ্ডিত-মস্তক যোগী—পরিব্রাজক—ভিক্ষুক—নর-কপালবিভূষিত—ত্রিশূলধারী—ব্যাঘ্রচর্মাবৃত অথবা নগ্ন—ভস্মলিপ্তাঙ্গ—শ্মশানচারী—ত্রিনয়ন—পঞ্চানন—ভূতপ্রেতসহচর—সর্পভূষণ—গঙ্গাধর—ভবানীপতি। একই সঙ্গে তিনি যোগী—ধ্যানীবুদ্ধ—কাপালিক ক্ষপণক। পুরাণে তাঁকে কাপালিক রূপে বর্ণনাও করা হয়েছে:

কৃত্বা কাপালিকং রূপং যযৌ দারুবনং প্রতি।[২]

চিতাগ্নিরূপে শিব শ্মশানবাসী। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান শিবকে মহাজ্ঞানীতে পরিণত করেছে। পঞ্চমুখে তিনি আগমপুরাণ কথা বিবৃত করেন পত্নী পার্বতীর কাছে।

শিবের পত্নী—শিবের তিন পত্নী। বাঙ্গালা ছড়ায়—"শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান।" প্রথমে তিনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীকে বিবাহ

১ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—৫।১২৩ ১২৮ ২ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৩০।২৫

৫

করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করার পরে তিনি পঞ্চতপা পর্বতরাজ-নন্দিনী উমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আবার গঙ্গার মর্তাবতরণের সময়ে তিনি পৃথিবী রক্ষার জন্য মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন। তাই তিনি গঙ্গাধর। গঙ্গা শিবের পত্নীরূপে পরিগণিতা সম্ভবতঃ হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ রুদ্র-শিবের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। সূর্যরূপী রুদ্রের কৃপায় গঙ্গা প্রভৃতি নদীর -শিব-জটা-মুক্তি।

শিবের কামুকতা—শিব স্মরহর—কামের দেবতা মদনকে তিনি চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর অপরাধে ভস্মীভূত করেছিলেন। সেই মদনজয়ী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই আবার পুরাণে-কাব্যে কামুক লম্পটরূপে বর্ণিত হয়েছেন। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে শিবের যে কামুকতার বিবরণ পাই তা মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নয়—তা বাঙ্গালা কাব্যে হাজির হয়েছে পুরাণ-বাহিত হয়ে। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) শিবের লাম্পট্য লীলা বর্ণিত হয়েছে।

পুরা শর্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা যুবতীরূপশালিনী।
গন্ধর্ব কিন্নরাণাঞ্চ মনুষ্যানাঞ্চ সর্বতঃ॥
মন্ত্রেণ তা সমাকৃষ্য অতিদূরে বিহায়সি।
তপোব্যাজপরো দেবস্তাসুসক্ত মানসঃ॥
অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ।
ক্রীড়াঞ্চকার সহসা মনোভব-পরাভবঃ॥[১]

—পুরাকালে গন্ধর্ব-কিন্নর এবং মনুষ্যগণের রূপবতী যুবতী স্ত্রীদের সর্বত্র দেখে মন্ত্রের দ্বারা তাদের আকর্ষণ করে অতি দূরে নির্জনে তপস্যার ছলে তাদের সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার উদ্দেশ্যে অতি মনোরম কুটীর নির্মাণ করে তাদের সঙ্গে মদনজয়ী শিব ক্রীড়া করেছিলেন।

পার্বতী বামাগণের মধ্যবর্তী মদনদেব প্রভাবিত যুবতীগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত শিবকে দেখে ঐ নারীকুলকে চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।
লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত বৃত্তান্তে দারুবনে তপোরত মুনিদের পরীক্ষা করতে শিব নগ্ন অবস্থায় দারুবনে মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে লাগলেন—

স্মিতঞ্চ ভগবান্ স্ত্রীণাং মনসিজোদ্ভবম্।
ভ্রূবিলাসঞ্চ গানঞ্চ চকারাতীব সুন্দরঃ॥

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৬৷১-৩

সম্প্রেক্ষ্য নারীবৃন্দং বৈ মুহুর্মুহুর্মনকহা।
অনঙ্গবৃদ্ধিমকরোদতীব মধুরাকৃতিঃ।
বনে তং পুরুষং দৃষ্ট্বা বিকৃতং নীললোহিতম্।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চাপি তমেবান্বনুযাদয়াৎ॥[১]

—নারীবৃন্দকে দেখে ভগবান শিব মদনোদ্ভূত হাস্য, ভ্রূভঙ্গী ও সুন্দরভাবে মুহুর্মুহু হাস্য করতে লাগলেন—অত্যন্ত সুন্দরাকৃতি তিনি এইভাবে কামবৃদ্ধি করতে লাগলেন, বিকৃতবেশ। নীললোহিত পুরুষকে বনের মধ্যে দেখে পতিব্রতা হয়েও নারীগণ সাদরে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতায়) এই একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দারুবনে তপস্বী মুনিদের পরীক্ষা করতে শিব নগ্ন অবস্থায় মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটিয়েছিলেন।

দিগম্বরোঽতিতেজস্বী ভূতিভূষণভূষিতঃ।
চেষ্টাকৈব কটাক্ষক হস্তে লিঙ্গক ধারয়ন্॥
মনাংসি মোহয়ন্ স্ত্রীণামাজগাম হরঃ স্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যস্তাঃ পরং ত্রীড়ামুপাগতাঃ।
বিহ্বলা বিস্মিতাশ্চান্যাঃ সমাজগ্মুস্তথা পুনঃ॥
আলিলিঙ্গুস্তথা চান্যা করং ধৃত্বা তথাপরাঃ।[২]

বামনপুরাণেও মহাদেব মুনিগণের তপোলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করতে সুন্দর যৌবন শোভিত দেহ নিয়ে ভিক্ষাপাত্র, নর-কপাল হাতে মুনিপত্নীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন—তিনি মুনিপত্নীদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে লাগলেন, মুনিপত্নীগণও আমাদের মহৎ কৌতুক উপস্থিত হয়েছে বলে মহাদেবের সঙ্গে রঙ্গ-রসে প্রবৃত্ত হলেন।

ইত্যুক্ত্বা তা জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ।
কাশ্চিচ্চকর্ষ বাহুভ্যাং কাচিৎ কামপরা তথা॥
জানুভ্যামপরা নাভ্যাং কচেষু ললনাপরা।
অপরা তু কটীবন্ধে চাপরা পাদয়োরপি॥

—এই বলে সেই নারীগণ করপল্লবের দ্বারা শিবকে ধারণ করলেন, কেউ

১ লিঙ্গপুরাণ—১।৯।১০–১২ ২ জ্ঞান সং—৪২।১০–১২

বাহুদ্বারা আকর্ষণ করতে লাগলেন, কেউ কামপরবশ হয়ে জানুদ্বয়, কেউ নাভি, কেউ কেশ, অপরে কটীবন্ধ, অন্যে পদদ্বয়ে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

নারদ পঞ্চরাত্রে (২২অঃ) ছদ্মবেশী মহাদেব কর্তৃক পার্বতীকে শাঁখা পরানোর কাহিনী আছে। ছদ্মবেশী শিব জগন্মাতার হাতে শাঁখা পরিয়ে মূল্য হিসাবে প্রার্থনা করলেন—

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়া সার্ধং বরাননে।
শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নান্যৎ পণ্যং মমেপ্সিতম্॥

—আমি তোমার সাহচর্যে কামবাণে পীড়িত, আমাকে শীঘ্র বরণ কর, আমি অন্য কোন মূল্য চাই না।

শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতা, ১০ম অঃ) মদনের প্রভাবে যোগিরাজ মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হলে, মহাদেব সম্মুখস্থা পার্বতীর রূপ দেখে মোহিত হলেন এবং পার্বতীর রূপশোভা বর্ণনা করলেন। তৎপরে পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করলেন, আর পার্বতীও লজ্জিতা হয়েও নিজের দেহশোভা প্রকটিত করে শিবকে মোহমুগ্ধ করে তুললেন।

হস্তং বস্ত্রাঞ্চলে যাবৎ তাবচ্চ দূরতো গতা।
স্ত্রীস্বভাবাৎ তদা সা চ লজ্জিতা সুন্দরী বরম্॥
বিকুর্বতী স্বঅঙ্গানি পশ্যন্তীব মুহুর্মুহুঃ।
এবং চেষ্টাং তদা দৃষ্ট্বা শম্ভুর্মোহমুপাগমৎ॥[১]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) পার্বতী নিজেই মহাদেবকে লম্পট বলে গালি দিয়েছেন। তিনি তপস্যা করতে যাওয়ার সময়ে গণাধিপতি বীরককে স্বামীর পাহাড়ায় নিযুক্ত করে বলেছিলেন—

এষ স্ত্রী লম্পটো দেবো যাতায়াং মযান্তরম্।
দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্য্যা নিত্যরন্ধ্রাববেক্ষিণা॥[২]

শিবপুরাণেও (ধর্মসংহিতা) দেবী তপস্যায় গমনের সময় সখীকে স্বামীর প্রহরায় নিযুক্ত করে বলেছিলেন—

রক্ষিতব্যা লম্পটোঽয়ং যথাত্মাং মদ্গৃহে স্থিরম্।
প্রবেশ্য নোপভোক্তা তাং পত্নির্মে জাহ্নবী প্রিয়ঃ॥[৩]

১ জ্ঞান সং—১০।৭১-৭২ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪১।৩০ ৩ শিবপুঃ, ধর্মসং—১০।৩৪

—এই লম্পটকে রক্ষা করবে যাতে আমার জাহ্নবীপ্রিয় পতি অন্য নারীকে প্রবেশ করিয়ে উপভোগ করতে না পারে।

শিব কিন্তু পত্নীতপস্যায় নিরত হলেও কামার্ত হয়ে দারুবনে প্রবেশ করে মুনিপত্নীদের ধৈর্য বিনষ্ট করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে হরপার্বতী একত্র উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি দেখে মহাদেব বিচলিত হয়েছিলেন। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃতের অংশ থেকে অসুরদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু অপরূপা মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত অপহরণ করে দেবতাদের দিয়েছিলেন। এই সময়ে বিষ্ণুর বিমোহিনী মূর্তি দর্শন করে মহাদেব সংযম হারিয়ে পার্বতী ও প্রমথগণের সম্মুখেই মোহিনীর অনুসরণ করেছিলেন।

এবং তাং রুচিরাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিসজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল।
তয়াপহৃত বিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ।
ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ।
সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
বিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বতিষ্ঠত।
তামন্বগচ্ছদ্ ভগবান্ ভবঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ॥[১]

—এইরূপে সেই শোভনাঙ্গী দর্শনীয়া মনোহারিণীকে দেখে মহাদেব সেই লজ্জাহীনাতে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর দ্বারা জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় মদনবিহ্বল হয়ে ভবানীর চক্ষুর সম্মুখেই লজ্জাহীন হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। সেই বিবস্ত্রা অতিমাত্রায় লজ্জিতা সুন্দরী তাঁকে আসতে দেখে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করে পালাতে লাগলেন। ভগবান ভব ইন্দ্রিয়সকল উদ্ভাসিত হওয়ায় কামপরবশ হয়ে যূথপতি যেমন করিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন।

এই যদি হয় পৌরাণিক শিবের চরিত্র, তবে বাঙ্গালী কবিরা শিবকে কামুক-রূপে চিত্রিত করে কি আর এমন অপরাধ করেছেন? ভারতচন্দ্রের শিব তো মদন ভস্ম করেই মদনবাণে কাতর হয়ে নারী অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন—

১ ভাগবত—৮।১২।২৩-২৭

মরিল মদন তবু পঞ্চানন

মোহিত তাহার বাণে।

বিকল হইয়া নারী তলাসিয়া

ফিরে সকল স্থানে।[১]

মঙ্গলকাব্যের শিব কোচনী ডোমনীর সঙ্গলোভে ঘুরে বেড়ান। হরগৌরী পরিণয়ের পরে শিব যখন গৌরীকে নিজের অর্ধাঙ্গ করে নিতে চাইলেন, তখন গৌরী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে শিবকে বলেছিলেন,—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।

কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা।[২]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ভিক্ষুক শিবকে কোচরমণীগণ পুরাতন নাগর বলে চিনতে পেরে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ওঠে,—

যতেক কোচের মেয়্যা হরের বারতা পেয়্যা

ভিক্ষা দিতে আইল তখন।

পুরাতন দেখি হরে কাঁচলী অসম্বরে

কুচযুগে না দেই বসন॥

দশ পাঁচ সখী মেলি, শিবের বসন ধরি,

কেহ বা টানয়ে পরিহাসে।

বসি কুচনির পাশে শিব নিরানন্দে ভাসে

যুবতী বুঢ়ারে নাহি বাসে।[৩]

রামেশ্বরের শিবায়নে শিব ভিক্ষার নিমিত্ত মনোহর বেশে কোচের নগরে প্রবেশ করলেন,—শিঙ্গা-বাদনে মন্ত্রোচ্চারণে কোচ-যুবতীদের আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন,—কোচনীদের সঙ্গে মদন-রঙ্গে মেতে উঠলেন—

গায় শিঙ্গা মন্ত্র আয় আয় কোঁচবধূ।

আকর্ষণহেতু মন হরি করি ধ্যান।

জপে মন্ত্র যুবতী জীবনে পড়ে টান॥

বিকল হইয়া ছুটে সকল কোঁচিনী

শিব আইল আইল হইল মহাধ্বনি॥

১ অন্নদামঙ্গল কাব্য ২ অন্নদামঙ্গল কাব্য ৩ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ধাইল কোচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণা।
মুকুন্দ মুরলী-রবে যেন গোপাঙ্গনা॥[১]

শুধু কোচনী নয়, বাগ্‌দিনী রমণীর প্রতিও শিবের আকর্ষণ কম নয়। বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশিনী গৌরীর জন্ত ভিক্ষুক শিবের ব্যাকুলতা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

হাস্যা হাস্যা যেস্যা যেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগ্‌দিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ॥
বুড়া মুড়া মহুয়া হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পায়্যা মাঠে পায়্যা পয়ের মায়্যা॥
দেব দেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগ্‌দিনী বলে আমি তেমন মায়্যা নই।[২]

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্বতীর বিহার বর্ণনা করেছেন।[৩] মাইকেল মধুসূদন দত্তও মেঘনাদবধ কাব্যে হরপার্বতীর সম্ভোগ বর্ণনা করেছেন সংযত ভাবায়—

প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি তমে লুকাইলা দেব বিভাবসু।[৪]

সুতরাং এমন যে শিব, তিনি যে বিদ্রূপের পাত্র হবেন, তাতে আর সন্দেহের কি আছে? ভারতচন্দ্রের কাব্যে ত বালকগণ শিবের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছে,—এমন কি ধুলোও ছুড়েছে।

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল ক'রে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥[৫]

১ শিবায়ন (ক বি)—পৃঃ ২৭ ২ শিবায়ন (ক বি)—পৃঃ ২০২ ৩ কুমারসম্ভব, ৭ম সর্গ
৪ মেঘনাদ—২য় সর্গ ৫ শিবের ভিক্ষাযাত্রা—অন্নদামঙ্গল

শুধু ভারতচন্দ্র নয়, পুরাণকারও বিদ্রূপ করে শিবের গায়ে ধুলো ছুঁড়েছেন।

প্রহসন্তি চ কেচিদ্যোনং কেচিন্নির্ভৎসয়ন্তি চ।
অপরে পাংশুভিঃ সিকত্ন্মত্তকং তথা দ্বিজাঃ॥
লোষ্টৈশ্চ লগুড়ৈশ্চান্যে তাড়িনো বলগর্বিতাঃ।
প্রহরন্তি স্মোপহাসং কুর্বাণা হস্তসংবিদম্॥
ততোঽন্যে বটবস্তত্র জটাস্বাগৃহ্য চান্তিকম্।
পৃচ্ছন্তি ব্রতচর্য্যাঙ্কং কেনৈষা তে নিদের্শিতা॥
অত্র বামাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তাসামর্থে ত্বমাগতাঃ।
কেনৈষা দর্শিতা চর্যা গুরুণা পাপদর্শিনা॥[১]

—কেউ কেউ তাঁকে উপহাস করলো, কেউ ভৎর্সনা করলো, কোন কোন উন্মত্ত দ্বিজ তাঁর গায়ে ধুলো ছুঁড়লো, অপর বলগর্বিত ব্যক্তি উপহাস করতে করতে ইঁট ও লগুড় দ্বারা প্রহার করতে লাগলো। অন্য ব্রাহ্মণ বালকগণ জটা ধরে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করছে,—ব্রতসমাপন তোমাকে কে শিখিয়েছে—এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে,—তাদের জন্যই তুমি এসেছ। কোন্ পাপী গুরু তোমাকে এই পথ দেখিয়েছে?

বৈদিক রুদ্র-শিব কবি ও পুরাণকারের হাতে কামুক শিবে পরিণত হয়েছেন। এখানে শিবচরিত্রে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু শিব চরিত্রের এই কামাতুরতা কেবলমাত্র শিথিল আর্যেতর সমাজের দান বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। শিব চরিত্রের এই দিকটিও এসেছে সূর্য ও অগ্নির চরিত্র থেকে। যুবাপুরুষ যেমন যুবতী নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে থাকে, বেদের সূর্যদেবও তেমনি দীপ্তিমতী উষার অনুগমন করে থাকেন—

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং
মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ॥[২]

অগ্নিও দুহিতা-গমন করেন—

স্বায়াং দেবো
দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ॥[৩]

—দেব অগ্নি স্বীয় দুহিতায় দীপ্তি নিষেক করেন।

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৭।৪৯-৫০ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ৩ ঋগ্বেদ—১।৭১।৫

সায়নাচার্য এখানে অগ্নির দুহিতা অর্থে উষাকে গ্রহণ করেছেন—"উষঃকালং প্রাপ্তোঽগ্নিঃ স্বায়াং স্বকীয়াং দুহিতরি দুহিতৃবৎ মধ্যবর্তিন্যামুষসি ত্বিষিং স্বকীয়াং দীপ্তিং ধাং স্থাপয়তি। উষঃকালে হি সূর্যকিরণাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। তৈঃ স্বকীয়াং প্রকাশমেকীকরোতি।"

—উষাকাল প্রাপ্ত হলে অগ্নি স্বকীয় দুহিতায় অর্থাৎ দুহিতাতুল্য অন্তর্বর্তী উষায় স্বকীয় দীপ্তি স্থাপন করেন। উষাকালে সূর্যকিরণের আবির্ভাব হয়, তাদের সঙ্গে নিজের প্রকাশ এক করে থাকেন।

সায়নের মতে এখানে অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন। মহাভারতে,[১] পুরাণে অগ্নি ঋষি পত্নীদের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। শিবের ঋষিপত্নীদের প্রতি আসক্তি সূর্যাগ্নির কাছ থেকেই এসেছে। শুধু সূর্যাগ্নি কেন, বৈদিক প্রজাপতির দুহিতা-গমন, যমের যুবতী ও কন্যার আয়ত্ত, পৌরাণিক ইন্দ্রের অহল্যাভিগমন, সোমের তারাহরণ, অশ্বিদ্বয়ের সূর্যকন্যার প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি স্মরণীয়। যে কাহিনী ছিল রূপকাবৃত সত্যের কবিত্বময় প্রকাশ পুরাণে ও কাব্যে তা হয়েছে শিবের লাম্পট্যে পরিণত।

শিব-চরিত্রে অনার্য প্রভাব—কোচ, ভোম, বাগ্দী, কিরাত প্রভৃতি জাতির সঙ্গে শিবের সম্পর্ক; যজুর্বেদে চোর, ডাকাত, ছিন্তাইকারীদের সঙ্গে রুদ্রের সংযোগ সাধারণতঃ শিবচরিত্রে অনার্য প্রভাব বলে গণ্য হয়ে থাকে।

"He haunts mountains and deserted uncanny places : he is the patron of violent and lawless men, of soldiers and robbers, of thieves, cheats and pilferers, but also of craftsmen and huntmen and is himself an observant merchant. He is the lord of hosts of spirits ill-formed and of all forms."[২]

He was in all probability a non-Aryan God adopted by Indo-Aryans.

Siva has no celestial palaces to dwell in. Although he repairs to Mount Kailas to practise austerities, where he dwells under a tree, he is more or less, a homeless wanderer. The scriptures often speak of him as a wandering mendicant haunting on mountain grounds and lonely places accompanied by ghosts, globins, witches, imps, spirits and evil spirits."[৩]

১ মহাঃ, বনপর্ব—২০৩ অঃ ২ Hinduism & Buddhism—page 142
৩ Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas—page 36.

এই মন্তব্য দু'টি পৌরাণিক শিব সম্পর্কে আংশিক প্রযোজ্য হলেও বৈদিক রুদ্র শিব সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। রুদ্র শিবকে অনার্যদেবতা বলে গ্রহণ করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। বৈদিক রুদ্র শিবের গুণাবলী পরবর্তীকালে অর্থান্তর গ্রহণ করায় শিব সম্পর্কে বিচিত্র লৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। আর্যেতর বহু জাতি এবং বহির্ভারতীয় বহু জাতি শিবকে আপন করে নিয়েছে। প্রবোধবন্ধু অধিকারী লিখেছেন, "আমার মতে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় ভারতে অথবা দ্রাবিড় সভ্যতার অভ্যুদয়কালে এই সভ্যতার চূড়ামণি ছিলেন শিব নিজে।"[১] এইরূপ উদ্ভট মতবাদ যুক্তিপ্রমাণগ্রাহ্য নয়।

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় যে শিব পূজা কোচ, ডোম, বাগ্দী, প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং আর্যেতর জাতিরা শিবকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আর্যেতর কৃষ্টির প্রভাবে বহুতর লৌকিক উপাখ্যানও গড়ে উঠেছিল শিব-শিবানী সম্পর্কে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঙলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ শিব প্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকা ধুস্তুরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষকশিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহাকে কেহ কেহ অস্ট্রিক সংস্কৃতিজাত কৃষি-দেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীয় রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন।"[২]

বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ক. বি.) অধ্যাপক মহেশ্বর দাস 'শিব কি অনার্য দেবতা' প্রবন্ধে শিবের অনার্যত্ব অপবাদ খণ্ডন করে শিবের আর্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শিবের গাজন—শিব-পূজায় সঙ্গে কালক্রমে সংশ্লিষ্ট হয়েছে 'গাজন' নামে বর্ষশেষের উৎসবটি। গাজন ছিল প্রথমে ধর্মঠাকুরের উৎসব, পরে শিবের সঙ্গেও তা যুক্ত হয়েছে। "এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম্যদেবতারূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।"[৩]

১ প্রাগার্য ভারতে যাত্রাগান, নাট্যদর্পণ, পূজাসংখ্যা—পৃঃ ২৪-২৫
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮
৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৪৯

পণ্ডিতরা মনে করেন যে গাজন ও গাজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চড়ক উৎসব আদিম সমাজ থেকে এসেছে।

"সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়কপূজা দুই-ই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া, বাণ-ফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত, তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম।"[১]

শিবের কোচ-ডোম সংস্পর্শে গাজন উৎসব ও চড়ক উৎসব আদি-অষ্ট্রিক কৌম সম্পর্কজাত হতে পারে, কিন্তু শিব চরিত্রের বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণাবলী যে বৈদিক রুদ্র-শিবের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস, তাতে সন্দেহ নেই। রুদ্র-শিবের উপাসনা এত ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয়েছিল যে আর্যেতর জাতিরাও শিবকে তাঁদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন,—হয়ত বা এই সমস্ত জাতির শিথিল সমাজ বন্ধন শিব-শিবানীর চরিত্রে ছাপও ফেলেছে। নারদ পঞ্চরাত্রে ছদ্মবেশী শিবের পাথার মূল্য দিতে গৌরী কিরাতিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন—

কিরাতবেশমাস্থায় সখিভিঃ পরিবারিতা।
জগাম যত্র দেবেশঃ সন্ধ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ॥[২]

—শিবানী সখীবেষ্টিতা হয়ে কিরাতবেশ ধারণ করে যেখানে দেব দেব মহেশ্বর সন্ধ্যা করছিলেন, সেখানে গেলেন।

চণ্ডালীর সঙ্গমে শিবও চণ্ডাল হয়েছিলেন। মহাভারতেও অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভের পূর্বে শিব কিরাতবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। শিব-সাগরসঙ্গমে বহু সংস্কৃতির স্রোতোধারা সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে গেছে এমন সন্দেহ অমূলক নয়। বর্ষশেষে চড়কে ঘোড়া অবশ্যই সূর্যের বর্ষপরিক্রমার প্রতীক।

কৃষক শিব—কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে পৌরাণিক শিবপূজার সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে চলেছে কৃষিদেবতা শিবের পূজা। গ্রাম বাঙ্গালায় তাই কৃষক শিব দারিদ্র্যের দহনজ্বালা সহ্য করতে না পেয়ে কৃষিকর্ম গ্রহণ করেছেন উদরান্নের সংস্থানের জন্য। রুদ্র যখন যোগী সন্ন্যাসী পথের অধিপতি পরিব্রাজক হয়েছেন, তখনই তিনি মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ না করে পারেন নি। কিন্তু পল্লীবাঙ্গালার কবি তাঁদের

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬৮০ ২ নারদ পঞ্চরাত্র—১২ অঃ

প্রিয় দেবতাকে সন্ন্যাসী করে রেখে তৃপ্তি পান নি। সংসারী শিব স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম,—ভিক্ষাবৃত্তিতে সংসারের দৈন্য দূর হয় না, এতগুলি পেট ভর্তি করা সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন কৃষিবৃত্তি গ্রহণ।

হরগৌরীর কোন্দল প্রসঙ্গে শিবের দারিদ্র্যের বর্ণনা কবিগণ মনোজ্ঞ ভাষাতেই দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের শিবের সম্পত্তি—

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাছু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি-লাড্ডু॥[১]

গৌরী দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের মনোরম চিত্র দিয়েছেন—

বড়পুত্র গজমুখে চারিহাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদকণা যা পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোটপুত্র কার্তিকেয় ছয়মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর লড়ায়॥
উপযুক্ত দুটী পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেঁটে বেঁটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥[২]

মুকুন্দরামের শিব ত অন্ন ব্যঞ্জনের বিরাট ফর্দ দিলেন পত্নীর কাছে। কিন্তু উত্তরে পার্বতী বললেন,—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিলুঁ।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিলুঁ॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক তা কৈল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥[৩]

১ অন্নদামঙ্গল ২ অন্নদামঙ্গল ৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী

শিব-শিবানীর দারিদ্র্যের বর্ণনায় হয়ত পল্লী বাঙ্গালার দারিদ্র্যপ্রপীড়িত সংসারের ছায়া পড়েছে। কিন্তু পুরাণকারেরাও শিবের দারিদ্র্যের কাহিনী লিখেছেন। একসময়ে হিমালয়-নন্দিনী উমা গ্রীষ্মসমাগমে কাতর হয়ে শিবকে একটি গৃহনির্মাণ করতে অনুরোধ করলেন। শিব বললেন,—

নিরাশ্রয়োঽহং সুদতি সদারণ্যচরঃ শুভে।[১]

—হে সুদতি, শুভে, আমি নিরাশ্রয় এবং সর্বদা অরণ্যচারী।

তারপর এলো বর্ষা। বর্ষায় গৃহহীনের বর্ষাযাপন কি করে সম্ভব? গিরিরাজ-নন্দিনী অনুনয় করলেন—

গৃহং কুরুষ্বাত্র মহাচলোত্তমে সুনির্বৃতা যেন ভবামি শম্ভো।[২]

—হে শম্ভু! এই শ্রেষ্ঠ পর্বতে (অনুগ্রহ) গৃহনির্মাণ করুন, যাতে আমি স্বস্তি লাভ করতে পারি।

কিন্তু এবার মহাদেব উত্তর দিলেন—

ন মেঽস্তি বিত্তং গৃহসঞ্চয়ার্থে মৃগচর্মাবৃতদেহিনঃ প্রিয়ে।
মমোপবীতং ভুজগেশ্বরঃ কণী কর্ণেঽপি পদ্মশ্চ তথৈব পিঙ্গলঃ॥
কেয়ূরমেকং মম কম্বলস্ত্বহি দ্বিতীয়মন্যো ভুজগো ধনঞ্জয়ঃ।
নাগস্তথৈবাশ্বতরো হি কঙ্কণং সব্যেতরে তক্ষক উত্তরং তথা॥
নীলোঽপি নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণঃ শ্রোণীতটে রাজতি সুপ্রতিষ্ঠঃ।[৩]

—প্রিয়ে! গৃহনির্মাণ করি, আমার এরূপ ধন নাই। দেখ, বস্ত্রের অভাবে মদীয় কলেবর ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। সূত্রের অভাবে ভুজগরাজ বাসুকি আমার যজ্ঞোপবীত, পদ্ম ও পিঙ্গল নামক অন্যতর ভুজঙ্গযুগল আমার কর্ণের কুণ্ডল। কম্বল ও ধনঞ্জয় নামক অহিদ্বিতয় আমার হস্তের কেয়ূর, ফণী, অশ্বতর ও তক্ষক—ইহারা যথাক্রমে আমার বাম ও দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ এবং নীলাঞ্জন তুল্যতুল্যবর্ণ-বিশিষ্ট ভুজঙ্গম নীল মদীয় শ্রোণীতটে অধিষ্ঠানপূর্বক বিরাজ করিতেছে।[৩]

এরপর আর শিবের দারিদ্র্য বর্ণনা বাঙ্গালী কবির মস্তিষ্কপ্রসূত বলা চলে না। বামনপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একটি প্রাচীন পুরাণ। বৈদিক রুদ্রস্তুতিতেই শিবের দারিদ্র্য-কল্পনার বীজ বর্তমান, একথা বলা চলে।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ বিশেষতঃ শিবায়ন কাব্যের কবিরা শিবের দারিদ্র্য-মোচনের নিমিত্ত শিবকে কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত করিয়েছেন। রামাই-পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে পার্বতী শিবকে চাষ করে দারিদ্র্যদুঃখ দূর করতে অনুরোধ করেছেন—

১ বামনপুঃ—১।১৩ ২ বামনপুঃ—১।২৩-২৭ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

আজ্ঞার বচনে গোসাঞি তুমি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।
পুখরি কাঁদাএ লইব ভুমখানি।
আরম্ভ হইলে জেন ছিচএ দিব পাণি॥
আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথে হাত দি আ।
পরম ইচ্ছা এ ধান্ন আনিব দাই আ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘের ছড়॥
তিল সরিষা চাস কর গোসাঞি বলি তব পাএ॥
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাত্র॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্তর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুই ও কলা।
সকল দব্য পাই যেন ধর্ম্ম পূজার বেলা॥[১]

রামেশ্বরের শিবায়নে শিবের কৃষিকর্মের বিস্তৃত বিবরণ আছে। গৌরী পতিকে পরামর্শ দিলেন—

চাষ চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাস দাসী আদি ছাড় পরিজন॥[২]

শিব চাষে রাজি হন না। পার্বতীর সঙ্গে কলহ হয়, শেষে রাজি হন। ইন্দ্র দিলেন চাষের জমির পাট্টা—

মসীপত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা।[৩]

বিশ্বকর্মা ত্রিশূল থেকে তৈরী করলেন চাষের যন্ত্রপাতি।

বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।
লাঙ্গল জোয়াল কাল করিল নির্মাণ॥[৪]

১ শূন্যপুরাণ, সা. প. সং—পৃঃ ১৮৫-১৮৭ ২ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ২১৬
৩ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ২২০ ৪ ঐ পৃঃ ২২৮

কুবের দিলেন বীজ ধান। শিব দেবীচক্র দ্বীপে চাষ করলেন। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোল।

হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নব ঘন শ্যাম॥
হাপুত্রের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর্যা পরিজন।[১]

কৃষক শিবের উপাখ্যান বাঙালী কবির প্রিয় বিষয় বটে; তবে যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে যেখানে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে সেইখানেই রয়েছে এই উপাখ্যানের বীজ। তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের এক নাম ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রেশ।

ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে শিব ক্ষেত্রপাল হওয়ার জন্যই পশুপতি নামে খ্যাত হয়েছেন, "Being the lord of the open fields or plains, he is the lord of cattle, which roam in them"[২]

ত্রিপুরারী শিব –শিবের এক নাম ত্রিপুরান্তক বা ত্রিপুরারী। রামায়ণেও বলা হয়েছে—কামারিং ত্রিপুরান্তকারিং ত্রিলোচনম্।[৩] ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখেছেন যে দেবগণ রুদ্রকর্তৃক ত্রিপুরদাহ নামক নাটকের অভিনয় করেছিলেন স্বর্গে—

তথা ত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ।[৪]

ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন শিব। এ বিষয়ে মৎস্যপুরাণে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে। এই কাহিনী অনুযায়ী ময়দানব ও তার দুই সখী বিদ্যুন্মালী ও তারক কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেছিল, এমন দুর্ভেদ্য ত্রিপুর-দুর্গ তারা নির্মাণ করবে যা মর্তবাসীদের, জলবাসীদের এবং তেজস্বী মুনিদের শাপের বহির্ভূত হবে এবং দেবতাদের ও দেব-অস্ত্রের অলভ্য হবে।

ভূম্যানাং জলজানাঞ্চ শাপানাং মুনিতেজসাম্।
দেবপ্রহরণানাঞ্চ দেবানাঞ্চ প্রজাপতে।
অলভ্যনীয়ং ভবতু ত্রিপুরং যদি তে প্রিয়ম্॥[৫]

ব্রহ্মা এইরূপ অমরতা বর দিতে রাজি না হওয়ায় দানব প্রার্থনা করে, একমাত্র শিব এক যুদ্ধে এক বাণে ত্রিপুর ধ্বংস করবেন; আর সকলের কাছে ত্রিপুর অভেদ্য থাকবে।

১ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ২৬৮ ২ Vaisnavism & Saivism—page 103
৩ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৬।৩০ ৪ নাট্যশাস্ত্র—৪।১০ ৫ মৎস্যপুঃ—১২৯।২০-২১

প্রাঞ্জলিঃ পুনরপ্যাহ ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্।
শঙ্করেণৈকেষুণা দুর্গং সকৃন্মুক্তেন নির্দহেৎ।
সমং স সংযুগে হন্তাস্মদবধ্যো শেষতো ভবেৎ॥[১]

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর নিয়ে দৈত্যগণ দুর্ভেদ্য বিশাল দুর্গ তৈরী করলো—তিন পুরবিশিষ্ট—পৃথিবীতে লৌহময়, নভস্তলে রজতময় এবং তারও উপরে স্বর্ণময়। এই তিন পুর নিয়ে হোল ত্রিপুর।

আয়সন্ত ক্ষিতিতলে রাজতন্ত নভস্তলে
রাজতস্যোপরিষ্টাৎ তু সৌবর্ণং ভবিতা পুরম্।
এবং ত্রিভিঃ পুরৈর্যুক্তং ত্রিপুরং তদ্ভবিষ্যতি॥[২]

এই বিশাল সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত পুরত্রয়ে দানবগণ আশ্রয় নিল। দানবগণ মদোন্মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো,—নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হোল, ত্রিলোকে প্রবল উপদ্রব সৃষ্টি করলো। দেবতারা ব্রহ্মাসহ শিবের নিকট গিয়ে স্তবস্তুতির দ্বারা শিবকে তুষ্ট করলেন। শিবের নির্দেশে তাঁর জন্য তৈরী হোল পর্বততুল্য ত্রৈলোক্য রথ, ব্রহ্মা হলেন সেই রথের সারথি। দেবদানবের দীর্ঘকাল সংগ্রাম চললো;—জয়পরাজয় অনিশ্চিত, শিবের প্রমথগণ দানব কর্তৃক বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত প্রমথগণের বিক্রমে দৈত্যগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তখন ময়দানব ত্রিপুর সাগরতীরে। ব্রহ্মাচালিত শিবরথ সাগরাভিমুখে ধাবিত হোল। তীব্র সংগ্রামে দৈত্যপতি তারক নিহত হোল। ময়ের বাক্যে দানবরা রুদ্রকে বিমুখ করতে প্রয়াসী হোল, অপর দানব-দানবীগণ সন্তোষে মত্ত হয়ে উঠলো। নন্দী কর্তৃক বিদ্যুন্মালী নিহত হোলে ময় প্রমথগণকে কাতর করে তুললো। কিন্তু ত্রিপুরদহনের কাল সমুপস্থিত। পুষ্যাযোগে ত্রিপুর একত্র মিলিত হোল। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে নন্দী ময়কে তার বাসগৃহসহ সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিলেন। ময় সমুদ্রে প্রবেশ করামাত্রই শিবপরিত্যক্ত শর ত্রিপুর ভস্মীভূত করে ফেললো।

অথ দৈত্যপুরাভাবে পুষ্যযোগো বভূব হ।
বভূব চাপি সংযুক্তং তদ্ যোগেন পুরত্রয়ম্॥
ততো বাণং ত্রিধা দেবস্ত্রিদৈবতময়ং হরঃ।
মুমোচ ত্রিপুরে তূর্ণং ত্রিনেত্রস্ত্রিপথাধিপঃ॥

১ মৎস্যপুঃ—১২৯।২৪ ২ মৎস্যপুঃ—১২৯।৩৩-৩৪

তেন মুক্তেন বাণেন বাণপুষ্পসমপ্রভং।
আকাশং বর্ণবর্ণকাশং কৃতং সূর্যেণ রঞ্জিতম্ ॥[১]

অতঃপর দৈত্যপুরনাশী পুষ্যাযোগ উপস্থিত হোল। সেই যোগে পুরত্রয় সংযুক্ত হয়ে গেল। তখন ত্রিনেত্র ত্রিপথের অধিপতি হর তিন প্রকার তেজসম্পন্ন তিন দেবতাময় বাণ শীঘ্র ত্রিপুরের উদ্দেশে মুক্ত করলেন। সেই মুক্ত বাণ সূর্যের কিরণে রঞ্জিত হয়ে বাণপুষ্পের ন্যায় আকাশকে বর্ণবর্ণ করে তুললো।

সোঽপীষুঃ পত্রপুটবদ্দগ্ধ্বা তানগরত্রয়ম্।
ত্রিধা ইব হুতাশশ্চ সোমোনারায়ণস্তথা।
শরতেজঃপরীতানি পুরাণি দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
তৃণপুঞ্জদোষাদহ্যন্তে কুলানুষ্ঠং যথা তথা ॥[২]

—সেই শরও পর্ণকুটিরের মত নগরত্রয়কে দগ্ধ করলো—অগ্নি, চন্দ্র ও বিষ্ণুর তেজ বিভক্ত হয়ে জ্বলতে লাগলো। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শরতেজে পরিব্যাপ্ত পুরত্রয় তৃণপুঞ্জদোষে সংকুলের মত ঊর্ধ্বে দগ্ধ হতে লাগলো।

অবশেষে সেই দগ্ধ ত্রিপুর বিকট শব্দ করে সাগর জলে পড়ে গেল।

মহাভারতের বনপর্বে (৩০-৩৪ অঃ) এই একই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দৈত্যরাজ তারকের পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালী; স্বর্ণময় পুরীর অধীশ্বর হয়েছিল তারকাক্ষ, রজতময় পুরীর অধীশ্বর কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী। মহাদেব সকল দেবের অর্ধতেজ গ্রহণ করে ত্রিপুর এক বাণে ভস্মীভূত করে ভূতলে পাতিত করেছিলেন, পরে দগ্ধ পুরত্রয় পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

ত্রিপুর-ধ্বংসের এই কাহিনীর উৎস কৃষ্ণ যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে পশুপতি রুদ্র কর্তৃক ত্রিপুর-ধ্বংসের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত আদিম রূপটি বর্তমান।

তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়স্ময্যবমাথ রজতাথ হরিণী তা দেবা জেতুং না শক্নুবন্ তা উপসদৈবাজিগীষন্তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি ত ইষুং সমস্কুর্বতাগ্নিমনীকং সোমং শল্যং বিষ্ণুং তেজনং তেঽব্রুবন্ ক ইমামসিষ্যতীতি, রুদ্র ইত্যব্রুবন্ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ, সোঽস্যত্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণা অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিস্তাং রুদ্রোঽবাসৃজৎ স তিস্রঃ পুরো ভিত্ত্বৈভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদত।[৩]

১ মৎস্যপুঃ—১৪০।৩৩-৩৪ ২ মৎস্যপুঃ—১৪০।৩৫-৩৬ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৬।২।৩।১

—সেই অসুরদের তিনটী পুর ছিল—লৌহময়, রজতময় ও স্বর্ণময়। দেবতারা সেগুলি জয় করতে সমর্থ হন নি। তাঁরা মিলিত হয়ে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন, যিনি আমাদের অগ্রণী হয়ে মহাসুর জয় করবেন তাঁর জন্য অগ্নির তেজ-সমূহ, সোমের কিরণ এবং বিষ্ণুর তেজ দিয়ে ইষু নির্মাণ করা হবে। তাঁরা বললেন, কে একে প্রয়োগ করবে? তাঁরা বললেন, রুদ্র; রুদ্রই ক্রূর; তিনিই প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন, বর দাও আমি পশুদের অধিপতি হব। সেইজন্য রুদ্র পশুদের অধিপতি। রুদ্র তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তিনটি পুর ভেদ করে এই জগৎ থেকে অসুরদের বিতাড়িত করেছেন।

শুক্ল যজুর্বেদে একটি মন্ত্র আছে অগ্নির উদ্দেশে :

যা তে অগ্নেঽয়ঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা উগ্রং বচো অপাবধীৎ।[১]

—হে অগ্নি, তোমার লৌহময়, সর্বাপেক্ষা বর্ধিত এবং গহ্বরে (মৃত্তিকামধ্যে) অবস্থিত যে শরীর সেই শরীর উগ্র বাক্য বিনাশ করে।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন যে, এই মন্ত্রটি ত্রিপুর ধ্বংসের আখ্যায়িকা বিজড়িত। "অত্রেয়মাখ্যায়িকা অস্তি। দেবৈঃ পরাজিতা অসুরাস্তপস্তপ্ত্বা ত্রৈলোক্যে ত্রীণি পুরাণি চক্রু লৌহময়ীং ভূমৌ রাজতীমন্তরিক্ষে হৈমীং দিবি। তদা দেবৈস্তা দগ্ধুমুপসদাগ্নিরারাধিত স্তত উপসদ্দেবতারূপোঽগ্নির্যদা তাস্ পুরু প্রবিশ্য তা দদাহ তদা ত্রিস্রঃ পুরোঽগ্নেস্তনবোঽভবন্। তদভিপ্রেত্যায়ং মন্ত্রঃ।"

—(অন্তার্থঃ) এখানে একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবগণের দ্বারা পরাজিত অসুরগণ তপস্যা করে ত্রিলোকে তিনটি পুর তৈরী করেছিল,—ভূমিতে লৌহময় পুর, অন্তরীক্ষে রজতময় পুর এবং স্বর্গে স্বর্ণময় পুর। তখন দেবতারা সেই পুরসকলকে দগ্ধ করতে ইচ্ছা করে অগ্নির আরাধনা করেছিলেন, ফলে হয়ে দেবতারূপী অগ্নি যখন সেই পুরসমূহে প্রবেশ করে তাদের দগ্ধ করলেন, তখন তিন পুর অগ্নির তিন দেহ হয়েছিল।

এই আখ্যায়িকায় দেখি অসুরদের তিনটি পুর, অগ্নির তিনটী দেহ। অগ্নির তিন দেহ বা তিন রূপের কথা সুবিদিত—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য অথবা বড়বানল, পার্থিবাগ্নি ও সূর্য—তিন লোকে অগ্নির এই তিনরূপ ত্রিপুর। বেদে ইন্দ্র অসুরদের

১ শুক্ল যজুঃ—৫।৮

শতসংখ্যক পুর বিনষ্ট করেছিলেন। পুরাণে তাই তাঁর নাম পুরভিৎ—পুরন্দর। ইন্দ্রের পুর ধ্বংস করার অর্থ মেঘের দুর্গ হনন করে বারি বর্ষণ করা। রুদ্রের পুর ধ্বংস ও অনুরূপ সূর্যাগ্নির প্রকাশের বাধাস্বরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার নিরসন। ইন্দ্রের কাছ থেকেই রুদ্র এই গুণটি লাভ করেছেন। শিবের অস্ত্রে বিষ্ণু বা সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তেজ সংযুক্ত হয়েছিল। বাণত্যাগ করার পর পুরত্রয় দগ্ধ করে তিন দেবতার তেজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে আকাশে জ্বলতে লাগলো এবং আকাশ সূর্যের মত উজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রুদ্রের সূর্যাগ্নিরূপতা এই কাহিনীতে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি সূর্য, অগ্নি ও সোম যে একই দেবতা এবং তিনের সম্মিলিত তেজ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অথবা ভৌম প্রাকৃতিক এবং আকাশজাত যাবতীয় অমঙ্গল নাশ করেন, তাই প্রতিপাদিত হয়েছে। সূর্য, অগ্নি ও সোম জগতের বহুবিধ অকল্যাণ নাশ করেন—সূর্যাগ্নির তেজেই মেঘ সৃষ্টি হয়, মেঘ থেকে ঝরে বৃষ্টি,—কুয়াশা দূরীভূত হয়—আকাশ অন্তরীক্ষ পৃথিবী প্রকাশিত হয়। সূর্য অগ্নি ও সোম একত্রিত হয়েই ত চন্দ্রশেখর রুদ্র-শিব!

শুক্ল যজুর্বেদে অগ্নিই বৃত্রহন্তা পুরন্দর—"তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র আথর্বণঃ বৃত্রহণং পুরন্দরম্।"[১]—হে অগ্নি, অথর্বা ঋষির পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি বৃত্রহন্তা পুরন্দর তোমাকে প্রজ্বলিত করেছিলেন। মহীধর এখানে তাকে বলেছেন, "পুরন্দরং রুদ্ররূপেণাসুর সম্বন্ধিনাং ত্রয়াণাং পুরাণাং বিদারয়িতারম্।" অর্থাৎ অগ্নি রুদ্ররূপে অসুরদের পুরত্রয় ধ্বংস করেছিলেন বলেই তিনি পুরন্দর। মহীধরের মতেও রুদ্ররূপী অগ্নি ত্রিবিধ উপসর্গের শময়িতা।

সিন্ধুসভ্যতায় শিবের মূর্তি—রুদ্র-শিবের পূজার ইতিহাস বেদ-পুরাণ-কাব্য ছাড়াও বহুতর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি রুদ্র-শিব উপাসনার ঐতিহ্যসম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত করে। মোহেঞ্জো-দাড়োতে প্রাপ্ত শিলমোহরে অঙ্কিত বৃষ ও একটি পুরুষ মূর্তি শিবপূজার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"Side by side with this Earth Goddess there appears at Mohenjo-daro a three-headed male god with probably a fourth head at the back could not be shown on the sealing for obvious

১ শুক্ল যজুঃ—১১।৩৩

difficulties. The god is seated on a throne in the typical yoga attitude crowning his head is a pair of horns meeting in a tall head-dress, giving the appearance of a triśula. To either side are four animals; elephant and tiger on his proper right, rhino and buffalo on his proper left."[১]

"মাতৃকা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে আদিম শিবের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া মোহেঞ্জো-দারোর এক শীলমোহর দেখিয়া অনুমান করা যায়। ইহাতে যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বলিঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেবমূর্তির চতুষ্পার্শ্বে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগিবেশে নয় পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে।"[২]

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই শিলমোহরে অংকিত এই মূর্তিটিকে যোগারূঢ় পশুপতি-শিবরূপে গ্রহণ করেছেন। "This representation has at least three concepts which are usually associated with Siva, viz., he is a trimukha (three-faced), Pasupati (lord of animals) and (iii) Yogiśvara or Mahāyogi. The deity is sitting in a Padmāsana posture with eyes turned towards the tip of the nose which evidences the Yogiśvara aspect of the deity."[৩]

মোহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত আরও দুটি শিলমোহরে ক্ষোদিত ত্রিশীর্ষ ও একশীর্ষ মূর্তি দু'টিও শিবের মূর্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। "Two more seals of Śiva have been found in course of further excavations. The deity is always nude save for a cincture round the waist, and has a horned head-dress. In one seal, the deity is three-faced and seated on a low dais, while the second has one face in profile; both have a spring of flowers or leaves rising from the head between the horns. This spring suggests that the deity so ornamented is a vegetation or fertility god—another link with Siva, who personifies the reproductive powers of nature. A

১ Dravidian Origin of Indian Coinage—Rabis Chandra Kar
—Proceedings of Indian History Congress, 1939

২ প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জো-দারো, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, ২য় সং, পৃঃ ৭০

৩ Dr. A. D. Pusalkar, Vedic Age—page 187

horned archer dressed in a costume of leaves displays the divine hunter aspect of Siva."[1]

হরপ্পাতে প্রাপ্ত স্লেট পাথরে তৈরী ধূসর বর্ণের দু'টি ক্ষুদ্র মূর্তির মধ্যে একটিকে অন্ততঃ নটরাজ শিবের মূর্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

"The other statuette represents a dancer standing on the right leg with the left leg raised in front, the body above the waist and both arms bent round the left. The pose is full of movement. The neck is abnormally thick; possibly it may represent Śiva Naṭarāja; or the head may have been that of an animal."[2]

মোহেঞ্জো-দাড়োতে প্রাপ্ত শিলমোহরে অংকিত মূর্তি এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তি যে পশুপতি শিব এবং নটরাজ শিবের প্রতিকৃতি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সবটুকুই অনুমান মাত্র। রুদ্র-শিবকে প্রজনন-দেবতা হিসাবেও গ্রহণ করার যৌক্তিকতা বৈদিক প্রমাণে গ্রাহ্য নয়। লিঙ্গ উপাসনায় যদিও এরূপ কোন অভিপ্রায় থাকে ত তা বৈদিক যুগের পরে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত উক্ত মূর্তিগুলি সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের অনুমান যথার্থ হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ) যজুর্বেদের পশুপতি শিবের মূর্তি এবং শিববাহন বৃষের শিব-প্রতীক হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মোহেঞ্জো-দাড়ো অনার্য সভ্যতা বা দ্রাবিড়-সভ্যতা এবং শিব-উপাসনা মোহেঞ্জো-দাড়োর অনার্য-সভ্যতা থেকে আর্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। এ মত ডঃ পুসলকর স্বীকার করেন নি।[3] সিন্ধু-সভ্যতা যে প্রাক্-আর্য অনার্য সভ্যতা, তা প্রমাণিত হয় নি এখনও পর্যন্ত। বরং সিন্ধু সভ্যতাকে আর্যসভ্যতারূপে গ্রহণ করার পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে।[4] ঋগ্বেদীয় সভ্যতা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের, এরূপ অভিমত বহু পণ্ডিত মনীষী ব্যক্ত করেছেন। হরপ্পায় প্রাপ্ত নটরাজরূপে গৃহীত মূর্তিটিকে অনেকে নৃত্যরতা স্ত্রী-মূর্তি বলেও মনে করেছেন।[5]

সিন্ধু সভ্যতায় শিবের উপাসনা প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক পরবর্তীকালে

১ Dr A D. Puselkar, Vedic Age—page 187
২ Vedic Age—page 181 ৩ Vedic Age—page 187
৪ খণ্ডিত সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা প্রবন্ধ, বর্তমান পুরাকথা—১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ
৫ পঞ্চোপাসনা—ড জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৫

শৈব-উপাসনা যে বহুব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে, ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত শিবমূর্তি ও লিঙ্গমূর্তিতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজাদের মুদ্রায়।

শিব উপাসনার ব্যাপকতা—শিব-উপাসনা বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মেও প্রবেশ লাভ করেছিল। "বৌদ্ধ জৈনধর্ম শিব-ধর্মের অনেকখানি গ্রাস করে নিল, বুদ্ধ লোকেশ্বর, ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ শিবের রূপগুণ বাহন লাঞ্ছন অধিকার করলেন। শিব হলেন বৌদ্ধ মারীচির পদানত, বিষ্ণুর পদাশ্রিত, শক্তির পদদলিত। শিব ও বৌদ্ধ জৈন-দেবতা ও কৌম-প্রমথেশদের আত্মসাৎ করলেন, সেই সঙ্গে গ্রহণ করলেন নিজের স্ত্রী আভাদেবীকে, শর্বাণী গৌরীকে, ধর্মেশ-পত্নী ধরিত্রি মাঙ্গকে, জরৎকারু-পত্নী মনসাকে, জরাসুর-সঙ্গিনী শীতলাকে।"[১]

শিব-পত্নীর কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে শিব যেমন বহু আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীর পূজনীয় হয়েছেন, তেমনি আর্য শৈব ধর্মেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। বিভিন্ন অনার্যদেবতাও কালক্রমে রুদ্র-শিবের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। গোর্ বাবা এবং কন্দোব নামক দু'টি আদিম জাতির দেবতা সম্ভবতঃ স্থানীয় দেবতা শিবের সঙ্গে একীভূত হয়েছেন।

"Local gods and heroes are identified with him Thus Gor Bābā, said to be a defied ghost of the aboriginal races, reappears as Goreśvara and is counted as a form of Śiva, as is also Kandoba or Kande Rao, a deity connected with dogs."[২]

শিবের প্রতীক—শিব-উপাসনার ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গের মুদ্রায় শিবের মূর্তি অথবা শৈব প্রতীকের বিপুল ব্যবহার থেকে। মুদ্রাগুলিতে অংকিত শিববাহন বৃষ, শিবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তি এবং শিবের ত্রিশূল শিবপূজার ব্যাপকতার সাক্ষ্য বহন করে। চিতোরের নিকটবর্তী নগরীতে প্রাপ্ত শিবি জনপদের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) ত্রিশূল প্রতীক, পাঞ্জাবের

১ বাঙালা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮৯
২ Hinduism & Buddhism—page 145

হোশিয়ারপুর জেলায় প্রাপ্ত বেমক মুদ্রায় (আঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ) পরশু ও ত্রিশূল এবং বৃষ প্রতীক, ঔদুম্বরাধিপতি শিবদাস, রুদ্রদাস এবং ধারা ঘোষের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ) পরশু ও ত্রিশূলশোভিত মন্দির চিহ্ন, ঔদুম্বর রাজাদের 'মহাদেব' উপাধি গ্রহণ (যথা: মহা দেবস রাঞো শিবদাসস ওদুবরিস ইত্যাদি), উজ্জেনি মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) বৃষ ও সর্পপ্রতীক, আর্জুনায়ন মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০-১০০ অব্দ) এবং রাজন্যজনপদের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ -১০০ অব্দ) বৃষ প্রতীক, অন্ধ-রাজা রুদ্রমিত্র ও ধ্রুব মিত্রের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ) ত্রিশূল, মহারাজা জনপদের মুদ্রায় বৃষ ও ক্ষুরের উপরিভাগে কলাচক্র ও বজ্র (?) চিহ্ন, কুলুতরাজ বীর যশের (১ম অথবা ২য় খৃষ্টীয় শতাব্দী) মুদ্রায় পর্বতোপরি নন্দিপাদচিহ্ন, মালব মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২৫০—২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তিন শৃঙ্গ পর্বতের উপরে কলাচক্র প্রভৃতি শিব-উপাসনার ব্যাপক জনপ্রিয়তা বিজ্ঞাপিত করে।

শিবের মূর্তি—শিবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তি পাওয়া যায় মালব মুদ্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই মূর্তির তিন মস্তক—দুই বাহু, একহাতে দণ্ড ও অপর হাতে কমণ্ডলু। এই মূর্তিটিকে উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল শিবের প্রতিকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়। কোন কোন স্থলে শিবলিঙ্গের নাম দণ্ডপাণিও দেখা যায়।[১] কুনিন্দ জাতির ছত্রেশ্বর শিব-অংকিত এক শ্রেণীর মুদ্রা (খ্রীঃ পূঃ ১৮০ থেকে ১০০ খ্রীঃ) পাওয়া গেছে। এই মুদ্রায় শিবের এক মুখ, তিনি সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, ডান বাহুতে ত্রিশূল পরশু, বামবাহু থেকে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম। মুদ্রায় ক্ষোদিত ব্রাহ্মী লিপি: "ভাগবত ছত্রেশ্বর মহাত্মনঃ।"[২]

বিদেশাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে পশ্চিম ভারতের শক নৃপতি মেউস (Maues —c. 20 BC—22 A D.)। এর মুদ্রায় বৃষচিহ্ন অংকিত আছে। মেউসের চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রায় দণ্ড ও ত্রিশূলধারী দণ্ডায়মান মূর্তিটি শিবের মূর্তি বলে পণ্ডিত-দের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। মেউসের পরে গোণ্ডফেরেনস্ (Gondopharanes) -এর মুদ্রাতেও জটামুকুটধারী—বামহস্তে ত্রিশূল এবং দক্ষিণহস্তে বৃক্ষশাখা সমন্বিত মূর্তিটিও শিবমূর্তি বলেই গৃহীত হয়েছে।[৩] কুষাণ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম কদফিস্ বা হিম কদফিস্ (দ্বিতীয় কদফিস্ নামে প্রসিদ্ধ—আঃ ৬৫—৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)-

১ পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে দণ্ডপাণি শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন।

২ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarty—page 188

৩ Dev. of Hindu Iconography, Dr. J. N. Banerjee, 1st Edn.—page 132

-এর মুদ্রায় বিপরীত দিকে (Reverse) সম্মুখে দণ্ডায়মান দ্বিভুজ মূর্তি—দক্ষিণহস্তে পরশু ত্রিশূলধারী এবং বামবাহুতে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম, নিঃসন্দেহে শিব ; খরোষ্ঠী ভাষায় লিখিত লিপি : মহারাজস রাজাধিরাজস সর্বলোগ ঈশ্বরস মহিশ্বরস বিম কদফিসস্ ত্রাতারস প্রমাণ করে যে বিম কদফিস শিবভক্ত ছিলেন।[১] প্রসিদ্ধ কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের মুদ্রাতেও শিবের মূর্তি অঙ্কিত। কণিষ্কের (৭৮-১০১।১০২ খ্রীষ্টাব্দ) তাম্রমুদ্রায় যষ্টি বা বর্শা ডান হাত ও বাঁ হাত একটি দণ্ডের উপরে রেখে দণ্ডায়মান রয়েছেন শিব। কণিষ্কের কয়েক প্রকার স্বর্ণ এবং তাম্র মুদ্রায় গলদেশে মালাশোভিত বজ্র (অথবা ডমরু ?), কমণ্ডলু, ত্রিশূল ও ব্যাঘ্রচর্মযুক্ত চতুর্ভুজ শিবের চিত্র আছে ; কোন মুদ্রায় নিম্ন দক্ষিণ হস্তে আছে অংকুশ। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত কণিষ্কের স্বর্ণমুদ্রায় কমণ্ডলু ও অংকুশ, বজ্র বা ডমরু, ত্রিশূল ও মৃগধারী চতুর্ভুজ শিবের মূর্তি আছে।[২] তাম্রমুদ্রায় নিম্ন দক্ষিণহস্তে পাশ এবং নিম্ন বাম হস্ত রিক্ত লম্বমান অথবা ঊরুদেশে স্থাপিত। কুষাণ রাজগণের মুদ্রার মত শিব-মূর্তির এত বৈচিত্র্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১০৬-১৩৮) কিছু স্বর্ণমুদ্রায় ত্রিমূর্ধা চতুর্ভুজ কমণ্ডলু, বজ্র, ত্রিশূল ও দণ্ডধারী শিব দণ্ডায়মান।[৩] পাঞ্জাব মিউজিয়মে রক্ষিত হুবিষ্কের মুদ্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি—পুরুষটির নীচে লেখা আছে O E S O অর্থাৎ ভবেশ (শিব), আর নারীমূর্তির নিচে লেখা N A N A সম্ভবতঃ উমা।[৪] কুষাণ সম্রাট বাসুদেবের (খ্রীঃ ১৪৫-১৭৬) অধিকাংশ স্বর্ণ ও মুদ্রাতেই শিব দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ—এক মস্তক অথবা তিন মস্তকবিশিষ্ট, শিবের সঙ্গে আছে তাঁর বাহন বৃষ নন্দী। শিবের হাতে আছে পাশ, কমণ্ডলু, ব্যাঘ্রচর্ম ও ত্রিশূল।[৫] পরবর্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও শিবের মূর্তি বহুল পরিমাণে অঙ্কিত দেখা যায়। জেনারেল কানিংহাম মনে করেন যে পাশ হস্ত শিব যমের প্রতিরূপ।[৬] শিবের হাতের দণ্ডটিও যমের কথা স্মরণ করায়। ধ্বংসের দেবতা রুদ্র-শিব ও মৃত্যুর দেবতা যম অনেকটা সমধর্মী হওয়াতেই এইরূপ ঘটেছে।

১ Sources of Indian Coins—Rapson, plate II, fig. 11
২ West Bengal (Monthly), November 26, 1966—page 65
৩ Development of Hindu Iconography—page 136-37
৪ Ibid., pp. 138-39
৫ Sources of Indian Coins, Rapson—plate, II fig. 12
৬ Dev. of Hindu Iconography, 1st Edn.—page 140

হূন সম্রাট মিহিরকুলের মুদ্রায় (৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাটের মুখের সম্মুখে বৃষভধ্বজ (দণ্ডের উপরিভাগে বৃষ অঙ্কিত) এবং পশ্চাতে ত্রিশূল অবস্থিত। গৌড়রাজ শশাঙ্কের মুদ্রায় (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) বিপরীতভাগে বৃষভারূঢ় শিব, শিবের পশ্চাতে পূর্ণচন্দ্র অঙ্কিত আছে।[১]

মুদ্রায় শিব ও শিব-প্রতীকের বাহুল্য দেখে মনে হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকেই শিব-উপাসনা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বিদেশাগত রাজন্যবর্গও শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন অথবা শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মুদ্রাগুলির সাক্ষ্যে জানা যায় যে শিব-মূর্তি দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ,—একানন এবং ত্র্যাননরূপে নির্মিত হোত। পঞ্চানন-শিবের উপাসনা খুব সম্ভব কুষাণ-যুগের পরবর্তীকালের। রুদ্র পঞ্চাননই ভূতপ্রেতের অধীশ্বর বালরোগনাশক গ্রাম্য দেবতা পাঁচুঠাকুরে পরিণত হয়েছেন।

পুরাণে ও তন্ত্রে শিবের মূর্তি—প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও পুরাণে-তন্ত্রে শিবের বহুবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। মুদ্রায় অঙ্কিত শিব এক শীর্ষ অথবা ত্রিশীর্ষ দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ। বাণভট্টের কাদম্বরীতে শিব চতুর্মুখ। কিন্তু পুরাণে-তন্ত্রে শিব পঞ্চানন—দ্বিভুজ অথবা দশভুজ—ত্রিলোচন জটাধারী শূলপাণি। কখনও কখনও তিনি চতুর্ভুজ—আবার কখনও অষ্টাদশভুজ।

> রেজে স পঞ্চবদনো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
> স্রষ্টা চরাচরস্যাস্য জগতোঽদ্ভুতদর্শনঃ।
> তমোময়স্তথৈবাস্ত্রঃ সম্ভূতস্ত্রিলোচনঃ।
> শূলপাণিঃ কপর্দী চ অক্ষমালাঞ্চ দর্শয়ন্।[২]

—সেই পঞ্চবদন বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী এই চরাচরের স্রষ্টা অদ্ভুতদর্শন ত্রিলোচন শূলপাণি জটাধারী শিব অক্ষমালা ধারণ করে আবির্ভূত হলেন।

> অগ্নেবিষে বৃষস্তে চন্দ্রমৌলিঃ শ্বেতোজ্জ্বলো দশবাহুস্ত্রিনেত্রঃ।[৩]

—অগ্নিসদৃশ বৃষস্তে চন্দ্রশেখর শুভ্রবর্ণ দশবাহু ত্রিনেত্র রুদ্র আসীন।

১ Coins of Gupta dynasty—Allan, plate XXIV, fig. 1; Catalogue of the Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard, Dr Altekar—plate XXXII, fig. 12

২ বামনপুঃ—[illegible]　　৩ [illegible]

বামনপুরাণ বলছেন যে, অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে শিব অষ্টাদশভুজ হয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করেছিলেন।

কালেহ্যুপাসতত্তদা সোঽষ্টাদশভুজোঽব্যয়ঃ ॥[১]

কূর্মপুরাণে রাজা বসুমনা শিবকে যে মূর্তিতে দেখেছিলেন তার বিবরণে শিব অষ্টভুজ। শিবের প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে তিনি পঞ্চানন চতুর্বাহু পদ্মাসীন।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং ॥
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥[২]

—রজতগিরির মত সুন্দর চন্দ্রদ্বারা অলংকৃত, রত্নতুল্য, উজ্জ্বল দেহ, পরশু, মৃগ, বরদ ও অভয়হস্ত প্রসন্ন পদ্মের উপরে সমাসীন, চতুর্দিকে অমরগণদ্বারা স্তুত, ব্যাঘ্রচর্মধারী, বিশ্বের আদি, বিশ্বরূপ, নিখিলভয়হারী, পঞ্চবদন, ত্রিনেত্র মহেশকে ধ্যান করবে।

মৎস্যপুরাণে শিবের মূর্তিনির্মাণপ্রসঙ্গে শিবের আকৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণে শিবের উরু ভুজ ও স্কন্ধদ্বয় পীন, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভান্বিত বর্ণ, তাঁর জটাজূট শুভ্রকিরণসমূহের ন্যায় এবং চন্দ্রশোভিত, তিনি জটামুকুটধারী, ষোড়শবর্ষীয় যুবকসদৃশ, তাঁর লোচন বিশাল ও আয়ত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কটিদেশ সূত্রত্রয়সমন্বিত, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণে কেয়ূর এবং ভুজঙ্গ-ভূষণ। তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, সৌম্যমূর্তি, বামহস্তে খেটক ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ; শক্তি দণ্ড ও ত্রিশূল দক্ষিণ পার্শ্বে এবং বাম পার্শ্বে কপাল, নাগ এবং খট্বাঙ্গ বিন্যস্ত থাকবে। যখন তিনি বৃষারূঢ় হয়ে নৃত্যাভিনয়ে নিযুক্ত থাকবেন, তখন তিনি দ্বিহস্ত,—এক হস্ত বরদ, অপর হস্তে অক্ষবলয়। তিনি যখন নৃত্যরত তখন দশভুজ, ত্রিপুরদাহকালে ষোড়শভুজ। শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, ঘণ্টা, ধনু, পিণাক ও বিষ্ণুময় শর অষ্টভুজ শিবের আটহাতে শোভা পায়। তিনি জ্ঞান-যোগেশ্বর মূর্তিতে কখন অষ্টবাহু, কখনও বা চতুর্ভুজ। দশন ও নাসাগ্র তীক্ষ্ণ, বদন ভীষণ ও করাল—এই তাঁর ভৈরবমূর্তি, এই মূর্তি যে কোন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৩]

১ বামনপুঃ—[illegible] ২ সান্ধ্যাত্তিক—১৮।১৩ ৩ মৎস্যপুরাণ—২৫৯।৩-১৪

শিবের প্রতিমার এই বিবরণে শিব দ্বিবাহু, চতুর্বাহু, অষ্টবাহু ও ষোড়শবাহু। তিনি সর্পভূষণ হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার অলংকারে সজ্জিত, তিনি ভিক্ষুক—সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী নন। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) শিব পঞ্চানন, দশভুজ, কপালধারী, গজচর্মপরিহিত ও ব্যাঘ্রচর্মের উত্তরীয়ধারী—

> বৃষভস্থং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ভূতিভূষিতম্।
> কপর্দিনং চন্দ্রমৌলিং দশহস্তং কপালিনম্।
> ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়ঞ্চ পিনাকপাণিনং শিবম্॥[১]

তন্ত্রশাস্ত্রেও শিবের মূর্তি বহু বিচিত্র। তন্মধ্যে সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ, চন্দ্রচূড়, নীলকণ্ঠ, ঈশ, পঞ্চানন, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রে সদাশিবের ধ্যানমূর্তি:

> মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
> ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
> শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাংকুশান্
> পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ॥[২]

—মুক্তা, পীত, মেঘ, মৌক্তিক ও জবাবর্ণের পঞ্চমুখের দ্বারা ও তিন চক্ষুদ্বারা শোভিত, চন্দ্রমুকুট, কোটি পূর্ণচন্দ্রসম উজ্জ্বল; শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, অগ্নি, সর্পরাজ, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ এবং অভয় মুদ্রাধারী, অপরিমিত উজ্জ্বল শিবকে চিন্তা করবে।

এখানে শিব পঞ্চানন ও দশবাহু, তাঁর পাঁচটি মুখ পাঁচ রঙের।

তন্ত্রশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়:

> চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং
> মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্।
> কোটীন্দুপ্রগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
> কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥[৩]

—চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিচক্ষু, হাস্যানন, পদ্মদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত মুদ্রা (বরদ), পাশ, মৃগ ও অক্ষসূত্রশোভিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের গলিতসুধায়

১ শিবপুঃ, বায়ু সং—১৩।৭২-৭৩ ২ শারদা তিলক—১৮।৮৪ ৩ শারদা তিলক—১৮।১৮৮

পরিপ্লুত দেহ, হার প্রভৃতি অলংকারে উজ্জ্বল, দেহলাবণ্যে বিশ্বমোহন, পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে চিন্তা করবে।

এখানে মৃত্যুঞ্জয় শিব একাননও চতুর্বাহু। মহেশের মূর্তি—

কৈলাশাদ্রিনিভং শশাংকশকলক্‌রঞ্জজটামণ্ডিতং
নাসালোকনতৎপরং ত্রিনয়নং বীরাসনাধ্যাসিতম্।
মুদ্রাটঙ্ককুরঙ্গজানুবিলসৎপাণিং প্রসন্নাননং
কক্ষাবদ্ধভুজঙ্গমং মুনিবৃত্তিং বন্দে মহেশং পরম্॥[১]

—কৈলাশগিরিসদৃশ চন্দ্রকলালাঞ্ছিত জটাশোভিত, নাসিকার উপরে বদ্ধদৃষ্টি, ত্রিনয়ন, বীরাসনে উপবিষ্ট, মুদ্রা টংক কুরঙ্গ ও জানুস্থিতহস্ত, প্রসন্নমুখ, কক্ষে আবদ্ধ সর্প, মুনিবৃত্তিধারী শ্রেষ্ঠ মহেশকে বন্দনা করি।

মহেশের মূর্তি ধ্যানপরায়ণ যোগীর মূর্তি। চন্দ্রচূড় বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা, —দক্ষিণমূর্তি শিব। চন্দ্রচূড়ের বর্ণনা :

স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালাম-
মৃতকলশবিদ্যাজ্ঞানমুদ্রাকরাগ্রৈঃ।
দধতমুরগকক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে॥[২]

স্ফটিক ও রূপোর মত বর্ণ, মুক্তাময়ী অক্ষমালা, অমৃতকলশ, বিদ্যা ও জ্ঞানমুদ্রা করাগ্রে ধারণকারী, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র, বহুবিধ ভূষণধারী দক্ষিণামূর্তিকে স্তব করি।

ঈশ চতুর্ভুজ—খট্বাঙ্গ, পাশ, সৃণি ও কপালহস্ত চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ ও বেদানন।[৩] পঞ্চানন রক্তবর্ণ, রক্তবসনপরিহিত দশভুজ,—দশবাহুতে ঘণ্টা, কপাল, সৃণি, নরমুণ্ড, কৃপাণ, খেটক, খট্বাঙ্গ, শূল, ডমরু ও অভয়মুদ্রাধারী।[৪] পশুপতিমূর্তি উগ্ররূপধৃক্ দিব্যাস্ত্ররূপী, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত, সর্পভূষণ, বহুরশ্মিশোভিত, শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, ত্রিশূল, মুদ্গর, অসি ও শক্তিধারী চতুর্ভুজ—ভীষণদংষ্ট্রা চতুর্মুখ।[৫] নীলকণ্ঠ পদ্মাসন ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, প্রভাতসূর্যতুল্য তেজস্বী, জটাজুট ও চন্দ্রকলামণ্ডিতশীর্ষ, ত্রিনয়ন, ফণিরাজভূষণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন—চারহাতে জপ-

১ শারদা তিলক—১৮।১৯ ২ শারদা তিলক—১৯।৩১ ৩ শারদা তিলক—১৯।৮০
৪ ঐ —১৯।১২০ ৫ ঐ —২০।২৭

মালা, শূল, কপাল ও খট্বাঙ্গধারী।[১] ক্ষেত্রপাল শিব শূল, টংক, অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারী চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন।[২] ক্ষেত্রেশ শিব নীল ও অঞ্জনবর্ণ পর্বতসদৃশ ঊর্ধ্বোত্থিত পিঙ্গলকেশসমন্বিত, গোলাকার ভীষণচক্ষু, গদা ও নরকপালধারী, দ্বিভুজ, ত্রিনয়ন, সর্পভূষণ, ভয়ংকরদণ্ডধারী।[৩]

এছাড়াও শিবের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস তিন প্রকার ধ্যানমূর্তি সারদা তিলকতন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাত্ত্বিক ধ্যানমূর্তিতে শিব বালক, স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ, বিবিধ অলংকারভূষিত প্রদীপ্ত দেহ শুভ্রবসন, হস্তদ্বয়ে বটুক ও শূলদণ্ড ধারণ করে আছেন।[৪] রাজসমূর্তি প্রভাতসূর্যতুল্য রক্তবর্ণ, রক্তমাল্যভূষিত, রক্তবসন, বরদমুদ্রা, কপাল, অভয়মুদ্রা এবং শূলহস্ত চতুর্বাহু, নীলগ্রীব ও চন্দ্রচূড়।[৫] তামসমূর্তির শিব নীলগিরিসদৃশ, চন্দ্রধর, মুণ্ডমালাধারী, ত্রিনয়ন, পিঙ্গলকেশ, ডমরু, ত্রিশূল, খড়্গ, পাশ, অভয়মুদ্রা, নাগ, ঘণ্টা ও কপালধারী অষ্টভুজ, ভীমদংষ্ট্র ও বহুভূষণভূষিত।[৬]

তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের আরও কয়েকটি মূর্তির বিবরণ আছে, যেমন—অঘোর-শিব, চণ্ড-শিব, মহাকাল-শিব, বামদেব প্রভৃতি। অঘোর-শিবের বর্ণনা:

অক্ষস্রগ্বেদপাশাঙ্কুশডমরুখট্বাঙ্গশূলান্ কপালং
বিভ্রাণো ভীমদংষ্ট্রোঽঞ্জনরুচিতনোর্ভীতিদশ্চাপ্যঘোরঃ।[৭]

—অক্ষমালা, বেদ, পাশ, অঙ্কুশ, ডমরু, খট্বাঙ্গ, শূল ও কপালধারী অষ্টভুজ ভীমদন্ত, অঞ্জনতুল্য ঘননীলবর্ণ ভয়ংকর অঘোরশিব।

কালাভ্রাভঃ করাগ্রৈঃ পরশুডমরুকৌ খড়্গখেটৌ চ বাণে-
ষাসৌ শূলং কপালং দধদতিভয়দো ভীষণাস্যস্ত্রিনেত্রঃ।
রক্তাকারাম্বরোঽহিপ্রবরঘটিতগাত্রোঽখিলানাগগ্রহাদীন্
খাদন্নিষ্টার্থদায়ী ভববন্ধনাভিমতো ছিন্তরে প্রাদঘোরঃ॥[৮]

—প্রলয়কালীন মেঘের বর্ণ, হস্তাগ্রে ধৃত কুঠার, ডমরু, খড়্গ, খেটক, বাণ, অসি, শূল ও কপাল, অতি ভয়ংকর; ভীষণমুখ, ত্রিনয়ন, রক্তবর্ণবসনপরিহিত, সর্পরাজ আচ্ছাদিত দেহ, অনিষ্টকারী নাগ ও গ্রহগণকে গ্রাসকারী, সেবকদের ইষ্টকারী অঘোরশিব অভিমত ভববন্ধন ছিন্ন করুন।

---

১ সারদা তিলক—১১।৩৮ ২ সারদা তিলক—১৮।৪১ ৩ সারদা তিলক—২০।৩৫
৪ ঐ —২।৪০ ৫ ঐ —২০।৪১ ৬ ঐ —২০।৫৩
৭ তন্ত্ররাজতন্ত্র—২৩।১৫ ৮ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২০।১৮

চণ্ডশিবের বর্ণনা :

অব্যাৎ কপর্দকলিতেন্দুকলঃ করাব্জশূলাক্ষসূত্রকমণ্ডলুটঙ্ক ঈশঃ ।
রক্তাভ্রবর্ণবসনোঽঙ্কনপঙ্কজস্থো নেত্রত্রয়োল্লসিত বক্ত্রসরোরুহো বঃ ॥[১]

—জটায় শোভিত কলাচন্দ্র, চারিহস্তেধৃত ত্রিশূল, অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু ও টঙ্ক, রক্তবসনপরিহিত, রক্তপদ্মে উপবিষ্ট তিন নয়নে শোভিত মুখপদ্মসমন্বিত ঈশ তোমাদের রক্ষা করুন।

বামদেব অষ্টভুজ—বামহস্তচতুষ্টয়ে বেদ অক্ষমালা, বরদ ও অভয়মুদ্রা, দক্ষিণহস্ত চতুষ্টয়ে অভয় ও বরদমুদ্রা, পরশু ও অক্ষমালা, বামাঙ্গ কুন্দ ও মন্দার পুষ্পতুল্য শুভ্র, দক্ষিণভাগ কাশ্মীর বর্ণ (লাল)।

সব্যো বেদাক্ষমালা ভয়বরদকরঃ কুন্দমন্দার গৌরো ।
বামঃ কাশ্মীরবর্ণোঽভয়বরদ পরশ্বাক্ষমালাবিলাসী ॥[২]

তৎপুরুষ শিব বিদ্যুদ্বর্ণ, বেদ, অভয় ও বরদমুদ্রা এবং কুঠারধারণকারী চতুর্বাহুসমন্বিত, চারমুখবিশিষ্ট, প্রতিটি মুখ ত্রিনেত্রশোভিত।[৩] ঈশ বা ঈশান মুক্তাশুভ্র, অভয় ও বরদহস্ত পঞ্চবদন।[৪] সদ্যোজাত শিব অষ্টভুজ—ত্রিশূল, সর্প, টঙ্ক, অসি, শক্তি, কুলিশ, পাশ, অগ্নি ও অভয়মুদ্রাধারী, কলাচন্দ্রশোভিত জটামণ্ডিতমস্তক, ত্রিনেত্র, নানাকল্পে নানারূপধারী, পদ্মাসনস্থ, পঞ্চানন ও স্ফটিকশুভ্র।[৫]

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে শিবের পাঁচটি মূর্তির উল্লেখ আছে—

ঈশানতৎপুরুষঘোরাখ্যো বামদেবসংজ্ঞক ।
সদ্যোজাতাহ্বয় ইতি মন্ত্রাণাং দেবতাঃ ক্রমাৎ ॥[৬]

—ঈশান, তৎপুরুষ, ঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত—এই নামে মন্ত্রের দেবতা।

শিবের দক্ষিণা-মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন প্রপঞ্চসারতন্ত্র।[৭] নিরুত্তরতন্ত্র (৩য় পটল) মহাকাল শিবের ধ্যানমূর্তির বর্ণনা করেছেন :

ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটাভারান্বিতং যজেৎ ।
ত্রিনেত্রং শিবরূপঞ্চ শক্তিযুক্তং নিরাময়ম্ ॥
দিগম্বরং ঘোররূপং নীলাঞ্জনচয়প্রভং
নির্গুণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ ॥[৮]

---

১ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—১৮।৩৩ ২ তন্ত্রসার—২০।১৫ ৩ তন্ত্রসার—২০।১৩
৪ তন্ত্রসার—২০।১৪ ৫ ঐ —২০।৯ ৬ প্রপঞ্চ—২০।৬
৭ প্রপঞ্চ—২৭ পটল ৮ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী), ৩য় —পৃঃ ৩০৫

—ধূম্রবর্ণ, জটাভারসমন্বিত, ত্রিনেত্র, শক্তিযুক্ত শিবরূপ, নির্মল, দিগম্বর, ঘোররূপ, নীলাঞ্জন বর্ণ, নির্গুণ অথচ সকল গুণের আধার পুনঃ পুনঃ কালীস্থান-রূপে বিভাসিত মহাকালকে যত্নে উপাসনা করবে।

কালিকাপুরাণে আছে কামেশ্বর শিবের বর্ণনা :

নাথং কামেশ্বরং তত্র একবক্ত্রং চতুর্ভুজম্।
ভস্মশ্বেতং মধ্যাহ্নে রক্তপুষ্পৈস্তু কুঙ্কুমৈঃ॥
ত্রিশূলঞ্চ পিনাকঞ্চ বামহস্তদ্বয়ে স্থিতম্।
উৎপলং বীজপূরঞ্চ দক্ষিণাধিতয়ে তথা॥
শ্বেতপদ্মোপবিষ্টঞ্চ ধ্যাত্বা যত্নো প্রপূজয়েৎ॥[১]

—একবক্ত্র, চতুর্ভুজ, ভস্মাবৃত হওয়ায় শ্বেত, বামহস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিণাক, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম ও অক্ষমালা ধারণ করে শ্বেতপদ্মের উপরে উপবিষ্ট প্রভু কামেশ্বর শিবকে তাঁর মধ্যাহ্নয়ে রক্তপুষ্প ও কুংকুমের দ্বারা পূজা করবে। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ ১১ অঃ) সাম্ব শিবের বর্ণনা আছে। সাম্বশিব চতুর্ভুজ—বরদ, অভয়মুদ্রা, মৃগ ও টঙ্কধারী, শুভ্রবর্ণ, রক্তাম্বুজপাণিচরণ ও সর্পভূষণ।

অর্ধনারীশ্বর—শিবের আর একটি বহুল প্রচলিত মূর্তি অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ একই দেহের অর্ধাংশ শিব, অর্ধাংশ শিবানী। তন্ত্র-পুরাণে অর্ধনারীশ্বরেরও বৈচিত্র্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়। সারদাতিলকে অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা :

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসৎত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপলকপাল ত্রিশূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্॥[২]

—নীল প্রবালের বর্ণসমন্বিত, ত্রিনয়নধারী পাশ, রক্তপদ্ম, কপাল ও ত্রিশূলহস্ত (চতুর্ভুজ), দুইভাগে বিভক্ত কলেবর, অর্ধাংশে অম্বিকা ও অর্ধাংশে ঈশ (শিব), মুকুটে শিশুচন্দ্রশোভিত (অর্ধনারীশ্বর) রূপকে প্রণাম করি।

শারদাতিলকেই আর একটি বর্ণনায় অর্ধনারীশ্বর শিব চতুর্ভুজ—ত্রিনেত্র, হাস্যবিকশিত মুখ, শূল, কপাল, বরদ ও অভয়মুদ্রাধারী—বামোরুতে উপবিষ্টা

১ কালিকাপুঃ—৬৩।১২৩-১২৫ ২ শারদাতিলক—১১।৪৮

প্রিয়াকে হস্তদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ।[১] প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অর্ধনারীশ্বর অরুণ কনকবর্ণ, পদ্মাসীন, চতুর্ভুজ—পাশ, টঙ্ক, অভয় ও বরদহস্ত, অর্ধ-অম্বিকা, অর্ধ-ঈশ।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় অর্ধনারীশ্বর অথবা একক শিবমূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে :

শম্ভোঃ শিরসীন্দুকলা বৃষধ্বজোঽক্ষি চ তৃতীয়মপ্যূর্ধ্বম্।
শূলং ধনুঃ পিনাকং বামার্ধে বা গিরিসুতার্ধম্॥[২]

—শম্ভুর মাথায় দেবে চন্দ্রকলা, বৃষধ্বজ, ঊর্ধ্বে তৃতীয় নয়ন, বামার্ধে থাকবে শূল, ধনুক, পিনাক অথবা বামার্ধে গিরিনন্দিনী গৌরীকে নির্মাণ করবে।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনার তাৎপর্য এই যে শব্দ ও অর্থের মত শিব ও শিবানী একই সত্তা—অচ্ছেদ্য—অবিচ্ছিন্ন। যিনি শিব তিনিই শিবানী ; একই দেহের তাই অর্ধাংশ শিব, আর অর্ধাংশ শিবানী। কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণ প্রভৃতিতে নানাবিধ উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। নারদপঞ্চরাত্র (১০ম অঃ) বলছেন যে, দেবী ভবানী পতির হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখে বললেন, হে দেবাদিদেব, তোমার হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখে আমি ব্যাকুলিতা, তোমার দেহে আমাকে স্থান দাও, যদি আমার প্রতি তোমার প্রেম থাকে।

তবৈব হৃদয়ে দেব দৃষ্ট্বা ছায়াং স্বললিতাম্।
মদীয়াং দেবদেবেশ বিকলাস্মি জগৎপতে।
ত্বদ্দেহে মে স্থানং যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥

শিব বললেন, আমি তোমার অর্ধ-অঙ্গ হরণ করছি। আমারও তোমার অঙ্গ হরণে এবং আমার অঙ্গদানে অতুল আনন্দ। এই বলে শিব নিজের ও পার্বতীর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করে অর্ধাংশ দ্বারা এক দেহে পরিণত করলেন।

অধুনৈব ত্বদর্ধাঙ্গং হরিষ্যামি বরাননে।
মমাপি প্রীতিরতুলা অঙ্গাহরণদানয়োঃ॥
ইত্যুক্তাত্মনয়ৈনৈব দ্বিধা কৃত্বা তনুং হরঃ।
আত্মনশ্চৈব পার্বত্যাঃ কৃতবানেকতো বপুঃ॥[৩]

কালিকাপুরাণে (৪৫ অঃ) এই কাহিনীই বিস্তৃতিসহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক সময়ে গৌরী হরের হৃদয়ে নিজদেহের ছায়া দেখে অন্য নারী-বিভ্রমে কুপিতা

১ সারদাতিলক—১৮।৩৬ ২ বৃহৎ সংহিতা—৫৮।৪৩

৩ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত, ৫ম কা, ৬ষ্ঠ পরি. (বসুমতী সং)—পৃঃ ৩৭৮

হয়েছিলেন, পরে হরের আশ্বাসে প্রকৃত তত্ত্ব জাত হয়ে হরের দেহে নিজদেহ মিলিত করতে চেয়েছিলেন। গৌরী বলেছিলেন—

যথা ভবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর।
ভবেয়ং সাহচর্যেন তথা মাং কর্তুমর্হসি॥
সর্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তদ্বদেবং কর্তুমর্হসি॥[১]

—হে হর, সতত সাহচর্যে যাতে আমি ছায়ার মত তোমার অনুগতা হতে পারি, তাই কর। সর্বগাত্রের স্পর্শ এবং নিত্য আলিঙ্গনসুখ আমি যাতে পেতে পারি, তুমি তাই কর।

হর বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি অর্ধেক শরীর গ্রহণ কর। আমার অর্ধ শরীর হোক নারী, অর্ধ শরীর পুরুষ। তুমি যদি তোমার শরীর দুই অর্ধে ভাগ করতে পার, আমি আমার শরীরে তোমার অর্ধ শরীর হরণ করে নেব। দেবী বললেন, আমি দুই শরীর এক করতে চাই। যদি তোমার অর্ধ হয়ে থাকি এবং অর্ধ ত্যাগ করি, তবে দুই খণ্ডে তোমার অর্ধ সম্পূর্ণ হবে, অর্ধ-ভাগ হরণ যদি হয়, তবে আমিও তোমার অর্ধভাগ হরণ করবো। ঈশ্বর রাজী হলেন। উভয়েই উভয়ের অর্ধশরীর হরণ করলেন।

এবমস্তু ভবেদিত্যং যথার্দ্ধং হর্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্ধহরণং ত্বয়ৈব যথেপ্সিতম্॥[২]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) ব্রহ্মার যজ্ঞের অবসানে হরপার্বতী সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করতে গেলে সাবিত্রী তাঁদের একদেহ হবার বর দিয়েছিলেন—

শরীরার্ধে চ তে গৌরী সদা স্থাস্যতি শংকর।
অনয়া শোভসে দেব যথা ত্রৈলোক্যসুন্দর॥[৩]

আবার বায়ুপুরাণে ব্রহ্মার রোষ থেকে অর্ধনারী-দেহধারী পুরুষের জন্ম হয়েছিল।[৪]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ব্রহ্মার রোষ থেকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই মূর্তি পরে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন হয়ে হর ও পার্বতী হয়েছিলেন।

---

১ কাঃ পুঃ—৪৫।১৫০ ২ কাঃ পুঃ—৪৫।১৫৮ ৩ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৭।৫৫-৫৬
৪ বায়ুপুঃ—৯।১৬৮

তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ ।
অর্ধনারীনরবপুস্তেজসা জ্বলনোপমঃ ॥
সর্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্ ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
এবমুক্তে দ্বিধাভূতঃ পৃথক্ স্ত্রী-পুরুষঃ পৃথক্ ।
স চৈকাদশধা যজ্ঞে অর্ধমাত্মানমীশ্বরঃ ॥[1]

—তাঁর (ব্রহ্মার) রোষে সূর্যসমদ্যুতিসম্পন্ন অর্ধ নরনারীদেহ তেজে অগ্নির মত পুরুষ জন্মালেন। আদিত্যসম তেজসম্পন্ন সর্বাঙ্গ তেজোময় পুরুষকে 'তুমি নিজেকে বিভক্ত কর' বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। (ব্রহ্মা) এইরূপ বললে সেই দেব নারী ও পুরুষরূপে পৃথক হলেন। ঈশ্বর (শিব) নিজের অর্ধ দেহকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করলেন।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিবরণ মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে।

অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্ধনারীশ্বরং পরম্ ।
অর্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্ ॥
ঈশার্ধে তু জটাভাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ ।
উমার্ধে চাপি দাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ ॥
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ ।
বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে ॥
ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ ।
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলন্তু বিশেষতঃ ॥
বামবাহুশ্চ কর্তব্যঃ কেয়ূরবলয়ান্বিতঃ ।
উপবীতঞ্চ কর্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা ॥
স্তনভারং তথার্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ ।
পরার্ধমুজ্জ্বলং কুর্যাচ্ছ্রোণ্যর্ধে তু তথৈব চ ॥
লিঙ্গার্ধমূর্ধ্বগং কুর্যাদ্ ব্যালাজিনকৃতাম্বরম্ ।
বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্ ॥

১ ব্রহ্মাণ্ডপু:—৯।৭০-৭২

নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণে ভুজগান্বিতম্ ।
দেবস্য দক্ষিণং পাদপদ্মোপরি সুসংস্থিতম্ ॥
কিঞ্চিদূর্ধ্বে তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ তু ।
রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্ ॥
সালক্তকং তথা পাদং পার্বত্যা দর্শয়েৎ সদা ।
অর্ধনারীশ্বরস্যেদং রূপমস্মিন্ প্রদর্শিতম্ ॥[১]

—অধুনা দেবদেবের পরম অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিষয় বলিতেছি। তাঁহার অর্ধাংশে সুশোভন নারীরূপ বিরাজিত। তাঁহার অর্ধাংশ ঈশ মূর্তিতে বালচন্দ্র-কলাযুক্ত জটাভার এবং যে অর্ধে উমামূর্তি তাহাতে সীমন্ত ও তিলক অর্পণ করিতে হইবে। ঐ মূর্তির দক্ষিণ কর্ণ বাসুকিদ্বারা ও বামকর্ণ কুণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত করিবে। কণ্ঠে মালা, দেবদেব শূলীর দক্ষিণ করে কপাল বা ত্রিশূল এবং বামদিকে উৎপল ও দর্পণ অর্পিত হইবে। কেয়ূর বলয়দ্বারা তাঁহার বামবাহু বিভূষিত হইবে এবং মণিমুক্তাময় উপবীত যথাস্থানে বিন্যস্ত করিবে। বামার্ধে পীন স্তনভার এবং পরার্ধে উজ্জ্বল পীন শ্রোণী কল্পিত করিবে। শার্দূলচর্মাবৃত লিঙ্গার্ধ উৎসর্গ করিবে, বামভাগ নানা বস্ত্রসমন্বিত লম্বমান কটিসূত্রদ্বারাবৃত এবং দক্ষিণ ভাগ ভুজগবেষ্টিত হইবে। দেবদেবের দক্ষিণ পাদ পদ্মোপরি সংস্থাপিত থাকিবে। উহারই কিছু ঊর্ধ্বে বামপাদ নূপুর দ্বারা ভূষিত হইবে এবং রত্নদ্বারা ভূষিত করিয়া অঙ্গুলি সকলে অঙ্গুরীয়ক বিন্যস্ত করিতে হইবে। পার্বতীর পাদদ্বয় অলক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিবে। ইহাই অর্ধনারীশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল।[২]

কবি বিদ্যাপতি অর্ধনারীশ্বরের একটি চমৎকার স্তোত্র রচনা করেছেন মৈথিলী ভাষায়। এই স্তোত্রে এক দেহের অর্ধাংশ শিব ও অর্ধাংশ পার্বতী। স্তোত্রটি নিম্নরূপ :

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ-পুরুষ জয়তি অধ নারী ॥
আধ ধবল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা ॥
আধ হাড়মাল আধ গজমোতী।
আধ চানন সোহে আধ বিভূতি ॥

১ মৎস্যপুঃ—২৬০।১-১০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ডোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগ বিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ বাসা॥
আধ চন্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥
ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
দুই কয়ে বাঁটল এক পরাণে॥[১]

বর্ণনাটি সুন্দর। একই দেহের অর্ধাংশ শুভ্র, অর্ধাংশ সুবর্ণ বর্ণ, অর্ধাংশে স্বাভাবিক পয়োধর অর্ধাংশ কটোয়া বা বাটীর মত, একদিকে হাড়ের মালা, আর একদিকে গজমতির হাড়। অর্ধাংশে চন্দনভূষিত আর অর্ধাংশ ভস্মমাখা, অর্ধাংশ সজীব, অর্ধাংশ ভাববিহ্বল, অর্ধাংশে পট্টবস্ত্র, আর অর্ধাংশে মুঞ্জঘাসের কৌপীন, অর্ধাংশ যোগময়, অর্ধাংশ বিলাসময়, একদিকে মুকুট আর একদিকে সাপের বাস, একদিকে অর্ধচন্দ্র আর একদিকে সিঁদুরের শোভা, অর্ধাংশ বিরূপাক্ষ, আর একদিকে জগতের মনোহারী রূপ।

অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি নিতান্ত দুর্লভ নয়। Spooner-এর তালিকায় অশ্বমিকিশ্বর শিবের মূর্তি-সমন্বিত মন্দিরের যে সীল (seal) আছে ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে সীলে অংকিত মূর্তি অর্ধাংশ শিব ও অর্ধাংশ উমা অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।[২]

ভৈরব—তন্ত্রশাস্ত্র মতে শিবের আটটি ভৈরব আছেন,—এঁরা অষ্টভৈরব নামে খ্যাত। এই আটজন ভৈরবের নাম :

অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ংকরঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্টভৈরবঃ॥[৩]

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ংকর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী —এই আট ভৈরব।

১ বিদ্যাপতির শিবগীতি—(ক বি)
২ Development of Hindu Iconography pages--198-199
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।১৩৫

বামনপুরাণে (৭০ অঃ) ভৈরবোৎপত্তির একটি উপাখ্যান আছে। অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে অন্ধকাসুর শিবের মাথায় গদাঘাত করেছিল, সেই গদাঘাতে শিবের মস্তক থেকে যে রুধির স্রাব হয়েছিল, তা থেকে ভৈরবগণের জন্ম।

গদাপাতাদ্ভূবি মূর্ধ্নি হিস্রংস্রসধাপতৎ।
পূর্বধারাসমুদ্ভূতো ভৈরবোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
বিদ্যারাজেতি বিখ্যাতঃ পদ্মমালাবিভূষিতঃ॥
অন্যস্মাদ্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ।
রুদ্রনামেতি বিখ্যাতঃ সর্বলোকৈশ্চ পূজিতঃ॥
অন্যাস্রক্তাৎ সমুদ্ভূতং ভৈরবানাং চতুষ্টয়ম্।
চণ্ডাদ্যেব কপালান্তং খ্যাতং ভুবি যথাবুধৈঃ॥
ভূমিস্থাদ্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ।
খ্যাতো ললিত রাজেতি সৌভনাঞ্জনসমপ্রভঃ॥
এবং হি সপ্তরূপোঽসৌ কথ্যতে ভৈরবো মুনে।
বিঘ্নরাজোঽষ্টমঃ প্রোক্তো ভৈরবাষ্টকমুচ্যতে॥[১]

—তাঁহার মস্তকে গদাপাতজনিত ক্ষত হইতে ভূরি পরিমাণে রক্ত বহির্গত হইল। তন্মধ্যে পূর্বদিকস্থ ধারা হইতে অগ্নিসম প্রভাবিশিষ্ট পদ্মমালাবিভূষিত বিদ্যারাজ নামে বিখ্যাত ভৈরব প্রাদুর্ভূত হইলেন। অন্যধারা হইতে রুদ্র নামে বিখ্যাত, সর্বলোকপূজিত, শূলভূষিত ভৈরব জন্মগ্রহণ করিলেন। অপর শোণিত ধারা হইতে ভৈরব চতুষ্টয় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের নাম বিদ্বান সমাজে চণ্ড ও কপালাদি বলিয়া বিখ্যাত। ভূমিস্থিত রুধির হইতে সৌভনাঞ্জনসমপ্রভ শূলভূষিত ভৈরব অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের নাম ললিতরাজ।

এইরূপে তাঁহাকে সপ্তরূপ ভৈরব বলিয়া থাকে। অষ্টম ভৈরবের নাম বিঘ্নরাজ। সর্বসমেত ভৈরবাষ্টকও কথিত হইয়াছে।[২]

কালিকাপুরাণ মতে, নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল শিবের ভৈরব। তন্ত্রশাস্ত্রে আনন্দ-ভৈরবের ধ্যানমন্ত্র আছে। যথা:

কর্পূরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিত দেহকান্তিম্।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং
দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি।[৩]

১ বামনপুঃ—৭০।৩১-৩৬ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ মহানির্বাণ—৮।১৬৮

—কর্পূরশুভ্র পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচন দিব্যবসন ও ভূষণশোভিত দেহশোভা —বামহস্তে সুধাপূর্ণপাত্র, দক্ষিণহস্তে শুদ্ধিগুটিকাধারণকারীকে স্মরণ করি।

কালিকাপুরাণ অনুসারে শিবপুত্র বেতাল ও ভৈরব শিবলিঙ্গে মহামায়ার পূজা করলে ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক শিবলিঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—

ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী।
শিবলিঙ্গং বিনির্ভেদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ।
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ॥[১]

—তাঁরা দু'জন ধ্যান করতে থাকলে এবং যজ্ঞ করতে থাকলে শিবলিঙ্গ ভেদ করে জগন্ময়ী—পার্বতী বিনির্গতা হলেন। তিনি বহির্গতা হলে শিবলিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক এই তিনভাগে বিভক্ত হোল।

রুদ্রানুচরদের মধ্যে প্রধান নন্দী। নন্দিকেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম। বহুস্থলে শিববাহন বৃষভের সঙ্গে নন্দীর অভিন্নতা সূচিতও হয়। নন্দী প্রকৃতপক্ষে শিবেরই নামান্তর। তন্ত্রোক্ত নন্দীর বর্ণনা শিবের বর্ণনার অনুরূপ।

নন্দিনং পূজয়েৎ সৌম্যং রত্নভূষণমণ্ডিতম্।
পরশেন বরাভীতিধারিণং শ্যামবিগ্রহম্॥[২]

—সৌম্য রত্নালংকার ভূষিত, পরশু, বরদ ও অভয়মুদ্রাধারী, শ্যামবর্ণ নন্দীকে পূজা করবে।

শিবের অন্য এক অনুচর বীরভদ্র। দক্ষযজ্ঞকালে সতীর দেহত্যাগের পরে নারদমুখে সংবাদ পেয়ে মহাদেব মাথার জটা ছিঁড়ে বীরভদ্রকে উৎপন্ন করেছিলেন।

ক্রুদ্ধঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি॥
ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ॥[৩]

—সেই ধূর্জটি (শিব) তৎক্ষণাৎ ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করে বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত জটা ছিন্ন করে সহসা উঠে হাস্য করে গম্ভীর গর্জন করে সেই জটাভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। তখন ঐ জটা থেকে বিরাটকায় স্বর্গস্পর্শকারী

১ কাঃ পুঃ—৭৩।৮৯ ২ সারদাতিলক—২০।৪৪ ৩ ভাগবত—৪।৫।২-৩

সহস্রবাহুবিশিষ্ট, তিনটি সূর্যের মত তিনটি চক্ষুবিশিষ্ট, ভয়ংকর দণ্ড, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য কেশ সমন্বিত, নরকপালের মালাধারী বিবিধ উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত বীরভদ্র উৎপাদিত হলেন।

পুরাণান্তরে সহস্র বাহু সহস্র শির বিশিষ্ট, অগ্নিময় কেশ, অগ্নিজিহ্ব, বিকটদন্ত, মহাবক্ত্র, মহোদর, মেঘ ও সমুদ্রতুল্য গর্জনকারী বীরভদ্রের বর্ণনা আছে।[১]

ভৈরবগণ রুদ্রানুচর। বলা বাহুল্য রুদ্রানুচর ভৈরব প্রভৃতি রুদ্রশিবেরই রূপগুণ অনুসারে কল্পিত। রুদ্রগণের মত রুদ্রশিবের অনুচরবর্গ রুদ্রশিবের সঙ্গে অভিন্ন। শিবানুচরের বর্ণনাগুলি প্রণিধান করলেই শিব ও তাঁর অনুচরবর্গের স্বরূপ প্রকটিত হয়ে পড়ে। সূর্যাগ্নিরূপী শিবের নিত্য অনুচর যে তাঁরই কিরণ বা তেজ তাও এই বর্ণনায় অস্পষ্ট থাকে না। তবে পুরাণে তন্ত্রে এঁদের আকৃতি বর্ণনাতেও নানা বৈচিত্র্য এসেছে। কালিকাপুরাণে অগ্নি-বেতালের বর্ণনা আছে।[২] যদিও অগ্নিবেতাল আকৃতিতে ভয়ংকর তবুও নামেতেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত। দেবীপুরাণে শিব নিজেই ভৈরবমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

বৌদ্ধ বজ্রযান মতে শিব তিনটি বিভিন্ন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত—একটি ঈশান, অপরটি মহেশ্বর, তৃতীয়টি মহাকাল। পুরাণে এই তিনটিই শিবের নাম। পুরাণে ঈশান অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম—ঈশান কোণের অধীশ্বর। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঈশান ঈশান কোণের অধিপতি। তন্ত্রে ঈশান বৃষারূঢ়, ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্রচর্মধারী, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বর্ণ।

ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্ ॥[৪]

কিন্তু রুদ্রের ঈশান নামটি ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়—

ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং।[৫]

এই ঋকে সায়নাচার্য ঈশান শব্দের অর্থ করেছেন—ঈশ্বর। শিব শুধু ঈশান নন, ঈশও। তন্ত্রশাস্ত্রে রক্তবর্ণ, চন্দ্রশেখর ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ ঈশ বা শিবের রূপভেদ বর্ণিত হয়েছে।[৬] বৌদ্ধতন্ত্রে "ঈশান কোণের অধিপতি ঈশানদেব শ্বেতবর্ণ,

১ শিবপুরাণ, বায়বীয় সং, পূর্বভাগ—১৭ অঃ ২ কালিকাপুঃ—৭৯।৮৯।১০
৩ দেবীপুঃ—১১৯ অঃ ৪ মহানির্বাণতন্ত্র—১৩।২৫ ৫ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৪
৬ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—১৯।১০

এক মুখ, দ্বিভুজ ও বৃষবাহন। ইনি দুইটি হস্তে ত্রিশূল ও কপাল ধারণ করেন। ইনি শ্বেতবর্ণের বৈরোচনের দ্যোতক।"[১]

"বৃষভোপরি মহেশ্বর শুভ্রবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহার মাথার জটায় চন্দ্র শোভা পায়। দুইটি প্রধান হস্তে শক্তি-শেল এবং বজ্র ধারণ করেন; একটি দক্ষিণ ও একটি বাম হাতে মাথায় অঞ্জলি প্রদর্শন করেন। ইহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।"[২]

পুরাণে-তন্ত্রে মহাকাল ধূম্রবর্ণ, দ্বিভুজ দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী। বৌদ্ধতন্ত্রে "মহাকাল কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বিভুজ। দুইটি হাতের একটিতে ত্রিশূল ও অপরটিতে কপাল ধারণ করেন; তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক। ইহার অনেক প্রকারের রূপ আছে।"[৩]

বৌদ্ধতন্ত্রের এই তিনটি রূপ একই দেবতার এবং হিন্দুপুরাণের শিবের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কালশব্দ ধ্বংসাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়—ধ্বংসের দেবতা রুদ্র তাই মহাকাল। পূর্বরূপে তিনিই অনন্ত কালের কর্তা। তাই রুদ্র-শিব মহাকাল।

হেরুক—শিবের আর এক অনুচর হেরুক। কালিকাপুরাণে হেরুকের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁকে ভয়ংকর কাপালিকরূপে প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে ইনি শিবেরই রূপান্তর।

> শ্মশানং হেরুকাখ্যঞ্চ রক্তবর্ণং ভয়ংকরম্।
> অসিচর্মধরং রৌদ্রং ভুঞ্জানং মত্স্যামিষম্॥
> তিসৃভির্মুণ্ডমালাভির্গলদ্রক্ত্যাভিরাজিতম্।
> অগ্নিনির্দগ্ধবিগলদ্দেহপ্রেতোপরিস্থিতম্।
> পূজয়েচ্চিন্তনেনৈব শস্ত্রবাহনভূষণম্॥[৪]

—হেরুক নামে প্রসিদ্ধ শ্মশান (শ্মশানতুল্য বা শ্মশানবাসী) রক্তবর্ণ, ভয়ংকর, তরবারি ও ঢাল ধারণকারী, রুদ্রপুত্র (অথবা রুদ্ররূপী), নরমাংসভোজী, শোণিত-স্রাবী তিনটি মুণ্ডমালাশোভিত, অগ্নিদগ্ধগলিতদেহ প্রেতের উপরে সমাসীন, শস্ত্র ও বাহন যাঁর ভূষণ তাঁকে ধ্যান ও পূজা করবে।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩
২ ঐ —পৃঃ ১১৬
৩ ঐ —পৃঃ ১১৬
৪ কালিকাপুঃ—১৩০।৩৩

হেরুক বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা। হিন্দু তন্ত্রে ইনি শিবের রূপভেদ। বৌদ্ধ বজ্রযানে ইনি ভীষণ ভয়াল।

"নীলং নরচর্মভৃতং কপালমালাকোড্যালংকৃতশিরস্কং জ্বলদূর্ধ্বপিঙ্গলকেশং রক্তবর্তুলাক্ষং অন্ত্রসংগ্রথিত-মুণ্ডমালাবলম্বিতং নরাস্থিরচিতাভরণং দ্বিভুজৈকমুখং দংষ্ট্রাকরালবদনং দক্ষিণকরেণ বজ্রধারিণং বামকরেণ পূর্ণকপালং বামকক্ষাসক্তচলদ্ঘণ্টিকাপতাকানরশিরোবিশ্ববজ্রালংকৃতপঞ্চসূচিকং বজ্রশিখরমধ একসূচিকবজ্রাকারং যজ্ঞোপবীতবৎখট্বাঙ্গং বিশ্বপদ্মস্থর্যে বামপাদং তদূর্ধ্বোরৌ দক্ষিণচরণং বিন্যস্য নৃত্যং কুর্বন্তং হেরুকবীরং ভাবয়েৎ।"[১]

—নীলবর্ণ, নরচর্মপরিহিত, নরকপালের মালা ও অক্ষোভ্যঅলংকৃত-মস্তক, ঊর্ধ্বে প্রজ্বলিত পিঙ্গলকেশ, রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষু, অন্ত্র (নাড়িভুঁড়ি) দিয়ে গাঁথা মুণ্ডমালা লম্বমান, নরের অস্থি দিয়ে নির্মিত অলংকার, দুইবাহু, একমুখ, ভয়ংকর-দন্তসমন্বিত মুখগহ্বর, ডান হাতে বজ্রধারণকারী, বাঁহাতে রক্তপূর্ণ নরকপাল, বামকক্ষে লগ্ন বাতরত ঘণ্টাপতাকা নরমুণ্ড ও বিশ্ববজ্র অলংকৃত পঞ্চসূচী, নিয়ে বজ্রশিখর একসূচীবজ্রাকার যজ্ঞোপবীত তুল্য খট্বাঙ্গধারী, বিশ্বপদ্মস্থর্যে বামপাদ স্থাপিত, ঐ পায়েরই উরুতে ডান পা রেখে নৃত্যশীল হেরুককে চিন্তা করবে।

এই বিবরণ পড়তে পড়তে তাণ্ডবনৃত্যকারী নটরাজের কথাই মনে পড়বে। আকারে প্রকারে হেরুক ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের সমতুল্য।

শিবলিঙ্গ

শিবপূজার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লিঙ্গপ্রতীকের মাধ্যমে। প্রায় সকল পণ্ডিতই লিঙ্গপূজাকে প্রজনন শক্তির উপাসনা ও লিঙ্গপ্রতীককে পুংজননেন্দ্রিয়ের পূজা এবং গৌরী পট (যোনিপ্রতীক) সহ শিবলিঙ্গকে সৃষ্টিকর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ ই প্রতীক বা চিহ্ন। শালগ্রাম শিলা যেমন বিষ্ণুপূজার প্রতীক,—শিবলিঙ্গ তেমনি শিবপূজার প্রতীক।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি—শিব-লিঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণে বৈচিত্র্যময় কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কয়েকটি উপাখ্যানে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে; আবার কতকগুলি উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে শিবের জন-

১ সাধনমালা, ২য় খণ্ড, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ২৫১ নং সাধনা—পৃঃ ৪৬৮

নেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তিকথা। জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভাবের কাহিনীটি এই—

নিজেদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিবাদ শুরু হওয়ায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সহস্রবৎসর ব্যাপী যুধ্যমান দেবদ্বয়ের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হয় তেজোময় মহালিঙ্গ।

এবং বর্ষসহস্রন্তু তয়োর্যুদ্ধমবর্তত।
ততো বর্ষসহস্রান্তে তয়োর্মধ্যে নৃপোত্তম।
প্রাদুর্ভূতং মহালিঙ্গং দিব্যং তেজোময়ং শুভম্॥[1]

সেই সময়ে আকাশবাণী হোল—তোমরা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও। এই মহেশ্বর লিঙ্গের শেষ যিনি দর্শন করবেন তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে এবং বিষ্ণু অধোভাগে লিঙ্গের সীমা প্রত্যক্ষ করতে যাত্রা করলেন। কেউ-ই অন্ত পেলেন না। রুদ্রের তেজে দগ্ধ হয়ে বিষ্ণু কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মা লিঙ্গের অন্ত পাওয়ার মিথ্যা আড়ম্বর প্রকাশ করায় বিষ্ণু কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেলেন, কিন্তু মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হলেন।

জ্বালাময় জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাবকথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (৬০ অঃ) বিবৃত হয়েছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদকালে যে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল তা স্পষ্টতঃ অগ্নিময়।

এবং সম্ভাষণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালদৃষ্টাপ্যধিষ্ঠিতা॥
জ্বাল্যান্তত্তমালোক্য বিস্মিতৌ চ তদানয়োঃ।
তেজসা চৈব তেনাথ সর্বজ্যোতিঃ কৃতক্ষয়ম্॥
বর্ধমানে'ত্যা বহ্নাবত্যন্তপরমাদ্ভুতে।
অভিদ্রুদ্রাব তাং জ্বালাং ব্রহ্মা চাহঞ্চ সত্বরঃ॥
দিবং ভূমিঞ্চ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্।
তস্য জ্বালস্য মধ্যে তু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্।
প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্॥[2]

—অয়েন্দু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ বলতে থাকলে উত্তর দিক ব্যাপ্ত করে অবস্থিত অগ্নি দেখা গেল। সেই অগ্নি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন. সেই তেজে সকল

১ স্কন্দপু., প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৩৩।১২-১৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপু:—৬০।১৮-২৩

প্রকার জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। অত্যদ্ভুত সেই বহ্নি বর্ধিত হতে থাকলে ব্রহ্মা এবং আমি (বিষ্ণু) সত্বর সেই অগ্নির দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। সেই অগ্নিমণ্ডল আকাশ এবং পৃথিবী ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। সেই অগ্নির মধ্যে দেখলাম তীব্র জ্যোতিসম্পন্ন উজ্জ্বল প্রাদেশপ্রমাণ অব্যক্ত লিঙ্গ।

শিবপুরাণে (বিদ্যেশ্বর সংহিতা) ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ কালে যে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয় তা বিশাল অগ্নিস্তম্ভ স্বরূপ।

মহানলস্তম্ভবিভীষণাকৃতি-
র্বভূব তন্মধ্যতলে স নিষ্কলঃ।[1]

—বিশাল, অত্যন্ত ভীষণ অনলস্তম্ভ তাঁদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হোল। তার মধ্যে মহাদেব রইলেন নিরাকার অবস্থায়।

শিবপুরাণের অপর একটি উপাখ্যানে (জ্ঞানসংহিতা) যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্মের পরে মায়া মোহিত ব্রহ্মা স্বীয় জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর নাভিপদ্মের নালে নালে একশত বৎসর এবং নালমার্গের অধোদেশে একশত বৎসর পরিক্রমণ করেও পদ্মনালের অন্ত না পাওয়ায় আকাশ-সম্ভূতা বাক্যের নির্দেশে দ্বাদশাব্দ তপশ্চর্যা করার পর চতুর্বাহু পীতাম্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক ভর্ৎসিত হওয়ায় বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধকালে যুযুধান দেবদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হয়।

বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং তয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যে অদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্॥
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতং।
অনৌপম্যমনির্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্॥[2]

—উভয়ের বিবাদ নিবারণ করতে এবং জ্ঞানোদয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) উভয়ের মধ্যে সেই সময়ে জ্বালামালাসহস্রশোভিত প্রলয়কালীন অগ্নির মত ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত আদিমধ্যান্তহীন অতুল্য বর্ণনার অযোগ্য, আকারহীন বিশ্বের কারণস্বরূপ লিঙ্গের আবির্ভাব হোল।

এই ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে বিষ্ণু বললেন, তুমি এখনও যুদ্ধ করছ কেন,

১ শিবপুঃ, বিদ্যেশ্বর সং—৮।১১ ২ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—২।৫২ ৫৩

যুদ্ধরত আমাদের মধ্যে তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। অতএব এই অগ্নিময় বস্তুটি কোথা থেকে জন্মালো আমরা পরীক্ষা করবো—

কুত এবাত্র সম্ভূতং পরীক্ষাবোঽগ্নিসম্ভবম্।

ব্রহ্মা হংসরূপে ও বিষ্ণু শ্বেতবরাহরূপে লিঙ্গের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ পরিক্রমণ করে কূলকিনারা না পেয়ে শতবর্ষ যাবৎ জ্যোতির্লিঙ্গের ধ্যানে ও স্তবে নিমগ্ন রইলেন। অতঃপর প্রত্যক্ষগোচর হলেন—দশভুজ পঞ্চানন মহাদেব।

এতস্মিন্নন্তরেঽপশ্যদ্ রূপমদ্ভুতসম্ভবম্।
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে॥
নানাকান্তিসমাযুক্তং নানাভরণসংযুতম্।
মহোদারং মহাবীর্যং মহাপুরুষ লক্ষণম্॥[১]

—এই সময়ে তাঁরা দেখলেন পঞ্চবদন, দশবাহু, কর্পূরতুল্য শুভ্র, বিচিত্র শোভাসম্পন্ন, নানা অলংকারশোভিত, মহাবীর্য, মহোদয়, মহাপুরুষলক্ষণান্বিত অদ্ভুত রূপ।

দেবাদিদেবের এই আশ্চর্যমূর্তি দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্তব করলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে উপদেশ দিলেন ধ্যান সহকারে লিঙ্গপূজা করতে এবং মৃন্ময়লিঙ্গ নির্মাণ করতে।

ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ধ্যানকৈস্তাদৃশং মম।
* * *
পার্থিবকৈব মূর্তিঞ্চ বিধায় কুরুতং দ্বু বাম্।[২]

লিঙ্গপুরাণে একই ভাষায় অনুরূপ বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। শিবপুরাণের আর একটি বৃত্তান্ত (বিদ্যেশ্বর সং, ৫ অঃ) অনুসারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বকীয় প্রাধান্য বিষয়ে বিবাদ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিষ্ণু মাহেশ্বর অস্ত্র ও ব্রহ্মা পাশুপত ত্যাগ করেন। ফলে ধ্বংসোন্মুখ ত্রিলোক রক্ষা করতে মহাদেব ভয়ংকর অনলস্তম্ভরূপে বিবদমান উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হন এবং অস্ত্রদ্বয় অগ্নিময় লিঙ্গে বিলীন হয়।

কূর্মপুরাণেও (২৬ অঃ) বিবদমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল কালানলসম জ্বালামালাসমাচ্ছন্ন ক্ষয়বৃদ্ধিহীন আদি-অন্তহীন জ্যোতির্লিঙ্গ।

প্রবোধার্থং পরং লিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং শিবাত্মকং
কালানলসমপ্রখ্যং জ্বালামালাসমাকুলম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্॥[৩]

১ জ্ঞান সং—২।১৭-১৯ ২ জ্ঞান সং—২।২০, ৩৮ ৩ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—২১।৭৫

রুদ্র-শিবের অগ্নিময় জ্যোতির্লিঙ্গ সহস্র কিরণমালা দ্যোতিত—যার না আছে আদি, না আছে অন্ত। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ যে সূর্যাগ্নির তেজোময় অনন্তকিরণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই তেজোময় কিরণে ত্রিলোকব্যাপ্ত—ঊর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে কোথাও এর সীমা পাওয়া সম্ভব নয়। সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের প্রতীক তাই রুদ্রের তেজ,—যে তেজ জগৎ ধ্বংস করে রুদ্ররূপে, আবার জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করে শিবরূপে। তেজোরূপী জ্যোতির্লিঙ্গ যখন প্রস্তর-প্রতীকে উপাসিত হতে থাকেন, তখন সম্ভবতঃ লিঙ্গশব্দের লৌকিক অর্থ অনুসারে শিবলিঙ্গ শিবের জননেন্দ্রিয়ে পরিণত হয় এবং শিবপত্নী শিবানীর সঙ্গে শিবের অভিন্নতার স্বাক্ষর হিসাবে অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক হিসাবে শিবের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হোল শিবানীর যোনি,—যাকে সাধারণতঃ গৌরীপট বা গৌরীপট্ট বলা হয়। মনে হয়, গৌরীপট্টের সংযোগ অর্ধনারীশ্বরের প্রতীকরূপে কল্পিত।

শিবলিঙ্গ মনুষ্যলিঙ্গের সাদৃশ্য বহন করায় শিবের জননেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উদ্ভবের বিচিত্র কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীগুলি শুধু অশ্লীল নয়, শিব-চরিত্রে কালিমাও লিপ্ত করেছে। কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞের পরে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ায় সতীমুণ্ড পতনস্থানে শিব উপবেশন করেন এবং লৌহময় লিঙ্গরূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে ঋষিগণের অভিশাপে শিবের লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় পতনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ঋষিগণের তপোবল পরীক্ষার নিমিত্ত নগ্ন শিব যখন মোহনবেশে ঋষিপত্নীদের চিত্তসংক্ষোভ ঘটালেন এবং ঋষিপত্নীরা শিবের সঙ্গলোলুপ হয়ে উঠেছিলেন, সেই সময় ঋষিগণ শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

> উচুস্তং পুরুষং তে বৈ বিরুদ্ধং ক্রিয়তে ত্বয়া।
> ত্বদীয়ঞ্চৈব লিঙ্গঞ্চ পততাং পৃথিবীতলে।
> ইত্যুক্তে তু তদা তেন লিঙ্গঞ্চ পাতিতং ক্ষণাৎ।
> তল্লিঙ্গঞ্চাগ্নিবৎ সর্বং দদাহ যৎ পুরঃস্থিতম্।
> যত্র যত্র চ তদ্‌যাতি তত্র তত্র দহেৎ পুনঃ।[১]

—তাঁরা সেই পুরুষকে বললেন, তুমি লোকবিরোধী কার্য করেছ, তোমার লিঙ্গ এখানেই পতিত হোক। তাঁরা এই কথা বললে লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৪২।১৫-১৭

হোল। সেই লিঙ্গ অগ্নির সম্মুখস্থ সব কিছু দগ্ধ করলো, যেখানে যেখানে সেই লিঙ্গ গমন করে, সেখানেই সব কিছু দগ্ধ করে।

শিবের লিঙ্গ যে অগ্নিময়, এ ইঙ্গিত এখানেও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু শিবপুরাণ বলছেন, লিঙ্গ বর্ধিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করলো,—ত্রিলোক ভয়ে আবিষ্ট হোল—দেব-দানব-নর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ঋষিগণ ও দেবগণ নিন্দিতকর্মকারী শিবকে না জেনেই ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন, গিরিজা শিবানীর আরাধনা করতে। গিরিজা যোনিরূপা হয়ে লিঙ্গ ধারণ করলে তবে লিঙ্গ স্থির হবে, জগৎ সুস্থ হবে।

যোনিরূপা ভবেচ্চেদ্ বৈ তদা তৎ স্থিরতাং ভজেৎ।[১]

অতঃপর দেবগণ ও ঋষিগণ শিব ও শিবানীকে তুষ্ট করে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করেছিলেন।

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শিব কাপালিকরূপ ধারণ করে দারুবনে ঋষি-পত্নীদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করায় ঋষিগণ ছদ্মবেশী শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যদিষ্টং চ হুতং কিঞ্চিৎ গুরবস্তোষিতা যদি।
তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু চোত্তমম্ ॥
আশ্রমাদাশ্রমং সবে ন ত্যক্তাস্মো বিধিক্রমাৎ।
তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু ভূতলে ॥
এবং সত্যপ্রভাবেন ত্রিরুক্তেন দ্বিজন্মনাং।
শিবস্য পশ্যতো লিঙ্গং পাতিতং ধরণীতলে ॥[২]

—যদি আমরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকি, যদি গুরুজনদের সন্তুষ্ট করে থাকি, তবে সেই সৎক্রিয়ার জন্য দেবের উত্তম লিঙ্গ পতিত হোক। যদি আমরা যথাবিধি এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রম (চতুরাশ্রম) ত্যাগ না করে থাকি, তবে সেই সত্যের জন্য দেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হোক। এইভাবে ব্রাহ্মণগণের তিন বার উচ্চারিত সত্যের প্রভাবে সকলের সম্মুখেই শিবের লিঙ্গ পৃথিবীতে পতিত হোল।

স্কন্দপুরাণের অন্য এক স্থানে (প্রভাসখণ্ড) শিব কৌতুকবশে মোহনরূপ ধারণ করে দারুকবনে ঋষিদের আশ্রমে ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করে নারীগণকে

১ জ্ঞান সং—৪২।২৭ ২ স্কন্দপু, রেবাখ—৯।৩৩-৩৬

কামসন্তপ্ত করে তুলেছিলেন। সেই সময়ে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যস্মাত্ত্বং নগ্নতামেত্য আশ্রমেঽস্মিন্ সমাগতঃ।
মোহয়ানঃ স্ত্রিয়োঽস্মাকং লজ্জাং নৈব করোষি চ॥
তস্মাত্তে পততাল্লিঙ্গং সদ্য এব বৃষভধ্বজ।
ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং তৎক্ষণাচ্ছঙ্করস্য চ॥[১]

—যেহেতু তুমি নগ্ন হয়ে আশ্রমে এসেছ, আমাদের স্ত্রীগণকে মুগ্ধ করেছ, কিন্তু লজ্জিত হচ্ছ না, সেইহেতু তোমার লিঙ্গ এখনই পতিত হোক। সুতরাং শংকরের লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণেই আর একস্থানে (প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড) এই কাহিনীই ঈষৎ ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পরে কামদেব পুষ্পশরে শিবকে বিভ্রত করে তুললে তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং ঋষিপত্নীদের কামচঞ্চল করে তুললেন। ফলে ঋষিদের শাপে তাঁর লিঙ্গ পতিত হোল।

দদুঃ শাপং সুসন্তপ্তাঃ কলত্রার্থে পরন্তপ।
পততাং পততাং লিঙ্গমেতত্তে পাপকৃত্তম॥
বিড়ম্বয়সি নো দারানস্মাকং চাস্য দর্শনাৎ।
ততশ্চৈবাপতল্লিঙ্গং তৎক্ষণাত্তৎপুরদ্বিষঃ॥[২]

—ক্রোধতপ্ত ঋষিগণ পত্নীদের নিমিত্ত শাপ দিলেন, হে শ্রেষ্ঠপাপকারী, যেহেতু তুমি দর্শন দ্বারা আমাদের পত্নীদের বিড়ম্বিত করেছ, সেহেতু তোমার এই লিঙ্গ পতিত হোক। তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরারীর লিঙ্গ পতিত হোল।

লিঙ্গ পতিত হলে ত্রিভুবনে উৎপাত শুরু হোল। দেবগণ শিবের স্তব করলেন। দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে শিব বললেন—প্রথমে ব্রহ্মা, পরে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ লিঙ্গপূজা করলে ত্রিভুবন রক্ষা পাবে। তদনুসারে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ লিঙ্গপূজা করায় ত্রিলোক রক্ষা পেল।

বামনপুরাণে (৬ অঃ) শিব সতীর দেহত্যাগের পরে কামদেবের পঞ্চবাণের তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে ঋষিদের আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন এবং ঋষি-ভার্যাদের

১ স্কন্দপু., প্রভাসখ., প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য—১৮৭।২১-২২
২ ঐ. অর্বুদখণ্ড—৩০।১৩-১৪

চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু হওয়ায় মুনিশাপে তাঁর লিঙ্গ পতিত হয়েছিল ; শিবও সেই ক্ষণে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর লিঙ্গ বর্ধিত হয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে রসাতলে প্রবেশ করলো এবং ঊর্ধ্বে ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করলো।

ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং ব্যদারয়ৎ।
অন্তর্ধানং জগামাথ ত্রিশূলী নীললোহিতঃ ॥
ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং বিভেদ্য বসুধাতলম্।
রসাতলং বিবেশাথ ব্রহ্মাণ্ডে চোর্ধ্বতোঽভিনৎ ॥[১]

শিবলিঙ্গের বিস্তারে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচলিত হয়ে উঠলো। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা লিঙ্গের ঊর্ধ্বে ও অধোভাগে সীমা অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে শিবের স্তব করতে লাগলেন। শিব দর্শন দিলে দেবগণ শিবকে লিঙ্গ পুনর্গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। দেবগণ লিঙ্গপূজা করলে শিবলিঙ্গ পুনর্গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। দেবগণ রাজি হয়ে বর্ণবর্ণের লিঙ্গের অর্চনা করলেন, শিব ও চতুর্বর্ণের শিব উপাসনার জন্য শাস্ত্রাদি নির্মাণ করলেন।

যদ্যর্চয়ন্তি ত্রিদশা মম লিঙ্গং সুরোত্তমৌ।
তদেতৎ প্রতিগৃহ্নীয়াং নান্যথেতি কথঞ্চন ॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্তিতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্ ॥
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্বর্ণ্যং হরার্চনে।
শাস্ত্রাণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্ত বিধিতানি চ ॥[২]

একই কাহিনী কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায় শিবপুরাণে (ধর্মসংহিতা)। কোন সময়ে কালী পার্বতী গৌরী হ'বার নিমিত্ত তপশ্চর্যায় নিরত হলে বিরহোৎকণ্ঠিত মহাদেব অনুচরবর্গ সহ ভস্মভূষিত দেহে সুসজ্জিত হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অরুন্ধতী ভিন্ন অন্যান্য ঋষিপত্নীরা শিবকে দেখে কামার্তা হলেন। শিবকে চিনতে না পারায় ঋষিগণ পত্নীদের চিত্তবিকার দেখে শিবকে প্রহার করতে লাগলেন। প্রহৃত রুধিরাক্ত কলেবর শিব বশিষ্ঠের দ্বারে ভিক্ষাটনে উপস্থিত হলে অরুন্ধতী অপত্যনির্বিশেষে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন। অরুন্ধতীকে ঈপ্সিত বর প্রদান করে শিব বহির্গত হওয়ার পরে মুনি-জায়ারা পুনরায় তাঁর

১ বামনপুঃ—৬।৬৬-৬৭ ২ বামপুঃ—৬।৮৪ ৮৬

অনুগমন করলেন। মুনিরাও শিবকে তাড়না করতে লাগলেন। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ শিবকে অভিশাপ দিলেন—

মিথ্যা তাপসলিঙ্গং তে পততাশু ভূতলে।[১]

মুনি শাপে শিবলিঙ্গ ভূপাতিত হলে তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অভিনব বটে।

মুনীনাং তত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥
তত্রাটব্যাং সতীদেহে বিজয়ং নামনামতঃ।
তস্মিন্ নিমগ্নে ভূম্যান্তু দিব্যতেজসি ভাস্বরে।
তমোভূতং জগচ্চাসীন্মুনীনাং হৃদয়ানি চ॥[২]

—মুনিদের শাপে গভীর বনে লিঙ্গ পতিত হোল। বহুযোজন বিস্তৃত পরম সুন্দর লিঙ্গ সেই বনে বিজয় নামে সতীদেহে পতিত হয়। দিব্যতেজোময় ভাস্বর সদৃশ সেই লিঙ্গ ভূমিতে নিমগ্ন হলে জগৎ এবং মুনিদের হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অরুন্ধতী নগ্ন কাপালিককে শিবরূপে চিনতে পেরে পুণ্যপ্রভাবে শিবের দেহক্ষত নিবারণ করলেন। ঋষিগণও শিবের স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তখন আকাশবাণী হোল—

ভো ভো মুনীন্দ্রা রুদ্রস্য যুষ্মাভিঃ পাতিতঞ্চ যৎ।
লিঙ্গং তদর্চ্যতামস্তু সর্বসিদ্ধিপ্রদং প্রভোঃ॥
মন্ত্রৈর্বেদাদিভিঃ পুণ্যৈর্মনোবাক্ কায় সংযুতম্।
শংকরপ্রতিমায়াস্তু লিঙ্গপূজা গরীয়সী॥[৩]

—হে মুনীন্দ্রগণ, তোমাদের দ্বারা রুদ্রের যে লিঙ্গ পাতিত হয়েছে প্রভুর সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গকে পুণ্য বেদাদিমন্ত্রের দ্বারা অদ্যই মন, বাক্য ও দেহে একাগ্র হয়ে অর্চনা কর। শংকরের প্রতিমার চেয়ে লিঙ্গ পূজা শ্রেষ্ঠ।

শিবপুরাণান্তর্গত লিঙ্গোৎপত্তির এই বিবরণে শিবের মূর্তিপূজা অপেক্ষা শিব-লিঙ্গ পূজায় জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাই। এখানে ভাস্করসদৃশ দিব্যতেজময় শিব-লিঙ্গ ভূমিতে নিমগ্ন হলে জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছিল। শিবলিঙ্গ ভূপাতিত হওয়ার রূপকে সূর্যের সঙ্গে সূর্যকিরণের অস্তমিত হওয়ার বৃত্তান্তই পরিবেশিত

১ ধর্ম সং—১০।১৮৭ ২ শিবপু, ধর্ম সং—১০।১৮৮ ৩ শিবপু, ধর্ম সং—১০।২০৪-২০৫

হয়েছে। শিবলিঙ্গ যে রুদ্র-সূর্যের কিরণের প্রতীক সে ইঙ্গিতটুকুও এখানে পাই। আরও লক্ষণীয় এই যে মহাভারতে-পুরাণে অগ্নি মুনিবেশ ধারণ করে ঋষিপত্নীদের মোহিত করলে একমাত্র অরুন্ধতী ভিন্ন সকলেই অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই কাহিনীটিই ত সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র-শিবে সংক্রমিত হয়েছে। রুদ্র-শিব সূর্যাগ্নি এবং সূর্যাগ্নির তেজ যে রুদ্রলিঙ্গ এই কাহিনী তা প্রমাণিত করে।

আর একপ্রকার কাহিনী আছে পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৭৮ অঃ)। কাহিনীটি এইরূপ : মন্দর পর্বতে স্বায়ম্ভুব মনু একটি বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিগণ বেদবিদ্‌ বিপ্রগণকে প্রশ্ন করেছিলেন, দেবগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তপস্বীশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন। ভৃগু বললেন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে যাও। এই তিনজনের কাছে গিয়ে তাঁদের চরিত্র দেখে যাঁর মধ্যে সত্ত্বলক্ষণ দেখবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনে মুনিগণ কৈলাসে গমন করলেন। কৈলাসে শিবের শূলহস্ত নন্দীকে দেখে তাঁরা তাঁদের আগমন সংবাদ শিবের নিকটে নিবেদন করতে অনুরোধ করলেন। নন্দী কঠোর বাক্যে বললেন, প্রভু দেবীর সঙ্গে ক্রীড়া করছেন এখন তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, তোমরা এখান থেকে নিবৃত্ত হও।

অনাম্রিধ্যা প্রবৃত্তস্ত দেব্যা ক্রীড়তিশংকরঃ।
নিবর্তস্ব নিবর্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি।।[১]

ঋষিগণ কিন্তু শিবের গৃহদ্বারে বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু শিব তাঁদের প্রবেশাধিকার দিলেন না। ভৃগুঋষি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—

নারীসঙ্গমমত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং-বৈ তস্মাত্তেবিষ্যতি।।[২]

যেহেতু নারীসঙ্গমমত্ত শিব আমাকে অবজ্ঞা করলেন, অতএব তিনি যোনি লিঙ্গস্বরূপ হবেন।

শিবপুরাণে (বিদ্যেশ্বর সংহিতা) শিবলিঙ্গ পাঁচ প্রকার—স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বিন্দুলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, চরলিঙ্গ ও গুরুলিঙ্গ।

স্বয়ম্ভূলিঙ্গং প্রথমং বিন্দুলিঙ্গং দ্বিতীয়কম্।
প্রতিষ্ঠিতং চরঞ্চৈব গুরুলিঙ্গক পঞ্চমম্।।[৩]

১ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৭৮ অঃ   ২ তদেব   ৩ বিদ্যেশ্বর সং—১৮।৩৯,

সকল পুংলিঙ্গ (পুরুষ)—ঈশান (শিব), সকল স্ত্রীলিঙ্গই (স্ত্রীজাতি)—উমা, উভয়ের দেহের দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত।

এই অংশটুকু শিবলিঙ্গের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। স্ত্রীলিঙ্গমাত্রেই উমা বলায় শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্টের সংযোগও আভাসিত হয়। মনে হয়, শিবলিঙ্গ সম্পর্কিত শ্লোকগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। মহাভারতের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী অথবা আরও পূর্বকালে) শিবলিঙ্গপূজার অন্ত কোন স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে মহাভারত সম্পূর্ণ হতে যদি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ লেগে থাকে তবে মহাভারতের শেষ যুগে অবশ্যই লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তিজনিত বৈচিত্র্যময় পৌরাণিক কাহিনীগুলি আলোচনা করলে এই কাহিনীগুলির মোটামুটি দুটি রূপ পাওয়া যায়। একটি সূর্যাগ্নির তেজোময় জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব সম্পর্কিত, আর একটি মনুষ্যাকৃতি শিবের জননেন্দ্রিয় থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি ও সৃষ্টিকর্মের প্রতীক হিসাবে শিবানীর যোনির সঙ্গে শিবলিঙ্গের সংযোগ সম্পর্কিত। শিব লিঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বে শিবলিঙ্গ সম্পর্কে একটি উপাখ্যানও আছে। এই উপাখ্যান কতকটা ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সৃষ্টিকালে মহাদেব জলমধ্যে তপস্যা করতে আরম্ভ করলে ব্রহ্মা অপর এক প্রজাপতি সৃষ্টি করে তাঁকে জীব সৃষ্টি করতে আদেশ দিলেন। প্রজাপতি বহুসংখ্যক প্রাণী সৃষ্টি করলেন। পরে মহাদেব জল থেকে উঠে সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ দেখে নিষ্প্রয়োজন বোধে নিজের লিঙ্গ ছিন্ন করে তপস্যার জন্য মুঞ্জবত পর্বতে চলে গেলেন। শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে গেল।[1]

অনুশাসন পর্বে (১৪ অঃ) উপমন্যু ইন্দ্রকে বলেছিলেন, শঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন দেবতার লিঙ্গ দেবগণ অর্চনা করেন না, এমন কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্রও শিবলিঙ্গ অর্চনা করে থাকেন :

ন তস্য যার্চন্তি লিঙ্গমভ্যর্চিতং সুরৈঃ ॥
কস্যান্যস্য সুরৈঃ সর্বৈর্লিঙ্গং মুক্ত্বা মহেশ্বরম্ ।
অর্চ্যতেঽর্চিতপূর্বং বা ব্রূহি যদ্যস্তি তে শ্রুতিঃ ॥
যস্য ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্বঞ্চাপি সহ দৈবতৈঃ ।
অর্চয়ধ্বং সদা লিঙ্গং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতমো হি সঃ ॥[2]

১ মহাঃ সৌপ্তিক পর্ব—৭ অঃ ২ মহাঃ অনুশাসন পর্ব—১৪।২২৬-২২৮

—আমরা কখনও শুনিনি যে দেবগণ অন্য কারো লিঙ্গ অর্চনা করে থাকেন? মহেশ্বরের লিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন্ দেবতার লিঙ্গ দেবগণ অর্চনা করে থাকেন অথবা পূর্বে করেছেন, যদি তোমার জানা থাকে ত বল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং তুমি দেবগণের সঙ্গে যাঁর সর্বদা অর্চনা করে থাক, তিনিই আমার ইষ্টতম।

তারপর উপমন্যু বললেন—

পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং বিদ্ধি চাপ্যুমাং।
দ্বাভ্যাং তনুভ্যাং ব্যাপ্তং হি চরাচরমিদং জগৎ॥[১]

বৈদিক রুদ্রশিবের সঙ্গে লিঙ্গপ্রতীকের সংযোগ অবশ্যই পরবর্তীকালের। স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গেও অনেক স্থলে অনুস্যূত আছে। কিন্তু ধ্বংসের দেবতা রুদ্র-শিব সৃষ্টির দেবতারূপে কোথাও বর্ণিত হন নি। পুরাণে প্রজাপতি রুদ্রকে সৃষ্টিকর্মের জন্য সৃষ্টি করলেও রুদ্র সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হন নি। তিনি হয় তপস্যায় নিমগ্ন থেকেছেন নয়ত যজ্ঞ ধ্বংস করেছেন। তাই সৃষ্টির প্রতীক লিঙ্গরূপী শিব অনার্যকৃষ্টি থেকে আর্যকৃষ্টিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু যে জ্যোতির্লিঙ্গ লিঙ্গপ্রতীকের মূল সেই জ্যোতির্লিঙ্গই অর্থাৎ সূর্যাগ্নির তেজোময় কিরণই সৃষ্টিতত্ত্বের মূলীভূত বিষয়। সুতরাং শিবতত্ত্বে অনার্যকৃষ্টি কতটা প্রবেশ করেছে, সে সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয়। মোহেন্-জো-দাড়োতে প্রাপ্ত নরম পাথর ও পোড়া-মাটির দণ্ডাকার বস্তুকে লিঙ্গপ্রতীক বলে মনে করেছেন মার্শাল সাহেব। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতও এই অভিমত সমর্থন করেছেন। "লিঙ্গপূজা যে সিন্ধু উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দাড়োতে প্রাপ্ত নানারূপ প্রস্তর মৃত্তিকা ও কাচের প্রভৃতি অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্য লিঙ্গপূজার নিদর্শন বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"[২] কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে অনার্য লিঙ্গপূজা মোহেন্-জো-দাড়োর যুগ থেকে পৌরাণিক যুগে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে এবং রুদ্র-শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

"Evidently the oldest form of the Siva Cult which prevailed since the Mohenjodaro-Harappa culture of the second millenium

১ অনুশা—১৪।২৩১

২ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, ২য় সং, পৃঃ ৭৭

B. C. was some form of phallus worship. But this phallus worship acquired a new and profound significance very early in the history of Indian thought as indicated by the Purāṇas. A deeper religious significance has been attached to the concept of Linga ...instead of the organ of procreation. It implies now the symbol of procreation and from the philosophical point of view it is explained as the source of origin and the dissolution of the universe representing the sumtotal of all that comes into being and Mahādeva, the Great God sustains the universe. The original Siva cult has later been brought into line with the Vedic Rudra cult."[১]

কিন্তু মোহেন্‌ জো-দারোতে প্রাপ্ত বস্তুগুলি যে শিবলিঙ্গ এমন তথ্য কেবলমাত্র অনুমান-নির্ভর। কারণ সিন্ধু সভ্যতার বহু পরবর্তীকাল পর্যন্ত লিঙ্গপূজার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি এবং মার্শাল সাহেবের মত সর্বজনস্বীকৃতও নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে এই নিদর্শনগুলি পিতৃদেবতা পূজার প্রতীক।[২] রুদ্র-উপাসনা (Rudra cult) এবং শিব-উপাসনা (Siva cult) যে পৃথক এমন কোন প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। বরঞ্চ বেদেই যে রুদ্র ও শিব একাত্মা হয়ে আছেন, এ সত্য অবিসংবাদিত। মোহেন্‌-জো-দারো যে অনার্য সভ্যতা, তাও নিঃসংশয়িত নয়। জ্যোতির্লিঙ্গ যে যৌন-লিঙ্গের উপাসনার পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা তাও প্রমাণনির্ভর নয়। বরং জ্যোতির্ময় রুদ্রের প্রতীক হিসাবে জ্যোতির্লিঙ্গের কল্পনাই প্রাচীনতর বিবেচিত হয়।

কুষাণ সম্রাটদের মুদ্রায় দেশী বিদেশী অনেক দেবদেবীর মূর্তি অংকিত আছে। শিবের মূর্তি আছে, উমারও (Nana) মূর্তি বোধহয় সর্বপ্রথম পাই; কিন্তু লিঙ্গাঙ্কিত মুদ্রা পাই না। প্রাচীনতর মুদ্রায় ত্রিশূল, চক্র চন্দ্রশীর্ষ মন্দির, বৃষভ প্রভৃতি শিবের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল না, অথবা প্রচলিত হয়ে থাকলেও জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

"The Linga worship had, it appears, not come into use at the time of Patanjali, for instance, he gives under P. V. 3. 99

১ God in Indian Religion, Dr. H. K. Deychaudhuri—page 110

২ শক্তোপাসনা—পৃঃ ২৫৩

is that of an image or likeness (Pratikriti) of Siva as an object of worship, and not of any emblem of that god. It seems to have been unknown even in the time of Wema Kadphses; for on the reverse of his coins there is a human figure of Siva with a trident in the hand; there is also an emblem, but it is Nandin or the bull, and not a linga."[১]

অন্ধ্রপ্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে অদ্যাপি পূজিত দ্বিভুজ শিব-বিগ্রহ-সংলগ্ন শিবলিঙ্গটিকে গোপীনাথ রাও খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর বলে অনুমান করেছেন। শিবলিঙ্গটির জন্মকাল নির্ণয় করা কঠিন হলেও, লক্ষণীয় এই যে এই লিঙ্গের সঙ্গে কোন যোনিপট্ট (গৌরীপট্ট) সংলগ্ন নেই। প্রাচীনতম শিবলিঙ্গগুলিতে যোনিপট সংলগ্ন করা হয় নি। এ থেকে অনুমান করা হয় যে শিবলিঙ্গকে শিবের জননেন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করার রীতি গুপ্তযুগের পূর্ববর্তীকালের নয়। কোন কোন পণ্ডিতের আবার ধারণা, লিঙ্গপূজার উদ্ভব বৌদ্ধস্তূপ পূজা থেকে। শিবের সঙ্গে ধ্যানীবুদ্ধের সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না।

লিঙ্গপূজার তাৎপর্য—শিবলিঙ্গের পূজা যে জননেন্দ্রিয়ের পূজা নয়, সে বিষয়ে বহু পণ্ডিত-গবেষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। একদিকে যেমন একশ্রেণীর পণ্ডিত অনার্যজাতি-পূজিত পুং জননেন্দ্রিয় পূজা আর্যধর্মে স্বীকৃত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, তেমনি আর একদল পণ্ডিত লিঙ্গপূজাকে প্রতীক উপাসনা-রূপে গ্রহণ করেছেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবের সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। শিশ্নদেবকে লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়রূপে অনেকে গ্রহণ করেছেন এবং বৈদিকযুগে আর্যগণ কর্তৃক অনার্যজাতি থেকে ঋণ গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "Just then as the Rudra-Śiva cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes, with whom the Aryans came into contact."[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেছেন যে পৃথিবীর নানা দেশেই লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল,—"The Egyptians, Greeks and Romans worshipped Priapus; and the Canaanites and idolatrous Jews worshipped Baal—

১ Vaishnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar (1965)—page 115

২ ঐ

Poor. These gods represented the Linga cult. The worship of Bacchus was another form of it."[১]

ডঃ দাসের মতে লিঙ্গপূজা বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল। যেমন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের মধ্যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, তেমনি ভারতে আর্য এবং অনার্য দ্রাবিড় জাতির মধ্যেও লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে আর্যগণ অনার্যজাতির কাছে ঋণী নন।

"It would thus appear that the phallic worship was at one time prevalent throughout the ancient world; and it may have prevailed as much among certain Aryan tribes of Sapta-Sindhu, as among the Dravidians, without mutual borrowing."[২]

ডঃ দাস অবশ্য একথাও বলেছেন যে আর্যগণ প্রধানতঃ লিঙ্গপূজার বিরোধী ছিলেন, তবে আর্যদের একাংশ লিঙ্গপূজা করতেন। এই লিঙ্গোপাসক আর্যগণ উত্তরপশ্চিম সীমান্তে বাস করতেন।[৩]

বৈদিক যুগে লিঙ্গপূজার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, কেন না, সে যুগে দেবতার লিঙ্গ বা প্রতীক ছিলেন অগ্নি।

লিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতীক (ইংরাজী ভাষায় Symbol)। সুতরাং শিবলিঙ্গ পূজা অর্থে শিবের প্রতীক উপাসনা বোঝায়। প্রতীক বা চিহ্ন বলেই লিঙ্গ পরে বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্যোতক হয়েছে। অধ্যাপক মহেশ্বর দাস লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "লিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কারণবস্তুর স্বরূপ। লিঙ্গ শব্দের জননেন্দ্রিয় অর্থ অতি সংকীর্ণ ও গ্রাম্য। স্থূল শরীরের কারণস্বরূপ অষ্টাদশ সূক্ষ্ম অঙ্গবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরকে বেদে এবং দর্শনে লিঙ্গ-শরীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থূল শরীর ধ্বংসের পর এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অন্যদেহে সংক্রমিত হয়। তাহা ছাড়া কারণকে লিঙ্গ বলা হয়।"[৪]

বিশ্বব্যাপ্ত যাঁর শরীর—যিনি সর্বময় তাঁর মূর্তি চিন্তা করা কঠিন বলেই তাঁর প্রতীক বা লিঙ্গ কল্পিত হয়েছে। এই হিসাবে দেবতার মূর্তিও দেবতার লিঙ্গ। অধ্যাপক দাস শিবলিঙ্গ সম্পর্কে লিখেছেন, "এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের রূপ দুরধিগম্য বলিয়া অনবধারণীয়, তাই কালিদাস বলিয়াছেন—"ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে

১ Rgvedic Culture—page 164 ২ তদেব—পৃঃ ১৬০ ৩ তদেব
৪ শিব কি অনার্য দেবতা, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ক.বি.)—পৃঃ ৫৫-৫৬

বপুঃ" (কুমারসম্ভব, ৫), এই অনবধারণীয় পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ হস্তপদাদি প্রাকৃত অঙ্গ থাকা অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে লিঙ্গ বা Symbol রূপে পূজা করা হয়। ইহাই শিবলিঙ্গার্চনের গোপন রহস্য। সুতরাং লিঙ্গপূজা Phallic worship নয়।"[১]

অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যও শিবলিঙ্গকে অচিন্ত্য সর্বব্যাপ্ত রুদ্র-শিবের প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "Speculative minds could easily see that there was an obvious advantage in using a shapeless stone as the proper symbol of one whom philosophy had described as formless by nature. The Śaiva linga and the Vaiṣṇava Śālagrāma are both shapeless stones, and it is not very unlikely that the so-called Svayambhū linga or pebble rounded and shapped by the forces of nature, was the original form under which Śiva was worspipped."[২]

ভারতবর্ষীয়েরা শিবলিঙ্গকে শিবের জননেন্দ্রিয় বলে পূজা করে না; 'বিশ্বাত্মং বিশ্ববীজং' বলে অনাদি অনন্ত রুদ্রশিবেরই পূজা করে লিঙ্গ প্রতীকে। অনেক জায়গায় দেখা যায় শিবলিঙ্গের উপরিভাগে পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুণ্ড বসানো থাকে। বেনারসে বিড়লা মন্দিরে পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বালুরঘাট গ্রন্থাগার লাইব্রেরী মিউজিয়মে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ আছে। আবার শিবলঙ্গের চারদিকে চারটি শক্তিমূর্তিও আছে। নবদ্বীপে বুড়াশিব, যোগনাথ, দণ্ডপাণি প্রভৃতি শিবলিঙ্গে মুখগহ্বর, চক্ষু ও নাসিকা সংযুক্ত। জননেন্দ্রিয়ে মুখ চোখ বসানো হাস্যকর, মুখসহিত শিবলিঙ্গকে মুখলিঙ্গ বলা হয়। চম্পায় মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজা সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "It was a regular custom with the kings of champa to instal these mukhalingas, to carve a face like their own at the top to indicate their unity and identity with the god-head as preached by the vedānta and to name them after themselves as lord of so and so."[৩]

হরিদাস ভট্টাচার্য তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে লিঙ্গপূজা কথনই পুং জননেন্দ্রিয়ের পূজা নয়: "The fact that both in India and in the

১ তদেব—পৃঃ ৫৭-৫৮

২ The Foundations of Living Faiths—pages 228-229

৩ Champā, page—186

Far Eastern Hindu colonies lingas with one or more faces carved at the top (mukhalinga images) have been discovered shows that Phallic association was not abstrusive in the popular mind "[১]

ডঃ মজুমদার অন্যত্র লিখেছেন, "But the linga may have been in origin no more than just a symbol of Siva as the Sālagrām is of Viṣṇu"[২]

মূর্তিপূজা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতীকে দেব-উপাসনার রীতি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। জলপূর্ণ ঘট সকল দেবতারই প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। এ ছাড়া প্রস্তর, ইষ্টক, বৃক্ষ প্রভৃতিও দেবতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

"The worship of the five gods in Panchāyatana or earthenware pots, may be used to represent the divinities. The image or symbol of the god whom the worshipper prefers is placed in the centre, and the other four are so set as to form a square around the central figure."[৩]

Mr. Farquhar দেবতার প্রতীকগুলি সম্পর্কে পাদটীকায় লিখেছেন, "The more usual symbols are: Vishṇu, the Śālagrāma pebble; Siva, the Narmadeśvara pebble; Siva, the Devi, a piece of metal or the Svarṇarekhā stone, found in a river in South India; Surya, a round piece of Sūryakānta, i.e., Sun-stone or of Sphatika, i.e., crystal; Gaṇeśa the Suvarṇabhadra, a red slab from a stream near Arrah."[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্র-শিবের যে সর্বব্যাপী তেজ বা কিরণ তারই প্রতীক হিসাবে প্রস্তরনির্মিত বা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। শিবলিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গেরই প্রতীক। পরে শিবলিঙ্গ উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে পুরাণকারগণ শিবের জননেন্দ্রিয়ের পতন ও পূজা সম্পর্কে নানাবিধ অশ্লীল কাহিনী গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "It is permissible for us to speculate that the destructive aspect of Rudra, which

১ Foundations of Living Faiths—page 229
২ Cultural Heritage of India, IV, page 67
৩ Outlines of the Religious Literature of India, J. N. Furquhar —page 293
৪ তদেব

ultimately made Śiva the third person of the Hindu Trinity, would receive the epithet liṅga, and then, by the principal symbolisation or visual representation (which Freudian psychology has now familiarised to us in the domain of dreams), the representation would take the form of other meaning of linga, namely sexual organ."[১]

ঋগ্বেদে দুটি ঋকে শিশ্নদেবের উল্লেখ আছে। এই দুটি ঋকেই শিশ্নদেবের সঙ্গে যজ্ঞকারী আর্যগণের বিরোধের ইঙ্গিত আছে। একটি ঋকে শিশ্নদেবের হাত থেকে যজ্ঞ রক্ষার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। ঋষির প্রার্থনা :

স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ॥[২]

—স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহিত হন। শিশ্নদেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।[৩] অপর ঋকটিতে প্রার্থনা করা হয়েছে যে ইন্দ্র যেন নিজতেজে শিশ্নদেবগণকে অভিভূত করেন—'শিশ্নদেবা অভি বর্পসা ভূৎ।'[৪] আর একটি ঋকে নবীন (যুবক) ইন্দ্র শিশ্নগণকে ধ্বংস করছেন—সদ্যঃ শিশ্নাঃ প্রমিণানো নবীয়ান্।[৫]

অনেকেই শিশ্ন শব্দের লিঙ্গ অর্থ করে বৈদিকযুগে লিঙ্গপূজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৬] কিন্তু শিশ্ন শব্দের অর্থ এখানে অস্পষ্ট। নিঘণ্টুতে শ্নথ ধাতুর (শ্নথতি) অর্থ বধার্থক।[৭] যাস্ক বলেছেন যে, শিশ্ন শব্দ 'শ্নথ' ধাতু থেকে এসেছে। সুতরাং শিশ্ন শব্দের অর্থ হয় বধের যোগ্য বা বধকারী। স্কন্দস্বামী নিরুক্ত ব্যাখ্যায় বলছেন, "তাড্যন্তে হি তেন স্ত্রীসম্ভোগকালে।" অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগকালে যারা তাড়িত হয় বা বধ্য হয় তারাই শিশ্ন।

নিরুক্ত ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলেছেন, "শিশ্নেন নিত্যমেব প্রকীর্ণাভিঃ স্ত্রীভিঃ সার্ধং ক্রীড়ন্ত আসতে শ্রৌতানি কর্মাণি উৎসৃজ্য"—অর্থাৎ, যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম পরিত্যাগ করে যারা বহুসংখ্যক স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া করে, তারাই শিশ্নদেব।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে স্ত্রী-সম্ভোগ বা কামকেই যারা দেবতার মত উপাসনা করে তারাই শিশ্নদেব। এক কথায় শিশ্নদেব শব্দের অর্থ কামুক বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ

১ Foundations of Living Faiths—page 227 ২ ঋগ্বেদ—৭।২১।৫
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৩ ৫ ঋগ্বেদ—১০।২৭।১৯
৬ Rgvedic culture—page 164 ৭ নিঘণ্টু—২।১৯

ব্যক্তি। যাস্ক ৭।২১।৫ ঋকের ব্যাখ্যায় শিশ্নদেব শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিশ্নদেবা অব্রহ্মচর্য্যাঃ।"[১] রমেশচন্দ্র দত্ত ১০।৯৯।৩ ঋকের বঙ্গানুবাদে শিশ্নদেব শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মা'। শিশ্নদেব শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বৈদিক মানব সমাজের সঙ্গে লিঙ্গপূজার কোন সম্পর্ক ছিল না। Prof. Roth-এর মতানুসারে শিশ্নদেব লাঙ্গুলবিশিষ্ট একশ্রেণীর দানবকে বোঝাত।[২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শিশ্নদেব শব্দে লিঙ্গপূজক কোন মানবগোষ্ঠীর কথা স্বীকার করেন নি, "...the expression 'Śiśnadevāḥ' may not signify men who had phallus (linga) for deity, but rather, as Roth suggests, some 'tailed (or priapic) demons', from whose un-welcome intrusion the Aryans sought the protection of Indra."[৩]

শিশ্নদেবের আদি অর্থ কামুক বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। পরে পণ্ডিতেরা শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করে করলেন—লিঙ্গ-পূজক। এইভাবেই রুদ্র-শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের জননেন্দ্রিয়ে পর্যবসিত হয়ে নানা রসাল কাহিনীর বিষয় হয়েছে। স্বামী শংকরানন্দ বলছেন যে, পবিত্রস্তম্ভ (স্তম্ভাকৃতি লিঙ্গ) যজ্ঞের যূপ থেকে উৎপন্ন এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে সূর্যস্তম্ভরূপে পরিগণিত।

"Sacred Pillars were worshipped in every religion. In Vedic India, it was Yupa, in Egypt it was the Dad Pillar, in the Jewish religion it was Ashera and the Sun-pole among the Red Indians."[৪]

এই মতানুসারেও পবিত্রস্তম্ভ শিবলিঙ্গ সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। রুদ্র-শিবের সূর্যাগ্নিরূপতাহেতু তাঁর প্রতীক শিবলিঙ্গ ও সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্যোতির্লিঙ্গ।

অধ্যাপক মহেশ্বর দাসের মতে গৌরীপট্টযুক্ত "শিবলিঙ্গ মূল প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্প মাত্র।"[৫]

১ নিরুক্ত—৪।১৯।১৫ ২ Muir, Oriental Sanskrit Texts, IV—page 411
৩ Cultural Heritage of India, vol. IV—pages 65-66
৪ Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc of Crete—page 38
৫ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা—পৃঃ ৫৩

রুদ্রগণ ও গণেশ

রুদ্রগণ—রুদ্র এক নন, রুদ্র সহস্র সহস্র—"সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাং তেষাং সহস্র যোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি অস্মিন্মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি নীলগ্রীবাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরা। নীলগ্রীবাঃ সিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপাসিতা। যে বৃক্ষেষু সসিপঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ ··· য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে · ।"[১]

—পৃথিবীতে যে সহস্রপ্রকার সহস্রসংখ্যক রুদ্র আছেন তাঁদের ধনুসকল জ্যামুক্ত হয়ে সহস্রযোজন দূরে স্থাপিত হোক,—এই বিশাল অর্ণবসদৃশ অন্তরীক্ষে যে নীলগ্রীব শুভ্রকণ্ঠ রুদ্রগণ বর্তমান আছেন, যে রুদ্রগণ পৃথিবীর অধোভাগে (পাতালে) বিরাজ করেন, নীলগ্রীব শুভ্রকণ্ঠ যে রুদ্রগণ দ্যুলোকে (স্বর্গে) আশ্রয় করে বর্তমান, বৃক্ষে যাঁরা অবস্থান করেন তৃণবৎ পিঞ্জরবর্ণ (শ্যামলবর্ণ), নীলগ্রীব, লোহিতবর্ণ, যাঁরা প্রাণিগণের অধিপতি, শিখাহীন (মুণ্ডিতমস্তক) ও কপর্দী (জটাধারী)—তাঁরা সকলে আরও অনেকে—যাঁরা সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে থাকেন, তাঁদের ধনু সহস্রযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হোক।

শুক্লযজুর্বেদেও অসংখ্য রুদ্র বর্তমান—"অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি-ভূম্যাম্ ···।"[২] অর্থাৎ, অসংখ্য সহস্র প্রকারের রুদ্র ভূমিতে বর্তমান।

এইভাবে স্বর্গে মর্তে পাতালে সর্বদিকে অসংখ্য রুদ্র সর্বত্র বিরাজ করছেন। সর্বদিকে বিরাজমান রুদ্রগণ যে সূর্যাগ্নিরূপী সূর্যের অসংখ্য সর্বব্যাপী কিরণ বা তেজঃসমূহ তা সহজেই অনুমেয়। শুক্লযজুর্বেদে রুদ্রগণ পৃথিবীকে সৃষ্টি করে বৃহজ্জ্যোতিরূপ সূর্য বা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন—"রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহ-জ্জ্যোতিঃ সমীধিরে।"[৩]

রুদ্রগণ, রুদ্রিয়া ইত্যাদিরূপে মরুদ্গণের বিশেষণ বা নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বেদের সর্বত্র। মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র—কখনও বা রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন। রুদ্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে সহস্র সহস্র দেবতা,—তাঁরা অবশ্যই সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের অজস্র কিরণ।[৪] রুদ্রগণ ও মরুদ্গণ একই দেবসঙ্ঘ, একটি ঋকে রুদ্র মরুদ্গণের পিতা এবং সূর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট :

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৫।৫।১১ ২ শুক্ল যজুঃ—১৬।৫৪ ৩ শুক্ল যজুঃ—১১।৫৩

৪ মরুৎ প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব—পৃঃ ৪০০-৪০৮

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ।[১]

—হে মরুৎগণের পিতা, তোমার দেওয়া সুখ আমাদের গৃহে আগমন করুক, তুমি আমাদের সূর্যের সঙ্গে সংযুক্ত কর অর্থাৎ সূর্য দর্শন করাও।

সূর্যাগ্নির রশ্মিরূপেই মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র। এঁরাই যজুর্বেদে সর্বব্যাপী অসংখ্য রুদ্ররূপে অভিহিত। রুদ্রের মতই মরুদ্গণের কাছে ঋষি রক্ষা প্রার্থনা করেছেন—"মরুতো মা গণৈরবন্তু।"[২]—মরুতেরা গণের সঙ্গে আমাকে রক্ষা করুন।

রুদ্রগণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—তাঁরা ইন্দ্রের সহায়ক বৃত্রবধাদি কার্যে। ইন্দ্রেরও গণ আছে—

স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন ॥[৩]

—বশী ইন্দ্র বাণহস্ত নিষঙ্গ-(খড়্গ) ধারী গণের সঙ্গে যুক্ত করেন।

রুদ্রগণ ও ইন্দ্রের গণ একই সত্ত্ব। কারণ রুদ্র ও ইন্দ্র স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়। রুদ্র সহস্রসংখ্যক অথবা অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও রুদ্র কিন্তু এক, কারণ সূর্যাগ্নির তেজ বা কিরণমালা আর সূর্যাগ্নি এক অভিন্ন। সেইজন্যই অসংখ্য হয়েও রুদ্র এক—"এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।"[৪]

একাদশ রুদ্র—মহাভারতে-পুরাণে রুদ্রের সংখ্যা একাদশ। একাদশ রুদ্রের নামও পাওয়া যায়:

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ।
দহনোঽথাশ্বশ্চৈব কপালী চ মহাদ্যুতিঃ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥

—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, পরন্তপ, দহন, অশ্ব, কপালী, মহাদ্যুতি, স্থাণু, ভগ ও ভগবান এই এগারজন রুদ্র।

মহাভারতেই অপর একস্থানে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে রুদ্রের এগারটি নাম আছে—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ।
ঋতশ্চ পিতৃরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ মহেশ্বরঃ।
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ … ॥[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১ ২ অথর্ব—১৯।১।৪৫।১০ ৩ অথর্ব—১৯।২।৪।৪

৪ কৃষ্ণ যজু—১।১।৮।৩ ৫ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৬।২-৩

৬ মহা., শান্তিপর্ব—২০৭।১৯-২০

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পরন্তপ, হহন, মহাদ্যুতি, স্থাণু, ভগ ও ভগবান সূর্যাগ্নির নাম বা রূপভেদ। অজ ও সূর্যাগ্নির নাম। অগ্নি, বিষ্ণু এবং সূর্য তিন দেবতাই অজ হয়েছিলেন। একাদশ রুদ্র সম্পর্কে প্রয়াত দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বোঝায়। কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা একাদশ। তাঁহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। যথা—এক মতে অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর এই একাদশ গণদেবতা বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা।"[1]

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায় একাদশ রুদ্রের নাম—

মহাদেবঃ শিবো রুদ্রঃ শংকরো নীললোহিতঃ।
ঈশানো বিজয়ো ভীমো দেবদেবো ভবোদ্ভবঃ।
কপালীশ্চ কথ্যন্তে তথৈকাদশ শঙ্করঃ॥[2]

স্কন্দপুরাণ মতে একাদশ রুদ্র—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী চাপরাজিতঃ॥[3]

কিন্তু উক্ত পুরাণ মতে কলিযুগের রুদ্রগণের ভিন্ন নাম :

ভূতেশো নীলরুদ্রশ্চ কপালী বৃষবাহনঃ।
ত্র্যম্বকো ঘোর নামা চ মহাকালোঽথ ভৈরবঃ।
মৃত্যুঞ্জয়োঽথ কামেশো যোগেশ ইতি কীর্তিতঃ॥[4]

একাদশ রুদ্রের অনেকগুলি নাম রুদ্রশিবের, আবার অনেকগুলি সূর্য ও অগ্নির নাম বা বিশেষণ হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) প্রজাসৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যায় রত ব্রহ্মার মুখ থেকে রুদ্র বহির্গত হয়ে নিজেকে একাদশভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

ততঃ প্রাণেশ্বরো রুদ্রো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
প্রসাদমতুলং কর্তুং প্রাদুরাসীৎ প্রভোর্মুখাৎ।

১ কৃষ্ণ যজুঃ, ১।২।১২।৬ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৩২৬, পাদটীকা
২ বায়বীয় সং, উত্তরভাগ—২৯।৫৩-৫৫ ৩ স্কন্দপু, একাদশখণ্ড—৮।৬৩
৪ স্কন্দপু, একাদশখণ্ড—৮।৭৮

দশধা চৈকধা চক্রে স্বাত্মানং প্রভুরীশ্বরঃ ।
তে তেনোক্তা মহাত্মানো দশধা চৈকধা কৃতাঃ ॥
যূয়ং সৃষ্টা ময়া বৎসা লোকানুগ্রহকারণাৎ ।
তস্মাৎ সর্বস্য লোকস্য স্থাপনায় হিতায় চ ॥
প্রজা সন্তানহেতোশ্চ প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ ।
এবমুক্তাশ্চ রুরুদুর্দ্দুদ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ ।
রোদনাদ্দ্রাবণাচ্চৈব তে রুদ্রা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥[১]

—প্রভু (ব্রহ্মার) মুখ থেকে অনুগ্রহ করার নিমিত্তই ভগবান নীললোহিত রুদ্র আবির্ভূত হলেন। তিনি নিজেকে একাদশভাগে বিভক্ত করলেন। তারপর তিনি একাদশ রুদ্রকে বললেন, বৎসগণ, সকল লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণের নিমিত্ত তোমরা সৃষ্ট হয়েছে, অতএব তোমরা নিরলসভাবে প্রজাসন্তানের নিমিত্ত যত্ন কর। এই কথা শুনে তাঁরা রোদন এবং পলায়ন করেছিলেন। রোদন এবং দ্রবণের নিমিত্ত তাঁরা রুদ্র নামে খ্যাত।

রুদ্রগণের বৈচিত্র্য—বৈচিত্র্যময় রুদ্রগণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে বামন-পুরাণে। অন্ধকাসুরের সেনাপতি দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধকালে নন্দী শিবগণের পরিচয় প্রদানকালে শিবকে বলেছিলেন—

যানেতান্ পশ্যসে শম্ভো ত্রিনেত্রান্ জটিলান্ শুচীন্ ।
এতে রুদ্রা ইতি খ্যাতাঃ কোট্যস্ত্বেকাদশৈব তু ॥
বানরাস্যান্ পশ্যসে যান্ শার্দূলসম বিক্রমান্ ।
এতেষাং দ্বারপালাশ্চ মন্নামানো যশোধনাঃ ॥
ষণ্মুখান্ পশ্যসে যাংশ্চ শক্তিপাণীন্ শিখিধ্বজান্ ।
ষট্ চ ষষ্টিশ্চ কোট্যঃ স্কন্দনাম্নঃ ষড়াননাঃ ।
বিশাখা তাবদেবোক্তা নৈগমেয়াশ্চ শঙ্কর ॥
সপ্তকোটিশতং শম্ভো অমী বৈ প্রমথোত্তমাঃ ।
একৈকং প্রতি দেবেশ তাবতোহপি মাতরঃ ॥
ভস্মারুণিতদেহাশ্চ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ ।
এতে শৈবা ইতি প্রোক্তাস্তব ভক্তা গণেশ্বরাঃ ॥

১ বায়বীয় সং—১০।৫৬-৬০

তথা পাশুপতাশ্চান্যে ভস্মপ্রহরণা বিভো।
এতে গণাস্ত্বসংখ্যাতাঃ সাহায্যার্থং সমাগতাঃ॥
পিণাকধারিণো রৌদ্রগণাঃ কালমুখাঃ পরে।
তব ভক্তাঃ সমায়াতা জটামণ্ডলিনোঽধুনা॥
খট্বাঙ্গযোধিনো বীরা রক্তচন্দনভূষিতাঃ।
ইমে প্রাপ্তা গণা যোদ্ধুং মহাব্রতিন উত্তমাঃ॥
দিগ্বাসসো মৌনিনশ্চ ঘন্টাপ্রহরণাঃ পরে।
নিরাশ্রয়া নাম গণাঃ সমায়াতাশ্চ হে বিভো॥
সার্ধ ত্রিনেত্রাঃ পদ্মাক্ষাঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসঃ।
সমায়াতাঃ খগারূঢা বৃষভধ্বজিনোঽব্যয়াঃ।
মহাপাশুপতা নাম চক্রশূলধরাস্তথা।
ভৈরবো বিষ্ণুনা সার্ধমভেদেনার্চিতো হি বৈঃ॥
ইমে মৃগেন্দ্রবদনাঃ শূলবাণধনুর্ধরাঃ।
গণাস্ত্বদ্রোমসংভূতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ॥[১]

—হে শম্ভো! আপনি এই যে জটাজূটমণ্ডিত শুচিস্বভাব ত্রিনেত্র গণসকলকে দেখিতেছেন, ইহারা রুদ্রনামে বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা একাদশকোটি। এই যে শার্দূলসমবিক্রমসম্পন্ন বানরমুখ গণসকলকে অবলোকন করিতেছ, ইহারা উঁহাদের দ্বারপাল। ইহারা সকলেই যশোধন এবং সকলেই যুধ্যমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই ষণ্মুখ শিখিধ্বজ শক্তিহস্ত কুমারদিগকে দেখিতেছেন, ইহারা স্কন্দ নামে বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা ষট্‌ষষ্টি কোটি। শাখ নামে বিখ্যাত ষড়াননগণসকলও সংখ্যায় ষট্‌ষষ্টি কোটি। হে শংকর! বিশাখ ও নৈগমেয় নামক গণসকলও ষট্‌ষষ্টি কোটি বলিয়া বিখ্যাত আছে। হে শম্ভো! এই প্রমথশ্রেষ্ঠগণের সংখ্যা সপ্তকোটিশত। হে দেবেশ! ইহাদের একৈককের প্রতি তাবৎ সংখ্যক মাতৃকা আছেন। এই শূলপাণি, ত্রিনেত্র, ভস্মরুণিত দেহ গণেশ্বরসকল শৈব নামে বিখ্যাত। ইহাদের নাম পাশুপতগণ। ...এই কালবদন, পিণাকধারী অপর রৌদ্রগণ আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন; ইহারাও আসিয়াছে। এই মহাব্রতী নামক গণসকল যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা খট্বাঙ্গ যোধী, বীর ও রক্তচন্দনে ভূষিত। হে বিভো! এই নিরাশ্রয়

১ বামনপুরাণ—৩৭।৩-১৭

নামক গণসকলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা দিগ্‌বস্ত্র, মৌঞ্জীধারী এবং খট্টাঙ্গ ইহাদের প্রহরণ। বৃষভধ্বজী গণসকলও আসিয়াছে। ইহারা সকলেই শার্দূলনেত্র ও পদ্মাক্ষ, সকলেই শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষোবিশিষ্ট এবং সকলেই খগারূঢ়। ইহাদের বিনাশ নাই, ক্ষয়ও নাই। এই মহাপাশুপত নামক গণসকলও উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা বিষ্ণুর সহিত অভেদে মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকে। আপনার রোম হইতে উদ্ভূত বীরভদ্র প্রমুখ এই গণসকলও আগমন করিয়াছে। ইহারা সকলেই সিংহের ন্যায় বদনবিশিষ্ট ও সকলেই শূলবাণ ধনুর্ধর।[১]

শিবগণের এই বিশাল সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এমন কি শিখিধ্বজ ষড়ানন, কুমার, শাখ, বিশাখ ও শিবের গণ। এই নামগুলি সবই কার্তিকেয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সতী দেহত্যাগের পরেও ক্রুদ্ধ শিব গণ সৃষ্টি করেছিলেন—

ততঃ ক্রোধাত্ত্রিনেত্রস্য গাত্ররোমোদ্ভবাস্তুনে।
গণা সিংহমুখা জাতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ॥

*　　　　*　　　　*

ততো গণানামধিপো বীরভদ্রো মহাবলঃ।
দিশি প্রত্যন্তরামাক তস্থৌ শূলধরো মুনে॥[২]

—ত্রিনয়নের ক্রোধ থেকে দেহের রোম থেকে হে মুনে, বীরভদ্র প্রমুখ সিংহমুখ গণসমূহ উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর গণসমূহের অধিপতি মহাবল বীরভদ্র শূল ধারণ করে উত্তর দিকে অবস্থান করেন।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে অন্ধকাসুরের নির্যাতনকারী শিবগণের বিবরণ:

বিনায়কেন স্কন্দেন নন্দিনা সোমনন্দিনা।
নৈগমেয়েন শাখেন বিশাখেন বলীয়সা॥
ইত্যাদ্যৈশ্চ গণৈশ্চৈবমন্ধকোহপ্যাকৃতঃ।[৩]

—বিনায়ক, স্কন্দ, নন্দী, সোমনন্দী, নৈগমেয়, শাখ, বলবান বিশাখ প্রভৃতি রুদ্রগণের দ্বারা অন্ধক আহত হয়েছিল।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন　২ বামনপুরাণ—৪।১৭, ১৯
৩ স্কন্দপু, কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—১৩।৬৮-৭০

দক্ষযজ্ঞের অবসানে দক্ষ গণাধিপত্য লাভ করেছিলেন। শিব তখন দক্ষকে বললেন—

ত্যক্ত্বা লোকৈষণামেতাং মদ্ভক্তো ভব যত্নতঃ।
ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্পান্তেঽনুগ্রহান্মম ॥[১]

—এই লোক ত্যাগ করে যত্ন সহকারে আমার ভক্ত হও। তুমি কল্পান্তে আমার অনুগ্রহে আমার গণের অধিপতি হবে।

মহাদেবের হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে অন্ধকাসুর শিবের স্তব করায় মহাদেব অন্ধককে গাণপত্য প্রদান করেছিলেন। মহাদেব অন্ধককে বললেন,—

প্রীতোঽহং সর্বথা দৈত্যস্তবেনানেন সাম্প্রতম্।
সম্প্রাপ্য গাণপত্যং মে সন্নিধানে সদা বস ॥
অরোগচ্ছিন্নসন্দেহো দেবৈরপি সুপূজিতঃ।
নন্দীশ্বরস্যানুচরঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥
এবং ব্যাহৃতিমাত্রে তু দেবদেবেন দেবতাঃ।
গণেশ্বরং মহাদৈত্যমন্ধকং দেবসন্নিধৌ ॥
সহস্রসূর্যসংকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রচিহ্নিতম্।
নীলকণ্ঠং জটামৌলিং শূলাসক্তং মহাকরম্ ॥[২]

—হে দৈত্য, সম্প্রতি আমি তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, আমার গাণপত্য লাভ করে রোগহীন সন্দেহহীন হয়ে, দেবতাদের পূজিত হয়ে আমার কাছে বাস কর। দেবদেব এইরূপ বলা মাত্রই দেবগণ মহাদেব সন্নিকটে সহস্র সূর্যসমতুল্য ত্রিনেত্র চন্দ্রচিহ্নিত নীলকণ্ঠ জটাবদ্ধমস্তক বিশাল হস্তে শূলধারী গণেশ্বর মহাদৈত্য অন্ধককে দেখলেন।

মৎস্যপুরাণে (১৫৪ অঃ) শিবগৃহের দৌবারিক বীরক ও একজন গণাধিপতি,—

তত্রাপশ্যৎ ত্রিনেত্রস্য রম্যং কঞ্চিদ্বিতীয়কম্।
বীরকং লোকবীরেশমীশানসদৃশদ্যুতিম্ ॥[৩]

রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে যখন রাবণ কৈলাশ আক্রমণ করেছিল, সেই সময়ে রাবণ ও মারীচের কথোপকথনকালে শিবানুচর বিকটাকার নন্দী আবির্ভূত হয়ে রাবণের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখনকার নন্দীর বর্ণনা :

১ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ—১৫।৭৬।৭৭ ২ কূর্মপুরাণ—১৫।২০৬-২০৯
৩ মৎস্যপুঃ—১৫৪।২৩

ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।
বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী।
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ ॥[1]

এখানে নন্দী কৃষ্ণপিঙ্গল, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিতমস্তক, হ্রস্ববাহু, ভবের অনুচর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রুদ্রকর্তৃক রুদ্রগণ সৃষ্টির অন্য একপ্রকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করে আদেশ করলেন প্রজা সৃষ্টি করতে। রুদ্রও স্বদেহ থেকে আত্মসমগুণসম্পন্না ভার্যা সতীকে নির্মাণ করলেন। অতঃপর রুদ্র আত্মানুরূপ সহস্র সহস্র গণ সৃষ্টি করলেন। এঁরা রুদ্রগণ নামে খ্যাত হলেন।

সহস্রং হি সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসিনা।
তুল্যাংশ্চৈবাত্মনঃ সর্বে রূপতেজবলশ্রুতৈঃ।
পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দান্ বিলোহিতান্।
বিবাসান্ হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ॥
বহুরূপান্ বিরূপাংশ্চ বিশ্বরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনঃ বর্মিণশ্চৈব ধার্মিণশ্চ বরূথিনঃ॥
সহস্রশতবাহূংশ্চ দিব্যান্ ভৌমান্তরিক্ষগান্।
স্থূলশীর্ষনখদংষ্ট্রান্ দ্বিজিহ্বাং-স্ত্রিলোচনান্।

*　　　*　　　*

নীলগ্রীবান্ সহস্রাক্ষান্ সর্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান্॥
অদৃশ্যান্ সর্বভূতানাং মহাযোগান্ মহৌজসঃ।
ক্রন্দতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান্ সহস্রশঃ॥[2]

—কৃত্তিবাস সৃষ্টি করলেন সহস্র সহস্র আত্মতুল্য সমান রূপ, তেজ, বল ও জ্ঞানসম্পন্ন গণ। এঁরা পিঙ্গলবর্ণ, নিষঙ্গধারী, জটামণ্ডিত, রক্তবর্ণ, বিবসন, পাটলবর্ণ কেশ, তেজে দৃষ্টিপ্রতিহতকারী, কপালহস্ত, বহুরূপবিশিষ্ট, বিরূপ, সর্বপ্রকার রূপবিশিষ্ট, রথারোহী, বর্মধারী, ধার্মিক, যোদ্ধা, সহস্র বাহুবিশিষ্ট, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে গমনকারী, স্থূলমস্তক, নখ ও দন্ত বিশিষ্ট, দুই জিহ্বা সমন্বিত, তিন লোচনযুক্ত, নীলকণ্ঠ, সহস্রচক্ষু, সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণকারী,

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—১৬।৮-৯　　২ ব্রহ্মাণ্ডপু:—১।১০।৩৩-৪৬, ৫০-৫১

সর্বভূতের অদৃশ্য, মহাযোগপরায়ণ, মহাবেগসম্পন্ন, শব্দকারী—এইরূপ সহস্র প্রকারের।

এদের দেখে ব্রহ্মা বললেন, এরূপ আত্মতুল্য প্রজা আর সৃষ্টি কোরো না, তুমি অন্য প্রকার প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র বললেন, এই যাদের আমি সৃষ্টি করেছি, মহাশক্তিমান এরা রুদ্র নামে খ্যাত হবে, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে পরিচিত হবে।

এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্মোপম নিশ্চিতাঃ॥
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনাম্না প্রতিশ্রুতাঃ॥[১]

রুদ্রের অনুচরবর্গ রুদ্রের অনুরূপ অর্থাৎ রুদ্রের অংশস্বরূপ। রামায়ণকার বলেছেন, শিবানুচর নন্দী শঙ্করের রূপান্তরমাত্র—

ভগবান নন্দী শংকরস্যাপরা তনুঃ।[২]

গণপতি—সংখ্যাতীত বিচিত্ররূপী রুদ্রগণের যিনি অধিপতি তিনিই গণেশ বা গণেশ্বর। কিন্তু মহাভারতে গণেশ্বর তেত্রিশ সংখ্যক।

এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্বভূতগণেশ্বরাঃ॥
নন্দীশ্বরো মহাকায়ো গ্রামণীর্বৃষভধ্বজঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়কাঃ।
সৌম্যা রৌদ্রা গণাশ্চৈব যোগভূতগণাস্তথা।
জ্যোতীংষি সরিতো ব্যোম সুপর্ণঃ পতগেশ্বরঃ॥

—এই তেত্রিশ জন দেবতা সর্বভূতগণের ঈশ্বর। এঁরা নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণেশ্বর ও বিনায়কগণ সর্বলোকের প্রভু, সৌম্যগণ, রৌদ্রগণ, যোগভূতগণ, জ্যোতিসমূহ, সরিৎসমূহ, আকাশ, সুপর্ণ ও পতগেশ্বর গরুড়।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে গণ ও গণপতি বহুসংখ্যক—

গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ।[৩]

যজুর্বেদের যুগেই রুদ্রের গাণপত্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল,—তাই ঋষির প্রার্থনা—

রুদ্রস্য গাণপত্যাং ময়োভূরেহি।[৪]—রুদ্রের গাণপত্য সুখকর হোক।

১ ব্রহ্মাণ্ডপু:—১০।৪৪-৫৫ ২ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—১৬।১৪ ৩ কৃষ্ণ যজু:—৪।৫।৪৪
৪ শুক্ল যজু:—১১।১৫

ইন্দ্র গণপতি—রুদ্রগণ, মরুদ্গণ ও ইন্দ্রগণ একই বস্তু। পরবর্তীকালে অবশ্য ভূতাধিপতি ভূতনাথ শিবের অনুচর প্রেতগণ ও রুদ্রগণ এক হয়ে গেছে। এঁরাই শিবের প্রমথ। এই গণের অর্থাৎ রুদ্রসমূহের অধিপতি গণেশ্বর বা গণপতি —সংক্ষেপে গণেশ। বলা বাহুল্য, এই গণাধিপতি দেব ও রুদ্র অভিন্ন। রুদ্র ও ইন্দ্র স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়ায় ইন্দ্রকেও গণপতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে ঋগ্বেদে :

নিষুসীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাং।[১]

—হে গণপতি ইন্দ্র, তুমি গণের মধ্যে উপবেশন কর। কবিদের মধ্যে তোমাকেই বিপ্রতম বলা হয়।

একটি ঋকে ইন্দ্র রুদ্রগণের অর্থাৎ মরুদ্গণের পিতা—

স সূনুভির্ন রুদ্রেভি ঋভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্।[২]

—ইন্দ্রপুত্র রুদ্র (মরুৎ) গণের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে সমুদ্রের সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করেছিলেন।

শিবই গণপতি—পরবর্তীকালে গণেশ রুদ্র শিব থেকে পৃথক হয়ে শিবনন্দন গণেশরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং পূজা পাচ্ছেন অদ্যাবধি। প্রকৃতপক্ষে রুদ্রগণের অধিপতি রুদ্র-শিবই ত গণেশ বা গণপতি। লিঙ্গপুরাণে শিব স্বয়ং গণেশ্বরের রূপ ধারণ করেছিলেন। কোন সময়ে দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হলে শিব দেবগণকে বর দিতে উদ্যত হলেন, দেবগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্‌পতি ব্রহ্মা অসুরদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার বিঘ্নভাব প্রার্থনা করলেন।

প্রণম্য চাহ বাক্‌পতিঃ পতিং নিরীক্ষ্য নির্জরঃ।
সুরেতরাদিভিঃ সদা সুবিঘ্নমর্দিতো ভবান্।
সমস্তকর্মসিদ্ধয়ে সুরাপকারকাদিভিঃ।
ততঃ প্রসীদতু ভবান্ সুবিঘ্নকর্মকারণম্।
সুরাপকারকারিণামিহৈব এব নো বরঃ।
ততস্তদা নিশম্য বৈ পিনাকধৃক্ সুরেশ্বরঃ।
গণেশ্বরং সুরেশ্বরং বপুর্দধার সঃ শিবঃ।
গণেশ্বরায় তুষ্টুবুঃ সুরেশ্বরা মহেশ্বরম্।
সমস্ত লোকশঙ্করং ভবার্তিহারিণং ভবম্।

১ ঋগ্বেদ—১০।১১২।৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১০০।৫

ইত্যাননাশ্রিতং বরং ত্রিশূল পাশ ধারিণম্ ।
সমস্তলোকসম্ভবং গজাননং তথাম্বিকা ॥[১]

—বাক্‌পতি ব্রহ্মা প্রণাম করে প্রভুকে দেখে নির্ভয় হয়ে বললেন, দেবগণের অপকারকারী অসুরদের থেকে সকল কর্মসিদ্ধির নিমিত্ত অবিঘ্ন তোমার কাছে প্রার্থনা করি। সুতরাং তুমি প্রসন্ন হও। দেবগণের অহিতকারীদের কর্মের বিঘ্নকারণ হও, এই আমাদের প্রার্থিত বর। তারপর তাঁদের কথা শুনে পিণাক-ধারী সুরপতি সেই শিব সুরাধিপতি গণেশ্বরের রূপ ধারণ করলেন। দেবগণ গণেশ্বরের স্তব করলেন। সকল লোকের উদ্ভবস্থল, তনন্তঃখণ্ডকারী মঙ্গলময়, গজমুখধারণকারী শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ও পাশধারী মহেশ্বর গজাননকে অম্বিকা দর্শন করালেন।

তখন দেবগণ গণেশ্বরকে স্তব-পূজা করলেন। বালকরূপী সেই গজানন গণেশ পুত্ররূপে শিব ও অম্বিকাকে প্রণাম করলেন; শিবও সদ্যোজাত পুত্রের সর্বপ্রকার সংস্কারাদি বিধান করলেন।

মহেশ্বরস্য পুত্রকোঽভিবন্দ্য তাতমম্বিকাম্ ।
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্টা চকার ভগবান্ ভবঃ ॥
গজাননায় কৃত্যাংস্তু সবান্ সর্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ।[২]

শিব স্বয়ং গণাধিপতি হয়েছিলেন, নিজেই নিজের পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন। গণাধিপতি গজানন রুদ্র শিবেরই রূপবিশেষ, এই সত্যই এই উপাখ্যানের তাৎপর্য।

সৌরপুরাণও বলছেন যে গৌরীভর্তা শিবই গণেশ্বর—
বেদান্তসারসন্দোহঃ কপালী নীললোহিতঃ ।
ধ্যানাহারোঽপরিচ্ছেদ্যো গৌরীভর্তা গণেশ্বরঃ ॥[৩]

—বেদান্তের সারসমূহ, কপালধারী, নীললোহিত, ধ্যানমাত্র আহার, অমেয় গৌরীপতি গণেশ্বর।

রামায়ণেও শিব স্বয়ং গণেশ :

গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ ।[৪]

১ লিঙ্গপুঃ—১০৫।৪৯ ২ লিঙ্গপুঃ—১০৫।১২-১৩ ৩ সৌরপুঃ—৩১।১৫-১৬
৪ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৩০

এখানেই শিবের আর এক নাম গণাধ্যক্ষ :

ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।[১]

মহাভারতেও শিবই গণেশ—

গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্।[২]

বামনপুরাণ পার্বতী পরিণয়কালে বরবেশী দেব ও গণ পরিবেষ্টিত শিবকেই গণেশ বলেছেন—

দেবৈর্গণৈশ্চাপি বৃতো গণেশঃ সংশোভতে মুক্তজটাগ্রভারঃ।[৩]

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের একটি তাম্রমুদ্রায় ধনুর্বাণধারী একটি মূর্তি অঙ্কিত আছে। মূর্তির দক্ষিণে ব্রাহ্মী অক্ষরে 'গণেশ' শব্দটি খোদিত আছে। মূর্তিটি পিণাকধারী শিবের মূর্তি বলে অনুমান করা হয়। কুষাণ যুগে (খ্রীঃ ১ম/২য় শতাব্দী) রুদ্র-শিব গণেশ নামে পরিচিত ছিলেন,—এই মুদ্রাই এবিষয়ে সাক্ষ্য। এই সময়েও শিবপুত্ররূপে গজানন গণেশের পৃথক আবির্ভাব ঘটে নি।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "গণেশেরও অপর নাম ছিল বিনায়ক, তিনি গণ থেকে গণপতিত্বে উন্নীত হন।" শিবগণ বিনায়ক হলেন গণপতি গজানন—এরূপ সহজ প্রচলিত মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কোন কোন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত গণেশকে ও শিবকে অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন : "Przyluski ...is of opinion that Śiva and Gaṇeśa were originally one and the same god, that is, that although Gaṇeśa does not figure in the Mahābhārata as distinct from Śiva (Gaṇeśvara, he is nonetheless an aspect of Śiva and might therefore have been considered identical with Rudra-Śiva, even although he was introduced into the Indian Pantheon as Gaṇeśa, Lord of the Gaṇas."[৬]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে গণেশ-রুদ্রের বিঘ্নবিনাশন মূর্তি পুরাণের গণপতি-গজানন।—"গণেশের বিঘ্নবিনাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি।"[৭]

রুদ্র-শিব যেমন সূর্যাগ্নির একটি রূপ—গণেশও তেমনি সূর্যাগ্নিরই একরূপ। রুদ্র ধ্বংস করেন বিশ্বসৃষ্টি, আর গণেশ ধ্বংস করেন সৎকর্মের বিঘ্ন। অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণেশকে অগ্নিরূপে শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৩২ ২ মহাঃ, বনপর্ব—৩৯।৭৯ ৩ বামনপুঃ—৫২/১৯
৪ Development of Hindu Iconography (1941)—page 138
৫ বাংলা কাব্যে শিব ৬ Ganeśa—Alic Getty, page 3 ৭ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০৬, ১১৫

"A figure like Agni enables us to understand the many-sided inconsistent presentment of Śiva and Viṣṇu in later times. Even a deity like Gaṇeśa, who seems at first sight modern and definite illustrates these ancient characteristics."[১]

গণেশের জন্ম—গণাধিপতি রুদ্র-শিব গণের অধিপতি হয়ে থাকতে পারলেন না। যেমন করে এক দেবসত্তা থেকে বহু দেবতার উদ্ভব, ঠিক তেমনি করেই গণপতি রুদ্র-শিব থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে শিবনন্দন গজানন গণেশ শিবপুত্ররূপে পরিগণিত হলেন। সুতরাং গণেশের জন্ম সম্বন্ধে বহুবিধ বৈচিত্র্যময় কাহিনী গড়ে উঠলো এবং পুরাণাদিতে স্থান পেতে লাগলো। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যেও কোন কোনটিতেও গণেশকে রুদ্ররূপে প্রতিভাত করে।

বরাহপুরাণের বিবরণ—দেবগণ ও ঋষিগণ বিঘ্ন প্রশমনার্থে কোন নূতনতর দেবতার উদ্ভবের জন্য রুদ্রের কাছে অনুরোধ করলেন। দেবতা ও ঋষিবর্গের অনুরোধ শুনে মহাদেব উমার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং চিন্তা করলেন—পৃথিবীতে, জলে, অগ্নিতে ও বায়ুতে তাঁর মূর্তি আছে, কিন্তু আকাশে তাঁর কোন মূর্তি নেই।

পৃথিব্যাং বিদ্যতে মূর্তিরপাং মূর্তিস্তথৈব চ।
তেজসঃ শ্বসনস্যাপি মূর্তিরেষা তু দৃশ্যতে॥
আকাশস্য কথং নেতি মত্বা দেবো জহাস চ॥[২]

হাস্যময় রুদ্রের সম্মুখেই তাঁর অপর মূর্তি আকাশ পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করতে লাগলেন।

মূর্তিমানতিতেজস্বী হসতঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রদীপ্তাস্যো মহাদীপ্তঃ কুমারো ভাসয়ন্ দিশঃ।
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তঃ সাক্ষাদ্রুদ্র ইবাপরঃ॥[৩]

—পরমেশ্বরের হাস্যকালে তাঁর মুখ থেকে মূর্তিমান, প্রদীপ্তমুখ, মহাদীপ্ত, পরমেশ্বরের গুণযুক্ত, সাক্ষাৎ রুদ্রতুল্য কুমার দিক্‌সমূহকে উদ্ভাসিত করে বিরাজ করতে লাগলেন।

১ Hinduism & Buddhism—page 58
২ বরাহপুঃ—২৩।১০।১১ ৩ বরাহপুঃ—২৩।১৩-১৪।

কুমারের অপূর্বরূপে দেবগণ মোহিত হলেন। এমন কি উমাও মোহিত হলেন। সুতরাং রুদ্র কুপিত হয়ে এই অপর রুদ্রকে গজবক্ত্র ও লম্বোদর করে বিকৃতাকার করে দিলেন।

তং দৃষ্ট্বা পরমং রূপং কুমারস্য মহাত্মনঃ।
উমা নিমেষনেত্রাভ্যাং তমপশ্যত ভামিনী॥
তং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবো স্ত্রীভাবচঞ্চলং তথা।
মত্বা কুমাররূপস্তু শোভনং মোহনং দৃশাম্॥
ততঃ শশাপ তং দেবো গণেশং পরমেশ্বরঃ।
কুমার গজবক্ত্রস্ত্বং প্রলম্বজঠর তথা।
ভবিষ্যসি তথা সর্পৈরুপবীতগতির্ধ্রুবম্॥[1]

—মহান্ কুমারের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখে উমা নিমেষ রহিত নেত্রদ্বারা তাঁকে দেখতে লাগলেন। স্ত্রীভাবের চাঞ্চল্য দেখে কুমারের রূপ নয়নমুগ্ধকারী পরম সুন্দর জেনে মহাদেব তাঁকে শাপ দিলেন,—কুমার, তুমি গজমুখ ও লম্বোদর হবে এবং সর্প তোমার উপবীত হবে।

রুদ্র ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁর দেহবিনির্গত স্বেদ থেকে অসংখ্য বিনায়ক জন্মগ্রহণ করলো। এরা সকলেই গজবক্ত্র—নীলাঞ্জনসমবর্ণ। তখন ব্রহ্মা শিবকে অনুরোধ করলেন তাঁর মুখনিঃসৃত কুমারকে রুদ্র-দেহ-নিঃসৃত আকাশে অবস্থিত বিনায়কগণের নেতা করে দিতে। রুদ্র তখন গণেশকে বর দিলেন,—

বিনায়কো বিঘ্নকরো গজাস্যো
গণেশনামা চ ভবস্য পুত্রঃ।
এতে চ সর্বে তব সন্তু ভৃত্যা
বিনায়কা ক্রূরদৃশঃ প্রচণ্ডাঃ॥
উচ্ছুষ্মদানাদি বিবৃদ্ধদেহাঃ।
কার্যেষু সিদ্ধিং প্রতিপাদয়ন্তঃ॥
ভবাংশ্চ দেবেষু তথা মখেষু।
কার্যেষু চান্যেষু মম প্রভাবাৎ॥
অগ্রেষু পূজাং লভতেঽন্যথা চ।
বিনাশয়িষ্যথ কার্যসিদ্ধিম্॥[2]

১ বরাহপুঃ—২৩।১৬।১৮ ২ বরাহপুঃ—২৩।২৮-৩০

—বিনায়ক বিঘ্নকর, গজবদন, গণেশ নামে ভবের পুত্র, ক্রূরদর্শন, ভয়ংকর, উজ্জ্বলপ্রভৃতিদানে বর্ধিতদেহ, কার্যসিদ্ধিদাতা—এই সকল বিনায়ক তোমার ভৃত্য হোক্। তুমি ও তোমার প্রভাবে দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞে ও অন্যান্য কার্যে অগ্রে পূজা প্রাপ্ত কর। অন্যথায় কার্যসিদ্ধি বিনষ্ট কর।

এই উপাখ্যানে গণেশকে যেমন রুদ্র-শিবের অপর মূর্তি বলে চিনতে পারা যায়, তেমনি রুদ্রের মত গণেশকে আকাশ উদ্ভাসিত সূর্যরূপে বিচরণ করতে দেখে রুদ্রের সঙ্গে গণেশের অভিন্নতাও উপলব্ধি করা যায়। আর বিনায়কগণও যে রুদ্র থেকে ভিন্ন নয়, এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিবপুরাণের বিবরণ—শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতা) গণেশ জন্মের বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পুরাণানুসারে পার্বতী জয়া ও বিজয়া সখীর সঙ্গে আলোচনা করলেন,—রুদ্রের নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি গণ এবং অসংখ্য প্রমথ রয়েছে, তাঁরা রুদ্রের আজ্ঞাবর্তী। কিন্তু আমাদের আজ্ঞাবর্তী কেউ নেই। তারপর একদিন নন্দীকে দ্বারী রেখে পার্বতী স্নান করছিলেন, সদাশিব নন্দীকে ভর্ৎসনা করে সেখানে উপস্থিত হলেন, স্নানরতা পার্বতী লজ্জায় জল থেকে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন, তাঁর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, এমন এক প্রহরী চাই। এই ভেবে জল থেকে পাঁক তুলে একটি সুন্দর পুত্র নির্মাণ করলেন।

মদীয়ঃ সেবকঃ কশ্চিদ্ভবেচ্ছুভকরস্তদা ॥
মদাজ্ঞয়াঃ পরং নান্যদ্রেখামাত্রং চলেদিহ।
ইতি বিচার্য্য সা দেবী করয়োর্জলসম্ভবম্ ॥
পঙ্কমুৎসার্য্য তেনৈব নির্মমে পুত্রকং শুভম্।
সর্বাবয়বনির্দোষং সর্বাবয়বসুন্দরম্ ॥[১]

কোনসময়ে পার্বতী পুত্রকে দ্বারে নিযুক্ত করে স্নান করছিলেন। শিব সেই সময়ে স্নানাগারে প্রবেশে উদ্যত হওয়ায় গণেশ বাধা দিলেন। শিবের প্রমথ-গণের সঙ্গে গণেশের বিবাদ শুরু হোল। পার্বতীর ইঙ্গিতে গণেশ প্রমথগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। দেবগণ সহ শিব বরণ করলেন পরাজয়। তখন নারদের পরামর্শে কালান্তক যমের তুল্য গণেশকে বধ করতে প্রস্তুত হলেন দেবগণ। বিষ্ণু মায়ার দ্বারা গণেশের শক্তিদ্বয়কে মোহিত করলেন এবং শিব পশ্চাৎ থেকে শূলাঘাতে গণেশের মস্তক ছিন্ন করলেন।

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—১২।১৩-১৮

বিষ্ণুশ্চৈব গণশ্চৈব যুযুধাতে পরস্পরম্।
এতদন্তরমাসাদ্য শূলপাণিস্তথোত্তরে।
আগত্য চ ত্রিশূলেন শিরস্তস্য ন্যপাতয়ৎ॥[1]

গণেশ নিহত হলে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে সহস্র শক্তি সৃষ্টি করে দেব-দানব-মানব প্রভৃতি সকল সৃষ্টি বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন। তখন নারদ দেবগণসহ দেবীকে তুষ্ট করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দেবী বললেন—

মৎপুত্রো যদি জীবেত তদা সংহরণং নহি।
যথা চ ভবতাং মধ্যে পূজ্যোঽয়ং চ ভবিষ্যতি॥
সর্বাধ্যক্ষো ভবেদস্ত নান্যথা সুখমাপস্যথ।[2]

—আমার পুত্র যদি বাঁচে, তাহলে ধ্বংস করবো না। যেমন সে তোমাদের মধ্যে পূজ্য হবে, তেমনি হবে সকলের অধ্যক্ষ, নচেৎ সুখ পাবে না।

গণেশের ছিন্ন মুণ্ড পাওয়া গেল না। শিব প্রমথগণকে নিয়োগ করলেন। উত্তর দিকে গমন করে তারা প্রথমে যে ব্যক্তির দর্শন পাবে, তারই মুণ্ড ছিন্ন করে গণেশের দেহে সংযোজিত করবে। তারা উত্তর দিকে গিয়ে একটি এক-দন্তবিশিষ্ট হস্তীর মুণ্ড ছিন্ন করে এনে গণেশের কবন্ধে সংযোজিত করলো।

ততস্তৈস্তৎ কৃতং সর্বং শিবাজ্ঞাপরিপালকৈঃ।
কলেবরং সমানীয় প্রক্ষাল্য বিধিবচ্চ তৎ॥
পূজয়িত্বা পুনস্তে বৈ গতাশ্চোদঙ্‌মুখাস্তদা।
প্রথমং মিলিতস্তত্র হস্তীচাপ্যেকদন্তকঃ॥
তচ্ছিরশ্চ তথা ছিত্ত্বা নীত্বা তেনাপ্যযোজয়ন্।[3]

দেবগণ গণেশের দেহে তেজ সঞ্চারিত করলেন। গণেশ জীবন ফিরে পেলেন। শিব গণেশকে পুত্র বলে স্বীকার করলেন।

শিবোঽপি তস্য শিরসি কৃত্বা করপঙ্কজম্।
উবাচ বচনং দেবান্ পুত্রোঽয়মিতি চাপরঃ॥[4]

—শিবও তাঁর মাথায় করপদ্ম স্থাপন করে দেবতাদের বললেন, এটি আমার পুত্র।

১ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৩৩।৪৮-৪৯ ২ জ্ঞান সং—৩৩।২৯-৩০ ৩ জ্ঞানসং—৩৩।৩৬
৪ জ্ঞান সং—৩৩।৫০

স্কন্দপুরাণের বিবরণ—স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ডের অন্তর্গত অর্বুদখণ্ড) আছে, পার্বতী খেলাচ্ছলে গাত্রমল নিয়ে সুন্দর এক কুমার নির্মাণ করলেন, কিন্তু অধিক মলের অভাবে কুমারের মাথা তৈরী করা গেল না। তখন পার্বতী স্কন্দকে বললেন—

লেপমানয় ভদ্রন্তে শিরোঽর্থং স্কন্দ সত্বরম্।
যেনায়ং পুত্রকো মে স্যাদ্ ভ্রাতা তে পরদুর্জয়ঃ॥

— হে স্কন্দ, সত্বর মস্তকের জন্য উৎকৃষ্ট লেপ (কর্দম) নিয়ে এস। শত্রুর পক্ষে দুর্জয় আমার এই পুত্র তোমার ভ্রাতা হোক।

কিন্তু স্কন্দ লেপ আর খুঁজে পেলেন না,—একটি মত্ত গজ দেখে তার মাথাটি কেটে নিয়ে এলেন, আর পার্বতীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সেই লেপময় দেহে গজমুণ্ড জুড়ে দিলেন।

ততো গৌরীসমাদেশাল্লেপালব্ধৌ নৃপোত্তম।
মত্তং গজবরং দৃষ্ট্বা শিরস্তস্য সমানয়ৎ॥
তচ্চিরিযোজয়ামাস গাত্রে লেপ সমুদ্ভবে।[১]

পার্বতী যখন "মামেতি মুহুর্মুহুঃ"—মুহুর্মুহু না না বলছিলেন, সেই সময়ে দৈবযোগে লেপময় গাত্রে গজমুণ্ড সংযুক্ত হোল আর মস্তক সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবজাত কুমারের দেহ থেকে বিশেষ নায়কত্ব প্রকাশিত হলো। সুন্দর কুমারকে দেখে পুলকিতা গৌরী জীবন দান করলেন—"সজীবং কারয়ামাস স্বশক্ত্যা শক্তিরূপিণী।" গৌরীর অনুরোধে শিব বর দিলেন—

বিশেষান্নায়কত্বস্য গাত্রে চাস্য যতঃ স্থিতম্।
মহাবিনায়কো হ্যেব তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি॥
গণানাঞ্চৈব সর্বেষামাধিপত্যং নগাত্মজে।
অস্য দত্তং ময়া যস্মাত্তবিষ্যতি গণাধিপঃ॥
সর্বকার্যেষু যে মর্ত্যাঃ পূর্বমেনং গণাধিপং।
স্মরিষ্যন্তি ন বৈ তেষাং কার্যহানির্ভবিষ্যতি॥[২]

—যেহেতু এর দেহে বিশেষ নায়কত্ব প্রকাশিত, সেইজন্য সে মহাবিনায়ক নামে খ্যাত হবে। হে পর্বত-নন্দিনি, আমি তাকে সকল গণের আধিপত্য

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৩২।৬-৭
২ তদেব —৩২।১৬-১৮

প্রদান করছি। সেইজন্ত সে গণাধিপ হবে। যে মানব সকল কার্যে প্রথমে এই গণাধিপকে স্মরণ করবে, তার কার্যহানি হবে না।

তখন স্কন্দ গণপতিকে দিলেন কুঠার, আর গৌরী স্নেহবশে দিলেন মোদকপূর্ণ ভোজনপাত্র। মোদকের সঙ্গে মূষিক এসে গণপতির বাহনত্ব লাভ করলো।

স্কন্দপুরাণের (ব্রহ্মখণ্ড) পার্বতীও গাত্রমল থেকে গণেশকে নির্মাণ করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কদাচিৎ পার্বতী গাত্রোদ্বর্তনং কুতবত্যভূৎ।
মলং তজ্জনিতং দৃষ্ট্বা হস্তে ধৃত্বা বরাত্মজম্।
প্রতিমাঞ্চ ততঃ কৃত্বা সুরূপাঞ্চ দদর্শ হ॥
জীবং তস্যাঞ্চ সঞ্চার্য্য উদতিষ্ঠত্তদগ্রতঃ।
মাতরং স তদোবাচ কিং করোমি তবাজ্ঞয়া।[১]

—কোন সময়ে পার্বতী গাত্রমার্জন করছিলেন। তজ্জনিত নিজগাত্র থেকে জাত মল দেখে হাতে নিয়ে তিনি একটি সুন্দর মূর্তি তৈরী করলেন এবং সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে তার সম্মুখে অপেক্ষা করলেন। তিনি (পুত্র) মাতাকে বললেন, তোমার আদেশে কি করবো?

পার্বতী তাঁকে বললেন, আমার স্নানকক্ষের দ্বারে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা কর, কেউ যেন আমার স্নানের বিঘ্ন না করে। এমন সময়ে মহাদেব এসে স্নানকক্ষে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু গণেশ তাঁকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন গণেশ ও শিবের মধ্যে যুদ্ধ হোল। যুদ্ধে শিব ত্রিশূল দিয়ে গণেশের মাথা কেটে ফেললেন—

শিরশ্চিচ্ছেদ শূলেন তদ্ভূমৌ নিপপাত হ।[২]

পার্বতী তখন হাহাকার করে রোদন করতে লাগলেন। শিব গজাসুরকে দেখে তার মস্তক ছেদন করে পার্বতীপুত্রের দেহে জোড়া লাগালেন।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র গজাসুরমপশ্যত।
তং দৃষ্ট্বা চ মহাদৈত্যং সর্বলোকৈকপূজিতঃ।
জহিবাংস্তচ্ছিরো গৃহ্য পার্বত্যা কৃতমর্ভকম্।
উত্তস্থৌ সগণস্তত্র মহাদেবস্ত সন্নিধৌ॥
ততো নাম চকারাস্য গজানন ইতি স্ফুটম্।[৩]

১ স্কন্দপু:, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড—১২।১০-১২ ২ তদেব—১২।১৮
৩ তদেব —১২।১৯-২৩

বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিবরণ—বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ৩০ অঃ) পুত্র কামনায় পার্বতী শিবের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করলেন এবং পুত্রলাভে শিবের অনিচ্ছা জেনে দুঃখিত হলেন। তখন শিব পার্বতীর রক্তবস্ত্র আকর্ষণ করে বললেন, এই তোমার পুত্র, একে চুম্বন কর।

ইত্যুক্ত্বা গিরিনন্দিন্যা আকৃষ্য বসনং শিবঃ।
গৃহ্যতাং গিরিজে পুত্রশ্চুম্ব্যতাঞ্চ নিজেচ্ছয়া॥[১]

দেবী রক্তবসনটিকে নিয়ে পুত্রের আকার দিয়ে ক্রোড়ে নিলেন এবং সেই বস্ত্রপিণ্ডটি জীবন লাভ করলো। শিব সেই পুত্রকে হাতে নিয়ে বললেন, এই পুত্র বরায়ু। সেই সময়ে উত্তর ভাগে স্থিত শিশুর মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হোল।

পাণেবালশিরঃ প্রস্তমুত্তরাগ্রং শিরঃস্থিতম্।
ভূমৌ চ পতিতে শীর্ষে বালকস্য প্রভোঃ করাৎ॥[২]

পার্বতী এই ঘটনায় শোকাকুল হলে শিবের নির্দেশে ছিন্নমুণ্ড যোজনা করা হোল। তখন আকাশবাণী বললেন, এই মস্তকে বিঘ্ন আছে, সেইজন্য এই মুণ্ডে বালক বাঁচবে না। যেহেতু সে উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়েছিল, সেইজন্য উত্তরশীর্ষ কোন প্রাণীর মস্তক এতে যোজনা কর। দেবী নন্দীকে প্রেরণ করলেন মস্তক আহরণে। নন্দী উত্তরমুখে শয়ান ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর মুণ্ড ছিন্ন করে আনলেন সমবেত দেবগণ যুদ্ধ করতে থাকা সত্ত্বেও। ঐরাবতের ছিন্নমুণ্ড শিব পুত্রের দেহে সংযুক্ত করলেন। তখন গজানন পরম রূপ ধারণ করে জীবিত হলেন। শিবের বরে ইন্দ্র ঐরাবতকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলে ঐরাবত পুনরায় মস্তক প্রাপ্ত হয়ে জীবিত হয়।

দেবীপুরাণের বিবরণ—দেবীপুরাণে মহাদেব স্বয়ং রজোভাব জাগ্রত হওয়ায় নরবপু গজাননকে পাণিতল মর্দন করে সৃষ্টি করেছিলেন।

তদা তত্তাভবদ্ভাবো রাজসঃ পরমেচ্ছয়া॥
পাণৌ সংমর্দয়িত্বা তু নরকায় গজাননম্।
সম্বোধিকং সৃজেদেকং সর্বদেবময়ং বিভুম্॥[৩]

১ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৩০।২৪ ২ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৩০।৪২ ৩ দেবীপুঃ—১১২।১০-১১

মৎস্যপুরাণের বিবরণ—মৎস্যপুরাণে শিবজায়া উমা পুত্রকামনায় গাত্রমার্জন চূর্ণক থেকে গজানন গণপতিকে সৃষ্টি করেছিলেন।

তত্তো বহুতিথে কালে সুতকামা গিরেঃ সুতা।
সখিভিঃ সহিতা ক্রীড়াং চক্রে কৃত্রিম পুত্রকৈঃ॥
কদাচিদ্ গন্ধতৈলেন গাত্রমভ্যজ্য শৈলজা।
চূর্ণৈরুদ্বর্তয়ামাস মলিনান্তরিতাং তনুং।
তদুদ্বর্তনকং গৃহ্য নরশ্চক্রে গজাননম্॥[১]

—বহুকাল গত হলে পুত্রকামা গিরিনন্দিনী সখীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলছিলেন। একদা শৈলজা গায়ে গন্ধতেল মেখে মলিন দেহকে চূর্ণকের (বেশম) দ্বারা পরিষ্কার করছিলেন। পরে সেই চূর্ণক দিয়ে একটি গজানন পুতুল তৈরী করলেন।

পার্বতীর সখী পুতুলটি গঙ্গাজলে ফেলে দিতেই পুতুলটি বিরাট আকার ধারণ করে পৃথিবী পূর্ণ করতে উদ্যত হোল। দেবী পার্বতী তখন তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। গঙ্গাদেবীও গজাননকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেন। সেইজন্য গজানন গাঙ্গেয় নামেও পরিচিত। পিতামহ ব্রহ্মা তাকে দিলেন গণাধিপত্য—

"বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্য পিতামহঃ।"[২]

বামনপুরাণ-বৃত্তান্ত—বামনপুরাণেও গৌরী স্বয়ং স্নানকালে নিজগাত্রমল থেকে চতুর্ভুজ গজাননকে উৎপাদন করেছিলেন।

তস্যাং গতায়াং শৈলেয়ী মলাচ্চক্রে গজাননম্।
চতুর্ভুজং পীনবক্ষঃ পুরুষং লক্ষণান্বিতম্॥[৩]

—সখী মালিনী চলে গেলে শৈলনন্দিনী দেহমল থেকে গজানন, চতুর্ভুজ, পীনবক্ষ, সুলক্ষণ পুরুষ সৃষ্টি করলেন।

মহাদেব গজাননকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন এবং নাম রাখলেন বিনায়ক।

নায়কেন বিনা দেবী তব ভূতোঽপি পুত্রকঃ।
যস্মাজ্জাতস্ততো নাম্না ভবিষ্যতি বিনায়কঃ॥
এষ বিঘ্নসহস্রাণি দেবাদীনাং হনিষ্যতি।[৪]

১ মৎস্যপুঃ—১৫৪।৫০১-৫০২ ২ মৎস্যপুঃ—১৫৪।৫০৫ ৩ বামনপুঃ—৫৪।৫৯-৬০
৪ বামনপুঃ—৫৪।৬২-৭৩

—হে দেবী, নায়ক আমি (শিব) ছাড়াই যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, সেইহেতু সে বিনায়ক নামে খ্যাত হবে। দেব প্রভৃতির সহস্র বিঘ্ন সে বিনষ্ট করবে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যান—গণেশের উদ্ভব সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটিই সর্বাধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। শিবজায়া পার্বতী শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে অনুরূপ পুত্রবর মনে মনে কামনা করলেন। কৃষ্ণও পার্বতীকে অনুরূপ পুত্রবর প্রদান করলেন। অতঃপর পার্বতী যখন স্বগৃহে ক্রীড়ারত সেই সময়ে কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ছলনায় ভিক্ষা প্রার্থনা করায় শিববীর্য পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বালরূপ ধারণ করে সেই শয্যায় নবজাত শিশুরূপে আবির্ভূত হলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হয়েছেন। পার্বতী শয্যায় অপূর্ব রূপবান পুত্রকে দর্শন করলেন।

দদর্শ বালং পর্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা।
পশ্যন্তং গেহশিখরং শতচন্দ্রসমপ্রভম্।
স্বপ্রভাপটলেনৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলম্॥
কুর্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা।[১]

—পার্বতী দেখলেন পর্যঙ্কে শায়িত শিশু আনন্দে হাসিমুখ শরৎচন্দ্রের প্রভাময়, গৃহের ছাদে নিবদ্ধ দৃষ্টি, নিজের দেহজ্যোতিতে পৃথিবী উদ্ভাসিত করে স্বেচ্ছায় বিছানায় ভ্রমণ করছেন।

অপূর্ব পুত্রলাভে হর-গৌরীর গৃহে উৎসব চলেছে। দেবগণ ও ঋষিগণ শিশুকে দেখতে এলেন। সূর্যপুত্র শনিও দেখতে এসেছেন। পার্বতীর আজ্ঞায় প্রবেশাধিকার পেয়ে শনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ঋতুমতী হরিধ্যানপরায়ণা পত্নী চিত্ররথকন্যার অভিশাপে তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছু বিনষ্ট হওয়ায় দুঃখময় কাহিনী শনি পার্বতীর নিকট বিবৃত করা সত্ত্বেও কৌতূহল বশে পার্বতী শনিকে অনুরোধ করলেন, তাঁর অপূর্ব পুত্রটিকে দর্শন করে যেতে। শনৈশ্চর ভয়ে সংকোচে বামনেত্রের কোণ দিয়ে মাত্র পার্বতীনন্দনকে দর্শন করলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুর মস্তক ছিন্ন হোল। শনি চোখ বন্ধ করলেন। শিশু রক্তাক্ত হয়ে মাতৃক্রোড়ে পড়ে রইলেন, তাঁর মস্তক গোলোকে কৃষ্ণের দেহে মিশে গেল।

সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখম্।
শনেশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে।

১ ব্রহ্মবৈ, গণেশ খণ্ড—৯।১৫-১৭

চক্ষুর্নিবারয়ামাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ।
প্রতস্থৌ পার্বতীক্রোড়ে তৎসর্বাঙ্গং সুলোহিতঃ।
বিবেশ মস্তকং কৃষ্ণে গত্বা গোলোকমীপ্সিতম্॥[1]

এদিকে পার্বতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৈলাশবাসী সকলেই মূর্ছিত, তখন ভগবান হরি গরুড়ে আরোহণ করে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে আগমন করে উত্তর-দিকে মাথা রেখে হস্তিনী ও শাবকগণসহ একটি গজপতিকে শয়ান দেখে তার মস্তক ছেদন করলেন। হস্তিনী ও হস্তিশাবকদের ক্রন্দনে ও স্তবে প্রীত হয়ে শ্রীহরি হস্তিমুণ্ড থেকে আর একটি মুণ্ড নির্মাণ করে হস্তিদেহে সংযোজিত করে মৃত গণপতিকে জীবিত করলেন এবং ছিন্ন হস্তিমুণ্ড নিয়ে এসে কৈলাসে পার্বতী-তনয়কে বুকে তুলে নিয়ে মুণ্ডহীন দেহে গজমুণ্ড যোজনা করলেন।

আগত্য পার্বতীস্থানং বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত্বা যোজয়ামাস বালকে॥[2]

গণেশের বিবর্তন—গণেশ-জন্মের বিচিত্র কাহিনীগুলি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। এই কাহিনীগুলি থেকে গণেশ-জন্মোপাখ্যানের বিবর্তনের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বরাহপুরাণে বর্ণিত রুদ্র-শিবের দেহ থেকে জাত রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্তি রুদ্রগণাধিপতি গণেশের জন্ম কাহিনীটিই প্রাচীনতর সন্দেহ নেই। অবশেষে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে গণেশ বিষ্ণু-কৃষ্ণের অংশরূপে এবং শিব ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপেও বর্ণিত হয়েছেন। পুরাণের গণপতি বেদের গণাধিপ রুদ্র থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখনই গণেশের জন্ম সম্পর্কে নানাবিধ উপাখ্যান গড়ে উঠলো। রুদ্র-শিব ভূত, প্রেত, প্রমথ প্রভৃতি গণের অধিপতি হয়েই রইলেন; অথচ তাঁর গণাধিপত্য অধিকার করে তাঁরই পুত্রস্থানীয় গণেশ গজানন রূপে এক পৃথক দেবতায় পরিণত হলেন। প্রথমে গণেশ ছিলেন রুদ্র-শিবের দেহজাত,—পরে তিনি হলেন পার্বতীর দেহমলনির্মিত।

পুরাণের গণেশ বিঘ্ননাশন ও সিদ্ধিদাতা। তিনি বিঘ্নেশও। তাঁর পূজা না করলে তিনি বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তিনি আবার পণ্ডিত—মহাজ্ঞানী। রুদ্র-শিবের বিঘ্ননাশন মূর্তিটি পরবর্তীকালে গণপতি গণেশরূপে জনগণের দেবতা হিসাবে সিদ্ধিদাতারূপে সর্বকর্মের প্রারম্ভে এবং ব্যবসায়ীমহলে পূজিত হচ্ছেন অদ্যাপিও।

১ ব্রহ্মবৈপুঃ, গণেশখণ্ড—১২।৫।৭ ২ তদেব—১২।২০

"গণপতি বিনায়কের এই বিশিষ্ট রূপটি আমাদিগকে তাঁহার পিতা রুদ্র-শিবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈদিক রুদ্রও আদিতে প্রকৃতির ভীষণরূপের প্রতীক, কিন্তু মন্ত্র-যজ্ঞাদির দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে তিনি শিব বা মঙ্গল-দায়ক। শিব কখনও কখনও গণেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।"[১]

গণপতি ও ব্রহ্মণস্পতি—ঋগ্বেদেই আমরা গণপতি শব্দটি পাই। একবার দেখেছি গণপতি বলা হয়েছে ইন্দ্রকে, কারণ তিনি রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণের অধিপতি। ঋগ্বেদে আর একস্থানে গণপতি ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবতার বিশেষণ।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতে আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥[২]

—হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপবেশন কর।[৩]

শুক্লযজুর্বেদ বলছেন,—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে

নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম।[৪]

—গণসমূহের মধ্যে তুমি গণপতি, তোমাকে হবি প্রদান করি; প্রিয়গণের মধ্যে তুমি প্রিয়, তোমাকে হবি প্রদান করি; ধনসমূহের মধ্যে তুমি ধন, তোমাকে হবি প্রদান করি, তুমিই আমার ধন।

আচার্য মহীধর এখানে অশ্বকে লক্ষ্য করে মন্ত্রটি বলা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি গণপতি যে অশ্ব নয় ব্রহ্মণস্পতিই তা উক্ত ঋক্‌মন্ত্র থেকেই প্রতীত হয়।

ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ কি? ইনি কোন্ দেবতা? যাস্ক বলেছেন, "ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা।"[৫]

—ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মের রক্ষক বা পালয়িতা। "ব্রহ্ম শব্দের অর্থ অন্ন"[৬] এবং ঋগাদি মন্ত্র। ব্রহ্মণস্পতি এতদুভয়েরই রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা,

১ গণেশোপাসনা—২১ ২ ঋগ্বেদ—২।২৩।১ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ শুক্ল যজুঃ—২৩।১৯ ৫ নিরুক্ত—১০।১২।৫ ৬ নিরুক্ত—২।৭

বৃষ্টি না হইলে অন্ন হয় না, এবং অন্নের অভাবে জীবলোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মন্ত্র রক্ষিত হয় না।"[১]

বৃষ্টিদান এবং অন্ন ও বেদমন্ত্রের রক্ষাকর্তা সূর্যাগ্নি ভিন্ন আর কার পক্ষে সম্ভব ? অগ্নিই বেদে অন্নপতি, ব্রতপতি, যজ্ঞপতি। অগ্নিই ব্রহ্মণস্পতির মত কবি মেধাবী বেদমন্ত্রের অধিপতি। সূর্যাগ্নিই সর্বজীবের অর্থাৎ গণের অধিপতি। যিনি ব্রহ্মণস্পতি তিনিই বৃহস্পতি।[২] সকল বৃহৎ বস্তুর পতি সূর্য। যিনি ভূতপতি, পশুপতি, তিনিই বৃহস্পতি—ব্রহ্মণস্পতি, গণপতি। সুতরাং সেই একই দেবতার ভিন্নরূপ যে রুদ্র-শিব তাঁকে গণপতি বলা সঙ্গতই বোধ হয়। পুরাণে গাণপত্য ইন্দ্র-ব্রহ্মণস্পতি থেকে রুদ্র শিবে সংক্রমিত হয়েছে।

পুরাণে গণপতি শিব—মহাভারতে (বনপর্ব) অর্জুন শিবের স্তবকালে শিবকেই গণেশ বলেছেন—

গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্।
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্॥[৩]

বামনপুরাণেও শিবই গণাধ্যক্ষ গণাধিপ—

নিত্যলক্ষপ্রিয়োমূর্তে গণাধ্যক্ষ গণাধিপঃ॥[৪]

স্কন্দপুরাণে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত শিবই বিনায়কেশ্বর—

বিনায়কেশ্বরশ্চাহং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
যং সেবয়া প্রণশ্যন্তি নৃণাং সর্বে বিনায়কাঃ॥[৫]

আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুকৃত শিবস্তুতিতে শিব নাগেন্দ্র-বদন অর্থাৎ গজানন এবং লম্বোদর—

নমঃ কপালহস্তায় নাগেন্দ্রবদনায় চ।[৬]

লম্বোদরশরীরিণে।[৭]

একসময় রুদ্র-শিবই গণপতি গণেশ ছিলেন। পুরাণ থেকেও এ সত্য সমর্থিত হয়।

জ্ঞানী গণেশ—মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগে গণেশ জ্ঞানী এবং ক্রত-

---

১ উক্ত নিরুক্ত ব্যাখ্যা—অমরেশ্বর ঠাকুর (ক. বি.), পৃঃ ১১১০
২ বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৮৩—৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য   ৩ বনপর্ব—৩৯।৭৩
৪ বামনপুঃ—৪৭।১২৮   ৫ কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—৩৩।১২৩   ৬ লিঙ্গপুঃ—২১।৩৯
৭ লিঙ্গপুঃ—২২।১৭

লিখনে পটু। ব্যাসদেব ব্রহ্মার পরামর্শে মহাভারত লেখার জন্য গণেশকে স্মরণ করেছিলেন এবং গণেশও ব্যাসকথিত মহাভারত লিখেছিলেন।

ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিতপূরকঃ॥
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ স্থিতঃ।
পূজিতশ্চোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ॥
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ॥
শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনী ক্ষণং।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্॥
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবং বুদ্ধ্বা মা লিখ কচিৎ।
ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥[১]

—তখন সত্যবতীপুত্র ব্যাস হেরম্বকে স্মরণ করলেন। ভক্তের অভিলাষ-পূরণকারী গণেশান বিঘ্নেশ যেখানে ব্যাস ছিলেন সেইখানেই আগমন করলেন। পূজিত হয়ে উপবেশন করার পর ব্যাস বললেন, হে গণনায়ক, আমার দ্বারা কথিত এবং মনে মনে কল্পিত মহাভারতের তুমি লেখক হও। একথা শুনে বিঘ্নেশ বললেন, যদি লিখতে লিখতে আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও স্তব্ধ না হয়, তাহলে লেখক হব। ব্যাস সেই দেবতাকে বললেন, না বুঝে কিছু লিখবে না। গণেশও 'ওঁ' বলে লেখক হয়ে গেলেন।

গণেশের এই যে পাণ্ডিত্য তা গণেশের মূর্তিকল্পনাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বেদের ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি, যিনি মন্ত্রের দেবতা, সুতরাং জ্ঞানেরও দেবতা, তিনিই গণপতির রূপায়ণে সহায়তা করেছেন।[২]

Bhandarkar (Vaiṣṇavism, p. 149) is of opinion that his reputation for wisdom was born of a confusion between Gaṇeśa and the Vedic God of wisdom, Bṛhaspati while Rao identifies him (H. I., vol. I, part I, p. 45) with the celestial guru, Bṛhaspati himself."[৩]

"ঋগ্বেদ জ্ঞানের দেবতা বৃহস্পতিকে গণপতি বলেছে। সেই থেকেই গণপতি (গণেশ) সম্বন্ধেও ঐ ধারণা চলে আসছে।"[৪]

---

১ মহাঃ, আদিপর্ব—১।৭৪-৭৯ ২ Ganesa— T. G. Aravamuthan

৩ Ganesa, Alice Getty—chap. I.p. 4

৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—পৃঃ ৭২

কিন্তু লিঙ্গপুরাণে ব্রহ্মাকৃত শিবস্তবে শিব সকল বিদ্যার অধীশ্বর—

নমোঽস্তুতে সর্ববিদ্যানামীশান ! পরমেশ্বর।
নমোঽস্তু সর্বভূতানামীশান ! ভূতবাহন।[১]

গণেশের বিভিন্ন নাম—পুরাণানুসারে গণেশের দ্বাদশ নাম :

গণপতির্বিঘ্নরাজো লম্বমুণ্ডো গজাননঃ।
দ্বৈমাতুরশ্চ হেরম্ব একদন্তো গণাধিপঃ।
বিনায়কশ্চারুকর্ণঃ পশুপালো ভবাত্মজ।[২]

—গণপতি, বিঘ্নরাজ, লম্বমুণ্ড, গজানন, দ্বৈমাতুর, হেরম্ব, একদন্ত, গণাধিপ, বিনায়ক, চারুকর্ণ, পশুপাল ও শিবনন্দন—এই বারোটি নাম গণেশের।

হেরম্ব ও দ্বৈমাতুর নাম দু'টির তাৎপর্য সম্পর্কে ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "দুর্গা (অম্বিকা) এবং তাঁহার অন্য এক রূপ চামুণ্ডা, এই দু'জনে গণেশকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি, এবং এইজন্যই তিনি দ্বৈমাতুর নামে খ্যাত। আবার 'হে' অর্থাৎ শিব তাঁহার সমীপে সর্বদা থাকিতেন, এইজন্য তিনি হেরম্ব বলিয়া পরিচিত ছিলেন।"[৩]

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে 'হে' শব্দের অর্থ দীন এবং 'রম্ব' শব্দের অর্থ পালক ; সুতরাং হেরম্ব শব্দের অর্থ দীন-পালক।

দীনার্থবাচকো হেশ্চ রম্বঃ পালকবাচকঃ।
পরিপালকং দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।[৪]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে গণেশের আটটি নাম :

গণেশমেকদন্তঞ্চ হেরম্বং বিঘ্ননায়কম্।
লম্বোদরশ্চৈকদন্তঃ শূর্পকর্ণো বিনায়কঃ॥

বৃহদ্ধর্মপুরাণে গণেশের পঞ্চাশটি নাম আছে। এদের মধ্যে গণেশ, গণনাথ, হেরম্ব, গিরিশাত্মজ, পার্বতীনন্দন, গজানন, লম্বোদর, যোগী, চতুর্বাহু, একদন্ত, দিগীশ্বর, ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, শুক্লাঙ্গ, মূষিকারোহী, পদ্মপাণি, পঞ্চবক্ত্র, শিব, শংকর, ঈশ্বর, নৃত্যকারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৫]

গণেশের মূর্তির বিবরণ—গণেশের এই সমস্ত নাম তাঁর রূপগুণ ও স্বরূপ প্রকাশিত করে। তিনি যে মূলতঃ রুদ্র-শিব তা গণেশের নামাবলী থেকে প্রতীয়-,

১ লিঙ্গপুঃ—১০।৭ ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৬৩।২৯-৩০ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২২
৪ ব্রহ্মবৈঃ, গণেশখণ্ড—৪৪।৮৫ ৫ ব্রহ্মবৈঃ—৩০।১০০-১০৩

মান হয়। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে গণেশের স্তোত্রে তাঁর মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

একদন্তং মহাকায়ং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভং।
লম্বোদরং বিশালাক্ষং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥
মুঞ্জকৃষ্ণাজিনধরং নাগযজ্ঞোপবীতকম্।
বালেন্দুকলিকামৌলিং বন্দেঽহং গণনায়কম্।
সর্ববিঘ্নহরং দেবং সর্ববিঘ্নবিবর্জিতম্।
মূষকোত্তমমারুহ্য দেবাসুরমহাহবে।
যোদ্ধুকামং মহাবাহুং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥

* * *

গজবক্ত্রং সুরশ্রেষ্ঠং চারুকর্ণবিভূষিতম্।
পাশাংকুশধরং দেবং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥

—একদন্ত মহাকায় তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, লম্বোদর, বিশালাক্ষ, গণনায়ককে বন্দনা করি। মুঞ্জমেখলা ও কৃষ্ণমৃগচর্মধারী, নাগযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন চন্দ্র কলাশোভিত মস্তক গণনায়ককে বন্দনা করি। সর্ববিঘ্নহর দেব, সর্ববিঘ্নহীন, উত্তম মূষিকে আরোহণকারী, দেবাসুর যুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, মহাবাহু গণনায়ককে বন্দনা করি।…গজবক্ত্র, সুরশ্রেষ্ঠ, সুন্দরকর্ণশোভিত পাশ ও অঙ্কুশধারী দেব গণনায়ককে বন্দনা করি।

মৎস্যপুরাণে বিনায়ক বা গণেশের মূর্তির বিবরণ :

বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
স্তব্ধকর্ণং বৃহত্তুণ্ডমেকদংষ্ট্রং পৃথূদরম্।
স্বদন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চাপরে তথা॥
মোদকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ।
বৃহত্বাৎ ক্ষিপ্তবদনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিকম্॥
যুক্তং ঋদ্ধিবুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষকান্বিতম্।[১]

—অধুনা বিনায়কের বিষয় কীর্তন করিতেছি। ইহার তিনটি নয়ন, মুখখানি হস্তীর মত, উদর স্থূল ও লম্বমান চারিবাহু, সর্প উপবীত, করিকর্ণ সদৃশ আকুঞ্চিত

১ মৎস্যপু:—২৬০।৫২-৫৫

কর্ণ এবং ইনি বৃহত্তুণ্ড ও একদন্ত জানিবে। ইঁহার দক্ষিণদিকের হস্তে মোদক এবং তন্নিম্ন হস্তে পদ্ম ও বামদিকের এক হস্তে লড্ডুক ও অপরহস্তে পরশু বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইঁহার স্কন্ধ, অঙ্ঘ্রি এবং হস্তসকল পীন ও বৃহৎ বলিয়া মুখ চঞ্চল। ইঁহার বাহন মূষিক। ইনি ঋদ্ধিবৃদ্ধিযুক্ত।[1]

অগ্নিপুরাণে গণেশের বর্ণনা :

গণপতির্গণাধিপো গণেশো গণনায়কঃ।
গণক্রীড়ো বক্রতুণ্ড একদংষ্ট্রো বিঘ্ননাশনঃ।
ধূম্রবর্ণো মহেন্দ্রাদ্যাঃ পূজ্যা গণপতেঃ স্মৃতাঃ।[2]

—গণপতি, গণাধিপ, গণেশ, গণনায়ক গণের সঙ্গে ক্রীড়াশীল, বক্রতুণ্ড (বক্রনাসা—হস্তিশুণ্ডবিশিষ্ট) একদন্ত বিশিষ্ট, ধূম্রের বর্ণ, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা পূজিত।

শিবপুরাণে (কৈলাস সংহিতা) গণেশের ধ্যান :

রক্তবর্ণং মহাকায়ং সর্বাভরণভূষিতম্।
পাশাঙ্কুশেষ্টদশনান্ দধানং করপঙ্কজৈঃ॥
গজাননং প্রভুং সর্ববিঘ্নৌঘাস্ত্রমুপাসিতঃ।[3]

—রক্তবর্ণ মহাকায়, সর্বালংকারে ভূষিত, করপদ্মসমূহে পাশ, অঙ্কুশ, ইষ্টদশনসমূহ ধারণকারী গজানন প্রভু, সকল উপাসনাকারীর বিঘ্নসমূহের অস্ত্রস্বরূপ।

সৌরপুরাণে গণেশ :

গজাননং চতুর্বাহুমেকদন্তং বিপাটিতম্।
বিধায় হেম্না বিঘ্নেশং হেমপীঠাসনস্থিতম্॥[4]

—চতুর্বাহু, একদন্ত উৎপাটিত, স্বর্ণপীঠাসনে উপবিষ্ট, বিঘ্নেশকে স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করবে।

পদ্মপুরাণে অন্যত্র (ভূমিখণ্ডে) গণেশের বর্ণনা :

গজলীলাগতং দেবং শরণাগতবৎসলম্।
গজাস্যং জ্ঞানসম্পন্নং সপাশাংকুশধারিণম্।
কালাক্তং গজতুণ্ডং শরণং ত্বমতোঽস্ম্যহম্॥[5]

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ২ অগ্নিপু:—৭১।৭ ৩ শিবপু. কৈলাস সং—৬।১৬ ১৭
৪ সৌরপু:—৪৩।৩৭ ৫ পদ্ম. ভূমিখণ্ড—১৮।২৭-২৮

গজলীলায় নিমিত্ত আবির্ভূত দেব শরণাগতবৎসল, গজমুখ, জ্ঞানসম্পন্ন, পাশ ও অঙ্কুশধারী, মহাকান্ত যাঁর মুখ, হস্তিশুণ্ডবিশিষ্ট, আমি তোমার শরণ নিলাম।

বৃহৎ সংহিতায় প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় গণেশের রূপ :

প্রমথাধিপো গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্যাৎ।
একবিষাণো বিভ্রন্মূলককন্দং সনীলদলকন্দম্ ॥[১]

—প্রমথগণের অধিপতি, গজমুখ, স্ফীত উদর কুঠারধারী, একদন্তমূলকন্দ ও সনালকন্দধারী হবেন।

বৃহৎ সংহিতায় ভাষ্যকার উৎপলাচার্য কাশ্যপের শিল্পশাস্ত্র থেকে গণেশের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা এই প্রকার :

একদংষ্ট্রো গজমুখশ্চতুর্বাহুর্বিনায়কঃ।
লম্বোদরঃ স্থূলদেহো নেত্রত্রয়বিভূষিতঃ ॥

—একদন্ত, গজমুখ, চতুর্বাহু, বিনায়ক, লম্বোদর, স্থূলদেহ, ত্রিনেত্র-শোভিত। সারদাতিলকতন্ত্রে গণপতি :

সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতিমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥[২]

—সিন্দূরবর্ণ, ত্রিনয়ন, স্থূলোদর, দণ্ড, পাশ, অংকুশ ও বরমুদ্রাধারী, বিশাল শুণ্ডদেশে দাড়িমফল, মস্তকে শিশুচন্দ্র, হস্তিরাজের মত মুখ, মদস্রাবে গণ্ডপূর্ণ, সর্পরাজ যাঁর ভূষণ, রক্তবস্ত্র যাঁর অঙ্গরাগ সেই গজাননকে ভজনা করি।

মহাগণপতি—মহানির্বাণতন্ত্রে গণপতির ধ্যানমূর্তি একই প্রকার। কেবলমাত্র গণেশের এক হাতে মদপূর্ণ কুম্ভ।[৩] গণপতির এক রূপভেদ মহাগণপতি—

হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্বাঙ্কস্থয়া সন্ততম্।
বীজাপূরগদাধনুস্ত্রিশিখযুক্ চক্রাব্জপাশোৎপল
ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণ রত্নকলশান্ হস্তৈর্বহন্তং ভজে ॥
গণ্ডপালীগলদ্দান পূরলালসমানসান্

১ বৃহৎ সং—৫৮।৫৮ ২ শাঃ তিঃ—১৩।৩ ৩ মহানির্বাণ—১০।১১৮

ভিরেকং কর্ণতালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ।
মাণিক্যমুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥[১]

—তাঁহার গজেন্দ্রবদন, রক্তবর্ণকান্তি, তিনটি নেত্র, অনুরাগভরে তাঁহার প্রিয়া পদ্মহস্তে তাঁহার ক্রোড়ে সমাসীনা হইয়া সর্বদাই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, সেই মহাগণপতির হস্তে দাড়িম্ব, গদা, ধনু, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ধান্যগুচ্ছ, নিজদন্ত ও রত্নকলস বিদ্যমান। তাঁহার মদার্দ্র গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত মদের লোভে অলিকুল লোলুপ হইয়া আসিতেছে, তিনি কর্ণতাল দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন, তিনি নিজ করস্থিত মাণিক্যময় কুম্ভ হইতে বিগলিত রত্নবর্ষণে সাধকদিগকে প্রীত করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে রত্নাভরণ, মস্তকে মাণিক্যময় মুকুট তিনি সর্বদা মদবিহ্বলভাবে অবস্থান করিতেছেন।[২]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে মহাগণেশের আরও দুটি ধ্যানমূর্তি আছে। এই ধ্যানমূর্তি দুটি কিঞ্চিৎ অশ্লীল। তন্মধ্যে একটি :

হস্তৈর্বিভ্রতমিক্ষুদণ্ডবরদৌ পাশাংকুশৌ পুষ্করস্পৃষ্টস্বপ্রমদাবরাঙ্গম্
অনয়াশ্লিষ্টং ধ্বজাগ্রস্পৃশা ।
শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্ধচূড়ং জবারক্তং হস্তিমুখং
স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্ ॥[৩]

—যাঁহার হস্তে ইক্ষুদণ্ড, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ রহিয়াছে, যিনি শুণ্ডদ্বারা স্বীয় প্রিয়ার বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছেন, যাঁহার শ্যামাঙ্গী প্রিয়াও একহস্তে একটি পদ্ম ও অপর হস্তে স্বীয় প্রিয় গণপতির ধ্বজাগ্র স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ ত্রিনয়ন, চন্দ্রচূড়, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ভোগলোলুপ বিভু গজাননকে স্মরণ করি।[৪]

মহাগণেশের অপর মূর্তিটি :

মুক্তা গৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
হস্তৈঃ স্বৈর্দধতমরবিন্দাংকুশৌ রত্নকুম্ভম্ ।
অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজরুচেস্তদ্ধ্বজালম্বিপাণে-
র্দেব্যা যোনৌ বিনিহিতকরং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥[৫]

---

১ শাঃ তিঃ—১৩।৩৫-৩৮ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩
৩ শাঃ তিঃ ১৩।৮৬, তন্ত্রসার, বসুমতী সং (১৩৩৪)—পৃঃ ২১৩ ৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৫ ঐ ১৩।৭৯ ঐ পৃঃ ২১১

—যাঁহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, মুখ মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, মুখে তিনটি নেত্র শিরোদেশে অর্ধচন্দ্র, যিনি নিজহস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ এবং রত্নকুম্ভ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার ক্রোড়ে পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা শক্তি আছেন, ঐ দেবীর যোনিদেশে ইঁহার একহস্ত নিহিত আছে এবং ঐ ক্রোড়স্থিতা শক্তি হস্তদ্বারা তাঁহার ধ্বজাগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ রত্নমুকুটধারী মহাগণপতিকে ভজনা করিবে।[১] সারদাতিলককে এই ধ্যানমূর্তি দু'টিকে শক্তিগণেশ বলা হয়েছে।

হেরম্ব—গণেশের আর এক মূর্তি হেরম্ব। তন্ত্রসারে হেরম্বের ধ্যানমূর্তি :

মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভম্।
দৃপ্তং দানভীতিমোদকবরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥[২]

—যাঁহার হস্তীর ন্যায় পাঁচটি বদন, প্রত্যেক বদনে তিনটি নেত্র, কোন বদন মুক্তার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কোন মুখ কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কোন মুখ নীলবর্ণ, কোন মুখ কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, কোন বদন কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, সিংহের উপরে যিনি গর্বিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন; হস্তসমূহে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, মোদক, নিজদন্ত, টাঙ্গিঅস্ত্র, মুণ্ডমালা, মুদ্গর, অংকুশ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন, সেই হেরম্বকে আমি ভজনা করি।[৩]

হেরম্বের আর একটি ধ্যান—

পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং বিষাণং দধৎস্বশুণ্ডাহিতবীজপূরঃ।
রক্তস্ত্রিনেত্রস্তরুণেন্দুমৌলির্হারোজ্জ্বলো হস্তিমুখোঽবতাদ্বঃ॥[৪]

—যিনি হস্তে পাশ, অংকুশ, কল্পলতা ও গজদন্ত ধারণ করিয়াছেন, নিজ শুণ্ডের উপরে দাড়িম্ব রাখিয়াছেন, যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, মুখে তিনটি নেত্র, মৌলিদেশে অর্থাৎ কপালে তরুণচন্দ্র ও গলদেশে উজ্জ্বল হার, হস্তীর ন্যায় যাঁহার মুখ, সেই দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।[৫]

হরিদ্রা-গণেশ—তন্ত্রসারে হরিদ্রা-গণেশ নামে আরও এক গণেশের বিবরণ আছে। হরিদ্রা-গণেশের ধ্যান :

হরিদ্রাভং চতুর্বাহুং হরিদ্রাবসনং বিভুম্।
পাশাংকুশধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ॥[৬]

---

১ তদেব ২ শাঃ তিঃ—১৩।১০৭ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ তন্ত্রসার, বসুমতী সং (১৩৩৩)—পৃঃ ২২৩ ৫ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ২১৭

—হরিদ্রাবর্ণ, চতুর্ভুজ, হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, পাশাংকুশ, মোদক এবং দন্ত ধারণ করে আছেন।

নারদপঞ্চরাত্রে (১০ অঃ) পার্বতী হলুদ বেটে তা দিয়ে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন বলে হরিদ্রাগণপতির উৎপত্তি হয়।

বিরিগণপতি—সারদাতিলকতন্ত্রে বিরিগণপতির ধ্যান মূর্তির বর্ণনা আছে। বিরিগণপতি মহাগণপতির সমতুল্য।

সিন্দূরাভমিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেষু পাশাঙ্কুশৌ
বিভ্রাণং মধুমৎকপালমনিশং সার্ধেন্দুমৌলিং ভজে।
পুষ্ট্যাশ্লিষ্টতনুং ধ্বজাগ্রকরয়া পদ্মোল্লসদ্ধস্তয়া
তদ্যোন্যাহিতপাণিমাত্তবসুপাত্রোল্লসৎপুষ্করম্॥[১]

—সিন্দুরবর্ণ, ত্রিনয়ন, হস্তে পাশ অঙ্কুশ ও মধুপূর্ণ কপালধারী, মস্তকে অর্ধচন্দ্র বিরিগণপতিকে ভজনা করি। হস্তে পদ্মধারিণী ও ধ্বজাগ্রধারিণী পুষ্টির দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ, তাঁর যোনিতে স্থাপিতহস্ত এবং ধনপূর্ণপাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্ম।

সিদ্ধগণেশ—কালিকাপুরাণে আছে সিদ্ধগণেশের বর্ণনা। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

রূপং তস্য প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
শূর্পকর্ণং বৃহদ্গণ্ডমেকদন্তং পৃথূদরম্।
দক্ষিণে তু করে দণ্ডমুৎপলঞ্চ তথাপরে।
লড্ডুকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকীর্তিতম্॥
বৃহত্ত্বাক্লিষ্টগগনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিকম্।
যুক্তং বুদ্ধিকুবুদ্ধিভ্যামধস্তান্ মূষিকান্বিতম্॥[২]

—সিদ্ধগণেশের রূপ বলছি। তিনি গজবক্ত্র, ত্রিলোচন, লম্বোদর, চতুর্বাহু, সর্পযজ্ঞোপবীত, শূর্পকর্ণ, বিশাল গণ্ড, একদন্ত, স্থূল উদর, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে দণ্ড ও উৎপল, বাম হস্তদ্বয়ে লড্ডুক ও কুঠার, বিশালতায় গগনস্পর্শী, স্থূলস্কন্ধ, জঙ্ঘা এবং হস্ত, সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির দ্বারা যুক্ত, নিম্নে মূষিকশোভিত।

শ্রীগণপতি—যদিও মহাগণপতি ও বিরিগণপতির সঙ্গে শক্তি আশ্লিষ্ট তথাপি শ্রীগণপতির একটি মূর্তি বর্ণিত হয়েছে সারদা তিলকের ত্রয়োদশ পটলের ৪১ সংখ্যক

১ সাঃ তিঃ—১৩।১৩ ২ কালিকাপুঃ—৭৯।২৪-২৭

মন্ত্রের টীকায়। এই মূর্তিতে পাশ, অঙ্কুশ, বরদ ও অভয়মুদ্রা সমন্বিত চতুর্বাহু গজাননের বাম অংকে শ্রী বা শক্তি আরূঢ়া।

চৌর-গণেশ—মহানির্বাণতন্ত্রে ৩য় উল্লাস, ১১৯ শ্লোক) চৌর-গণেশের ধ্যান আছে। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে গণপতি পূজা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, চোরের প্রবোধের নিমিত্ত চৌর-গণপতির মন্ত্র দশবার জপ করতে হয়—

জপপূজায় মন্ত্রেজহন্ত্র চৌরগণাধিপঃ।
তস্মাচ্চৌর প্রবোধার্থং চৌরমন্ত্রং জপেদ্দশ ॥[১]

যজুর্বেদে রুদ্র ছিলেন তস্কর, বঞ্চক প্রভৃতির অধিপতি। তন্ত্রে রুদ্রের প্রতিভূ হিসাবে গণেশ হলেন চোরের দেবতা। মহানির্বাণতন্ত্রের টীকায় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ লিখেছেন, "বিঘ্নরাজ, চৌর-গণেশ প্রভৃতি গণেশের ভিন্ন ভিন্ন তামসিক মূর্তি। বিঘ্নরাজ সকল কার্যেই বিঘ্ন করিয়া থাকেন। চৌর-গণেশের কার্য এই যে তিনি সাধকগণের সাধনফল অপহরণ করিয়া থাকেন।"

বিঘ্ননায়ক গণেশ—তন্ত্রশাস্ত্রে বিঘ্ননায়ক গণেশের ধ্যান :

পাশাঙ্কুশবরাভীষ্টধারিণং কুঙ্কুমপ্রভম্।
বিঘ্ননায়কমভ্যর্চেচ্চন্দ্রার্ধকৃতশেখরম্ ॥[২]

—পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়হস্ত, কুঙ্কুমবর্ণ, অর্ধচন্দ্রকৃতশেখর বিনায়ককে অর্চনা করবে।

বিনায়ক—গণেশের এক নাম বিনায়ক। অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিনায়কের বিবরণ আছে।

বিনায়কো নরাকারো বৃহৎকুক্ষির্গজাননঃ।
বৃহচ্ছুণ্ডো হ্যপবীতী মুখং সপ্তকলং ভবেৎ ॥[৩]

—নরাকার বৃহৎ উদর গজানন বৃহৎ শুঁড় ও উপবীতযুক্ত এবং সপ্তকলা-চন্দ্রবিশিষ্টমুখ বিনায়ককে নির্মাণ করবে।

বিনায়ক আবার পাঁচ প্রকার—

শৃণ্বমী পঞ্চ বিনায়কশ্চ চিন্তামণিশ্চাপি কপর্দিনামা।
আশাগজাখ্যৌ চ বিনায়কৌ তৌ শৃণোত্তসৌ সিদ্ধি বিনায়কশ্চ ॥

—চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দী বিনায়ক, আশা ও গজনামক দুই বিনায়ক ও সিদ্ধি বিনায়ক,—এই পাঁচ প্রকার বিনায়ক।

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৩ কাং, ২ পরি ২ শাঃ তিঃ—১৮।৪৫ ৩ অগ্নিপুঃ—৫০।২০–২৫

কপর্দী রুদ্র-শিবের এক নাম। রুদ্রই কপর্দী বিনায়ক হয়েছেন।

লক্ষ্মী-গণেশ - লক্ষ্মী গণপতি, প্রসন্ন-গণেশ, নৃত্ত-গণেশ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার গণেশ আছেন। লক্ষ্মী গণেশ অষ্টভুজ, আট হাতে শুক, দাড়িম, পদ্ম, রত্নখচিত স্বর্ণজলপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পলতা ও বাণের কোয়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর চার হাত—হাতে দণ্ড, চক্র ও অভয় মুদ্রা,—লক্ষ্মী-গণেশকে আলিঙ্গন করছেন—"ধৃতাজয়ালিঙ্গিতমব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মী-গণেশং কনকাভমীড়ে।"[১] লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তিতে গণেশ বিষ্ণুরূপী।

প্রসন্ন-গণেশ—প্রসন্ন গণেশের বিবরণ :

উত্তপ্তদিনেশ্বররুচিং নিজহস্তপদ্মৈঃ
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্ দধতং গজাস্যম্।
রক্তাম্বরং সকলদুঃখহরং গণেশং
ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্॥[২]

উদিত সূর্যের শোভাময়, স্বহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণকারী, গজমুখ, রক্তাম্বরধারী, সকল দুঃখহারী, অখিল অলংকারে সুন্দর প্রসন্ন গণেশের ধ্যান করবে।

নৃত্ত-গণেশ – নৃত্ত অর্থাৎ নৃত্যকারী। নৃত্য-গণেশ নৃত্যকারী রুদ্র-শিব বা নটরাজ মূর্তির রূপান্তর। "ইহা নর্তনশীল গণেশের মূর্তি। সাধারণতঃ ইনি অষ্টভুজ বিশিষ্ট, আবার ছয়টি হস্তও দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্তকালের হাবভাবের সুবিধার জন্য এক হস্ত শূন্য থাকে, ইহাতে কিছুই থাকে না। ইঁহার বর্ণ পীতপ্রভ। নৃত্ত মূর্তি বুঝাইবার জন্য ইঁহার বামচরণ ঈষৎ বক্রভাবে স্থিত। দক্ষিণচরণ বক্রভাবে শূন্যে অবস্থিত। প্রধান দুইটি হস্তের মধ্যে দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় অবস্থিত এবং বামহস্তটি বাহিরে প্রসারিত অবস্থায় দোদুল্যমান—ইহা গজহস্ত। অন্যান্য হস্তে দন্ত, অক্ষমালা, পরশু, মূলক, মোদকপাত্র, সর্প ইত্যাদি থাকে। আবার ধ্যান অনুসারে ইঁহার হস্তে থাকে পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, দন্ত, বলয় ও অঙ্গুরীয়। ইঁহার পায়ে নূপুর, কটিতে মেখলা ও কটিসূত্র, হস্তে বলয়, বাহুতে কেয়ূর এবং যজ্ঞোপবীত সর্প।"[৩]

সাধনমালায় গণেশ – বৌদ্ধ সাধনমালাতেও গণপতির ধ্যানমূর্তি আছে—[১]

"ভগবন্তং গণপতিং রক্তবর্ণং জটামুকুটকিরীটিনং সর্বাভরণভূষিতং দ্বাদশভুজং

১ মন্ত্রমহোদধি ২ মন্ত্ররত্নাকর ৩ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ২৭

লম্বোদরৈকবদনং অর্ধপর্যঙ্কতাণ্ডবং ত্রিনেত্রমপি একদন্তং সব্যভুজেষু কুঠারশরাঙ্কুশ-বজ্রখড়্গশূলঞ্চ বামভুজেষু মুষলচাপখট্টাঙ্গাসৃক্‌কপাল শুষ্কমাংসকপালঞ্চৈকঞ্চ মূষি-কোপরিস্থিতং ধ্যায়েৎ।"[১]

—রক্তবর্ণ জটা ও মুকুট মস্তকে, সর্ব অলংকার ভূষিত, দ্বাদশভুজ, লম্বোদর, একমুখ, অর্ধপর্যঙ্কাসনে তাণ্ডবনৃত্যে রত, ত্রিনেত্র হয়েও একদন্ত, দক্ষিণ হস্তসমূহে কুঠার, শর, অঙ্কুশ, বজ্র, খড়্গ, শূল ; বামহস্তসমূহে মুষল, ধনু, খট্টাঙ্গ, রক্তপূর্ণ কপাল ও শুষ্কমাংসপূর্ণ কপাল, রক্তপদ্মে মূষিকাসনে অবস্থিত ভগবান গণপতিকে ধ্যান কর।

শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য—গণপতির এইরূপ বহুবিচিত্র মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন মূর্তিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। গণেশ ত্রিনয়ন, কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চানন, সর্পভূষিত, জটাধারী, সর্প-উপবীতধারী, মৃগচর্ম-পরিহিত, হস্তে কুঠার, বর ও অভয় মুদ্রা, নরকপাল, ধনুঃশর ;. মস্তকে অর্ধচন্দ্র, মুক্তাশুভ্রবর্ণ প্রভৃতি শিবের সঙ্গে গণেশের নৈকট্য সূচিত করে। শক্তি গণেশ, লক্ষ্মী-গণেশ বা শ্রী-গণেশ—শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ গণেশমূর্তি উমা-মহেশ্বর বা অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। নৃত্ত-গণেশ ও নটরাজ শিব-সমতুল্য। "বাংলাদেশে শিবের মধ্যযুগীয় নৃত্যমূর্তিগুলি প্রায়ই দেবতার বাহন বৃষভাকার নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত ; এদেশে উক্ত ভঙ্গিমায় গণপতিমূর্তিও নিজবাহন মূষিকের উপর নর্তনশীল। নৃত্য গণেশ যে শিব নটরাজের একরূপ অদ্ভুত অনুকরণ তাহা এই ভঙ্গীর দুইটি দেবতামূর্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।"[২]

রুদ্রের প্রসন্ন বা দক্ষিণ মূর্তির পরিণাম প্রসন্ন গণেশ। রুদ্র-শিব ও গণপতির আন্তরতার কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে। গণেশের বিভিন্ন প্রকারের মূর্তিগুলিও সেই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। কোন কোন ধ্যানমন্ত্রে গণেশ পঞ্চানন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ভুবনেশ্বর থেকে প্রাপ্ত একটি গণেশ মূর্তিতে পাঁচটি মাথা আছে। পঞ্চানন শিবেরও পাঁচ মাথা।

বিঘ্নেশ—গণেশের নাম বিঘ্নেশ। তিনি বিঘ্নকর্তা। মানব গৃহ্যসূত্রে (২।২৪) তিনি বিঘ্নের দেবতা। বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি বিঘ্নরাজ। সাধনমালায় পর্ণশবরীর

১ সাধনমালা, ২য়, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৩০৭ নং সাধন।

২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২৫

পদতলে বিঘ্নরূপী গণেশ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় গণেশের রোষদৃষ্টির পরিণাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে :

তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত ।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি ॥
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি ।
অন্ত্যৈর্গর্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে ॥
ব্রজন্নপি তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ ।
কুমারী ন চ ভর্তারমপত্যং ন চ গর্ভিণী ॥
আচার্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা ।
বণিগ্‌ লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষিবলঃ ॥[১]

—সেই বিঘ্নেশ্বর যাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার লক্ষণ সকল বলিতেছি—মুনিগণ! তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অথবা জলে ডুবিতেছে, স্বপ্নকালে মুণ্ডিত মস্তক লোক অথবা রক্তবস্ত্র বা নীলবস্ত্রপরিধারী ব্যক্তিগণকে দর্শন করে, মাংসভোজী গৃধ্রাদি পক্ষী ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে স্বয়ং আরোহণ করেন, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দভ ও উষ্ট্রের সহিত বেষ্টিত থাকে, গমনকালে নিজেকে শত্রুকর্তৃক পিছনে অনুধাবিত ও আক্রান্ত মনে করে, তাহার বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী।

যে সর্বদা অন্যমনস্ক ও আরব্ধ কার্যমাত্রেই সিদ্ধিহীন, বিনা কারণে বিষাদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি বিঘ্নেশ্বর কর্তৃক অভিভূত জানিবে। সে রাজবংশজাত শৌর্যবীর্যাদি-গুণযুক্ত হইলেও রাজ্যলাভ করিবে না, রূপলাবণ্যবতী হইয়াও গুণবতী কুমারী স্বামী লাভ করে না, ঋতুমতী নারী গর্ভধারণ করে না, শ্রোত্রিয় বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও আচার্যপদ প্রাপ্ত হয় না, বিনয় আচারাদি-গুণ-বিভূষিত হইয়াও শিষ্য অভিমত অধ্যয়নে বঞ্চিত হয়, বণিকের বাণিজ্যলাভ ও কৃষকের কৃষিকর্মে ফল হয় না।[২]

গণেশ যেমন বিঘ্নস্রষ্টা, তেমনি বিঘ্ননাশও করেন। তিনি ভক্তের কাছে সর্বসিদ্ধিদাতা।

১ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, গণপতি প্রকরণম্ ১।২৭২–২৭৬, আর্যশাস্ত্র সং—পৃঃ ৬৩

২ অনুবাদ—আর্যশাস্ত্র সং

যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্বকম্।
তস্য সর্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥[১]

রুদ্র-শিবও যেমন ধ্বংসের দেবতা তেমনি কল্যাণেরও দেবতা। শিব আশুতোষ সিদ্ধিদাতা—

(তুঃ) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।[২]

এ দিক থেকে গণপতি শিবেরই প্রতিরূপ।

মরুদ্‌গণ ও গণপতি—গণপতি রুদ্রপুত্র রুদ্রগণ, বা মরুদ্‌গণের অধীশ্বর রুদ্র-শিব—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সঙ্গতভাবেই বৈদিক মরুতের সঙ্গে গণপতির সৌসাদৃশ্য আছে। রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ রুদ্রের মতই যেমন দুর্ধর্ষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্বংসের দেবতা তেমনি বৃষ্টিদানের সহায়তা করে অভীষ্ট বর্ষণও করে থাকেন। মরুদ্‌গণ পর্বত বিচলিত করেন, অরণ্য ধ্বংস করেন। যাঁরা মরুদ্‌গণের অসন্তোষের কারণ হন, মরুদ্‌গণ তাঁদের বিধ্বস্ত করেন। ঋষি তাই প্রার্থনা করেছেন মরুদ্‌গণের কাছে তাঁদের রক্ষাবিধান করতে, যেমন করেছেন রুদ্রের কাছে :

আরে সা বঃ সুদানবো মরুত ঋঞ্জতী শরুঃ।
আরে অশ্মা যমস্যথ।
তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরিবৃংক্ত সুদানবঃ
ঊর্ধ্বান্নঃ কর্ত জীবসে ॥[৩]

—হে দানশীল মরুদ্‌গণ! তোমাদিগের দীপ্যমান প্রাণিবধকুশল অস্ত্রসমূহ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক। তোমরা যে অশ্ম নামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাহাও আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক।

হে দানশীল মরুৎগণ! তৃণবৎ নীচ হইলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও, আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচিতে পারি।[৪]

শুভ্রো বঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনি-
র্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ।
সনেম্যস্মদ্যুয়োত দিদ্যুং মা বো দুর্-
মতিরিহ প্রণঙ্নঃ ॥[৫]

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ গণেশ খণ্ড—১৩।৪৬ ২ অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ৩ ঋগ্বেদ—১।১৭২,২-৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ

—তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান, (অথবা তোমাদের দেহতস্বর্ণ), তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য বলযুক্ত (মরুৎ)গণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ-শব্দকারী।

(হে মরুৎগণ) পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। তোমাদের ক্রূরবুদ্ধি যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।[1]

ঋধক্সা বো মরুতো দিদ্যুদস্ত যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম।
মা বস্তস্যামপি ভূমা যজত্রা অস্মে বো অস্ত সুমতিশ্চনিষ্ঠা॥[2]

তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ! যেন তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে মূর্তি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ তাহাই আমাদের হউক।[3]

সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ—যা নিদাঘকালে তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে—সৃষ্টি করে ঝঞ্ঝাবায়ু, আনে মৃত্যুর দূত বজ্র,—আবার নিয়ে আসে বৃষ্টি,—পরিণামে শস্য,—সেই কিরণসমূহই রুদ্রগণ বা মরুদ্গণ। তাঁদেরই অধিপতি গণেশ রুদ্র-শিব। সুতরাং মরুদ্গণ বা রুদ্রগণের ধর্ম বিঘ্নকর্তা এবং বিঘ্ননাশক গণেশে আরোপিত হবেই।

"It turns out thus, that the provoking of animosities and obstructions and of quelling of them—functions which are found to be conjoint in Vighneśa—are found repeated in the Maruts."[4]

রুদ্র আর রুদ্রেরগণ মরুৎসমূহ ও একই দেবতা—সমানধর্মা—তাই তাঁদেরই অন্য মূর্তি শিবগণ ও গণাধিপতি গণেশও একই ধর্ম বিশিষ্ট,—বিনাশ সাধন এবং কল্যাণময়তা এঁদের সকলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

"The double character which we associate with Vighneśa and with Maruts is an inheritance from the father of the Maruts, for Rudra is of the same double personality."[5]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৭।৫৭।৪ ৩ অনুবাদ—ঐ

৪ Ganeśa—T. G. Aravamuthan, page 7

৫ তদেব

ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরও এই অভিমত পোষণ করেন যে, রুদ্রগণের অধিপতি রুদ্রই গণেশ।

"Rudra had his hosts of Maruts, who were called Ganas, and the leader of these Ganas was Ganapati. The name Rudra, as we have seen, has generalised and signified a number of spirits pertaking of the character of the original Rudra; and so was the name Ganapati generalised and meant many leaders of Ganas or groups."[১]

গণেশের পূজা—সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা হিসাবে সকল নৈমিত্তিক কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজার রীতি প্রচলিত। সিদ্ধিদাতা হিসাবে হোক আর পার্বতীর পুত্র হিসাবেই হোক দুর্গা পূজায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কার্তিকের এবং গণেশের অবস্থান ও পূজা বিহিত আছে। নববর্ষের বা হালখাতার শুভারম্ভে ব্যবসায়ীরা গণেশের পূজা করে থাকেন। যে কোন দেবতার পূজায় ঘট স্থাপনের সময় ঘটে এবং ব্যবসায়ীদের নূতন খাতায় সিঁদুর দিয়ে গণেশের মূর্তি অংকন করে পূজা করার রীতি প্রচলিত। মহারাষ্ট্রদেশে গণেশ অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। মুর্শিদাবাদ জেলার বালানগর গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে গণেশের মৃণ্ময়মূর্তি পূজিত হয়।[২] নবদ্বীপে রাসের সময় অন্যান্য দেবতার সঙ্গে নৃত্যরত গণেশের মূর্তিও পূজিত হয়।

জ্ঞানের দেবতা গণেশ—গণেশ জ্ঞানেরও দেবতা। তাঁর হাতে থাকে পুস্তক, লেখনী এবং জপমালা। সরস্বতী তাঁকে দিয়েছিলেন লেখনী,—ব্রহ্মা দিলেন জপমালা—

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।
জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা ইন্দ্রো গজরথং দদৌ॥[৩]

গণেশই মহাভারতের লেখক এবং আদি বোদ্ধা। যেমন—

আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।[৪]

---

১ Vaisnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar (1965)—page 115

২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ৩৭

৩ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—মধ্যখণ্ড, ৩০।৮১

৪ মেঘনাদবধ কাব্য—৪র্থ সর্গ

ঠিক তেমনি শিবের মতই গণেশও পঞ্চমুখে সকল আগমতন্ত্র অধ্যাপনা করেন—

পঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্ ।[১]

গজানন কবি পুরাণপুরুষ—হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—সূর্যমণ্ডলে বর্তমান—

হিরণ্যগর্ভং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্ ।[২]

বিষ্ণু নারায়ণের মত—রুদ্র-শিবের মত রবিমণ্ডলের অন্তর্গত গণেশের স্বরূপ অনুধাবনে সায়না তিলকের এই কথাটি স্মরণীয়। গণেশের রক্তবর্ণ ও প্রভাত-সূর্যের অরুণাভা—

হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ।[৩] —প্রভাতসূর্যের মত অরুণবর্ণ গণপতিকে আশ্রয় করি।

বৃহস্পতি ও গণেশ—বেদে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি ছিলেন গণাধিপতি। পুরাণ-তন্ত্রের গণাধিপতি যদিও রুদ্র-শিবের আত্মজ তথাপি মন্ত্রাধিপতি ব্রহ্মণস্পতি বা জ্ঞানাধীশ্বর বৃহস্পতি ও গণাধিপতি গণেশে মিশে গেছেন। সেইজন্যই গণেশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী—শ্রেষ্ঠ লিপিকুশল।

সমস্ত বাক্য বৃহস্পতির নিকট গমন করেন—

[illegible] উপবাচ[illegible] ।[৪]

মরুদ্‌গণও [illegible]—"প্রচেতসঃ"[৫] তারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত স্তুতি করেন এবং দেবতাদের তুষ্টির জন্য যজ্ঞকারীদের মতই কার্যাদি সম্পন্ন করেন—

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈ স্বপ্নসঃ ।[৬]

ব্রহ্মণস্পতি কখনও কখনও মরুদ্‌গণের সঙ্গে থাকেন—

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে ।
উপ প্রযন্তু মরুতঃ ।[৭]

—ব্রহ্মণস্পতি ওঠ, দেবতারূপে তোমার স্তুতি করছি,—মরুদ্‌গণ তোমার কাছে গমন করুক।

বৃহস্পতি বিঘ্ননাশক—বৃহস্পতি গণের সহায়তায় বল নামক দানবকে সংহার করেছিলেন,—

স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ ।[৮]

১ সাঃ তিঃ—১৭।১৩ ২ সাঃ তিঃ—১৭।১৩৭ ৩ সাঃ তিঃ—১৭।১৩ ৪ ঋগ্বেদ—১।১৯০।২
৫ ঋগ্বেদ—৪।৫০।২ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৭৮।১ ৭ ঋগ্বেদ—১।৪০।১ ৮ ঐ —৪।৫০।৫

—বৃহস্পতি সম্যক্ স্তুত হলে প্রদীপ্ত গণের সাহায্যে গর্জনের দ্বারা বলকে নাশ করেছিলেন।

বৃহস্পতিও বিঘ্ননাশক,—তিনি পাপ, অকল্যাণ, দুর্গতি দূর করেন—

বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শংযোঃ ॥[১]

—বৃহস্পতি দুর্গতি সমূহকে নষ্ট করুন, দুর্গতি দূর করুন, যজমানের পাপনাশ ও ভয় অপহরণ করুন।[২]

তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হন্তবা উ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় যোঃ ॥[৩]

—স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধনপ্রাপ্ত হইবেক। যজমানের পাপনাশ ও ভয় অপহরণ করুন।[৪]

বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে মরুৎ ও রুদ্রের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকাতেই বৃহস্পতি হয়েছেন গণপতি। বৃহস্পতি-গণপতি অবশ্যই স্থাবর-জঙ্গম বৃহৎ পদার্থের অধিপতি এবং যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় মন্ত্রাদির অধিপতি।[৫] সুতরাং পৌরাণিক গণেশ চরিত্রে বৈদিক রুদ্র, রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ, গণাধিপতি-বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি এবং গণাধিপতি ইন্দ্র একত্রে সম্মিলিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অবাস্তব হবে না।

"There can now be no doubt about our Vighneśa-Ganapati-Gajānana, being no other than Maruts-Rudra-Bṛhaspati-Indra."[৬]

গণেশের উপর অনার্য প্রভাব কিন্তু গণেশের গজমুণ্ড, স্ফীত উদর, মূষিক প্রভৃতি অনার্য সভ্যতার দান বলেই অধিকাংশ পণ্ডিত গণ্য করে থাকেন। তাঁদের মতে গণেশের গজমুণ্ড কোন আদিম জাতির প্রতীকের (totem) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

"It has been asserted that he is primarily a totem animal which has achieved god-head."

"It has been suggested that his mount (vāhana) the rat, being associated in some cultures with night, he must be Sun-god vanquishing night."[৭]

১ ঋগ্বেদ—১০।১৮২।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৮২.৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি, ১ম পর্ব—৮৭৬-২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য
৬ Ganeśa, T. G. Aravamuthan—page 14
৭ Ibid., page 3.

"Certain authorities believe that Ganeśa was originally a Dravidian deity worshipped by the aboriginal populations of India, who were Sun-worshippers; and that Ganeśa on his Vahana, the rat, symbolizing a Sun-god, overcoming the animal, which in ancient mythology was a symbol of night."[1]

"কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস, গণেশ দ্রাবিড় দেবতা; ভারতের সূর্যোপাসক আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক তিনি পূজিত হইতেন। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশকে সূর্যদেবতার প্রতীক বলিয়াও মনে করা হয়, পুরাণে ইহা রাত্রির প্রতীক। অপর কয়েকজন পণ্ডিতের মতে গণেশের হস্তিমুণ্ড ও বাহন মূষিক হইতে অনুমিত হয় যে, যদিও ভারতীয় পুরাণ হইতে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে, মূলতঃ তিনি পশু-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।"[২] পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও গণেশকে কোন বৈদিক দেবতার বিবর্তন বলে মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য: "বৈদিক যুগের কোন তত্ত্ব হইতে গণেশের আকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"[৩]

একদন্ত—গণেশের একদন্ত সম্পর্কে এলিস গেটির অভিমত এই যে, গণেশের দন্তটি লাঙ্গলের প্রতীক—গণেশ কৃষি দেবতা।

"It seems natural that the one tusk of the Harvest Lord, which gave his ancient name, should symbolically stand for the most important implement of the harvest, the plough, especially as the word ekadanta may be translated, 'one tusk' or 'plough share'"[4]

গণেশের একদন্তের সঙ্গে লাঙ্গলের সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে সূর্যের একচক্র রথের সম্পর্ক আছে, মনে করি। যিনি সূর্য বা অগ্নি, তিনিই গণাধিপ রুদ্র—তিনিই রুদ্রতনয় গণেশ। সূর্যমণ্ডল অথবা সম্বৎসর রূপী একচক্র সূর্যের রথের অবলম্বন। ঐ চক্রটিই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র। একচক্র গণেশের একদন্তে পরিণত হওয়া অসম্ভব কি? স্মরণীয়—পূষাও একদন্ত।

গণেশের হস্তিমুণ্ড—গণেশের হস্তিমুণ্ডের তাৎপর্য কি? কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে হস্তী যেহেতু গাম্ভীর্যে ও বিজ্ঞতায় একটি বিরাট জন্তু, অতএব বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য ও বিজ্ঞতার প্রতীকরূপেই গণেশ হস্তিমুখ লাভ করেছেন।

১ Ganeśa, Alice Getty, chap. I—page 1
২ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৭১
৩ তদেব—পৃঃ ৯১ ৪ Ganeśa—page 3

"The elephant, it must be mentioned, is considered an animal of great prudence and sagacity and Ganesa's head is probably symbolic of these characteristics of the God."[১]

কিন্তু টি. জি. অরবমুথন দেখিয়েছেন যে হস্তিমুণ্ড হয় মরুদ্‌গণের সংস্রব থেকে এসেছে, নয়ত এসেছে ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তি থেকে। ঋগ্বেদে মারুদ্‌গণকে হস্তীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। হস্তির মত মরুদ্‌গণ বৃক্ষ উৎপাটিত করেন।

মৃগা ইব হস্তীনঃ খাদথাঃ বনাঃ।[২]

—তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর।[৩]

ইন্দ্রের ত বাহনই হস্তি বা হস্তিসদৃশ মেঘপুঞ্জ। ইন্দ্রকেও হস্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঋগ্বেদেই—

দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।[৪]

—(শত্রুদের) অন্বেষণকারী হস্তি যেরূপ মদজল ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন।[৫]

পশ্চিম ভারতের গ্রীক্ রাজাদের মুদ্রায় হস্তি চিত্র অংকিত দেখা যায়। গ্রীক্‌রাজ Eucratides, Antialkidas, Demetrious, শক-পার্থিয়ান্ রাজা মেউস্ (Maues), মিনাণ্ডার (Minander) প্রভৃতির মুদ্রায় হস্তীমুণ্ড অংকিত আছে।[৬] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে মুদ্রায় অংকিত হস্তিমুণ্ড ইন্দ্রের প্রতীক।[৭] এছাড়াও আর্জুনায়ন, ঔদুম্বর, কৌশাম্বী, উদেহিক, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন জাতি (tribe) ও জনপদের মুদ্রায় হস্তিমুণ্ড অংকিত আছে। মুদ্রায় অংকিত হস্তিমুখ যদি ইন্দ্রের প্রতীক যথার্থই হয়, তাহলে একথা মানতে হবে যে ইন্দ্রের পরিবর্তে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত হস্তি পূজা পেয়েছেন; যেমন আজও পূজিত হচ্ছেন গরুড় বা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে এবং বৃষ বা বৃষভধ্বজ শিবের প্রতীক হিসাবে। যখন গণাধিপতি ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মণস্পতি তাঁদের গাণপত্য পরিত্যাগ করে গণপতি নামে একটি নূতন দেবতার সৃষ্টি

১ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 44

২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৭ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৮।৩৩।৮

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ Cambridge History of India, vol. I—plate VI

৭ Dev. of Hindu Iconography (1941)—pages 162-63

করলেন, তখন ব্রহ্মণশক্তি যেমন ছিলেন তাঁর বিত্তাবত্তা, রুদ্র ছিলেন সাপ, মৃগচর্ম, পরশু, জটা, পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন, ধ্বংস ও শুভকারী শক্তি প্রভৃতি, তেমনি ইন্দ্রও ছিলেন তাঁর প্রতীক ঐরাবতের মস্তক। পুরাণের (বৃহদ্ধর্মপুঃ) একটি উপাখ্যান অনুসারে ঐরাবতের মস্তকই গণেশের দেহে যোজিত হয়েছিল।

আরও একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। রুদ্র-শিবেরই ত অংশ গণেশ। রুদ্র-শিব যখন গণপতিকে তাঁর কিছুটা আকার প্রকার দিলেন, তখন শিবের পশুপতির গণদেবতা গণেশে এসে আরোপিত হওয়া অসম্ভব নয়। পশুপতিত্বের নিদর্শন হিসাবে দেবতার পশুমুণ্ড প্রয়োজন। হস্তি বৃহত্ত্বে, শক্তিতে এবং চালচলনে পশুকুল প্রধানরূপে গণদেবতার মস্তক হয়েছিল। হস্তি যেমন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পশু মানবকুলের হিতসাধক হিসাবে, তেমনি মত্তহস্তি ধ্বংসের দেবতা রুদ্রেরও সমতুল্য। অতএব বিঘ্ন ও সিদ্ধির দেবতা যে গণদেবতা-হস্তীমুণ্ডই তাঁর উপযুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় বিশেষতঃ কুষাণমুদ্রায় শিবের হাতে অঙ্কুশ অঙ্কিত আছে। হস্তিচালনার জন্য অঙ্কুশ অবশ্য প্রয়োজনীয়। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণপতির গজমুণ্ড ও নরদেহকে দুটি ভিন্ন বস্তুর মিলনের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন—হস্তিমুণ্ড বৃহত্ত্বের প্রতীক ও নরদেহ ক্ষুদ্রত্বের প্রতীক—হস্তী বৃহৎ ভূমা, মানুষ ক্ষুদ্র অণু: "Gaṇapati is represented as an elephant-headed man to express the unity, the small being, the microcosm, that is man and the Great Being, the macrocosm, pictured as an elephant. The word gaja (elephant) is taken to mean 'the origin and the goal,' ga = goal, j = origin."

এইরূপ তত্ত্বব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি আলোকপাত করে না। আমরা দেখেছি, মরুদ্গণ হস্তিতুল্য, ইন্দ্রের প্রতীক হস্তি। রুদ্র পশুপতি রুদ্রগণ বা মরুদ্গণের অধিপতি। আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। শিব-গৃহিণী পার্বতীর দশবিধ রূপ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গী। মাতঙ্গী শব্দের অর্থ হস্তিনী। শিব-পত্নী মাতঙ্গী হলে মাতঙ্গীপতি শিব অবশ্যই মাতঙ্গ বা হস্তি হবেন। মরুতের বা ইন্দ্রের সাদৃশ্যে মত্তহস্তীর মত শক্তিশালী রুদ্র বা রুদ্রশক্তি এই চিন্তা অনুসারে রুদ্র মাতঙ্গ ও রুদ্রাণী মাতঙ্গী হতে পারেন। রুদ্রের অমিত শক্তির প্রতীক হিসাবেই রুদ্র-গণপতির গজমুণ্ড বিহিত হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের রুদ্র, ব্রহ্মণস্পতি ও ইন্দ্র ছিলেন গণপতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে গণপতিত্ব বর্তালো একমাত্র রুদ্র-শিবের উপরে। রুদ্র-শিব যে কবে তাঁরই আত্মজ গজাননকে গণপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তা নির্ণয় করা ত সহজ নয়। মহাভারতের আদিপর্বে অনুক্রমণিকা অংশে গণেশের মহাভারত লেখার যে গল্প পরিবেশিত হয়েছে, সেই গল্পকথা পণ্ডিতগণ পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে গজমুণ্ডের উল্লেখ আছে বলে মনে করা হয়। সপরিবার রুদ্র মহাদেবের ধ্যান আছে এই মন্ত্রে—

পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ।[1]

—জানি পুরুষকে, সহস্রাক্ষ মহাদেবের ধ্যান করি, সেইজন্য রুদ্র আমাদের প্রেরণ করুন। সেই পুরুষ মহাদেবকে জেনে ধ্যান করি, সেইজন্য রুদ্র আমাদের প্রেরণা দিন। সেই পুরুষকে জানি, যিনি বক্রতুণ্ড (দীর্ঘনাসা) তাঁকে ধ্যান করি, সুতরাং দন্তী (হস্তী অর্থাৎ গজানন) আমাদের প্রেরণ করুন। সেই পুরুষকে জানি, বক্রতুণ্ডকে ধ্যান করি, সেইজন্য নন্দী আমাদের প্রেরণ করুন।

গণেশের প্রাচীনত্ব—এই মন্ত্রগুলিতে রুদ্র, মহাদেব, বক্রতুণ্ড, দন্তী ও নন্দী একই দেবতার নাম বা বিশেষণ বলে বোধ হয়। তুণ্ড শব্দের অর্থ নাসিকা বা শুণ্ড। দন্তী শব্দে হস্তীকে বোঝায়। তুণ্ড যাঁর বক্র এবং যিনি দন্তী (একদন্ত), সেই রুদ্র মহাদেব বা নন্দী এখানে ধ্যানের বিষয়। নারায়ণোপনিষদেও এই ধ্যানমন্ত্রগুলি বর্তমান।[2]

একদন্ত গজাননের আকার তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যুগেই পরিকল্পিত হয়েছে। খুব সম্ভব একদন্ত গজানন রুদ্র-শিবেরই রূপ বলে বন্দিত হয়েছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরই শেষ অংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক। বেদের অংশবিশেষ ব্রাহ্মণতার পুষ্টি-

১ তৈঃ আঃ—১০।১।৫-৬ ২ নারায়ণোপনিষৎ—২৫-২৬

পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলেই সকল পণ্ডিত মনে করেন। গণেশের গজানন মূর্তি যদি অনার্য প্রভাবজাত হয়ই, তাহলে বৈদিক যুগেই এই প্রভাব পড়েছিল বলতে হবে। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত এই মন্ত্রগুলিকে অর্বাচীন কালে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অনুমানের হেতু পাওয়া যায় না। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে গণপতির নামগুলি পাওয়া যায়—বিঘ্ন, বিনায়ক, বীর, স্থূল, হস্তিমুখ, বক্রতুণ্ড, একদন্ত ও লম্বোদর।[১] সূত্র গ্রন্থগুলি খৃঃ পূঃ ৮ম থেকে ৩য় শতাব্দীতে রচিত বলে গণ্য করা হয়। হিন্দু দেবগোষ্ঠীর সারিতে গণেশের স্বতন্ত্র মূর্তি নিয়ে আবির্ভাব খুব প্রাচীনকালের কি-না বলা সন্দেহ। যদিও বেদ-আরণ্যকে ও বৌধায়নের ধর্মসূত্রে গণেশের আধুনিক অবয়ব পরিকল্পনার আভাস পাই, কিন্তু বক্রতুণ্ড একদন্ত প্রভৃতি নামগুলি রুদ্রের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। রামায়ণে শিবই গণেশ; পৃথক কোন দেবতা গণেশরূপে নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন নি। রাবণকে ব্রহ্মা যে মন্ত্র জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে রুদ্রস্তুতি। এই মন্ত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত॥
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গল লোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ॥
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনোঽনলঃ॥
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ॥
* * *
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ।[২]

—সুর এবং অসুরগণের দ্বারা বন্দিত, জীবগণের উৎপত্তিস্থল, হরিপিঙ্গলচক্ষু মহাদেবকে নমস্কার। তুমি বালক, বৃদ্ধরূপী, ব্যাঘ্রচর্মপরিধানকারী, ত্রিলোকের প্রভু, ঈশ্বর, তুমি পূজনীয়, তুমি হর, হরিতনেমী (হরিতবর্ণরথচক্র সমন্বিত)। যুগান্তদহনক্ষম, গণেশ, লোকসুখকর, লোকপালক, মহাবাহসম্পন্ন, মহাভাগ, মহাশূলধারী, মহাদংষ্ট্রাসম্পন্ন, মহেশ্বর, ··· ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন।

১ বৌধায়ন ধর্মসূত্র—২।৫।২০ ২ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৩১-৩৪, ৩৭

কালিদাস (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী ?), ভারবি (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) প্রভৃতি মহাকবিদের মহাকাব্যে অন্য দেবতার নাম থাকলেও গণেশের নামোল্লেখ নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেবগণের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে অনেক দেবতার নামের উল্লেখ থাকলেও গণেশ অনুপস্থিত; এমন কি নাট্যশালার বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত অনেক দেবতার পূজার পংক্তিতে গণেশ স্থান পান নি। পঞ্চতন্ত্রে (খৃঃ ৫ম শতাব্দী ?) সিদ্ধিদাতা দেবগণের মধ্যে গণেশের নাম উপেক্ষিত। প্রাচীন যুগের (খৃঃ ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত) কোন প্রত্নলেখে গণেশের নাম উল্লিখিত হয় নি। সুতরাং গণেশের মূর্তি গড়া বা গণেশ পূজার প্রচলন বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের কোন নিদর্শন মেলে না। সেইজন্য বিমানচন্দ্র মজুমদার গণেশকে অর্বাচীন কালের দেবতা বলে স্থির করেছেন।[১] কিন্তু গণেশের পৃথক দেবতারূপে আবির্ভাব ঠিক কোন সময়ে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে অথবা খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ বা অষ্টম শতাব্দীতে, সে বিষয়ে নিঃসংশয়িত হওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু ভাণ্ডারকরের মতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগের পূর্বে গণেশ পূজা প্রচলিত হয় নি।[২]

মহাভারতের লেখক হিসাবে গণেশের যে খ্যাতি এবং তৎসম্পর্কিত যে উপাখ্যান, তা পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত এবং ভারত কথায় প্রক্ষিপ্ত।

"But no reference to an elephant-headed deity is to be found until the eight, when in opening stanza of the Māhabhārata he is described as having the face of an elephant."[৩]

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) প্রথম বিনায়ক ও গণপতি পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে আদিত্য, স্কন্দ ও মহাগণপতির পূজা করলে সিদ্ধিলাভ হয়।

মহাগণপতেশ্চৈব কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥[৪]

বাণভট্টের কাদম্বরীতে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) গজানন গণপতির গণ্ডস্থল থেকে মদক্ষরণের এবং গণসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়—"অবকীর্ণ ভস্মসূচিত মঘোখিত গণবৃন্দোচ্ছলনম্ অবগাহাবতীর্ণ গণপতি গণ্ডস্থলমদপ্রস্রবণসিক্তম্···।"[৫]

১ বঙ্গদর্শন, ১৩১০—পৃঃ ৩৮৯ ২ Vais'navism—page 149

৩ Ganes'a, Getty—page 4 ৪ যাজ্ঞবল্ক্য সং—১৷২৯৪

৫ কাদম্বরী—অচ্ছোদসরোবর্ণনম্

অমরকোশে (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ?) গণপতির কয়েকটি নাম আছে ; যথা—

বিনায়কো বিঘ্নরাজদ্বৈমাতুরো গণাধিপঃ
অপ্যেকদন্তঃ হেরম্বঃ লম্বোদরো গজাননঃ ।[১]

ভবভূতির মালতিমাধব নাটকেও (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) হস্তিমুখ গণপতির বিবরণ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত ভুমারার শিবমন্দির থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে গণসহ গণপতি গজাননের মূর্তি অঙ্কিত। মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়। কানপুরের নিকটবর্তী ভিতরগাঁও নামক গ্রামে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির গণসহ মোদকহস্ত গজাননের প্রতিকৃতি আছে। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়।

এই সকল নিদর্শন থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে রুদ্রগণাধিপতি রুদ্র গণেশের শিবাত্মজরূপে পৃথক দেহে আবির্ভাব ও পূজা প্রচলিত হ'তে থাকে এবং সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে জনপ্রিয় হ'তে থাকে। দক্ষিণ ভারতে গণপতি পূজার বিশেষ প্রচলন আজও আছে। ভাণ্ডারকরের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজার প্রচলন হয়।[২]

গণপতির মূর্তি—গণপতির প্রাপ্ত মূর্তিগুলি তিন শ্রেণীর : দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও নৃত্যরত। দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, অপর দুই শ্রেণীর মূর্তি প্রচুর পাওয়া যায়। দ্বিভুজ গণপতিও অপেক্ষাকৃত কম, চতুর্ভুজ গণপতির সংখ্যাই বেশী।[৩] গণপতির প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পুস্তক ও লেখনী-হস্ত মূর্তি পাওয়া যায় না।[৪] সুতরাং গণপতিকে জ্ঞানের দেবতারূপে পরিকল্পনা পরবর্তীকালের।

গণেশবাহন মূষিক—এখন সমস্যা হোল গণেশের বাহন মূষিককে নিয়ে। এত জীবজন্তু থাকতে গণেশ ইঁদুরকে কেন করলেন তাঁর বাহন? ইঁদুরকে অনার্যকৃষ্টি, শস্যকৃষ্টি, রাত্রির প্রতীক ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণেশকে কৃষিদেবতা বলে গ্রহণ করলে মূষিককেও কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু গণেশ ত প্রকৃতপক্ষে কৃষি দেবতা নন। আবার হস্তীর সঙ্গে ইঁদুরের নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—

১ স্বর্গবর্গ ২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ অমূল্যচন্দ্র ঘোষ—পৃঃ ৭২
৩ গণেশোপাসনা—পৃঃ ২৫ ৪ গণেশোপাসনা—পৃঃ ১৯

"The rat is an inevitable attendant on the elephant, which has an insatiable appetite for grain."[১]

অবশ্য পুরাণকারেরা বলেছেন, পৃথিবী গণেশকে মূষিক উপহার দিয়েছিলেন— "পৃথ্বী মূষিকবাহনম্।"[২]

"বসুন্ধরা দদৌ তস্মৈ বাহনায় চ মূষিকম্।"[৩]

স্কন্দ পুরাণ (প্রভাস খণ্ড) বলেছেন, গণেশ জন্মের পরে গণেশ জননী পুত্রকে মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র দিয়েছিলেন ; আর খাদ্যের গন্ধে মূষিক গর্ত থেকে বেরিয়ে মোদক খেয়ে অমরত্বলাভ করে গণেশের বাহন হয়ে গেল।

তত্র তত্রাস্য গন্ধেন নিষ্ক্রান্তো মূষকো বিলাৎ।
ভক্ষণাচ্চামরো জাতস্তস্য বাহো ব্যজায়ত॥[৪]

প্রকৃতপক্ষে মূষিকটি রুদ্রের কাছ থেকে গণেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের মূষিক শিববাহন বৃষের সঙ্গে অভিন্নরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

মূষাকার মহাকায় বৃষরূপ মহাবল।
ধর্মরূপ বৃষত্বং হি গণেশস্য বাহনম্।
নমস্কারাম্যহন্ত্বাখো পূজাসিদ্ধিং প্রযচ্ছমে॥[৫]

—মূষের আকার মহাকায়, বৃষরূপী, মহাবল, ধর্মরূপী বৃষ ; তুমি গণেশের বাহন ; হে মূষিক, তোমাকে নমস্কার করি ; তুমি আমাকে পূজায় সিদ্ধি প্রদান কর।

গণেশের বাহন মূষিককে বৃষরূপী বলে বর্ণনা করায় গণেশেরও বৃষবাহনত্বের ইঙ্গিত পাই। কোন সময়ে গণেশেরও কি বৃষবাহন ছিল ?

যজুর্বেদে আখু বা মূষিক ছিল রুদ্রের প্রিয় পশু।

"এষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুঃ।"[৬]—হে রুদ্র, এই তোমার ভাগ, আখু তোমার পশু।

"আখুস্তে রুদ্র পশুস্তং জুষস্ব।"[৭]—হে রুদ্র, আখু তোমার পশু, তাকে ভোজন কর।

১ Ganes'a, Aravamuthan—page 13 ২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মধ্যখণ্ড—৩০।৮২
৩ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, গণেশখণ্ড—১৩।১২ ৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড।অর্বুদখণ্ড—৩২।২১
৫ কালী বিলাসতন্ত্র—১৮।২৪ ৬ শুক্ল যজুঃ—৩।৫৭ ৭ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬

আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "তে তব আখুঃ পশুঃ মূষকঃ পশুত্বেন সমর্পিতঃ। আখুদানেন তুষ্টো রুদ্রস্ত্র্যম্বিকয়া যজমানপশূন্ মারয়তীত্যর্থঃ।"

—তোমার আখু-পশু অর্থাৎ মূষককে পশুরূপে সমর্পণ করছি। মূষক প্রদানের দ্বারা তুষ্ট রুদ্র অম্বিকার সঙ্গে একত্রে যজমানের পশুহিংসা করবেন না।

শতপথ ব্রাহ্মণেও রুদ্রের পশু হিসাবে আখু নির্দিষ্ট হয়েছে, "তমাখুৎকর উপকিরত্যেষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুরিতি তদস্য আখুমেব পশুনামহদিশতি তে নো ইতরান্ পশূন্ ন হিনস্তি।"[১]—(অর্থাৎ, হে রুদ্র, এই উৎকরোত্থিত আখু তোমাকে তুষ্ট করে, এই তোমার ভাগ, এই আখু তোমার পশু। এইজন্য রুদ্রকে পশুরূপে আখু প্রদান করা হচ্ছে, সেইজন্য তিনি অন্য পশুদের হিংসা করবেন না।

রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক। রুদ্রের ক্রোধ শান্তির জন্য যে পশু উপহার দেওয়া হোত, সেই প্রিয় পশুটি রুদ্র যখন গণপতিতে পরিণত হলেন তখন আত্মজকে উপঢৌকন দিলেন। রুদ্রাত্মজ গণপতিও রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিককে করে ফেললেন নিজের বাহন। মূল্যবান দ্রব্যাদি বিনষ্ট করতে মূষিক অতি নিপুণ। এইজন্যই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক।" বৃষবাহন রুদ্র গণপতিরূপে পৃথক আকার প্রাপ্ত করলে বৃষের সঙ্গে অভিন্নরূপে মূষিক গণেশের বাহনত্ব প্রাপ্ত করে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণেশের বাহন মূষিককে সর্বব্যাপী আত্মারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে গণেশের হস্তীমুখ 'বিরাট' বা ভূমার প্রতীক, নরদেহ অল্প বা ক্ষুদ্রত্বের ইঙ্গিতবাহী এবং মূষিক ক্ষুদ্র ও বৃহতে সমভাবে বিরাজিত আত্মা।

"The mouse is the master of the inside of evry thing. The all-pervading Atman is the mouse that lives in the hole, called intellect, within the heart of evry thing"[২]

গণেশের সর্পভূষণ ও নাগযজ্ঞোপবীত—গণপতির নাগভূষণ বা নাগযজ্ঞোপবীত অবশ্যই রুদ্র-শিবের দান। এখানেও অনন্তনাগের উপরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু, কালিয়দমনকারী কৃষ্ণ, অহি বা বৃত্রঘাতক ইন্দ্র এবং অহিভূষণ

১ শতপথ ব্রাঃ—২।৪।৩ ২ Hindu Politheism, A. Danielou—page 296

শিবের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং রুদ্র-শিব তিন দেবতাই সর্প বা নাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিষ্ণুর সঙ্গে গণের সম্পর্কও স্বল্প নয়। মহাভারতে বিষ্ণুর একনাম নন্দী, একনাম গণেশ্বর—"নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বরঃ।"[১] ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণানুসারে কৃষ্ণই গণেশরূপে হরপার্বতীর কাছে এসেছিলেন। তন্ত্রের লক্ষ্মী গণপতি ও শ্রীগণপতির ধ্যানমূর্তি বর্ণনার তাৎপর্য একমাত্র এই হ'তে পারে যে, গণপতি বিষ্ণুর অংশ অথবা মূর্ত্যন্তর।

রুদ্র ও বিষ্ণু যে একই দেবসত্তা এ সত্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং যিনি স্বরূপতঃ রুদ্র, তিনি স্বরূপতঃ বিষ্ণুও হ'তে পারেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিষ্ণু ও গণেশ। অতএব রুদ্রের রূপান্তর হিসাবে গণেশ ও সর্পভূষণ সর্পের যজ্ঞোপবীত লাভ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন যে বেদের বৃত্র, যার অপর নাম অহি—ইন্দ্রের দ্বারা হত হয়ে গণেশের দেহের অলংকার বা উপবীত হয়েছে সর্পরূপে।

"If we assume that Indra, vanquishing Vṛtra, the serpent, wore his on his person as trophy, quelled or killed, we shall not find it difficult to accept that the similarities between vighneśa and Indra are so one that it is beyond contradiction that Indra is one of the gods who has gone to the making of Gaṇeśa."[২]

সূর্য ও গণেশ—কিন্তু ইন্দ্র অহি বা বৃত্র বধ করে নিজের দেহে জড়িয়ে রেখেছিলেন বিজয়চিহ্ন হিসাবে—এরূপ কল্পনা নিতান্তই কষ্ট কল্পনা। আসলে, সূর্যের অয়নপথই নাগ বা সর্প। এই নাগই বিষ্ণুর শয্যা, রুদ্র-শিবের ভূষণ এবং রুদ্রাবতার গণেশেরও ভূষণ। নাগ শব্দের অর্থ যেমন সর্প, তেমনি হস্তীও। নাগ শব্দ অর্থান্তরিত হয়ে গণেশের গজমুণ্ডে পরিণত হয়েছে, এমন একটি প্রশ্ন জাগা কি অযৌক্তিক?

টি. জি. অরবমুথন গণেশের হস্তিমুণ্ডকে সূর্যের প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে (৩।১।৩।৩-৪) মার্তণ্ডজন্মের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অদিতির পরিত্যক্ত অষ্টম সন্তান পিণ্ডাকারে মাত্র জন্মেছিল। অপর সাত আদিত্য মিলে ঐ পিণ্ডকে আদিত্যের আকার দিলেন; পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়ে ঐ পিণ্ড আদিত্য হলেন, কিন্তু পিণ্ডের পরিত্যক্ত অংশ হস্তীর

১ মভাঃ, অনুশাসনপর্ব—১৪৯।৭৯ ২ Gaṇeśa, T. G. Aravamuthan—page 11

আকার ধারণ করেছিল। এই কাহিনী থেকে হস্তীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করে গণেশের হস্তিমুখকে সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন অরবমুথন।

"If this implies an association of elephant with Surya, we may have to assume an assimilation of Surya as well in the emergence of vighnes'a."[1]

গণেশ ত আর বিষ্ণু, রুদ্র বা ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন, তবে তাঁকে সূর্য না বলার ও কোন হেতু নেই। গণেশ বলেছেন আত্মস্বরূপ সম্পর্কে :—

শিবে বিষ্ণৌ চ শক্তৌ চ সূর্যে ময়ি নরাধিপ।
যা ভেদবুদ্ধির্যোগঃ স সম্যগ্, যোগো মতো মম॥[2]

—শিবে, বিষ্ণুতে, শক্তিতে, সূর্যে ও আমাতে যে অভেদবুদ্ধি সেই আমার উত্তম যোগ।

গণেশ আরও বলেছেন

অহমেব জগদ্ যস্মাৎ সৃজামি পালয়ামি চ।
কৃত্বা নানাবিধং বেষং সংহরামি স্বলীলয়া॥
অহমেব মহাবিষ্ণুরহমেব সদা শিবঃ।
অহমেব মহাশক্তিরহমেবার্যমা প্রিয়ঃ॥[3]

—আমি যেহেতু এই জগৎ সৃষ্টি করি ও পালন করি, সেইজন্য নানাবিধ রূপ ধরে আমি লীলাভরে সংহার করি। আমিই মহাবিষ্ণু, আমিই সদাশিব, আমিই অর্যমা।

অন্যত্র গণেশ বলেছেন,—

অগ্নৌ সূর্যে তথা সোমে যচ্চ তারাসু সংস্থিতম্।
বিদুষি ব্রাহ্মণে তেজো বিদ্ধি তন্মামকং নৃপ॥[4]

—অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, তারায় যে তেজ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে যে তেজ, সেই তেজ আমারই।

গণেশের এই উক্তিগুলি গণেশকে সূর্য ও অগ্নি অথবা আদ্যের তেজরূপেই প্রতিপাদিত করে। তিনি যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, তেমনি তিনি তেজোময় সূর্যাগ্নি। সুতরাং গণেশকে সূর্য বা মার্তণ্ড বললে দোষ কোথায়? নেপালে

১ Ganes'a, T. Aravamuthan—page 14 ২ গণেশ গীতা—১।২০
৩ গণেশ গীতা—১।২১-২২ ৪ গণেশ গীতা—৮।৩৩

সূর্য গণপতির মূর্তি আছে।[১] কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডের জন্মকাহিনী পৌরাণিক গণেশে সংক্রামিত হয়েছে কি-না, বলা সম্ভব নয়।

গণেশের কুঠার—জি. টি. অরবমুথন গণেশের হাতের কুঠার, পুস্তক, মোদক বা অন্নপিণ্ড, দাড়িমফল ইত্যাদিরও তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রয়াসী হয়েছেন। গণেশের হাতের কুঠার সম্পর্কে বলা যায় যে এই বস্তুটি সরাসরি শিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ঋগ্বেদে বৃহস্পতির হাতেও কুঠার আছে।

শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ।[২]

—তিনি (ত্বষ্টা) লৌহনির্মিত কুঠার শাণিত করেন, তদ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।[৩] বাশী বা পরশুজাতীয় অস্ত্র ত্বষ্টারও আছে মরুদ্গণেরও আছে।

"He is entitled to ply the axe of the Maruts and of Bṛhaspati and to hold a book, as symbolising Bṛhaspati's wisdom, and a ball of rice in variation of, say, a handful of grain-seed of the Maruts The rat or mouse cannot but be associated with this god, for where the grain of the Maruts abounds there the rats abides. The pomegranate fruit packed close with seed, is an excellent symbol of fertility, abundance and prosperity and is an apposite in the god's hand as the riceball."[৪]

কুঠার বা পরশু স্বর্গের প্রতীকরূপে স্বীকৃত।

গজাননকে মরুৎ এবং বৃহস্পতির প্রতিভূরূপে অবশ্যই গ্রহণ করা চলে। কিন্তু তাঁকে কৃষি দেবতা বা প্রজনন দেবতা রূপে গ্রহণ করা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ-নির্ভর নয়। গণেশের শুঁড়ে দাড়িমফল উর্বরতা বা কৃষিসফলতার প্রতীক কিনা জানি না, তবে কৃষিকর্মের সঙ্গে গণেশের যোগাযোগ কোথাও লক্ষিত হয় না। গণেশের শুঁড় কি লাঙলের ফালের সদৃশ? এরূপ কষ্টকল্পনা যুক্তিনির্ভর নয়। তবে এক হিসাবে গণেশকে কৃষিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা চলে। রুদ্র-শিবের সঙ্গে কৃষিকর্মের সংযোগ পুরাণে ও কাব্যে সুলভ। যজুর্বেদেও রুদ্র ক্ষেত্রপতি। ফলকথা, সূর্যাগ্নির অংশবিশেষ বা গুণবিশেষ যে রুদ্রশিব গণেশ তাঁরই মূর্তান্তর। তিনি গণদেবতা বলেই তাঁর আকৃতিও কিছুটা উদ্ভট—হস্তী বা পশুপতি রুদ্রের প্রতীক।

১ Ganes'a, Alice Getty—page I, fn. ২ ঋগ্বেদ—১০।৫৩।৯
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ Ganes'a, T. G. Aravamuthan—page 9

গণেশ-পূজাকে সূর্য পূজা বললেও কোন ভুল হয় না। তবে কেন যে তিনি আর্যপূজিত সূর্যদেব না হয়ে পণ্ডিতদের মতে অনার্যপূজিত সূর্যদেব হলেন তার সঙ্গত কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

গণেশের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে মতান্তর—প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন যে গণেশকে নিপুণ লেখকরূপে বর্ণনার হেতু কোন কিছু লেখবার আগে 'সিদ্ধি' শব্দ লেখার রীতি, আর গণেশও সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধি শব্দ ও সিদ্ধিদাতার সংমিশ্রণে গণেশ হয়েছেন দ্রুতলিখপটু।[1] কুমার স্বামীর মতে 'গণ' শব্দটি দ্ব্যর্থ-বোধক—এক অর্থে শিবগণ, অন্য অর্থে গ্রন্থসমূহ। শেষ অংশটি থেকেই গণেশের বিদ্বৎপ্রিয়তা। কিন্তু ভাণ্ডারকরের মতে জ্ঞানের দেবতা বৈদিক বৃহস্পতির সংশ্রব গণেশের বিদ্যাখ্যাতির হেতু।[2] কুমারস্বামীও বলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির প্রভাবে গণেশের বিদ্যাবত্তা। অনেকে মনে করেন দেবনাগরী অক্ষরের ওঁ (ॐ) গণেশের শুণ্ডের অনুসরণে কল্পিত। ওঁ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিন দেবতা বোঝায়। অতএব গণেশও এই দেবত্রয়ীর সমবায়ে গঠিত।[3]

বিনায়ক—গণেশের নাম বিনায়ক, তিনি বিনায়কদেরও অধিপতি। মানব গৃহ্যসূত্রে চারজন বিনায়কের উল্লেখ আছে। অথর্বশিরস উপনিষদে রুদ্রের নামই বিনায়ক। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বিনায়ক এক এবং অম্বিকার পুত্র। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে রুদ্র এবং ব্রহ্মা বিনায়ককে কর্মে বিঘ্নসৃষ্টির নিমিত্ত এবং গণসমূহের উপর প্রভুত্ব করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা॥[4]

বিঘ্ন দূর করতে বিনায়ক ও বিনায়ক-জননী অম্বিকার উপাসনা করতে হবে—"বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোঽম্বিকাম্।"[5]

দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং জাত—স্বয়ম্ভু। যাঁর নায়ক নেই তিনি বিনায়ক।

ভুমারার শিব-মন্দিরে (আনুঃ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) খর্বকায় স্থূলতনু, লম্বোদর, বৃষমুখ, শ্যেনমুখ, অশ্বমুখ অথবা উদরে ব্যাঘ্রমুখ গণেশের গণরূপে চিহ্নিত। ইলোরার গুহামন্দিরে হস্তিমুখ গণপতির চিত্র অংকিত আছে।

---

১ Ganes'a, A. Getty—page 4 ২ Vaisnavism—page 149
৩ Ganes'a, Getty—page 5 ৪ যাজ্ঞবল্ক্য—১।২৭১, আর্যশাস্ত্র সং পৃঃ ৩৯
৫ যাজ্ঞবল্ক্য—১।২৯০

গণেশের শক্তি—গণেশের শক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় তন্ত্রে। লক্ষ্মী ও শ্রী—গণেশের দুই শক্তির বর্ণনা তন্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তন্ত্রে গণেশের আরও নয়টি শক্তির উল্লেখ আছে।

তীব্রা জ্বালিনী নন্দা সভোগদা, কামরূপিণী চোগ্রা।
তেজোবতী চ সত্যা সংপ্রোক্তা বিঘ্ননাশিনী নবমী॥

এঁদের মধ্যে জ্বালিনী, উগ্রা, তেজোবতী সূর্যাগ্নির তেজঃশক্তি বলে অনুমিত হয়। গণেশের শক্তি স্বর্ণশক্তি—তাম্রবর্ণা—"সর্বগণেশানাং তাম্রবর্ণা স্মৃতাপি চ।"[1]

গণেশের নয় শক্তির সঙ্গে দুর্গাপূজার সময় পূজিত নব-পত্রিকার কোন সম্পর্ক আছে কি? স্মর্তব্য যে, নব পত্রিকা লৌকিক বিশ্বাসে কলা-বৌ এবং গণেশের পত্নী হিসাবে খ্যাত।

গণেশের বিবাহ—অর্বাচীন পুরাণে গণেশের বিবাহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গণেশের দুই পত্নী—সিদ্ধি ও বুদ্ধি। কার্তিক এবং গণেশ দুই ভাই নিজেদের বিয়ের জন্য পিতামাতাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। শিব শিবানী বললেন, যে অগ্রে সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারবে, তারই বিয়ে হবে সর্বপ্রথম। কার্তিকেয় পৃথিবী প্রদক্ষিণে বহির্গত হলেন। বুদ্ধিমান গণেশ বুদ্ধিবলে সাতবার পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করে শাস্ত্র মতে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ করলেন।[2]

শিব ও শিবানী গণেশের বিচক্ষণতায় প্রীত হলেন। তাঁরা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নাম্নী বিশ্বরূপের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গণেশের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধির গর্ভে ক্ষেম এবং বুদ্ধির গর্ভে লাভ নামক গণেশের দুই পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিশ্বরূপপ্রসূতে উক্তে।
সিদ্ধি বুদ্ধি ইতি খ্যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দরে শুভে।
তাভ্যাঞ্চৈব গণেশস্য বিবাহং চক্রতুর্মুদা॥

* * *

কিয়তা চৈব কালেন তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ।
সিদ্ধের্লক্ষঃ বুদ্ধের্লাভঃ পরমশোভনঃ॥[3]

১ শুক্রনীতিসার—৪।৪।১৫৭ ২ শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা—৩৩ অঃ
৩ তদেব—৩৬।৭-৮,১০

নারদের মুখে গণেশের বিবাহবৃত্তান্ত শুনে কার্তিক ফিরে এলেন এবং পিতামাতার পক্ষপাত দর্শনে ব্যথিত হয়ে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গমন করে সেখানে বাস করতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, এই গল্পকথা অর্বাচীন কালের এবং রূপকাশ্রিত। গণেশ যেহেতু বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অধিকর্তা, অতএব শচীপতি ইন্দ্রের মত গণেশও সিদ্ধি-বুদ্ধির পতি। সিদ্ধির পরিণাম ফল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া, আর বুদ্ধির দ্বারা লাভ হওয়া সম্ভব।

স্কন্দ কার্তিকেয়

হর-পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয়। তারকাসুরের অত্যাচার থেকে ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হয়েছিল তারকসূদন এক মহাবীর দেব-সেনাপতির। হরপার্বতীর পুত্র ভিন্ন মহাশক্তিধর নায়ক আর কে হতে পারেন, যিনি বধ করবেন তারকাসুরকে! সুতরাং প্রয়োজন হ'ল যোগমগ্ন মহাদেবের তপোভঙ্গের। তপোভঙ্গের দূত মদন ভস্মীভূত হলেন মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে। পরে কিন্তু মহাদেব পঞ্চতপা পার্বতীর সুকঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে গ্রহণ করলেন পার্বতীকে। হর-পার্বতী পরিণয়ের ফলে জন্ম হোল কুমার কার্তিকেয়ের। এ কাহিনী মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্যের। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে কার্তিকেয় জন্মের বিচিত্র উপাখ্যান রয়েছে। এই কাহিনীগুলিতে দেখতে পাই, হরতেজ থেকে জন্মালেও কার্তিকেয় উমার গর্ভজাত নন,—তিনি অগ্নির পুত্র। কার্তিকেয়ের স্বরূপ জানতে হলে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা দরকার। তাই বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীগুলির বিবরণ দিচ্ছি।

কালিকাপুরাণের বিবরণ—কালিকাপুরাণে দেবগণের প্রার্থনায় তারক-সূদন পুত্র লাভের জন্য মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে মহাসুরতে রত হলেন এবং মনুষ্য-পরিমিত বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করলেন। এই মহাসুরতে বসুধা কম্পিত হোল,—ত্রিভুবন আকুল হয়ে উঠলো। ইন্দ্রাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মের আশংকায় ইন্দ্র ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ শিবের শরণ গ্রহণ করায় শিব জানালেন যে মহাসুরত ব্যতিরেকে উমার গর্ভে সন্তান জন্মাবে না। দেবগণ অনুরোধ করলেন, উমার গর্ভে যাতে শিব-তনয় জন্মগ্রহণ না করেন তজ্জন্য মৈথুন পরিত্যাগ করতে। শিব স্বীকৃত হওয়ায় অতৃপ্তা পার্বতী দেবতাদের অভিশাপ দিলেন পুত্রহীন হয়ে থাকতে। কিন্তু শংকরের অমিত তেজ ধারণ করবে কে? দেবগণ অনুরোধ করলেন অগ্নিকে। অগ্নি রাজি হওয়ায় মহাদেব মৈথুনজাত রেতঃ প্রক্ষেপ করলেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে। সেই সময়ে দুই বিন্দু পতিত হোল পর্বতে। তা থেকে জন্মালো দুই রুদ্র তনয়—একজন ভ্রমরের মত কৃষ্ণবর্ণ, তাঁর নাম হল ভৃঙ্গী; আর একজন অঞ্জনতুল্য কৃষ্ণ, তিনি হলেন মহাকাল। এঁরা দুজনে শিবের গণেশ্বরূপে শিবদ্বারে প্রহরী হলেন—

তয়োস্তু কণয়োঃ সদ্যঃ সম্ভূতৌ শংকরাত্মজৌ।
একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো, ভিন্নাঞ্জননিভোঽপরঃ॥
ভৃঙ্গাভস্তু তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ।
মহাকৃষ্ণকণস্তু মহাকালেতি লোকভৃৎ॥

* * *

প্রবুদ্ধৌ তু মহাত্মানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ।
ক্রমাদ্ গণেশৌ কৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ॥[1]

মহাদেব বলেছিলেন, তাঁর তেজ যোগমায়া কিংবা আকাশগঙ্গা ভিন্ন অন্য কেউ ধারণ করতে পারবে না।

ইয়ং আকাশগঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা।
উমায়া ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোঽপত্যং হুতাশনাৎ॥
জনিষ্যত্যাত্মবীর্যেণ তেজসানুপমদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি স বঃ শ্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ॥[2]

—এই আকাশগঙ্গা পর্বতরাজের অপর কন্যা উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর গর্ভে আমার বীর্যে অগ্নির থেকে শ্রেষ্ঠজ্যোতিসম্পন্ন সৌভাগ্যবান অরিন্দম সেনাপতি জন্মগ্রহণ করবে।

শিবের নির্দেশমত অগ্নি আকাশগঙ্গায় শিববীর্য নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন—স্কন্দ ও বিশাখ, পরে দুই পুত্র এক হয়ে একটি শিশুতে পরিণত হয়।

দহনোঽপি তথা কালে প্রাপ্তে গঙ্গোদরে স্বয়ং
রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাম্ভবং স্বর্ণসন্নিভম্।
সা তেন রেতসা দেবী সর্বলক্ষণসংযুতং
পূর্ণকালেঽথ সুষুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্॥
একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চারুরূপধৃক্।
শক্তিদ্বয়ধরৌ যৌ তৌ তেজঃকান্তিবিবর্ধিতৌ॥
তাবেকত্বং জগামাশু বিশাখঃ স্কন্দ এব চ।
শিশুশ্চাপ্যভবদ্ যাতো যথান্যস্তু সুতস্তথা॥[3]

—অগ্নিও উপযুক্ত সময়ে গঙ্গায় স্বর্ণতুল্য শম্ভুর রেতঃ নিক্ষেপ করলেন। সেই

১ কালিকাপুঃ—৪৭।৪৪-৪৭ ২ কালিকাপুঃ—৪৭।৭১-৭২ ৩ কালিকাপুঃ—৪৭।৮৬।৮৮

যেহেতু তারা পূর্বকালে সর্বলক্ষণসংযুক্ত মনোহর দুই পুত্র দেবী গঙ্গা প্রসব করলেন। সুন্দর রূপবান একজন হলেন স্কন্দ, অপরজন হলেন বিশাখ। তাঁরা দু'জনেই শক্তিধর, দু'জনেই তেজ ও কান্তিতে সমুজ্জ্বল। সেই দু'জনে—বিশাখ ও স্কন্দ এক হয়ে অঙ্গের তনয় যেমন হয়, সেইরূপ এক হয়ে গেলেন।

গঙ্গা সেই আশ্চর্য পুত্রকে শরবনে পরিত্যাগ করলেন :

মধ্যে শরবনস্যাশু গঙ্গা তং বাসৃজৎকৃতাৎ ॥[১]

গঙ্গা মহাদেবের পুত্রজন্মবৃত্তান্ত বললেন নক্ষত্র রুদ্রাকে, কৃত্তিকা সেই পুত্রকে লালন করলেন।

পরিগৃহ্য সুতং তস্য পালনায়াস কৃত্তিকা।[২]

পদ্মপুরাণের বিবরণ—পদ্মপুরাণেও (সৃষ্টিখণ্ড) সবিস্তারে কার্তিকের-জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। এই পুরাণের কাহিনী নিম্নরূপ :

কশ্যপ ও দিতির পুত্র বজ্রাঙ্গ। বজ্রাঙ্গের পত্নী বরাঙ্গী। বজ্রাঙ্গ কঠোর তপস্যায় রত হ'লে ইন্দ্র মর্কটরূপে বরাঙ্গীকে বিপর্যস্ত করলেন। ব্রহ্মার বরে বরাঙ্গী দেবনিসূদক পুত্র তারকের জন্ম দেয়। তারক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করলেন। ব্রহ্মা বললেন—

অবধ্যস্তারকো দৈত্যঃ সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
যস্য বধ্যঃ স নাদ্যাপি জাতস্ত্রিভুবনে পুমান্ ॥
ময়া স বরদানেন ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ।
তপসঃ সাম্প্রতং রাজা ত্রৈলোক্যদহনাত্মকঃ ॥
স তু বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ।
স তু সপ্তদিনো বালঃ শঙ্করাদ্ যো ভবিষ্যতি ॥
তারকস্য নিহন্তা স ভাস্করাভো ভবিষ্যতি।[৩]

—তারক-দৈত্য সকল সুর ও অসুরের অবধ্য। সে যার বধ্য হবে, সেই পুরুষ আজও জন্মে নি। ত্রিলোকদহনকারী তপস্যার জন্য সম্প্রতি আমি তাকে বর দিয়ে বঞ্চিত করে নিবৃত্ত করেছি। সেই দৈত্য সাতদিনের শিশুর হাতে মৃত্যু কামনা করেছিল। সাতদিনের যে বালক শংকর থেকে জন্মগ্রহণ করবে, সেই সূর্যবর্ণ পুত্র তারকের নিহন্তা হবে।

১ কালিকাপু—৪৭।৮৩ ২ কালিকাপু—৪৭।৮৯ ৩ পদ্মপু, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৪০-৪৮

ব্রহ্মা আরও বললেন, শংকর সম্প্রতি বিপত্নীক। হিমালয়ের যে কন্যা জন্মাবে—অরণি জাত অগ্নির মত তাঁর যে পুত্র হবে তিনিই তারককে হত্যা করবেন।

অতঃপর ব্রহ্মা নিশাদেবীকে আহ্বান করে বললেন যে, পর্বতরাজ কন্যারূপে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সময়ে মাতৃগর্ভস্থিতা সতীকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে হবে, কারণ দেবীর গাত্রবর্ণহেতু হরপার্বতীর কলহ হবে, ফলে উমা যাবেন তপশ্চর্যায়, সেই তাপসীর গর্ভে জন্মাবেন তারকারি মহাবীর।

কৃষ্ণবর্ণা সতীর জন্ম হলে দেবর্ষি নারদ পার্বতীর ভাবীপতির কথা বিজ্ঞাপিত করলেন, এদিকে ইন্দ্র মদনের সহায়তায় শিবের ধ্যান ভাঙালেন,—কিন্তু মদন হলেন ভস্মীভূত। অতঃপর সপ্তর্ষির উদ্যোগে হরপার্বতীর মিলন হ'ল, ক্রীড়াচ্ছলে পার্বতী গাত্রমল থেকে গজানন সৃষ্টি করলেন। হরপার্বতী পরম সুখে মিলনানন্দ উপভোগ করছিলেন। হরবক্ষে আলিঙ্গিতা পার্বতীকে শিব উপহাস করে বলেছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তবৌ ॥[১]

—হে তন্বী, তোমার কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি আমার শুভ্র দেহে শুভ্র চন্দনবৃক্ষে কৃষ্ণ ভুজঙ্গীর মত শোভা পাচ্ছে।

এই কথায় ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী বাণী শিবকে তিরস্কার করে শিবের অসৎ প্রবৃত্তির আশঙ্কায় গণাধিপতি বীরককে প্রহরায় নিযুক্ত করে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে গৌরবর্ণ লাভ করে হলেন গৌরী—তাঁর কৃষ্ণত্বক্ থেকে জন্মালেন কৌশিকী—তিনি বিন্ধ্যাচলে বাস করতে লাগলেন।

এবার গৌরাঙ্গী পার্বতীর সঙ্গে গিরিশের সঙ্গম চললো বর্ষসহস্র যাবৎ। দেবতারা অধৈর্য হয়ে অগ্নিকে পাঠালেন হরপার্বতীর রতিভঙ্গ করতে। অগ্নি শুকরূপে হরপার্বতীর শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। মহাদেব অগ্নিকে চিনতে পেরে তাঁর অর্ধস্খলিত বীর্য পান করার অভিশাপ দিলেন—

নিবিক্তমর্ধং দেব্যাং মে বীর্যক শুকবিগ্রহ।
লজ্জয়া বিরতিশ্চাস্ত তদর্ধং পিব পাবক ॥[২]

শুকরূপী অগ্নি শিবের অর্ধ-বীর্য পান করলেন। তার ফলে অগ্নির জঠর স্ফীত হোল। দেবগণ অগ্নির জঠর ভেদ করে তপ্তস্বর্ণবর্ণ মাহেশ্বর বীর্য পাতিত করলেন।

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড   ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪৩।১২৩

সেখানে স্বর্ণপদ্মশোভিত এক বিশাল সরোবর আবির্ভূত হোল। দেবী সখীসহ কৌতুকাবিষ্ট হয়ে সেই সরোবরের তীরে বসে দেখলেন, সূর্যতুল্যদীপ্তিমতী ছয় কৃত্তিকা স্নান করে পদ্মপত্রে সরোবরের জল নিয়ে যাচ্ছেন। দেবী তখন হর্ষভরে বললেন, পদ্মপত্রস্থিত জল আমি পান করবো। কৃত্তিকাগণ বললেন, এই জল তোমাকে দেব; কিন্তু যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সে আমাদেরও পুত্র হবে, এবং আমাদের নামে পরিচিত হবে। আমাদের দ্বারা শিশুর উত্তমাঙ্গসমূহ সুন্দর হবে। পার্বতী স্বীকৃতা হয়ে পদ্মপত্রস্থিত জল পান করলেন। সেই জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সূর্য কিরণের মত সর্বলোক উদ্ভাসিত করে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো।

পীতে তু সলিলে চৈব তস্মিন্নেব ক্ষণে বরঃ।
বিপাট্য দেব্যাস্ত ততো দক্ষিণং কুক্ষিমুদ্গতঃ ॥
নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালো সর্বলোকবিভাসকঃ।
প্রভাকর কর ভ্রান্ত প্রকাশপ্রকরঃ প্রভুঃ ॥
গৃহীত নির্মলোদগ্র শক্তিশূলঃ ষড়াননঃ।
দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যানুত্থিতঃ কনকচ্ছবিঃ ॥
এতস্মাৎ কারণাদেব কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ ॥[1]

—সেই জল পান করার পর তৎক্ষণাৎ দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সর্বলোক উদ্ভাসিত সূর্যতুল্য, সূর্যকরসমন্বিত অদ্ভুত বালক জন্মগ্রহণ করে,—উগ্র শক্তি ও শূলহস্তে ষড়ানন প্রদীপ্ত স্বর্ণপ্রতিম দৈত্য ধ্বংস করার নিমিত্তই উত্থিত হলেন। এইজন্যই তিনি হলেন কুমার।

এ দিকে পার্বতীর বাম কুক্ষি ভেদ করে আর এক শিশু জন্মগ্রহণ করলেন, ইনি হলেন স্কন্দ। অগ্নির মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত ষড়াননের নাম হোল বিশাখ।

বামং বিদার্য্য নিষ্ক্রান্তস্ততো দেব্যাঃ পুনঃ শিশুঃ।
স্কন্দোঽথ বদনাদগ্নেঃ শুক্রাৎ ষড়্‌বদনোঽপরঃ।
কৃত্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ স বিশেষতঃ ॥
শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্‌সু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ।
যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষন্মুখঃ।
স্কন্দো বিশাখঃ ষড়্‌বক্ত্র, কার্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ ॥[2]

১ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।১৭৮-১৮২ ২ তদেব—৪৪।১৮২ ১৮৫

—পুনরায় দেবীর বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করে স্কন্দ নামে শিশু নিষ্ক্রান্ত হোল, বহ্নির বদন থেকে নির্গত শুক্র থেকে জাত হয় শক্রহন্তা ষড়ানন। বিভিন্ন শাখায় কৃত্তিকাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, ছয় মুখে প্রসারিত শাখা নামে পরিচিত হলেন বলে ইনি জগতে ষণ্মুখ বিশাখ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন কার্তিকেয় নামে খ্যাত হলেন।

এই দুই মহাশক্তিধর চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথিতে শরবনে সূর্যসদৃশ দীপ্ত হলেন। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পাবক ও অনল – এই দুই বালককে এক করলেন দেবগণের সুখের জন্য, তারপরে ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান গুহ অভিষিক্ত হলেন।

পক্ষে চৈত্রস্য বহুলে পঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ।
ষড়ুবার্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে।
সিতে পক্ষে তু পঞ্চম্যাং তথৈতৌ পাবকানলৌ।
বালকাভ্যাঙ্ককারৈকং মন্ত্রা চামরভূতয়ে।
তস্যামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তঃ গুহঃ প্রভুঃ।[১]

অভিষেকের পরে ইন্দ্র এই কুমারকে পত্নীরূপে দেবসেনাকে প্রদান করলেন, আর বিষ্ণু দিলেন অস্ত্র।

সুতামস্মৈ দদৌ শক্রো দেবসেনেতি বিশ্রুতাম্।
পত্ন্যর্থং দেবদেবেশো দদৌ বিষ্ণুরথায়ুধম্॥[২]

বামনপুরাণের বৃত্তান্ত – বামনপুরাণে (৫। অঃ) হিমালয়-দুহিতা কালী ব্রহ্মার বরে হলেন গৌরাঙ্গী গৌরী। অপরূপা গৌরী মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন, মহাদেবও মহামোহে আচ্ছন্ন হয়ে সহস্র বৎসর গৌরীর সঙ্গে যাপন করলেন। ফলে সপ্তসাগর ক্ষুব্ধ হ'ল,- দেবগণ ভীত হলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে মহাদেবের কুটীর-সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অগ্নি হংসরূপ ধারণ করে শিবের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সূক্ষ্মরূপে শিবের শিরে আরোহণ করে শিবকে জানালেন যে, দেবগণ শিবের দ্বারে অপেক্ষায় নিরত। শিব তৎক্ষণাৎ মহামৈথুন ত্যাগ করে বাইরে এলেন এবং দেবগণের প্রার্থনা অনুসারে মহামৈথুন ত্যাগ করতে রাজি হলেন, কিন্তু তাঁর তেজ কাউকে গ্রহণ করতে হবে। অগ্নি শিবের স্খলিত তেজ পান করলেন। একথা জেনে পার্বতী দেবগণকে অভিশাপ

১ শল্যঃ—৪৪।১৫৪-১৫৮ ২ ঐ—৪৪।১৬০

দিলেন যে, তাঁদের পুত্রোৎপাদনশক্তি রহিত হ'বে। তৎপরে পার্বতী শৌচাগারে গমন করে গাত্রমল দ্বারা গণেশ নির্মাণ করলেন। এদিকে শিবতেজ অগ্নির উদরে প্রবিষ্ট হওয়ায় অগ্নির তেজ মন্দীভূত হয়—

যত্তৎ পীতং হুতাশেন রুদ্র শুক্রং পিনাকিনঃ।
তেনাক্রান্তোঽভবদ্ ব্রহ্মন্ মন্দতেজা হুতাশনঃ ॥[১]

তখন নদীরূপা কুটিলা শিবতেজ ধারণে স্বীকৃতা হলে অগ্নি কুটিলার জলে সেই তেজ নিক্ষেপ করলেন। কুটিলা পঞ্চবর্ষসহস্র সেই তেজ ধারণ করে ব্রহ্মার নির্দেশে উদয়গিরিতে উপস্থিত হয়ে যোগে বিশাল শরবনে সেই তেজ ত্যাগ করলেন। শরবন ও সমীপস্থ প্রাণিসকল সেই তেজের প্রভাবে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করলো। দশশত বৎসর পূর্ণ হলে তরুণারুণসমদ্যুতি এক বালক সমুদ্ভূত হ'ল।

ততো দশসু পূর্ণেষু শরদাং বৈ শতেষ্বথ।
বালার্কদীপ্তিঃ সঞ্জাতো বালঃ কমললোচনঃ ॥
উত্তানশায়ী ভগবান্ দিব্যে শরবনে স্থিতঃ।
মুখেঽঙ্গুষ্ঠং সমাক্ষিপ্য রুরোদ ঘনরাডিব ॥
এতস্মিন্নন্তরে দিব্যাঃ কৃত্তিকাঃ ষট্ সুতেজসঃ।
দদৃশুঃ স্বেচ্ছয়া যান্ত্যো বালং শরবনে স্থিতম্ ॥
কৃপাযুক্তাঃ সমাজগ্মুর্যত্র স্কন্দঃ স্থিতোঽভবৎ।
অহং পূর্বমহং পূর্বং তস্মৈ স্তন্যং বিচুক্রুশুঃ ॥
বিবদন্তীঃ স তা দৃষ্ট্বা ষণ্মুখঃ সমজায়ত।
অবীভরংশ্চ তাঃ সর্বাঃ শিশুং স্নেহাচ্চ কৃত্তিকাঃ।
ভ্রিয়মানঃ স তাভিস্তু কৃত্তিকানামতে।
কার্ত্তিকেয় ইতি খ্যাতো জাতঃ বলিনাম্বরঃ ॥[২]

—তারপর দশশত বৎসর পূর্ণ হলে তরুণসূর্যের মত দীপ্তিবিশিষ্ট পদ্মলোচন বালক জন্মগ্রহণ করলেন। দিব্যশরবনে উত্তানভাবে শয়ন করে ভগবান মুখে অঙ্গুষ্ঠ পুরে মেঘরাজের মত গর্জন করতে লাগলেন। এই সময় তেজঃসম্পন্না ছয় দিব্য কৃত্তিকা তাঁকে দেখলেন এবং স্বেচ্ছায় শরবনে স্থিত বালকের কাছে করুণাপরবশ হয়ে উপস্থিত হলেন। 'আমি আগে তাঁকে স্তন্য পান করাব, আমি

১. বামনপুঃ—৫৭।৩ ২. বামনপুঃ—৫৭।২০-২৫

আগে তাঁকে স্তন্য পান করাব বলে তাঁরা চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁদের বিবাদ করতে দেখে তিনি ষড়ানন হলেন এবং কৃত্তিকাগণ স্নেহবশে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। ফলে তাঁর বল বর্ধিত হয় এবং বলিশ্রেষ্ঠ কার্তিকেয় নামে খ্যাত হন।

শিবতেজ থেকে কুমার জন্মগ্রহণ করলে কুমারের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে শিব, গৌরী, কুটিলা ও অগ্নি শরবনে উপস্থিত হলেন। তখন বালক চতুর্মূর্তি ও ছয়মুখে সকলকে তুষ্ট করলেন। কুমার শঙ্করের কাছে, বিশাখ গিরিজার কাছে, শাখ কুটিলার কাছে এবং নৈগমেয় অগ্নির কাছে গেলেন—

ততঃ স বালক স্তেষাং মত্বা চিন্তিতমাদরাৎ।
যোগাচ্চতুর্মূর্তিরভূচ্ছিত্তষোঽপি ষণ্মুখঃ॥
কুমারঃ শঙ্করমগাদ্বিশাখো গিরিজামগাৎ।
কুটিলামভ্যগাচ্ছাখো নৈগমেয়োঽগ্নিমভ্যগাৎ॥[1]

অতঃপর শিব কৃত্তিকা প্রভৃতির সন্তুষ্টির জন্য বললেন—

নাম্না কার্তিকেয়েতি যুষ্মাকং ভবত্বসৌ।
কুটিলায়াঃ কুমারেতি পুত্রোঽয়ং ভবিতাব্যয়ঃ॥
স্কন্দ ইত্যেব বিখ্যাতো গৌরীপুত্রো ভবত্বসৌ।
গুহ ইত্যেব নাম্না চ মমাসৌ তনয়ঃ স্মৃতঃ॥
মহাসেন ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ শরবনস্য চ।
এবমেষ মহাযোগী পৃথিব্যাং খ্যাতিমেষ্যতি।
ষড়ংশত্বান্মহাবাহুঃ ষণ্মুখো নাম গীয়তে॥[2]

—কার্তিকেয় নামে তোমাদের পুত্ররূপে ইনি বিখ্যাত হবেন, কুটিলার পুত্ররূপে কুমার নামে প্রসিদ্ধ হবেন, গৌরীপুত্ররূপে স্কন্দনামে খ্যাত হবেন, আমার পুত্ররূপে গুহ নামে পরিচিত হবেন, অগ্নির পুত্র হিসাবে মহাসেন নামে, আর শরবনের পুত্র হিসাবে সারস্বত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। এইভাবে এই মহাযোগী পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করবেন—ষড়ংশহেতু ইনি মহাবাহু ষণ্মুখ নামে কথিত হবেন।

কার্তিকেয় দেবতাদের সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত হলে শিব তাঁকে গণচতুষ্টয় এবং অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব গণ প্রদান করলেন। গরুড় কার্তিকেয়কে ময়ূর প্রদান করলেন।

১ বামনপুঃ—৫৭।২৯-৩০ ২ বামনপুঃ—৫৭।৩২-৩৩

এতানি ভূতানি গণাংশ্চ মাতৃর্যো দৃষ্ট্বা মহাত্মা বিনতাত্মজঃ।
দদৌ ময়ূরং স্বসুতং মহাজবং তথারুণস্তাম্রচূড়ং চ পুত্রকম্॥[১]

বরাহপুরাণের বিবরণ—বরাহপুরাণের কাহিনী আবার ভিন্নরূপ। এই উপাখ্যানে শিব নিজদেহস্থিত শক্তিকে সংক্ষোভিত করে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে অহংকার রূপে সৃষ্টি করলেন। দেবদানবের সংঘর্ষে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ভীমাক্ষ প্রভৃতি বহু সেনানায়ক ছিল অসুর পক্ষে। কিন্তু দেব পক্ষে দক্ষ সেনাপতির অভাবে দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে স্তবস্তুতি করে শিবকে তুষ্ট করলেন। রুদ্র নিজদেহস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষোভিত করে শক্তিহস্ত কুমারের সৃষ্টি করলেন।

এবমুক্ত্বা হরো দেবান্ বিসৃজ্য স্বাঙ্গসংস্থিতাম্।
শক্তিং সংক্ষোভয়ামাস পুত্রহেতোঃ পরন্তপ॥
তস্য ক্ষোভয়তঃ শক্তিং জ্বলনার্কসমপ্রভঃ।
কুমারঃ সহজাং শক্তিং বিভ্রজ্জ্ঞানৈকশালিনীম্॥
উৎপত্তিস্তস্য যা দেব বহুরূপা ব্যবস্থিতা।
মন্বন্তরেষ্বনেকেষু দেবসেনাপতিঃ কিল॥
যোঽসৌ শরীরজো দেবঃ অহংকারেতি কীর্তিতঃ।
প্রয়োজনবশাদ্দেবঃ সৈব সেনাপতির্বভৌ॥[২]

—এই কথা বলে হর দেবতাদের বিদায় দিয়ে নিজের অঙ্গস্থিতা শক্তিকে ক্ষোভিত করলেন পুত্রের নিমিত্ত। তিনি জ্ঞানরূপা সহজাতা শক্তিকে ক্ষোভিত করলে প্রজ্বলিত সূর্যপ্রভাসম্পন্ন কুমার জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর উৎপত্তি বহুরূপে প্রকাশিত। অনেক অনেক মন্বন্তরে তিনি দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন। এই শরীরজ দেব অহংকার নামে পরিচিত, প্রয়োজনহেতু তিনিই সেনাপতিরূপে শোভিত হলেন।

দেবতারা কুমারকে সেনাপতিত্বে বরণ করলে কুমার বললেন, আমাকে খেলনা দাও এবং আমার অনুচর দাও। শিব এই কথা শুনে বললেন, তোমার খেলনা এই কুক্কুট দিচ্ছি, আর তোমার অনুচর দিচ্ছি শাখ ও বিশাখ নামের।

দদামি তে ক্রীড়নকং কুক্কুটং
তথানুগৌ শাখবিশাখসংজ্ঞৌ॥[৩]

১ বামনপুঃ—৫৭।১০২ ২ বরাহপুঃ—২৫।৩২-৩৫ ৩ বরাহপুঃ—২৫।৩৮

শিবপুরাণের বিবরণ—শিবপুরাণের (জ্ঞান সংহিতা) কার্তিকেয় জন্মকাহিনী মোটামুটি একই প্রকার। এখানেও কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখে শিব সঙ্গম ত্যাগ করলে শিবপ্রদত্ত বীর্য কপোতরূপধারী অগ্নি চঞ্চুপুটে গ্রহণ করলেন এবং চঞ্চুপুটে ধারণ করতে অক্ষম হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন; গঙ্গাও ধারণে অসমর্থতা বশতঃ শরস্তম্বে পরিত্যাগ করলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করলেন শরস্তম্বে।

> কপোতো বীর্যমাদায় চঞ্চুপুটগতং যদা।
> বহির্গতো মহাবীর্যং ধর্তুমক্ষম এব সঃ॥
> তদ্বীর্যঞ্চৈব গঙ্গায়াং প্রাক্ষিপদ্দুঃখপীড়িতঃ।
> গঙ্গয়াপি চ তদ্বীর্যং দুঃসহং পরমাত্মনঃ॥
> নিক্ষিপ্তঞ্চ শরস্তম্বে তত্র বালো ব্যজায়ত।
> সুন্দরঃ সুভগঃ শ্রীমান্ দর্শনাৎ সুখদায়কঃ॥[১]

এই সময়ে ছয়জন রাজকন্যা গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। তাঁরা বালককে দেখে 'আমার পুত্র আমার পুত্র' বলতে লাগলেন। আর কুমার ছয় মুখ বার করে তাঁদের স্তন্য পান করলেন।

> এতস্মিন্নন্তরে তত্র রাজকন্যাঃ সমাগতাঃ।
> ষট্সংখ্যাশ্চৈব স্নানার্থং তাভির্দৃষ্টশ্চ বালকঃ॥
> মদীয়োঽয়ং মদীয়শ্চ বদন্ত্যশ্চ পরস্পরম্।
> সম্পাদ্য ষন্মুখানীহ পীতং স্তন্যং স্বয়ং তদা॥[২]

অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়—পুরাণের উদ্ধৃত বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলিতে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে শিব-রুদ্র, অগ্নি, পার্বতী, গঙ্গা (স্বর্গগঙ্গা) অথবা কুটিলা নদী এবং কৃত্তিকাকুল বা ছয় রাজকন্যা সংশ্লিষ্ট। এঁদের মধ্যে রুদ্র-শিবের মত অগ্নির ভূমিকা অনেকটা। রুদ্র-শিবের সঙ্গে অগ্নির অভিন্নতাহেতু কার্তিকেয় অগ্নিরও পুত্র। পুরাণ কাহিনীতে রুদ্র ও অগ্নি পৃথক হলেও তাঁদের অভিন্নতা অস্পষ্ট নয়। পুরাণাদিতে কোন দেবতার আত্মজ পুত্র তাঁর মূর্ত্যন্তর বা রূপান্তর হিসাবে গ্রহণীয়। শিবানী বা রুদ্রশক্তি সূর্যাগ্নির তেজ বা শক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ায় কুমার কার্তিকেয়কে সূর্যাগ্নির রূপভেদরূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কুমার কার্তিকেয়ও অগ্নিতুল্য, সূর্যতুল্য এবং সূর্যকরসদৃশ প্রভা ও তেজঃসম্পন্ন; তাঁর

১ শিবপু:, জ্ঞান সং—১৯।১১-১৩ ২ জ্ঞান সং—১৯।১৪-১৫

প্রভাব ত্রিলোক উদ্ভাসিত। মহাভারতে (বনপর্ব ২২৩-২২৪ অঃ) কার্তিকের জন্মের যে বিবরণ আছে তাতে স্কন্দ-কার্তিকেয় সরাসরি অগ্নির পুত্ররূপেই বর্ণিত হয়েছেন। এই কাহিনী অবশ্যই পুরাণ কাহিনীগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর।

মহাভারতে কার্তিকের জন্মের উপাখ্যান—মহাভারতকার অগ্নির বংশবর্ণনা প্রসঙ্গে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি এই :

কোন সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন, সেই সময় ভগবান অগ্নি সূর্যমণ্ডল থেকে আগমনপূর্বক হব্যদ্রব্য গ্রহণ করে প্রস্থানকালে ঋষিপত্নীগণকে দেখে মদনবাণে কাতর হয়ে গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবেশ করে অনিমেষ নয়নে তাঁদের দর্শন করতে লাগলেন। দক্ষদুহিতা স্বাহা হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ছয় ঋষিপত্নীর বেশ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রতিবার অগ্নির রেতঃ হস্তে গ্রহণ করে সুপর্ণীর রূপ ধারণ করে শ্বেতপর্বতে স্বর্ণকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। ইহাতে স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের জন্ম হল।

> ষট্‌কৃত্বস্তু নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তমঃ।
> তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।।
> তৎস্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃত্তং জনয়ৎ সুতম্ ॥
> ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ।
> ষট্‌শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বাদশাক্ষিভুজক্রমঃ ॥
> একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
>
> *　　*　　*
>
> লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য ইবোদিতঃ ॥[১]

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অগ্নির রেতঃ ছয়বার সেই কুণ্ডে স্বাহাদ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেই স্খলিত রেতঃ তেজের দ্বারা একত্রিত হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দিল। ঋষিদের দ্বারা পূজিত রেতঃ স্কন্দরূপে পরিগণিত হয়। ছয় মস্তক, দ্বাদশ কর্ণ, চক্ষু এবং বাহুবিশিষ্ট এবং এক গ্রীবা ও এক জঠরবিশিষ্ট কুমার প্রাদুর্ভূত হন। সেই কুমার বিশাল রক্তবর্ণ মেঘে নবোদিত সূর্যের মত শোভা পেতে লাগলেন।

কার্তিকের জন্মগ্রহণ করার পরে তাঁর জন্মের শক্তিপ্রভাবে ত্রিলোক বিচলিত হয়ে উঠলো। দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বজ্রের দ্বারা হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েও

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৩।১৩-১৮, ২০

বার্ধকায় হলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কুমারের দক্ষিণ কক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় বিশাখ নামে যুবাপুরুষের আবির্ভাব হয়।

ত্যক্তো দেবৈস্ততঃ স্কন্দে বজ্রং শক্রো ন্যপাতয়ৎ।
তদ্বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্।
বিভেদ চ মহারাজ পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ॥
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোঽপরঃ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ॥
যদ্বজ্রবিশনাজ্জাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ।[1]

—দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করার পর ইন্দ্র স্কন্দের উপরে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্র-পরিত্যক্ত বজ্র শীঘ্র মহাত্মা স্কন্দের দক্ষিণপার্শ্বে আঘাত করে দক্ষিণ-পার্শ্ব বিদীর্ণ করলো। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দেহ থেকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ শক্তি ও দিব্য কুণ্ডলধারী এক যুবা পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। বজ্রাঘাত থেকে জাত বলে তিনি বিশাখ নামে পরিচিত হলেন।

যিনি অগ্নির তেজে জাত, তিনি রুদ্রপুত্র হলেন কীরূপে? এক্ষেত্রে মহাভারতকার অত্যন্ত স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন—যিনি অগ্নি, তিনিই রুদ্র,—স্বাহাই উমা, সুতরাং স্কন্দকুমার রুদ্রপুত্র নামে খ্যাত।

রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহূ রুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ।
রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃ পর্বতোঽভবৎ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতে কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে॥
পূজ্যমানং তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্॥
অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ॥
রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাং চ ভারত।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ॥[2]

—ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকেই রুদ্র বলে থাকেন, সেইজন্যই তিনি রুদ্রপুত্র, রুদ্র কর্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্র শ্বেতপর্বতে পরিণত হয়েছিল। পাবকের বীর্য শ্বেতপর্বতে কৃত্তিকাগণের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন, সকল দেবগণের সম্মুখে রুদ্র তাঁকে সম্মানিত করলেন,

---

১ মহা, বনপর্ব—২২৬।১৪-১৬, ২ মহা, বনপর্ব—২৩১।২৭-৩১

মুনিশ্রেষ্ঠ কুমারকে সেইজন্য সকলে রুদ্রপুত্র বললেন। রুদ্র অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রুদ্রপুত্র। রুদ্ররূপী বহ্নির স্বাহা এবং ছয় স্ত্রীর পুত্ররূপে সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেইজন্যই তিনি রুদ্রপুত্র হয়েছিলেন।

ব্রহ্মা স্কন্দকে পিতা রুদ্রের নিকট গমন করতে অনুরোধ করে বলেছিলেন,—

অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দনম্।
রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া॥
হিতার্থং সর্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ।
উমাযোন্যাং চ রুদ্রেণ শুক্রং সিক্তং মহাত্মনা।
আস্মিন্ গিরৌ নিপাতিতং মিঞ্জিকামিঞ্জকং যতঃ।
সম্ভূতং লোহিতোদে তু শুক্রশেষমবাপতৎ॥
সূর্যরশ্মিষু চাপ্যন্যচ্চৈবাপতদ্ভুবি।
আসক্তমন্যদ্ বৃক্ষেষু তদেবং পঞ্চধাপতৎ॥
তত্র তে বিবিধাকারা গণাজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তব পারিষদা ঘোরা য এতে পিশিতাশিনঃ॥[১]

—তুমি ত্রিপুরমর্দনকারী পিতা মহাদেবের নিকট যাও। রুদ্র অগ্নিতে এবং স্বাহা উমাতে আবিষ্ট হয়ে সকল লোকের হিতের নিমিত্ত তোমাকে উৎপন্ন করেছেন। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিষেক করেছিলেন। এই পর্বতে পতিত শুক্র থেকে মিঞ্জিকামিঞ্জক মিথুন উৎপন্ন হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশের কিছুটা লোহিত সাগরে পতিত হয়েছিল, কিছু অংশ সূর্যরশ্মিতে, কিছু অংশ পৃথিবীতে, অন্য অংশ বৃক্ষে পতিত হয়েছিল। সেই সকল স্থানে তোমার বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট গণ জন্মগ্রহণ করেছে, জ্ঞানীরা তা জানেন। তোমার এই পারিষদবর্গ ভয়ংকর এবং মাংসভোজী।

কৃত্তিকাপুত্র কার্তিকেয়—এখানে দেখতে পাচ্ছি, কার্তিকেয়ও গণাধিপতি। সুতরাং গণেশের থেকে তাঁর বিভিন্নতা খুব বেশী নয়। উভয়েই গণাধিপতি বা গণেশ। অগ্নি যিনি তিনিই ত রুদ্র, তাই স্কন্দ-কার্তিকেয় অগ্নিপুত্র হয়েও রুদ্রপুত্র। কিন্তু অগ্নিপুত্র স্কন্দ কেমন করে কৃত্তিকাপুত্র হলেন? মহাভারতে কৃত্তিকানক্ষত্র কুমারকে পালন করেন নি। তবে এখানেও একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা আছে। যে ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে স্বাহা অগ্নির সঙ্গে

১ মহাঃ, বনপর্ব—২৩০।৮-১২

মিলিত হয়েছিলেন, সেই ছয়জন ঋষিপত্নী ঋষিদের দ্বারা পরিত্যক্তা হলে স্কন্দের বরে ইন্দ্রের ইচ্ছা পূরণ করতে আকাশে অভিজিৎ নক্ষত্রের অনুপস্থিতিতে নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করেছিলেন। কৃত্তিকার তাঁদের পুত্রত্ব স্বীকার করায় কার্তিকেয় নাম পেয়েছিলেন।[1]

মহাভারতের কাহিনী অনুসারে অগ্নির পত্নীগণই কৃত্তিকা। ছয়জন মাতা বলেই স্কন্দ ষণ্মাতুর,—সেইজন্যই তিনি ষড়ানন। ছয় মাতা প্রকৃত পক্ষে একই,—তিনি স্বাহা-মহাভারতে পুরাণে অগ্নির পত্নী প্রকৃতপক্ষে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র। অগ্নির শক্তি বা পত্নী স্বাহাই রুদ্র পত্নী উমা; সুতরাং পুরাণে কার্তিকেয় হন পার্বতীর পুত্র।

কার্তিকের গণপতি—কার্তিকেয় আবার গণপতিও। অগ্নির বীর্য সাগরে, পৃথিবীতে, সূর্যরশ্মিতে, উদ্ভিদে পতিত হয়ে গণ সৃষ্টি হয়েছিল। এই গণ কার্তিকেয়ের পারিষদবর্গ। বলা বাহুল্য, সাগরে, পৃথিবীতে পতিত অগ্নির তেজ সূর্যাগ্নির কিরণ। এরাই সূর্যাগ্নির রূপান্তর স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অনুচরবর্গ। ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে ও স্কন্দের দেহ থেকে কুমারগণ জন্মেছিল। এরাও স্কন্দ পারিষদ—অদ্ভুতদর্শন।

> স্কন্দ পারিষদান্ ঘোরান্ অদ্ভুতদর্শনান্।
> বজ্র প্রহারাৎ স্কন্দস্য জজ্ঞুস্তত্র কুমারকাঃ॥[2]

স্কন্দের গণ ও রুদ্রগণ একই বস্তু। রুদ্র গণের অধিপতি যিনি তিনিই স্কন্দ গণেরও অধিপতি।

স্কন্দ-কার্তিকেয়ের জন্ম সম্পর্কিত মহাভারতোক্ত কাহিনী অবশ্যই প্রাচীনতর। তবে মহাভারতের কাহিনী পৌরাণিক কাহিনীর সুসংবদ্ধ গল্প কথায় পরিণত হয় নি। কিন্তু কাহিনীতে স্কন্দ যে সূর্যাগ্নির মূর্তি বিশেষ এবং রুদ্ররূপী অগ্নির তনয়—সূর্যসদৃশ জ্যোতিঃপ্রভায় সমুদ্ভাসিত তা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত।

রামায়ণের কাহিনী—রামায়ণের কাহিনী (আদিকাণ্ড ৩৬-৩৭ অঃ) কিন্তু পুরাণকাহিনীর অনুরূপ। এখানেও মহাদেব উমাকে বিবাহ করার পর দিব্য শতবর্ষ মৈথুনে যাপন করলেন। তখন দেবতারা চিন্তা করলেন, মহেশ্বরের পুত্র জন্মালে তার তেজ কে সহ্য করবে? তখন দেবগণ মহাদেবের কাছে তাঁদের আশঙ্কা

---

১ মহাঃ, বনপর্ব ২২৯ অঃ ২ মহাঃ, বনপর্ব—২২৭।১

বিজ্ঞাপিত করলেন এবং প্রার্থনা করলেন, তোমার দিব্য তেজ তেজেতেই ধারণ কর—

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয় ।[১]

মহাদেব দেবতাদের বাক্যে সায় দিয়ে বললেন, তেজোরূপা উমার সঙ্গে আমি তেজ ধারণ করবো—

ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজস্যেব সহোময়া ।[২]

কিন্তু ত্রিলোক ক্ষুভিত হলে তেজ ধারণ করবে কে ?—দেবতাদের এই প্রশ্নে শিব বললেন, ধরা এই তেজ ধারণ করবে—

যত্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যেতত্তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ।[৩]

সেই তেজে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেলে দেবতারা অগ্নিকে বললেন, তুমি রুদ্রের মহাতেজে বায়ু সমন্বিত হয়ে আবিষ্ট হও। তেজের সঙ্গে অগ্নি ব্যাপ্ত হলে শ্বেত পর্বত ও সূর্যসদৃশ দিব্য শরবন সৃষ্ট হয়। সেই তেজ থেকেই কার্তিকেয়ের জন্ম।

তেজসা পৃথিবী তেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা ।
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্ ।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্ ।
দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্যসন্নিভম্ ॥
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ ।[৪]

এদিকে দেবতাদের সেনাপতির প্রয়োজন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। মৈথুন ভঙ্গ হওয়ায় উমার অভিশাপে দেবতারা অপুত্রক। সুতরাং সেনাপতি কোথা থেকে জন্মাবে ? ব্রহ্মা বললেন,—

ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥[৫]

—এই আকাশ গঙ্গা,—যেখানে দেবতাদের সেনাপতি অরিদমনকারী পুত্র হুতাশন উৎপাদন করবেন।

---

১ রামা:, আদি কা:—৩৬।১২ ২ রামা:, আদি কা:—৩৬।১৩
৩ ঐ —৩৬।১৩ ৪ ঐ —৩৬।১৭-২০
৫ রামা:, আদি কা:—৩৭।৭

তখন দেবগণ অগ্নিকে অনুরোধ করলেন, দেবকার্য সিদ্ধির নিমিত্ত পর্বত-নন্দিনী গঙ্গাতে মহাতেজ নিক্ষেপ কর।

দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥[১]

অগ্নি রাজি হয়ে গঙ্গাতে তেজ নিক্ষেপ করে বললেন, দেবি, দেবতাদের প্রিয় গর্ভ ধারণ কর। গঙ্গা কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হয়ে তেজ ধারণে সক্ষম হলেন না। অগ্নি বললেন গঙ্গাকে, তুমি হিমালয় পর্বতে গর্ভ ত্যাগ কর—"ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সন্নিবেশ্যতাম্।"[২]

গঙ্গা স্রোতের মধ্যে গর্ভ মোচন করলেন। সেই তেজ পৃথিবীতে অর্পিত হলে সুবর্ণের মতো শোভিত হতে লাগলো। সেই তেজ বর্ধিত হতে লাগলো নানা ধাতুর সংস্পর্শে, সমস্ত পর্বত সন্নিকটস্থ বন হয়ে গেল সোনার বর্ণ, আর সেই তেজ অগ্নিবর্ণ কুমারে পরিণত হোল। তখন দেবতারা শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ করলেন কৃত্তিকাদের। তাঁরাও 'আমাদের পুত্র' বলে কুমারকে দুধ খাওয়ালেন, সুতরাং দেবতারা কুমারকে কার্তিকেয় বলে অভিহিত করলেন। শিবের স্খলিত (স্কন্ন) তেজ গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে অগ্নির মত দীপ্ত হয়ে উঠলো। সেইজন্য দেবগণ তাঁকে স্কন্দ নাম দিলেন। ছয় মুখ দিয়ে তিনি ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন বলে তিনি হলেন ষড়ানন।

মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয়—মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয় অগ্নির পুত্র—শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁর পৃষ্ঠজ অর্থাৎ অনুজ—পৃষ্ঠ থেকে জাত—

অগ্নিপুত্রকুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্তিকেয় ততঃ স্মৃতঃ ॥[৩]

কার্তিকেয়ের নাম—পুরাণগুলিতে বর্ণিত উপাখ্যানেই পাই যে স্কন্দ-কার্তিকেয় রুদ্ররূপী অগ্নির পুত্র। স্কন্দ, কার্তিকেয়, কুক্কুটধ্বজ, কুমারেশ প্রভৃতি তাঁর বহু নাম। তিনিই ভূতপতি, ত্রিলোচন, পাবক বা অগ্নি।

ষন্মুখ স্কন্দ বিশেশ কুক্কুটধ্বজ পাবক।
কল্পিতাত্রে কুমারেশ স্কন্দবাল প্রহারণ।

---

১ রামা:, আদি কা:—৩৭।১১ ২ রামা:, আদি কা:—৩৭।১৭ ৩ মৎস্যপুরাণ—৫।২৬-২৭

জিতারে ক্রৌঞ্চবিধ্বংস কৃত্তিকাজ শিবাত্মজ।
ভূতগ্রহপতিশ্রেষ্ঠ পাবক প্রিয়দর্শন।
মহাভূতপতেঃ পুত্র ত্রিলোচন নমোঽস্তুতে॥[১]

—ছয় মুখ বিশিষ্ট, স্কন্দ, বিশ্বের অধিপতি, কুক্কুটধ্বজ, পাবক, শক্রকম্পনকারী কুমারের অধীশ্বর, শিশুর কুগ্রহনাশী, শক্রজয়ী ক্রৌঞ্চবিধ্বংসী, কৃত্তিকানন্দন, প্রাণীদের গ্রহপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাবক, প্রিয়দর্শন, মহাভূতপতির পুত্র, ত্রিলোচন—তোমাকে নমস্কার।

কার্তিকেয়ের মূর্তি—কার্তিকেয়ের যে স্তব আছে শিবপুরাণে (কৈলাস সংহিতা) তাতে তাঁর আকারের ও কিছু বিবরণ আছে :

স্কন্দায় স্কন্দরূপায় সিন্দূরারুণতেজসে।
নমো মন্দারমালোদ্যমুকুটাদি ভূষিতে সদা॥
শিব শিবায় পুত্রায় শিবস্ত শিবদায়িনে।
শিবপ্রিয়ায় শিবয়োরানন্দনিধয়ে নমঃ॥
গাঙ্গেয়ায় নমস্তভ্যং কার্তিকেয়ায় ধীমতে।
মাতৃপুত্রায় মহতে শর কাননশায়িনে॥
ষড়ক্ষরশরীরায় ষড়্‌বিধার্থবিধায়িনে।
ষড়ধ্বাতীতরূপায় ষণ্মুখায় নমোনমঃ॥
দ্বাদশায়ত নেত্রায় দ্বাদশায়তবাহবে।
দ্বাদশায়ুধধরায় দ্বাদশাত্মন্ নমোঽস্তুতে॥
চতুর্ভুজায় শান্তায় শক্তিকুক্কুটধারিণে।
বরদাভয়হস্তায় নমোঽসুরবিদারিণে॥[২]

—স্কন্দ, স্কন্দরূপী, সিন্দুর ও অরুণের মত যাঁর কান্তি, মন্দারমালা, মুকুট প্রভৃতিতে ভূষিত, শিব-শিশু, শিবের পুত্র, মঙ্গলদাতা, শিবের প্রিয়, শিব-শিবার আনন্দনিধি, গঙ্গাপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র মাতৃকাপুত্র, শরবনে শয়নকারী, ছয় অক্ষর যাঁর শরীর, ছয় প্রকার অর্থদানকারী, ছয় পথের অতীত, ছয় মুখ, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ অস্ত্রধারী, দ্বাদশ আত্মা, চতুর্ভুজ, শান্ত, শক্তি ও কুক্কুটধারী, বর ও অভয় হস্ত, অসুর হন্তাকে নমস্কার।

কার্তিকেয় এখানে একবার চতুর্ভুজ ও একবার দ্বাদশভুজ, তিনি দ্বাদশলোচন।

১ বরাহপুরাণ—২৫।১০-৫২ ২ শিবপুরাণ—কৈলাস সং, ৭।৫৮-৬৩

তিনি স্বয়ং শিব এবং শিবপুত্র, তাঁর বর্ণ সিন্দুর অথবা প্রভাতসূর্যতুল্য। গণেশের সঙ্গে কার্তিকেয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ) অগস্ত্যমুনি কার্তিকেয়-স্তবে বলেছেন—

নমোঽস্তুতে ব্রহ্মবিদাং বরায় দিগম্বরায়াম্বরসংস্থিতায়।

হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবাহবে নমো হিরণ্যায় হিরণ্য রেতসে।

• • •

মীঢ়ুষ্টমায়োত্তমীঢ়ুষে নমো নমো গণানাং পতয়ে নমঃ।

নমোঽস্তুতে জন্মজরাতিগায় নমো বিশাখায় সুশক্তিপাণয়ে।

সর্বস্য নাথস্য কুমারকায় ক্রৌঞ্চারয়ে তারকমারকায়।

স্বাহেয়, গাঙ্গেয় চ কার্তিকেয় শৈবেয় তুভ্যং সততং নমোঽস্তুতে।[১]

—ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দিগম্বর, আকাশে স্থিত, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, হিরণ্যরেতা, মীঢ়ুষ্টম (স্তোতব্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), মীঢ়ুশ্রেষ্ঠ, গণপতি, জন্ম ও জরা অতিক্রমকারী বিশাখ, শক্তিপাণি, সকলের পতি, কুমার, ক্রৌঞ্চের শত্রু, স্বাহাপুত্র, গঙ্গাপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র, শিবপুত্র, তোমাকে নমস্কার।

এখানে দিগম্বর, মীঢ়ুষ্টম, গণপতি, প্রভৃতি নাম বা বিশেষণগুলি শিবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। গণপতি নামটি কার্তিকেয়ের সঙ্গে গণেশের অভিন্নতা সূচিত করে। আর হিরণ্যবাহু, হিরণ্যবর্ণ ও হিরণ্যরেতা বিশেষণ বিষ্ণু-সূর্যের। বিশাখ ও কার্তিকেয় অভিন্নরূপে প্রতীত। লিঙ্গপুরাণে (১১ অঃ) রুদ্রগণ হিরণ্য বর্ণ।

শিবপুরাণে (কৈলাস সংহিতা) কুমার স্কন্দের বর্ণনা :

উদ্যদাদিত্যসংকাশং ময়ূরবরবাহনম্।

চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং মুকুটাদিবিভূষিতম্।

বরদাভয়হস্তঞ্চ শক্তিকুক্কুটধারিণম্।।[২]

—উদীয়মান সূর্যের মত শ্রেষ্ঠময়ূরবাহিত, চতুর্ভুজ, শোভনাঙ্গ, মুকুটাদি-ভূষিত, বরদ ও অভয়হস্ত, শক্তি ও কুক্কুটধারী।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমা লক্ষণ বর্ণনায় (৫০ অঃ) স্কন্দপ্রতিমার লক্ষণ :

... ... স্কন্দো ময়ূরগঃ।

স্বামী শাখো বিশাখশ্চ দ্বিভুজো বালরূপধৃক্।

দক্ষে শক্তিঃ কুক্কুটোঽথ একবক্ত্রোঽথ বাহুকঃ।

---

১ স্কন্দপুঃ, কাশী পূর্বার্ধ—২৩।১৩-১৭ ২ শিবপুঃ, কৈলাস—৯।২০-২১

ষড়্‌ভুজো বা দ্বাদশভির্গ্রামৈরণ্যে দ্বিবাহুকঃ।
শক্তীষুপাশনিস্ত্রিংশতোত্রদোস্তর্জনীযুতঃ।
শক্ত্যা দক্ষিণহস্তেষু ষট্‌সু বামে করে তথা।
শিখিপিচ্ছং ধনুঃ খেটং পতাকাভয় কুক্কুটে।
কপালকর্তরীশূল পাশভৃদ্যাম্য সৌম্যয়োঃ ॥১

—স্কন্দ, ময়ূরবাহন, স্বামী, শাখ, বিশাখ, দ্বিভুজ, বালকরূপী, দক্ষিণে শক্তি ও কুক্কুট, একানন অথবা ষড়ানন, ছয়বাহু বা দ্বাদশ বাহু অথবা দ্বিবাহু; শক্তি, ইষু, পাশ, নিস্ত্রিংশ, তোত্র ও তর্জনী ছয় দক্ষিণহস্তে, ছয় বামহস্তে শিখিপুচ্ছ, ধনু, খেট, পতাকা, অভয় ও কুক্কুট। অথবা বাম ও দক্ষিণহস্তে কপাল কর্তরী, শূল ও পাশধারী।

এই বর্ণনায় দ্বিভুজ, ষড়্‌ভুজ, দ্বাদশভুজ এবং একমুখ ও ষন্মুখ কার্তিকেয়ের মূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। স্বামী, শাখ ও বিশাখ কার্তিকেয়ের নাম বা মূর্তি বিশেষ।

মৎস্যপুরাণেও কার্তিকের প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে :

কার্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসপ্রভম্।
কমলোদর বর্ণাভং কুমারং সুকুমারকম্।
দণ্ডকৈশ্চীরকৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্।
স্থাপয়েৎ খেটনগরে ভুজান্ দ্বাদশ কারয়েৎ।
চতুর্ভুজঃ খর্বটে স্যাদ্বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ।
শক্তি পাশস্তথা খড়্গঃ শরঃ শূলং তথৈব চ।
বরদশ্চৈকহস্তঃ স্যাদথ চাভয়দো ভবেৎ।
এতে দক্ষিণতো জ্ঞেয়াঃ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলাঃ।
ধনুঃ পতাকা মুষ্টিশ্চ তর্জনী তু প্রসারিতা।
খেটকং তাম্রচূড়শ্চ বামহস্তে তু শস্যতে।
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোপরি।
চতুর্ভুজে শক্তিপাশৌ বামতো দক্ষিণে করে।
বরদোঽভয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্যাৎ তুরীয়কঃ ॥২

১ অগ্নিপু—৫০।২৭-৩০ ২ মৎস্যপু—২৬০।৪৪ ৫১

—কার্তিকের তরুণ আদিত্য সম প্রভাবিশিষ্ট; তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভসম এবং তিনি সুকুমার কুমাররূপ হইবেন। তিনি ময়ূরবাহন এবং দণ্ড ও চীরযুক্ত হইবেন। বনে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্তিকের মূর্তিকে দ্বিবাহু, ক্ষুদ্র নগরে চতুর্ভুজ, এবং স্বীয় ইষ্ট নগরে দ্বাদশবাহু করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার কেয়ূর-কটকোজ্জ্বল হস্তে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল, বর ও অভয় দক্ষিণ দিক হইতে জানিতে হইবে এবং বাম দিকে ধনুঃ, পতাকা, মুষ্টি, প্রসারিত তর্জনী, খেটক এবং তাম্রচূড় থাকিবে। দ্বিভুজ মূর্তির দক্ষিণ করে শক্তি এবং বামকর ময়ূরোপরি বিন্যস্ত থাকিবে এবং চতুর্ভুজ মূর্তির বাম দিকে শক্তি ও পাশ এবং দক্ষিণে এক হস্তে অসি ও চতুর্থ হস্তে বর-অভয় শোভিত হইবে।[1]

অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে কার্তিকেয়ের বর্ণনা:

কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্।
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্।
বন্দেহং তুঙ্গনেত্রঞ্চ সর্বসৈন্যপুরস্কৃতম্॥[2]

এই ধ্যানমন্ত্রে কার্তিকেয় দ্বিভুজ, ময়ূর বাহন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শক্তিধারী, নানা অলংকার শোভিত, প্রসন্নানন, উন্নতচক্ষু, সর্বসৈন্যের পুরোভাগে অবস্থিত।

বৌধায়নের ধর্মসূত্রে স্কন্দের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যথা:— স্কন্দ, ইন্দ্র, ষষ্ঠী, ষণ্মুখ, বিশাখ, জয়ন্ত, মহাসেন, সুব্রহ্মণ্য। এই তালিকায় কার্তিকেয় নামটি অনুপস্থিত। সুতরাং মনে হয় কৃত্তিকার সঙ্গে স্কন্দের সংযোগ ঘটেছিল পরবর্তী-কালে। মহাভারতের বিবরণ থেকেও এইরূপ ধারণা হয়। স্কন্দের এক নাম ষষ্ঠী, একনাম সুব্রহ্মণ্য। ষষ্ঠীর সঙ্গে স্কন্দের সংযোগ আদিযুগ থেকেই। ব্রহ্মণ্যদেব নামটি প্রাচীন মুদ্রায় পাই। ইন্দ্র ও স্কন্দের একনাম।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণেশের সঙ্গে মহাসেনেরও ধ্যান আছে:

তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি
তন্নঃ ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ॥[3]

শিব ও কার্তিকেয়— দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের এক নাম মহাসেন। বেদে ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের সেনাপতি—তাঁর বিশেষণ ছিল অগ্রণীয়। সৈন্যদলের অগ্রভাগে বর্তমান থাকেন বলেই তিনি অগ্রণীয়। অগ্নি ও দেবতাদের সেনানী

---

[1] অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন   [2] অগ্নিপুরাণ, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ২০১
[3] তৈত্ত আঃ, নারায়ণ উপ—২৭

ছিলেন। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে স্কন্দই ইন্দ্র। মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষভাগে ইন্দ্রের মহিমা খর্ব হওয়ায় দেবতাদের সেনাপতি হিসাবে স্কন্দের জন্মের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরাণানুসারে ইন্দ্র স্কন্দের প্রতাপে ভীত হয়ে তাঁকে বজ্রাঘাত করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধ্বংসের দেবতা ত্রিপুরহন্তা রুদ্রশিব দেবতাদের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করলেন নূতন মূর্তিতে,—স্কন্দ কার্তিকের রূপে। রুদ্রশিব, ইন্দ্র, বিষ্ণু সম্মিলিত হলেন স্কন্দমূর্তিতে। স্কন্দপুরাণে শিবের নামই স্কন্দেশ্বর শিব :

অসৌ স্কন্দেশ্বরো দেবঃ শ্রদ্ধয়া যদিলোকনাৎ।
আজন্ম ব্রহ্মচর্যস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥[১]

—এই স্কন্দেশ্বর শিব, যাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে দর্শন করলে মানব আজন্ম ব্রহ্মচর্যের ফললাভ করে।

কার্তিকেয়ের গুণকর্ম আলোচনায় এবং রুদ্র-শিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং গণপতির সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা থেকে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্কন্দ-কার্তিকেয় রুদ্রশিবেরই এক গুণ বা কর্ম নিয়ে পরিকল্পিত। রুদ্র যখন শিব হলেন, হলেন যোগিরাজ শ্মশানবাসী তখন রুদ্রের যোদ্ধৃত্ব আরোপিত হোল রুদ্রপুত্র স্কন্দ-কার্তিকেয়তে। আর বিঘ্নকর্তৃত্ব ও সিদ্ধিদাতৃত্ব বর্তালো রুদ্রের অপর পুত্র গজানন-গণেশে। রুদ্র ও ইন্দ্রের বীরত্ব নিয়ে কার্তিকেয় হলেন দেবতাদের সেনাপতি।

"Karttikeya is the god of war and the generalissimo of the celestial armies. Shiva, who used to lead the celestial hosts, gave up his military career and took to the practice of austerities and the gods without a general, were defeated by the Asuras and driven out of their kingdom . . ."[২]

—কার্তিকেয়ের নূতন দেবতারূপে আবির্ভাব সম্পর্কে এই অভিমত যথার্থই। ইন্দ্র ও অগ্নির মত শিবও একসময়ে ছিলেন দেবতাদের সেনাপতি,—তারপরে যখন তিনি সংশ্ব ত্যাগ করে হলেন যোগী সন্ন্যাসী, তখন তিনি সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করেছিলেন।

স চাসীদ্দেবসেনানীর্দৈত্যদর্পবিনাশনঃ।
শিবরূপধমাস্থায় সৈন্যাপত্যং সমুৎসৃজৎ॥[৩]

লিঙ্গপুরাণে শিবস্তবে রুদ্র সেনাপতি :

---

১ স্কন্দপুঃ, কাশীখণ্ড, পূর্বার্ধ—৩৩।১২৩

২ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 450

৩ বামনপুরাণ—২১।১১

নমঃ সেনাধিপতয়ে রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।[১]

কুমার—রুদ্রের পরিবর্তে সেনাপতি হলেন কার্তিকেয় আর গণপতি হলেন গণেশ। বস্তুতঃ কার্তিক-গণেশ ও শিব তিন দেবতাই এক দেবতারই তিনটি পৃথক মূর্তি। গণেশ ও কার্তিক শিবেরই অংশ বলেই শিবনন্দন এবং দুই ভ্রাতা। এ বিষয়ে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "পার্বতীনাথের দ্বৈতরূপ রুদ্র ও শিব; গণপতিরও দুইরূপ—গণেশ ও কার্তিক। তাই কার্তিক শিবের পুত্র ও গণেশ ভ্রাতা।"[২] আসলে তিনজনই একই দেবসত্তার বিবর্তন। যেহেতু রুদ্র-শিব স্বরূপতঃ অগ্নিই, অতএব কার্তিকেয় পুরাণে—মহাভারতে অগ্নিপুত্র হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কখনও আবার স্কন্দ স্বয়ং অগ্নি। কার্তিকেয়ের এক নাম কুমার। ঋগ্বেদে অগ্নি কুমার, যুবা, যবিষ্ঠ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত। পুরাণে ব্রহ্মার পুত্ররূপে যে রুদ্রের আবির্ভাব হয় তিনি কুমার নামে অভিহিত।

উৎপন্নস্তু শিখাযুক্তঃ কুমারঃ শ্বেতলোহিতঃ।[৩]
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তভূষণঃ।[৪]
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রধৃক্।[৫]

গুহ—শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে (৬।১।৯) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৩।৮) রুদ্র-অগ্নি স্কন্দের পিতা। স্কন্দ-কুমারের আর এক নাম গুহ। গুহ শব্দের অর্থ গোপন। ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"গুহ্যং বিভর্ষি"[৭] অর্থাৎ গোপন নাম (তত্ত্ব) ধারণ কর। "পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্।"[৭] —তুমি (অগ্নি) কিরণ-সমূহের গোপন তত্ত্ব পালন কর।[৮] অগ্নিতত্ত্ব সাধারণের অগোচর অতএব গুহ্য। সেইজন্যই কার্তিকেয় গুহ বা গুহ্যস্বরূপ।

কার্তিকেয়ের ছাগমুখ—বেদে অগ্নি ও পূষা (সূর্য) ছাগবাহন। দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞরূপী দক্ষের ছাগমুণ্ড বিহিত হয়েছিল। আর স্কন্দ-কার্তিকেয়ের ছয় মুণ্ডের একটি মুণ্ড ছাগমুণ্ড—

ষষ্ঠং ছাগময়ং বক্ত্রং স্কন্দস্যৈবেতি বিদ্ধি তৎ।[৯]

স্কন্দের দেহ থেকে যে বিশাখের জন্ম হয়েছিল, সেই বিশাখও ছাগ মুখ:

স ভূত্বা ভগবান্ সংখ্যে রক্ষংশ্ছাগমুখস্তদা।[১০]

---

১ লিঙ্গপুঃ—১৭০।১৫৯ ২, বাংলাকাব্যে শিব—পৃঃ ৬৬ ৩ লিঙ্গপুঃ—১১।৩
৪ ঐ ১২।৯ ৫ লিঙ্গপুঃ—১৩।২ ৬
৭-৮ ঋগ্বেদ—৫।৩।২,৩ ৯ মহাঃ বনপর্ব—২২৭।১৩ ১০ মহাঃ বনপর্ব—২২৭।৩

স্কন্দের কৃপায় স্কন্দমাতৃগণ বীরাষ্টক নামে যে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনিও ছাগমুখ :

এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভবঃ ।

ছাগবক্ত্রেণ সহিতো নবকঃ পরিকীর্ত্যতে ॥[১]

স্কন্দের প্রসঙ্গে ছাগবক্ত্রের যে এত ছড়াছড়ি সে কেবল যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ছাগবলিদানের গভীর সংযোগের ফলে। ছাগপ্রিয় ছাগবাহন যে অগ্নি তিনিই হলেন ছাগমুখ কুমার কার্তিকেয়।

স্বামী শংকরানন্দ ছাগকে অগ্নির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

"The god with the head of a goat and the body of the man, who was adopted by the Greeks as god Pan, was in reality Agni or the fire-god of the Voda has the goat as an insignia and vehicle."[২]

কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর বা শিখী। শিখা যার আছে, সে ই শিখী। সামবেদীয় গৃহ্যসংগ্রহে চতুর্থী হোমে অগ্নির নাম শিখী—'চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম।'[৩] অগ্নির অপর নাম তপুর্মূর্ধা।[৪] অর্থাৎ শিখারূপ মস্তক বিশিষ্ট এবং তপুর্জম্ভ[৫] অর্থাৎ শিখারূপ (অস্ত্র বা) মুখ বিশিষ্ট। শিখাযুক্ত অগ্নি বা শিখী যথাবিধি মূর্তান্তর কার্তিকেয় কুমারের বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। শিখী শব্দের অর্থান্তর পুচ্ছধারী ময়ূর হওয়ায় ময়ূর পরে হয়ে গেল কার্তিকেয়ের বাহন।

স্বামী শংকরানন্দের মতে ময়ূর অগ্নির প্রতীক।

"In the Vedic India, the peacock was the emblem of Agni, the fire god, as well as of Indra, Usha, the dawn and Rudra, the killer."[৬]

মোহেন্-জো-দাড়ো প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় যে ময়ূরের চিত্র পাওয়া গেছে স্বামী শংকরানন্দের মতে সেগুলিও অগ্নির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং অগ্নি-পুত্র বা অগ্নির অবস্থাবিশেষ কুমার কার্তিকেয়ের বাহন বা প্রতীক হয়েছে শিখী বা পুচ্ছধারী ময়ূর।

---

১ মহা., বনপর্ব—২২৭।১২
২ Decipherment of Inscripcions on Phaistos Disc of Crete—page 41
৩ গৃহ্যসংগ্রহ—১।৮   ৪ ঋগ্বেদ—১।৪৫।৩   ৫ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৫
৬ Decipherment of Inscripcions on Phaistos Disc of Crete—page 39

কার্তিকেয়-জন্মের তাৎপর্য—কার্তিকেয়ের জন্ম নিয়ে যে বৈচিত্র্যময় কাহিনী গড়ে উঠেছে তার তাৎপর্য অগ্নির নতুন জন্ম। তাই অগ্নি কুমার, যুবা বা যবিষ্ঠ। উষাকালে অরণি মন্থনে জাত যে যজ্ঞাগ্নি তিনিই স্কন্দ-কার্তিকেয়। অরণিকেই দুর্গা বা উমা বলা হয়। আর দুর্গা বা উমা রুদ্রতেজরূপা। স্বাহা অগ্নির শক্তি—অগ্নিতে হব্য প্রদানের মন্ত্র। স্বাহা মন্ত্রে হবিঃ প্রদান করলে অগ্নি প্রজ্জলিত হয়ে ওঠেন। সুতরাং স্কন্দ স্বাহা পুত্র। রুদ্ররূপী সূর্যাগ্নির যে সর্বময় তেজ তাই স্কন্দিত বা স্খলিত হয়ে অংশরূপে যজ্ঞাগ্নিতে অধিষ্ঠিত। তাই অগ্নি স্কন্দ। কার্তিকেয় আকাশ গঙ্গার পুত্র,—সেখানে তিনি বৎসরাদির কর্তা সূর্যরূপে বিভাসিত। যদিও আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় আকাশ গঙ্গা বলতে ছায়াপথ (milky way) বা নীহারিকাপুঞ্জ বুঝেছেন, তথাপি আকাশ-সমুদ্রের মত আকাশকেই গঙ্গারূপে গ্রহণ করা সমীচীন। অনেকস্থলেই স্কন্দ অরুণবর্ণ। প্রভাতকালীন যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে প্রভাতসূর্যও স্কন্দরূপে অভিন্নতা-প্রাপ্ত। তবে কি ছয়ঋতুই কার্তিকেয়ের ছয়মুণ্ড, আর দ্বাদশ মাস তাঁর দ্বাদশ হস্ত, কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি? মনে হয় স্কন্দরূপী অগ্নির প্রজ্বালন রুদ্র-যজ্ঞের অংশ। রুদ্রবীর্য তাই স্কন্দে নিহিত। কার্তিকেয়ের জননী কৃত্তিকা নক্ষত্রগণ। কৃত্তিকানক্ষত্রে এই যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান ছিল বলে অনুমিত হয়।

কৃত্তিকাপুত্র স্কন্দ—আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন—"তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নিকুমার। এইজন্য তিনি কুমার (যুবা)। তাঁহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃত্তিকানক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি।"[১]

শরবন—কার্তিকেয় জন্মেছিলেন শরবনে। এই শরবন কিন্তু শরবন নয়,—দিব্য শরবন। আকাশ গঙ্গার তীরে দিব্য শরবন আলোকস্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় সূর্যের আলোকস্তম্ভ সৃষ্ট হয়। প্রভাতে আকাশ গঙ্গার দিব্য শরবনে সূর্যের জন্ম আর মর্তে জন্ম হয় কুমার অগ্নির। এইভাবে কুমার-সম্ভব বা কার্তিকেয় জন্ম সম্ভব হয়।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—দেবতাদের সেনাপতি কার্তিকেয়। কার্তিকেয়ের পত্নীর নাম দেবসেনা। কার্তিকেয়ের সঙ্গে দেবসেনার বিবাহ-বৃত্তান্ত

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৯

সবিস্তারে মহাভারতে স্থান পেয়েছে। মহাভারতের কাহিনীতে দেখি, পুরাকালে কেশী দৈত্য দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে অপহরণ করেছিল, ইন্দ্র কেশী দানবের হাত থেকে দেবসেনাকে উদ্ধার করলেন। তখন দেবসেনা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলেন, ইন্দ্রসহ দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-উরগ-বিজয়ী পতি।

দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাং
জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্যো মহাবল :।
যস্তু সর্বাণি ভূতানি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।
স হি মে ভবিতা ভর্তা ব্রহ্মণ্যঃ কীর্তিবর্ধনঃ॥[1]

—দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, সরীসৃপ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণের যিনি বিজেতা,- যিনি তোমার সঙ্গে সকল প্রাণী জয় করবেন, ব্রাহ্মণ কীর্তিবর্ধক তিনিই হবেন আমার পতি।

অতঃপর স্বাহার মাধ্যমে অগ্নির বীর্যে কুমার স্কন্দের জন্ম হোল। জন্মের পরেই ষষ্ঠদিনে কার্তিকেয়ের অভিষেক হোল, ঐ দিনেই দেব-সেনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হোল। ইন্দ্র দেবসেনাকে স্কন্দের হাতে অর্পণ করলেন, আর ব্রহ্মা হোমাদি অনুষ্ঠান সমাপন করলেন।

স্কন্দং প্রোবাচ বলভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম॥
অজাতে ত্বয়ি নির্দিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাত্ত্বমস্যাঃ বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কৃতম্॥
গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যাঃ পাণিনা পদ্মবর্চসম্।
এবমুক্তঃ স জগ্রাহ তস্যাঃ পাণিং যথাবিধি॥
বৃহস্পতির্মন্ত্রবিদ্ধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্বুধাঃ॥[2]

—সুররাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বললেন, এই কন্যা তুমি জন্মাবার আগেই ব্রহ্মা কর্তৃক তোমার পত্নীরূপে নির্দিষ্টা হয়েছেন। অতএব তুমি মন্ত্রপাঠ করে যথাবিধি এঁর পাণিগ্রহণ কর। দেবীর পদ্মসদৃশ দক্ষিণ পাণি তুমি গ্রহণ কর। এই কথা বলার পর তিনি দেবসেনার পাণি গ্রহণ করলেন। মন্ত্রবিদ্ বৃহস্পতি মন্ত্র জপ করলেন এবং অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

১ বনপর্ব—২২৩।৮-৯   ২ বনপর্ব—২২৮।৩৩-৪৩

দেবসেনা হলেন দেবতাদের সেনাপতির পত্নী। দেবতাদের সৈন্যবাহিনী দেবসেনা মূর্তিমতী নারীরূপে কার্তিকেয়পত্নীতে পরিণত হয়েছে। দেবসেনার অধিপতি কার্তিকেয়; সুতরাং তিনি দেবসেনার পতি বা স্বামী, যেমন শচী বা কর্মের (যজ্ঞ) অধিপতি ইন্দ্র হলেন শচীপতি। মহাভারতকার বলেছেন, সহস্র সহস্র দেবসৈন্য 'তুমি আমাদের পতি' বলে কার্তিকেয়কে বরণ করেছিল:

বিনিঃসৃত্য ততঃ স্বর্গং যথেহাত্মাদিতং তথা।
অথৈনমভ্যয়ুঃ সর্বা দেবসেনাঃ সহস্রশঃ॥
অস্মাকং ত্বং পতিরিতি ব্রুবাণাঃ সর্বতো দিশঃ॥[১]

দেবসেনা যখন কার্তিকেয়ের পত্নীরূপে পরিগণিতা হলেন, তখন দেবসেনাকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তস্বরূপে কল্পনা করা হতে থাকে। সুতরাং লক্ষ্মীদেবী দেবসেনাকে আশ্রয় করলেন।

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী॥[২]

—যখন দেবসেনা পতিরূপে স্কন্দকে লাভ করলেন, তখন বিগ্রহবতী লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন।

দেবসেনারই অপর নাম ষষ্ঠী। লৌকিক মতে এবং পুরাণাদিতে কার্তিকেয়ের পত্নী ষষ্ঠী দেবী। দেবসেনাই ষষ্ঠী; ইনিই আবার লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্না—

ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাশাং সুখপ্রদাম্।[৩]

—সকলের সুখদায়িনী ষষ্ঠী দেবসেনাকে ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মী বলে থাকেন।

দেবসেনা ষষ্ঠীদেবী—দেবসেনার ষষ্ঠীদেবীরূপে প্রসিদ্ধি হওয়ার হেতু কার্তিকেয় জন্মের ষষ্ঠ দিনে দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের পরিণয়। মহাভারত অনুসারে ঋষিরা যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের পরে কুমারের জন্ম হয়েছিল। এ যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল অমাবস্যায়। প্রতিপদে স্বাহা কাঞ্চন কুণ্ডে অগ্নির রেতঃ নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই রেতঃ থেকে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম।

তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।
তং স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্॥[৪]

দ্বিতীয়া তিথিতে শিশুর আকার গঠিত হয়, তৃতীয়াতে শিশু প্রকাশিত হয়, চতুর্থীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত পূর্ণ মানবরূপে গুহ প্রকটিত হলেন।

১ বনপর্ব—২২৮।২২-২৩ ২ বনপর্ব—২২৭।৫১ ৩ বনপর্ব—২২৭।৫০
৪ বনপর্ব—২২৩।১৩

দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তিস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতশ্চতুর্থ্যামভবদ্‌গুহঃ।[১]

অতঃপর শুক্লা পঞ্চমীতে বিশ্বজগৎ কার্তিকেয়ের পূজা করলেন।

অথৈনমভ্যজল্লোকঃ স্কন্দং শুক্লস্য পঞ্চমীম্।[২]

পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীরূপিণী দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের পরিণয় হয়, এবং ষষ্ঠীতে মহাসেন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃতকার্যতা লাভ করেন।

শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রীপঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥[৩]

—"ভগবান্ কার্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ঐজন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"[৪]

ষষ্ঠীতে স্কন্দ দেবসেনা সহ অসুরনিপাত করেছিলেন বলেই তিনি ষষ্ঠী-প্রিয়। সুতরাং কার্তিকেয়ের এক নাম ষষ্ঠী-প্রিয় আর এক নাম দেবসেনা-প্রিয়।[৫]

বরাহপুরাণে ষষ্ঠী তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মা স্কন্দকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেছিলেন :

তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদর্চিবেকো পিতামহঃ।[৬]

সুতরাং ষষ্ঠী তিথিতেই কার্তিকেয় দেবসেনার আধিপত্য লাভ করে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ঐ দিনই তিনি দেবসেনার পতি হয়েছিলেন। তাই ষষ্ঠী ও দেবসেনা অভিন্না হয়ে দেবসেনা ষষ্ঠীদেবীতে পরিগণিত হলেন। পুরাণগুলিতে ষষ্ঠীদেবীর অপর নাম দেবসেনা।

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা।
বালকাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষ্ণু মায়া চ বালদা॥
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা দেবসেনাভিধা চ সা।
প্রাণাধিকপ্রিয়া সাধ্বী স্কন্দভার্যা চ সুব্রতা॥[৭]

—যিনি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ, তিনিই ষষ্ঠী নামে কীর্তিতা। তিনি বালকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুমায়া এবং সন্তানদাত্রী। মাতৃগণের মধ্যে দেবসেনা নামে

১ বনপর্ব—২২৯।১৮-১৯ ২ বনপর্ব—২২৯।৩ ৩ বনপর্ব—২২৮।৫২
৪ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ বনপর্ব—২৩১।৩, ৮ ৬ বরাহপুঃ—২৫।৩৯
৭ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—১।৩৯-৪

বিখ্যাতা। তিনি সুব্রতা—স্কন্দের ভার্যা, প্রাণাধিকা প্রিয়া।

দেবসেনাও বলেছেন,—

ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী।
সৃষ্ট্বা মাং মনসো ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ॥
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দসেনা চ সুব্রতা।
বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যত:॥[১]

—আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, দেবসেনা ঈশ্বরী, আমাকে মনে মনে সৃষ্টি করে বিধাতা স্কন্দকে দান করেছিলেন। মাতৃকাগণের মধ্যে তিনি স্কন্দসেনা নামে বিখ্যাতা, বিশ্বে তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ হিসাবে প্রসিদ্ধা।

দেবী ভাগবতে (৯ স্কন্দ, ৪৬ অ:) ঠিক এই শ্লোকগুলিই দেখতে পাই। এই বিবরণে ষষ্ঠী দেবসেনা, স্কন্দ-সেনা এবং প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ। দেবতার সেনা বা কার্তিকেয়ের সেনাই যে দেবসেনা ষষ্ঠী তাতে আর সন্দেহ নেই।

কার্তিকেয়ের জন্ম ও বিবাহের তাৎপর্য—স্কন্দ-কার্তিকেয়ের জন্ম অমাবস্যার দিনে,—পরবর্তী পাঁচ দিনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি পরিগ্রহ—ষষ্ঠ দিনে তাঁর অভিষেক ও দেবসেনার সঙ্গে বিবাহ—এসব বৃত্তান্ত অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বেই দেখেছি, কুমার স্কন্দ রুদ্রপুত্র বা রুদ্রের অংশ এবং অগ্নিরূপী রুদ্র। রুদ্রের অংশে তাঁর জন্ম,—একথার অর্থ সম্ভবতঃ রুদ্রযজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নিই স্কন্দকুমার। ছয়বার রুদ্রতেজনিষেকে তাঁর জন্ম এবং ছয় দিনে তাঁর পূর্ণতা—এবং দেবসেনা বা ষষ্ঠী লাভ। আবার ছয়টি তাঁর মুখ। ছয় সংখ্যার সঙ্গে কার্তিকেয়ের আশ্চর্য সংযোগ। ছয় দিনের পরে সপ্তম দিনে স্কন্দ কর্তৃক তারকাসুর (মহাভারত মতে মহিষাসুর) বিজয়।

ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের প্রসন্নতা কামনা এবং শত্রুধ্বংস রুদ্রযজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্য। রুদ্রযজ্ঞে অরণিমন্থন দ্বারা অগ্নির জন্মই কুমার জন্ম। অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র স্বাহা—স্বাহা অগ্নির শক্তি,—তিনি অগ্নির পত্নী—তিনিই রুদ্রপত্নী উমা; আবার যজ্ঞের অরণি বা মন্থনকাষ্ঠ ও উমা নামে পরিচিত। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ষড়হ যাগ নামে একপ্রকার যজ্ঞ আছে। এই যাগ ছয়দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়—অমাবস্যার পরে প্রতিপদ থেকে শুক্লা ষষ্ঠী পর্যন্ত। এই যজ্ঞসমাপনে দেবসেনা প্রাপ্তি ও শত্রুনাশ। ছয় দিনের যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ প্রদানই ছয় বার অগ্নির রেতঃ সেক।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপু., প্রকৃতি খণ্ড—৪৩।২৫-২৬

ছয়দিনের পরে দানবহন্তা দেবসেনাপতির আবির্ভাব। সম্ভবতঃ সেকালে ষড়হ যাগের পরে শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রার রীতি ছিল। ষষ্ঠী তিথিতে যজ্ঞের পূর্ণতা—পূর্ণাহুতি প্রদান—পূর্ণাহুতির পরেই স্কন্দের দেবসেনা লাভ। তাই দেবসেনাই ষষ্ঠী। ছয়টি তিথিতে স্বাহা অগ্নি হবিঃ ভোজন করেন—তাই তিনি ষড়ানন। ছয়টি তিথিই তাঁর ছয়টি মাতা—ষন্মাতুর তাই স্কন্দের নাম। প্রতিদিনই স্বাহা মন্ত্রে হবিঃ প্রদান করা হয়েছে। স্বাহা তাই রূপ পরিবর্তন করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কার্তিকেয়ের দেবসেনা লাভের তিথি শুক্লা ষষ্ঠী—মহাতিথি এই দিনে জয়ার্থী মানুষ উপবাস করে কার্তিকেয় পূজা করলে সুফল লাভ করেন :

ষষ্ঠী তিথি মহারাজ সর্বদা সর্বকামদা।
উপোষ্যা তু প্রযত্নেন সর্বকালং জয়ার্থিনা॥
কার্তিকেয়স্য দয়িতা এষা ষষ্ঠী মহাতিথিঃ।
দেবসেনাধিপত্যং হি প্রাপ্তং তস্যাং মহাত্মনা॥[1]

—হে মহারাজ, ষষ্ঠী তিথি সকল কাম্য ফল প্রদানকারী। জয়লাভেচ্ছু ব্যক্তি সর্বকালেই এই তিথিতে উপবাস করবে। এই ষষ্ঠী মহাতিথি কার্তিকেয়ের পত্নী,—এই তিথিতেই মহাত্মা কার্তিকেয় দেবসেনার আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

কার্তিকেয়-দেবসেনা ষষ্ঠীর তাৎপর্য উক্ত উক্তিতেই স্পষ্ট হয়ে আছে। শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতেই ষষ্ঠীপূজার বিধান। আরও লক্ষণীয় এই যে আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতেই দেবী দুর্গার বোধন অর্থাৎ পূজারম্ভ।

কার্তিকেয় ও দেবসেনা ষষ্ঠী বালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সন্তানকামনায় নিঃসন্তান নরনারী কার্তিকেয় পূজা করে থাকেন। কৃত্তিকানক্ষত্রে কার্তিকেয়ের জন্ম বলেই কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে। দেবসেনাপতি মহিষাসুর হন্তা (মহাভারত অনুসারে) এবং তারকাসুর হন্তা (পুরাণ ও কুমার সম্ভব কাব্য অনুসারে) কিভাবে পুত্রদাতা এবং শিশুরক্ষক এবং দেবসেনা ষষ্ঠী কেমন করে বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন, তা আলোচনার বিষয়।

মহাভারতে যে ছয়জন ঋষিপত্নী স্কন্দের জন্মের হেতু সন্দেহে ঋষিগণ কর্তৃক বিতাড়িতা হয়েছিলেন, তাঁদের প্রার্থনা অনুসারে স্কন্দ তাঁদের মাতৃরূপে স্বীকার

১ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৩৯।২৩

করে নিয়েছিলেন এবং স্কন্দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রজা রক্ষায় রাজি হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—

পরিরক্ষাম ভদ্রং তে প্রজাঃ স্কন্দ যথেচ্ছসি।[১]

স্কন্দ এঁদের বললেন:

যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি ভবন্তি তরুণাঃ প্রজাঃ।
প্রবাধত মনুষ্যাণাং তাবদ্রূপৈঃ পৃথগ্‌বিধৈঃ॥[২]

—মানব সন্ততিগণের যতদিন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে, তাবৎ-কাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণপূর্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন।

স্কন্দ থেকে যে সকল কুমার ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলে জীবের গর্ভ ভক্ষণ করে থাকেন—

কুমারাশ্চ কুমার্যশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্কন্দসম্ভবাঃ।
তেঽপি গর্ভভুজঃ সর্বে কৌরব্য সুমহাগ্রহাঃ॥[৩]

এ ছাড়া স্কন্দের গণ হিসাবে মহাভারতে বহু মাতৃকা এবং গ্রহের উল্লেখ আছে—যাঁরা গর্ভস্থ শিশু ও বালকদের অনিষ্ট করে থাকেন। তাঁদের পূজা প্রভৃতির দ্বারা তুষ্টিবিধান করলে তবে শিশু ও বালকদের কল্যাণবিধান সম্ভব—

এবমেতে কুমারাণাং ময়া প্রোক্তা মহাগ্রহাঃ॥
যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি হ্যশিবাস্তে শিবাস্ততঃ।
যে চ মাতৃগণাঃ প্রোক্তা পুরুষাশ্চৈব যে গ্রহাঃ।
সর্বে স্কন্দগ্রহা নাম জ্ঞেয়া নিত্যং শরীরিভিঃ॥
তেষাং প্রশমনং কার্যং স্নানং ধূপমথাঞ্জনম্‌।
বলিকর্মোপহারাশ্চ স্কন্দস্যেজ্যা বিশেষতঃ॥[৪]

—আমি এই যাদের কথা বললাম তারা সকলেই কুমারদের মহাগ্রহ। ষোল বৎসর পর্যন্ত তারা বালকদের অমঙ্গল করে, তার পর শুভ করে। যে মাতৃগণের কথা বললাম, যে সকল পুরুষগ্রহ আছে, তারা স্কন্দগ্রহ নামে মনুষ্যের নিকট পরিচিত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলিকর্ম, উপহার, বিশেষভাবে স্কন্দের যাগ দ্বারা তাদের শান্ত করা প্রয়োজন।

যাঁর অনুচরবর্গ গর্ভস্থ ভ্রূণ ও জাত শিশু ও বালকদের অনিষ্ট করে—যাঁর

১ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।২১ ২ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।২২ ৩ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪ ঐ ২২৯।৩৭ ৫ মহাঃ, বনপর্ব—২২৯।৩৮-৪০

সন্তোষে রক্ষা পায় শিশু ও বালক, তিনি যে দেবসেনাপতি মহাবীর অসুরনাশী হওয়া সত্ত্বেও বালক ও শিশুর রক্ষক এবং পূজ্য হবেন, তাতে আর বিচিত্র কি ? সুতরাং পুরাণকার বলছেন, স্কন্দ-কার্তিকেয়ের কৃপায় অপুত্র পুত্র লাভ করে, নির্ধন ধন লাভ করে—

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনোঽপি ধনং লভেৎ ॥[১]

যাঁরা কুমারের স্তুতিপাঠ করেন,—তাঁর গৃহে বালকদের কল্যাণ হয়—

যশ্চৈতৎ পঠতি স্তোত্রং কার্তিকেয়স্য মানবঃ।

তস্য গৃহে কুমারাণাং ক্ষেমারোগ্যং ভবিষ্যতি ॥[২]

—যে মানব কার্তিকেয়ের এই স্তোত্র পাঠ করে তার গৃহে বালকগণের মঙ্গল এবং আরোগ্য বিরাজ করে।

সুতরাং স্কন্দভার্যা দেবসেনা ষষ্ঠী যে বালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, তাতেই বা আর বিস্ময়ের কি আছে ? ষষ্ঠী দেবী—

আয়ুঃপ্রদা চ বালানাং ধাত্রী রক্ষণকারিণী।

সততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধযোগিনী ॥[৩]

—বালকদের রক্ষাকর্ত্রী, আয়ুদাত্রী, রক্ষাকারিণী, সিদ্ধযোগিনী দেবী যোগের দ্বারা সব সময় শিশুর পার্শ্বে বর্তমান থাকেন।

ষষ্ঠী দেবীও বলেছেন—

অপুত্রায় পুত্রদাহং প্রিয়দাত্রাপ্রিয়ায় চ।

ধনদা চ দরিদ্রেভ্যোঽকর্মিণে শুভকর্মদা। ॥[৪]

—আমি অপুত্রকে পুত্র দিই, অপ্রিয়ভাজনের প্রিয়দাত্রী হই, দরিদ্রে ধনদাতা হই, কর্মহীনকে শুভকর্ম দান করি।

দেবী ভাগবতেও (৯।৪৬) এই কথাগুলিই পাই ষষ্ঠী দেবী সম্পর্কে।

ষষ্ঠী দেবীর বিচিত্র নাম, প্রতীক ও পূজার রীতি—বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেই ষষ্ঠীদেবী অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষতলে গোলাকার প্রস্তর খণ্ডের প্রতীকে আজও পূজিতা। বিশেষভাবে মেয়েরাই ষষ্ঠীপূজা বেশী করে থাকেন—পুত্র কামনায় অথবা পুত্রকন্যার মঙ্গল কামনায়। বারোমাসের প্রতি শুক্লাষষ্ঠী তিথিতেই এক এক প্রকার ষষ্ঠী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। বৈশাখে ধুলা ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য

১ ব্রহ্মপুঃ—২৬।৫০ ২ ব্রহ্মপুঃ—২৬।৫২ ৩ ব্রহ্মবৈবর্ত পুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৩।৭০
৪ ব্রহ্মবৈবর্ত পুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৩।৫৩

ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়া ষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থন ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে গোট ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলা ষষ্ঠী, পৌষে পাটাই ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকা ষষ্ঠী এবং চৈত্রে লাল ষষ্ঠী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এইসকল ষষ্ঠী পূজার রীতি প্রচলিত আছে। ষষ্ঠী দেবীর প্রতীকও বিচিত্র,—মশলা বাঁটা শিল-নোড়া (শীতলা ষষ্ঠী), বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড সমূহ, বটের শাখা, কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত মন্থন দণ্ড (মন্থন ষষ্ঠী) প্রভৃতি ষষ্ঠী দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বটবৃক্ষ ষষ্ঠী দেবীর প্রিয়। গোটাকল ও জোড়াকল ষষ্ঠী পূজায় প্রদান করার রীতি। বাসি নৈবেদ্য, পান্তা ভাত, সাদা বেগুন ও সাদা সীম সহ সবুজ কলাই সিদ্ধ, দধি ইত্যাদি শীতলা ষষ্ঠী (শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন) পূজার উপকরণ। মন্থন ষষ্ঠীর পূজা হয় পুকুর ঘাটে মন্থনদণ্ড স্থাপিত করে। অশোকষষ্ঠীর পূজা হয় চৈত্র মাসে অশোক ফুলে। এই দিনে শোকরহিত হওয়ার কামনায় অশোক কুঁড়ি মেয়েরা বিশেষতঃ মায়েরা ভক্ষণ করে থাকেন। শীতলা ষষ্ঠীর সঙ্গে ওলাউঠার ও বসন্তরোগের দেবতা শীতলার, অশোকষষ্ঠীর সঙ্গে শোকরহিতা দুর্গা (নব পত্রিকার অন্যতমা), এবং দুর্গা ষষ্ঠীর সঙ্গে দুর্গা মহিষমর্দিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ষষ্ঠীর সঙ্গে দুর্গা দেবীর সংযোগ স্বাভাবিক; কারণ দুর্গা দেবীও স্বরূপতঃ যজ্ঞাগ্নি। ষষ্ঠীর প্রস্তর প্রতীকের সঙ্গে সূর্য পূজার সম্পর্ক আছে মনে হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে যাগযজ্ঞের তথা অগ্নির সম্পর্ক আছে। বট অশ্বত্থেরই বিকল্প। সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা লক্ষ্মী হিসাবেই কি মন্থন ষষ্ঠীর পূজা? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, অনেক স্থলে প্রস্তর নির্মিত মনসার মূর্তিতে ষষ্ঠীপূজা হয়।[১] ষষ্ঠীর সঙ্গে মনসার সম্পর্কও অস্বীকার্য নয়। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীলাবতীর পূজা হয় সাধারণতঃ শিবলিঙ্গে। অনেকে মনে করেন, নীলাবতী আসলে নীলষষ্ঠী। নীলাবতী নীলষষ্ঠী হলে ষষ্ঠী ও শিবানী অভিন্ন হয়ে গেছেন। এ ছাড়াও শিশু-জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে প্রসবাগারে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজা করা হয়,—এই দিনকে ষেঠেরা বলে। সন্তানজন্মের একুশ অথবা ত্রিশ দিনেও ষষ্ঠী পূজা করার রীতি। ষষ্ঠীদেবীর বাহন মার্জার। মার্জার কি দুর্গার সিংহের সংক্ষিপ্ত রূপ?

ষষ্ঠী যে দেবসেনাপতির পত্নী দেবসেনা—মানুষ সে কথা ভুলেই গেল। কেবল-

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৩৫৭)—পৃঃ ৩৭৩

মাত্র শিশুরক্ষয়িত্রী দেবীরূপেই মেয়েলি ব্রতে বিচিত্ররূপে ষষ্ঠী জীবিত রইলেন। ষষ্ঠীদেবীর ব্রতকথা বা মহিমাসূচক উপাখ্যান বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত। ষষ্ঠীদেবীর মহিমা অবলম্বনে বাঙ্গালাভাষায় ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যও রচিত হয়েছে।

ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত—ষষ্ঠীদেবীর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় ষষ্ঠীদেবী অপৌরাণিক অবৈদিক লৌকিক দেবী রূপে পণ্ডিত মহলে গৃহীতা হয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন অনার্য সমাজের মধ্যে পুংশিশুর মৃত পিতামহ ও স্ত্রীশিশুর মৃত পিতামহীর (কিংবা মাতৃক বা matriarchal সমাজের মাতামহ ও মাতামহীর) আত্মাকেই শিশুর রক্ষক কিংবা রক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। ...এই প্রকার পিতামহী, মাতামহীর আত্মার পরিকল্পনা হইতেই পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে ষষ্ঠী দেবীর পরিকল্পনা আসিয়া থাকিবে...।"[১]

ষষ্ঠী দেবী সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য নিতান্তই কষ্ট কল্পনা। কোন আর্যেতর আদিম জাতির অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ষষ্ঠীদেবী পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠীদেবী পৌরাণিক দেবী ত বটেনই, তাঁকে বৈদিক যুগেও স্থাপিত করা চলে। বৈদিক ষড়হ যাগের সঙ্গে স্কন্দ কার্তিকেয় এবং স্কন্দপত্নী ষষ্ঠী সংশ্লিষ্ট। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে কার্তিকেয়ের নামান্তর হিসাবে ষষ্ঠী নামটি উল্লিখিত। যৌধেয় মুদ্রাতেও (খৃঃ ২য় শতাব্দী) কার্তিকেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠীদেবীর বিবরণ আছে। এই দুটি পুরাণকে পণ্ডিতরা অর্বাচীন বলে গণ্য করলেও পুরাণ দুটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে রচিত নয়। তবে ষষ্ঠীদেবীর কোন কোন প্রতীকে অনার্য প্রভাব থাকতেও পারে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারেও ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান আছে :

ষষ্ঠাংশ প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুব্রতাম্।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎ প্রসূম্।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে ॥[২]

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৩৬১)—পৃঃ ৬৭২-৭৩ ২ তন্ত্রসার, বসুমতী সং—পৃঃ ৩৯১

—প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, উজ্জ্বল প্রভাময়ী, শোভনপুত্রদাত্রী, মঙ্গলদাত্রী, দয়ারূপা, জগতের স্রষ্ট্রী, শ্বেতচম্পকতুল্যবর্ণা, রত্নালংকারভূষিতা পবিত্র-রূপা, শ্রেষ্ঠা, দেবসেনাকে আমি ভজনা করি।

ষষ্ঠীর শুভ্রবর্ণ সরস্বতীর সগোত্রতা প্রতিপাদিত করে।

কার্তিকেয়ের বিভিন্ন নামের তাৎপর্য—কার্তিকেয়ের এক নাম স্কন্দ; অন্যান্য নামের মধ্যে শাখ, বিশাখ, মহাসেন, কুমার, গুহ, নৈগমেয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বহু গণদেবতা রয়েছেন—যাঁরা কুমার ও কুমারী নামে পরিচিত, এঁদের নেতা কার্তিকেয়। এঁরা সকলেই স্কন্দের দেহ থেকে নির্গত। শিবগণ, রুদ্রগণ, মরুৎগণ, ইন্দ্রগণ প্রভৃতির সঙ্গে এঁরা তুলনীয়। পুরাণানুসারে অগ্নি বা শিবের স্খলিত রেতঃ (স্কন্দ) থেকে জন্ম বলে কুমারের নাম স্কন্দ। ষড়হ যাগে ছয়দিনের যজ্ঞীয় হবিই অগ্নির স্খলিত তেজ। কুমার নামের তাৎপর্য পূর্বেই বিবেচিত হয়েছে। যেহেতু মহাবলশালী সেই জন্যই স্কন্দ কার্তিকেয় মহাসেন, —সম্ভবতঃ মহাসেনার (দেবসেনা) অধিপতি হিসাবেই তিনি মহাসেন। শাখ ও বিশাখ নাম দু'টির তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন। বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে কি স্কন্দের কোন সম্পর্ক ছিল, যেমন ছিল কৃত্তিকার সঙ্গে? বিভিন্ন শাখায় কার্তিকেয় পূজা প্রচলিত ছিল বলে তিনি শাখ—আর শাখাহীন অর্থাৎ এক অদ্বয়রূপে উপাসিত বলে বিশাখ, এমন অনুমানও করা যায়। যজ্ঞাগ্নি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছেন, তেমনি শাখাহীন অগ্নিও দৃষ্ট হয়—এই কারণেও স্কন্দ শাখ ও বিশাখ নাম পেতে পারেন। অগ্নির শিখাই অগ্নির শাখা। আবার স্কন্দ শব্দের অর্থান্তর দক্ষ বা বিদ্বান। যুদ্ধনিপুণ বা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অর্থে স্কন্দ শব্দকে গ্রহণ করলে, শাখ ও বিশাখ নাম দু'টি সৈন্যদলের ইঙ্গিত বহন করে। কার্তিকেয়ের ব্রহ্মণ্যদেব নাম বৈদিক যজ্ঞীয় মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আভাসিত করে। অগ্নি সর্বত্রই গুপ্তভাবে বর্তমান থাকেন, তাই তিনি গুহ। নিগমে অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাই স্কন্দ নৈগমেয়।

মুদ্রায় কার্তিকেয় মূর্তি—স্কন্দ কার্তিকেয়ের এই নামগুলি যেমন মহাভারতে-পুরাণে পাই, তেমনি পাই প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায়। কার্তিকেয়-উপাসনার জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপকতা মুদ্রার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়। কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রার বিপরীত দিকে কার্তিকেয়-মূর্তির সঙ্গে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ

এবং মহাসেন নামগুলি মুদ্রিত আছে। ছবিকের মুদ্রায় মহাসেন দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ডান হাতে ময়ূরধ্বজ (উপরিভাগে ময়ূর শোভিত দণ্ড) ও কটিদেশে লম্বমান তরবারির মূলপ্রদেশে বাম হস্ত স্থাপিত। আর এক শ্রেণীর মুদ্রায় স্কন্দ-কুমার ও বিশাখ সামনা সামনি দাঁড়িয়ে আছেন—স্কন্দ-কুমারের হাতে গরুড়ধ্বজ ও বিশাখের হাতে দীর্ঘ বর্শা—বিশাখ বাঁ হাতে স্কন্দ-কুমারের ডান হাত ধরে আছেন। Gardner একটি পুরাতন মন্দিরে স্কন্দ, মহাসেন ও বিশাখকে বেদির উপর পাশাপাশি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর মনে করেন যে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন চারজন পৃথক দেবতা।[১] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত : সমশ্রেণীর বিভিন্ন দেবতা সম্মিলিত হয়ে একদেবতায় পরিণত হয়েছেন—"...various God concepts of an allied character were merged in the composition of Skanda Karttikeya".[২]

সমভাবাপন্ন বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণে কার্তিকেয়ের মূর্তি, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় ; বরঞ্চ একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বা ভিন্ন মূর্তি স্কন্দ, কুমার, কার্তিকেয় ইত্যাদি, এবিষয়ে সংশয় নেই। কারণ স্কন্দ-কার্তিকেয় মূলতঃ রুদ্র বা রুদ্রের অংশ। সুতরাং তিনি সূর্যাগ্নিরূপী অথবা যজ্ঞাগ্নিবিশেষ, এ সত্যটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। অমরকোষ অভিধানে স্কন্দের বিভিন্ন নামগুলিও স্মরণযোগ্য :

কার্তিকেয়ো মহাসেনঃ শরজন্মা ষড়াননঃ।
পার্বতী-নন্দনঃ স্কন্দঃ সেনানীরগ্নিভূর্গুহঃ।

মুদ্রায় অংকিত কার্তিকেয়, মহাসেন ও বিশাখকে পৃথক দেবতারূপে গণ্য না করে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর দ্বারা ভিন্ন নামে উপাসিত একই দেবতার মূর্ত্যন্তররূপে গ্রহণ করা চলে।

বীর যৌধেয় জাতির (কানিংহামের মতে ভাওয়ালপুরের জোহিয়া) যৌপ্য ও তাম্র মুদ্রায় কুমার কার্তিকেয়ের মূর্তি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে পণ্ডিতরা স্থির করেছেন। এই মূর্তিগুলিতে ছয় মাথা ও দুই হাত কার্তিকেয় দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মের উপরে—বাঁ হাত উরুতে

১ Charmical Lectures, 1921—pages 22-23
২ Origin and Development of Hindu Iconography (1941) page 160

আর ডান হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, বামে একটি বর্শা। ঐ মুদ্রায় লিখিত লিপি—'ভগবতঃ স্বামিনো ব্রহ্মণ্যদেবস্য'—ভগবান স্বামী ব্রহ্মণ্যদেবের; অথবা 'ভগবতঃ স্বামিনো ব্রহ্মণ্যদেবস্য কুমারস্য'—ভগবান স্বামী ব্রহ্মণ্যদেব কুমারের। কার্তিকেয়ের এক নাম স্বামী, আর এক নাম ব্রহ্মণ্যদেব। একশ্রেণীর যৌধেয় মুদ্রায় কার্তিকেয়ের এক মাথা,—একটি বক্ররেখার উপরে দণ্ডায়মান,—কতকগুলি মুদ্রায় এক মস্তকবিশিষ্ট কার্তিকেয়ের মস্তকে জ্যোতির্মণ্ডল এবং মুদ্রার বিপরীত দিকে এক দেবীমূর্তি এক অথবা ছয় মুণ্ডবিশিষ্ট। এই দেবীমূর্তিটি কার্তিকেয়পত্নী দেবসেনা বা ষষ্ঠী বলেই অনুমিত হয়।[১]

গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের মুদ্রায় কার্তিকেয়-মূর্তি দৃষ্ট হয়। এই কার্তিকেয় দ্বিভুজ, একানন, বিস্তৃতকলাপ ময়ূরের উপর উপবিষ্ট, বাম হস্তে শক্তি বা বল্লম, দক্ষিণ হস্তে বেদীর মত বস্তুর উপরে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করছেন। আর এক শ্রেণীর মুদ্রায় কার্তিকেয় বামে তাকিয়ে হেলান বা নৃত্যরত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান—সম্মুখে ময়ূর।[২] কার্তিকেয়ের প্রতীক কুক্কুট—পুরাণে গুপ্তে তাঁর হাতে কুক্কুট দেখা যায়। অযোধ্যায় প্রাপ্ত দেবমিত্র এবং বিজয়মিত্রের (খৃঃ ১ম শঃ) তাম্র-মুদ্রায় অঙ্কিত কুক্কুটধ্বজ কার্তিকেয়ের প্রতীকরূপে স্বীকৃত।[৩]

কার্তিকেয়ের বাহন—কার্তিকেয়ের কুক্কুট বৈদিক সুপর্ণ এবং পৌরাণিক গরুড়ের রূপান্তর বলে অনুমিত হয়। কুক্কুটধ্বজ অবশ্যই গরুড়ধ্বজের রূপান্তর। কার্তিকেয়ের ময়ূর কুক্কুটের রূপান্তর। তন্ত্রসারে কার্তিকেয়ের ময়ূরকে গরুড় থেকে জাত এবং গরুড়রূপে ধ্যান করা হয়েছে—

> নানা বিচিত্রাঙ্গং গরুড়াজ্জননং তব।
> অনন্তশক্তিসংযুক্তং কালাহির্ভক্ষণং তব॥
> গরুড়ং মহাভাগ সদা ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥[৪]

—হে ময়ূর, নানাবিধ বিচিত্র অঙ্গ সমন্বিত গরুড় থেকে তোমার জন্ম, তুমি অনন্তশক্তিসংযুক্ত, কালরূপ সর্প (অথবা মৃত্যুরূপী সর্প) তোমার ভক্ষ্য, তুমি মহাভাগ গরুড়, তোমাকে সদা প্রণাম করি।

১ Ancient Indian Numismatics, Prof. S. K. Chakravarti—pages 223-224
২ Catalogue of Gupta Coins in the Bayana Hoard—Pl. xxvi, figs. 1-13
৩ Development of Hindu Iconography (1941)—pages 154-155
৪ তান্ত্রিকানন্দ—১০।২০-২১

সুপর্ণ যে আকাশবিহারী সূর্য সে কথা পরে আলোচিত হবে।[১] ময়ূর অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্তিকেয়ের পূজা প্রসারিত হওয়াতেই সম্ভবতঃ কুক্কুট ময়ূরে রূপান্তরিত হয়ে কার্তিকেয়ের বাহনে পরিণত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত কুক্কুটধ্বজকে সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন।

"One other interesting fact worth-noticing about the pillar fragment is that the prominence given to the figure of Surya among the carvings on its side supports the suggestion of some writers that Kartikeya had some solar Connection ; Skanda is sometimes regarded as one of the attendent divinities of the Sun-god in some iconographic texts where he is both named as Daṇḍa and Skanda."[২]

কার্তিকেয় পূজার প্রাচীনতা—স্কন্দ-কার্তিকেয় পূর্বতন রুদ্রের অংশরূপে অবশ্যই সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং সূর্যের সহচর বা সৌরদেবতারূপে তাঁকে গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। স্কন্দ-কার্তিকেয় পূজার ইতিহাস বহু প্রাচীন। কুষাণ মুদ্রার এবং যৌধেয় মুদ্রার প্রমাণানুসারে অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টাব্দের সূত্রপাত থেকেই ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। বৌধায়নের ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নারায়ণোপনিষৎ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতির সাক্ষ্যে জানা যায় যে রুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক দেবতারূপে কার্তিকেয়ের রূপ স্বীকৃত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্বে। বর্তমানকালে দুর্গা পূজার সময়ে রুদ্রতনয় বা পার্বতীপুত্র হিসাবে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট এবং পূজিত হয়ে থাকেন। এছাড়া কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে সন্তান কামনায় অনেকে কার্তিকেয় পূজা করে থাকেন। উক্ত দিনে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় এবং হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় ব্যাপকভাবে বিভিন্ন আকারের কার্তিকেয় পূজা হয়। দক্ষিণভারতে কার্তিকেয় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অবিবাহিত কুমাররূপেই তিনি এই অঞ্চলে পূজিত হন।

Karttikeya is widely worshipped, particularly in South India, where he is better known as Subrahmaṇya. In Mahārāṣtra Karttikeya is usually considered misogynist and a bachelor

১ বিষ্ণু প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

২ Development of Hindu Iconography (1941)—page 118

(hence his name Kumāra) and women are not allowed to worship at his shrines."[১]

চোরের দেবতা কার্তিকেয়—স্কন্দ-কার্তিকেয় সম্পর্কে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বেই দেখেছি যজুর্বেদে রুদ্র চোর, ডাকাত, ঠক, ছিনতাইকারী প্রভৃতিরও দেবতা ছিলেন। সম্ভবতঃ শিব যোগিত্ব বরণ করলে গণেশ হয়েছিলেন চোরের দেবতা। কিন্তু গণেশ হলেন বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা বণিককুলের উপাস্য। তাই এবার চোরের দেবতা হলেন রুদ্রপুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে কার্তিকেয়কে চোরের দেবতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। চৌর্যকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্কন্দপুত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[২] কার্তিকেয় চৌর্যকর্মে সিদ্ধির জন্য চৌরশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান্ কনকশক্তি চারি প্রকার সিঁদ কাটার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।[৩] শক্তি কার্তিকেয়ের অস্ত্র। তিনি শক্তিধর। অতএব কনকশক্তি অগ্নিপুত্র অগ্নিবর্ণ কার্তিকেয় হওয়াই সম্ভব। চোর শর্বিলক সিঁদ কাটার আগে কার্তিকেয়কে প্রণাম জানিয়েছে—"নমো বরদায় কুমার কার্তিকেয়ায় নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায়...।"[৪] কার্তিকেয়, কনকশক্তি এবং ব্রহ্মণ্যদেব দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের নামান্তর। কার্তিকেয় পূজার ব্যাপকতা এ থেকেই বোঝা যায়।

---

১ Epics Myths and Legends of India, P. Thomas—page 46

২ মৃচ্ছকটিক, ৩য় অংক ৩ তদেব ৪ তদেব

বিষ্ণু

পরবৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও পুরাণে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হওয়া সত্ত্বেও ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রথম সারির দেবতারূপে গণ্য হতে পারেন নি। তথাপি ঋগ্বেদের বিষ্ণুকে একেবারে অপ্রধান দেবতা বলাও সঙ্গত নয়। "ঋগ্বেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৩ বার, যজুর্বেদে ৫৭ বার এবং অথর্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ ও ৯৩শ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয় নাই।"[1]

বিষ্ণু ত্রিবিক্রম—ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে বিষ্ণুর যে গুণক্রিয়ার বিবরণ পাই, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান তাঁর তিন পদক্ষেপে বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করা। তিনি বিশ্বভুবন স্থির করেছেন অথবা নির্মাণ করেছেন, অথবা ত্রিলোক ধারণ করে আছেন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥[2]

—বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।[3]

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥[4]

—আমি বিষ্ণুর বীরকর্ম শীঘ্রই কীর্তন করি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ (সধস্থ) স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রভূত স্তুতি করিতেছে।[5]

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি ।[6]

—একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হয়েন।[7]

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্রবিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥[8]

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, অতুলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৫০
২ ঋগ্বেদ—১।২২।১৭
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।১
৫ অনুবাদ—তদেব
৬ ঋগ্বেদ—৮।২৯।৭
৭ অনুবাদ—তদেব
৮ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৩

—এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট, পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত।[১]

যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।[২]

—তিনি (বিষ্ণু) প্রশংসনীয় লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।[৩]

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥[৪]

—(যে কোন শক্তির দ্বারা) অহিংসিত সর্বজগতের রক্ষক বিষ্ণু সকল ধর্মচর্যা ধারণ (পোষণ) করে তিন পদ পরিক্রমণ করেছিলেন।

তিন পদবিক্ষেপে যে বিষ্ণু বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করছেন সেই তিন পদের মধ্যে একটি পদ সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বজনের কাম্য—যোগীর ধ্যানের ধন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্॥[৫]

—আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোকস্নাতে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠস্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[৬]

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥[৭]

—স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।[৮]

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।[৯]

—এই সকল স্থানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ প্রভূত স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছে।[১০]

বিষ্ণুর এই তৃতীয় পদ মধু বা অমৃতের উৎস—

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৪ ৩ তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮ ৫ ঐ ১।২২।২০ ৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৭ ঐ ১।২২।২১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬
১০ অনুবাদ—তদেব

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে মধ্ব উৎসঃ ।[১]

—উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু।[২]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ : সেই সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুই সকল মধুরতার উৎস। তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু।[৩]

মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপের বিষয় অবগত হয়, কিন্তু তৃতীয় পদের বিষয় জানে না।

দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি ।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ ॥[৪]

—মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ মনুষ্য ধারণ করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীগণও প্রাপ্ত হয় না।[৫]

ঋগ্বেদে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অগ্নির মত প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নি, এমন কি বরুণ, সোম, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও বিষ্ণুর প্রাধান্য ছিল না।

"Viṣṇu though a deity of capital importance in the Mythology of Brahmanas, occupies but a sub-ordinate position in the Rigveda."[৬]

বিষ্ণু ও ইন্দ্র—সূক্ত ও ঋকের সংখ্যা বিচারে বিষ্ণুর প্রাধান্য কম থাকলেও গুণকর্মের বিচারে বিষ্ণুর মহিমা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। ঋগ্বেদে ইন্দ্র-সখা বিষ্ণু ইন্দ্রের বহুকর্মের সহায়ক। তবে বিষ্ণু অপেক্ষা ইন্দ্রের মহিমা অনেক বেশী।

"It is clear that Viṣṇu was a great god even in the earliest Vedic times. But he was not regarded by anybody as the Sole God or even as the greatest God. His inferiority to Indra appears even in the hymns devoted to his own glorification, and nothing better is said of him in the Rigveda 1,22.19. than that he is the worthy friend of Indra—ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।"[৭]

ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নানাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে—

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঐ ১।১৫৫।৫ ৫ ঐ ৬ Vedic Mythology—page 37
৭ Early History of Vaisnava Sect, Raychaudhuri—page 14
৮ ঋগ্বেদ—১।২২।১৯

—বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রতসমূহ অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্মসকল অবলম্বন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।[1]

বিষ্ণু বৃত্রবধেও ইন্দ্রের সহায়ক—

অথাব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ৎসখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব।[2]

—ইন্দ্র বলিলেন, হে সখা বিষ্ণু! তুমি বৃত্রকে বধ করিতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও।[3]

ইন্দ্র ও বিষ্ণু একটি সূক্তে (৭।৯৯) একত্র স্তুত হয়েছেন। এই সূক্তে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে দাস জাতির পিতা বৃষশিপ্রের মায়া বিনষ্ট করেছিলেন, শম্বরাসুরের নিরানব্বই সংখ্যক দুর্গ বিনষ্ট করেছেন এবং বর্চি নামক অসুরের সৈন্য বিধ্বস্ত করেছিলেন।

ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার।
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে।[4]

—বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া, হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ়পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চি নামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে—যাহাতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে এরূপ করিয়া বিনাশ করিয়াছ।[5]

ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সমকর্মকত্বের দ্বারা। বিষ্ণু দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করেন ইন্দ্রের মত—"ব্যস্তভ্না রোদসী।"[6]

য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা।[7]

—যিনি একাকী ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া আছেন।[8]

ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে সূর্য, অগ্নি ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন—

উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম্।[9]

—হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ।[10]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৪।১৮।১১ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৪-৫ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১০।৮৯।৪ ৭ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৪
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৭।৯৯।৪ ১০ অনুবাদ—তদেব

ইন্দ্র ও বিষ্ণু মেঘের উপরে পরিভ্রমণ করে থাকেন—

"যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যা।"[১]

ইন্দ্রকর্তৃক সংগৃহীত জল বর্ষণ করেন বিষ্ণু—

বিধেস্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্তেষিতঃ।[২]

—হে ইন্দ্র তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন, তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত।[৩]

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বিষ্ণু শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যরূপ বিষ্ণু জল (অর্থাৎ বৃষ্টি) উৎপন্ন করেন। তিনি ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত এবং উরুগতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।"[৪]

গুণকর্মের বিশ্লেষণে বিষ্ণুকে সূর্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি বলে গণ্য করা চলে না। দেশী-বিদেশী সকল পণ্ডিতই বিষ্ণুকে সূর্যরূপে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণু আদিত্যগণের অন্যতম। সুতরাং তিনি অদিতির পুত্র। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তেজোরূপা যে শক্তি অদিতি নামে খ্যাতা তাঁরই প্রধান প্রকাশ সূর্যই ঋগ্বেদের বিষ্ণু।

"যেমন অন্যান্য আদিত্য সূর্যের শক্তি, বিষ্ণুও তেমন সূর্যের এক শক্তি। বিষ্ণু সূর্যের বার্ষিক গতিশক্তি। এই শক্তি ত্রিবিক্রমে প্রকটিত হইয়াছে। ত্রিবিক্রম শব্দের অর্থ ত্রিপদক্ষেপ।[৫]

আচার্য যাস্ক বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি, বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতেবা।"[৬]

—অতঃপর যখন আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু; বিষ্ণুশব্দ 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি+অশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[৭]

যাস্কাচার্যের নিরুক্ত ব্যাখ্যায় ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "পূর্বাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য বিষ্ণু হন,—রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষ্ণু। বিষ্ণুশব্দ প্রবেশনার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি পূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৬১।১০ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১২০৭

৫ ঋগ্বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ২৩

৬ নিরুক্ত—১২।১৮।৩ ৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

নিপায়ঃ (১) বিষ্ণু তাঁর রশ্মি সমূহের দ্বারা সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, (২) রশ্মিসমূহের দ্বারা নিজেই অত্যধিক পরিব্যাপ্ত হন।"[1]

ঋগ্বেদের ১।২২।১৭ ঋকের ভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের তাৎপর্য সম্পর্কে যাস্ক তাঁর পূর্বসূরি শাকপূণির অভিমত উল্লেখ করে লিখেছেন, "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূনিঃ।"[2]

—এই সমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা বিষ্ণু প্রতিদিন পরিক্রমণ করেন; তিন প্রকারে পদন্যাস বা পদস্থাপন করেন। ...তিন প্রকার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ ত্রিপ্রকার সত্তা বা অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে—for threefold exisitnce—বিষ্ণু পদন্যাস করেন পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে। [একই জ্যোতি পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়া যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠাতৃত্ব করেন—ইহাই তাৎপর্য]—ইহা শাকপূণির ব্যাখ্যা।[3]

আচার্য ঔর্ণবাভের মত উল্লেখ করে যাস্ক বলেছেন, "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ।"[4]

—উদয়াচলে, অন্তরীক্ষে এবং অস্তাচলে (বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ)—ঔর্ণবাভের এই মত।

"বিষ্ণু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, ঔর্ণবাভের মতে সেই তিন স্থান হইতেছে—উদয়াচল, অন্তরীক্ষ এবং অস্তাচল। প্রাতঃকালে উদয়াচলে বিষ্ণু (আদিত্য) উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অস্তাচলে অস্তগত হন—ইহাই বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস।"[5]

দুর্গাচার্য নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তগিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্যো মন্যতে।"

—বিষ্ণুই আদিত্য। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, তিনি পদবিক্ষেপ

১ নিরুক্ত (ব. বি)—পৃঃ ১০০১ ২ নিরুক্ত—১২।১৯।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১২।১৯।৩ ৫ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত

করেন অর্থাৎ তিন স্থানে পদস্থাপন করেন। কোন্ তিন স্থান? পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে—এই মত শাকপূণির। পার্থিব অগ্নি হয়ে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাতে অধিষ্ঠিত হন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে, দ্যুলোকে সূর্যরূপে। বলা হয়েছে তিন স্থান অতিক্রম করেন। সেই তিন স্থান কি? উদয়গিরিতে উদিত হয়ে এক পদ স্থাপন করেন, বিষ্ণুপদে মধ্যদিনে অন্তরীক্ষে পদ স্থাপন করেন, গয়শিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে তৃতীয় পদ—ইহা আচার্য ঔর্ণবাভ মনে করেন।

আচার্য মোক্ষমূলর ঔর্ণবাভের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, "The stepping of Visnu is emblematic of the rising, the culminating and setting of the Sun."[১]

রামায়ণের বক্তব্য থেকেও এই অভিমত সমর্থিত হয়—

তত্র পূর্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণু স্ত্রিবিক্রমো
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ।
উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্॥[২]

—তিন পদক্ষেপকালে বিষ্ণু প্রথম পদক্ষেপ করেন উদয়শিখরে, মেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদস্থাপন করেছিলেন, অতঃপর জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ করে অস্তগমনের পরে দিবাকর সেই মহান্ উন্নত উদয় শিখরে দৃশ্য হন।

বিষ্ণুর স্বরূপ ও ত্রিপদক্ষেপ সম্পর্কে আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখেছেন "Root Vish 'to pervade'—the second god of Hindu Triad. In Ṛgveda Viṣṇu is not in the first rank of gods. He is a manifestation of the solar energy, and is described as striding through the seven regions of the universe in three steps and enveloping all things with dust (of his beams). These three steps are explained by commentators as denoting the three manifestations of light—fire, lightning and the Sun, or the three places of the Sun—its rising, culminating and setting."[৩]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেন, "Viṣṇu, who occupied a supreme position in later Vedic literature, held a sub-ordinate position

১ Ṛgveda (Trans.), vol. I (1869)—page 117
২ রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪০।৫৮-৫৯
৩ *Classical Dictionary of Hindu Mythology*. John Dowson—page 360

in the pantheon of the Gods in the Ṛgveda. He took three steps, one on earth, one in midheaven and the third in the highest heaven which was invisible to men, but visible to Gods, like an eye fixed in heaven."[১]

ডঃ দাসের মতে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ উচ্চতম স্বর্গে অবস্থিত। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় ভিন্ন মত পোষণ করেন। নিরুক্তকার শাকপূণি বা ঔর্ণবাভের মত তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন, "এই দুই অর্থে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান নক্ষত্রকেও ত্রিবিক্রম বলিতে হয়। কারণ ইহাদেরও তিন স্থান আছে, সকলেই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ ত্রিবিক্রম শব্দের অর্থ পদ বা স্থান নহে, পদক্ষেপ। ...তিন স্থান পাইলে দুই পদক্ষেপ হইতে পারে, তিন হইতে পারে না।"[২]

বিষ্ণু যে সূর্য, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। সূর্যই কাল বিভাগ করেন, বর্ষ পূর্ণ করেন। ঋগ্বেদে সে কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে :

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্‌॥[৩]

—বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চতুর্নবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্যতরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।[৪]

বিষ্ণুর এই বর্ণনা স্পষ্টতঃই সূর্যের বর্ণনা। সায়নাচার্যের মতে চতুর্নবতি অর্থাৎ চুরানব্বই কালাবয়ব সম্বৎসর, অয়নদ্বয়, পঞ্চঋতু দ্বাদশমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, প্রতিপক্ষে দিন ও রাত্রি মিলে ত্রিশটি, প্রতিদিনের অষ্টপ্রহর এবং দ্বাদশ রাশি। Muir মনে করেন চতুর্নবতি অর্থে চারগুণ নব্বই (৯০ × ৪) অর্থাৎ ৩৬০ দিন। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে 'কালচক্র ৯০ + ৯০ + ৯০ + ৯০ দিবসে বিভক্ত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত'।[৫]

"সূর্যের যে শক্তিদ্বারা এই দুই গতি (আহ্নিক ও বার্ষিক) হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার।"[৬]

---

১ Ṛgvedic Culture—page 458   ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৮৪

৩ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬   ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৪-৯৬   ৬ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৭

বিষ্ণুর তিন পদের বিবরণে ঋগ্বেদ বলছেন :

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥[1]

—যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ংকর হিংস্র গিরিশায়ী আরণ্যজন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।[2]

রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ সায়নাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণে কৃত। সায়ন বলছেন, বিষ্ণু বীর্যকর্মহেতু সকলের দ্বারা স্তুত হন। কিভাবে স্তুত হন? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—"মৃগো ন সিংহাদিরিব, যথা স্ববিরোধিনো মৃগয়িতা সিংহো ভীমো ভীতিজনকঃ, কুচরঃ কুৎসিতহিংসাদিকর্তা দুর্গমপ্রদেশে গন্তা বা। গিরিষ্ঠাঃ পর্বতাদ্যুন্নত প্রদেশস্থায়ী। তদ্বদয়মপি মৃগঃ অন্বেষ্টা শত্রূণাং ভীমঃ ভয়ানকঃ সর্বেষাং ভীত্যুৎপাদনকৃতঃ পরমেশ্বরাদ্ভীতিঃ, ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ইত্যাদি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধাঃ; কিং চ কুচরঃ শত্রুবধাদি কুৎসিতকর্মকর্তা, কুষু সর্বাসু ভূমিষু লোকত্রয়েষু সঞ্চারী বা। তথা গিরিষ্ঠাঃ গিরিবদুচ্ছ্রিত লোকস্থায়ী যদ্বা গিরি মন্ত্রাদিরূপায়াং বাচি সর্বদা বর্তমানঃ ঈদৃশোঽয়ং স্বমহিম্না স্তূয়তে।"

—(বিষ্ণুর পরিক্রমা) সিংহের মত, যেমন নিজের বিরোধীশক্তির হন্তা সিংহ ভয়ংকর প্রচণ্ড হিংসক দুর্গমপ্রদেশগামী পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানে বসবাসকারী সেইরূপ ইনিও (সূর্য) শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী। তাঁর পরমেশ্বরের নিকট থেকে; তাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য প্রসিদ্ধ। উপরন্তু শত্রুবধ প্রভৃতি হিংস্রকর্মের তিনি কর্তা। অথবা কু-শব্দের অর্থ ভূমি—সকল ভূমিতে অর্থাৎ তিনলোকে পরিক্রমণকারী। গরিষ্ঠা অর্থাৎ উন্নতস্থানে অবস্থানকারী, অথবা মন্ত্রাদিরূপে বাক্যে বিরাজমান। এইরূপে বিষ্ণু স্বমহিমা দ্বারা স্তুত হন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ভিন্ন মতাবলম্বী। তিনি বলেন, বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ তিন নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের অবস্থান। তাঁর মতে ভীম মৃগ বা মৃগ নক্ষত্রে, কুচর অর্থাৎ নিম্নস্থিত ভাদ্রপদা এবং গিরিষ্ঠ অর্থাৎ ফাল্গুনী নক্ষত্র সূর্যের তিন পদবিক্ষেপ স্থান।[3]

কিন্তু বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বা ত্রিপদক্ষেপের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণে গমনাগমনে বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপস্থান পাওয়া যায়—কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও বিষুবরেখা। দক্ষিণায়ন শুরু হওয়ার পূর্বদিনে

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৫

(২২শে জুন) সূর্যের অবস্থান বিষ্ণুর একটি পদক্ষেপ,—শরতে বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান (২৩শে সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং দক্ষিণায়নের শেষ দিনে (২২শে ডিসেম্বর) সূর্যের অবস্থান তৃতীয় পদক্ষেপরূপে গণ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বিষ্ণুকে চারবার পা ফেলতে হয়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকালে বিষুব রেখায় (২১শে মার্চ) বিষ্ণুর চতুর্থ পদক্ষেপ। আচার্য রায় এই নৈসর্গিক ব্যাপারটিকেও বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপরূপে গ্রহণ করেছেন। "বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সূর্যের বার্ষিক গতি। বর্ষচক্রে চারিটি বিশেষ স্থান আছে। সে চারিটি বিষ্ণুপদ। দুই অয়নাদি দুই বিষুবপাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিকচক্রের সমুখস্থ উত্তরায়ণাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিণোত্তর রেখায় বাসন্তবিষুব স্থান, তৃতীয় পদ পূর্বদিকচক্রের সম্মুখস্থ দক্ষিণায়ণাদি স্থান এবং চতুর্থ পদ পৃথিবীর নিম্নে শারদবিষুব স্থান।"[১]

পাঁজিতে জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস আরম্ভের পূর্বদিন বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি সূর্যের গতিপরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু বেদে-পুরাণে সূর্যের তিনটি পদক্ষেপ স্থাপনের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সূর্য-বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপের পূর্বতন তাৎপর্যগুলিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রটির (১।১৫৪।২) তাৎপর্য প্রসঙ্গে মনে হয়, বিষ্ণু মৃগের মত কখনও কুচর অর্থাৎ পৃথিবীতে (অস্তকালে ও উদয়কালে, অথবা অগ্নিরূপে পৃথিবীতে) বিচরণ করেন, আবার কখনও গিরিষ্ঠ অর্থাৎ উন্নত প্রদেশে অবস্থান করেন। উন্নত প্রদেশে অর্থাৎ আকাশে বিষ্ণুরূপী সূর্যের অবস্থান সর্বজনের প্রত্যক্ষ গোচর। কিন্তু কু অর্থাৎ পৃথিবীতে বিষ্ণু কিভাবে বিচরণ করেন? প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ তা দেখতে পায় না। পৃথিবীতে বিষ্ণুর বিচরণ অগ্নিরূপে। সূর্যের প্রচণ্ড গতি ঋষি-কবির মনে ধাবমান হরিণের তীব্রগতির উপমা উদ্ভাসিত করেছে।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপের মধ্যে দু'টি প্রত্যক্ষযোগ্য, একটি মানববুদ্ধির অগম্য।

দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।

তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ।[২]

মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৫

তৃতীয় পদক্ষেপ মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণও (প্রাপ্ত হয় না)।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদটি অনধিগম্য কেন? উত্তরে সায়ন বলেছেন, "প্রসিদ্ধত্বাৎ ভূলোকং বৃষ্ট্যাগমনাদন্তরীক্ষং চেত্যুভে ক্রমণে জানাতি। তস্য বিষ্ণোস্তৃতীয়ং ক্রমণং দ্যুলোকাখ্যং কোঽপি মর্ত্যো নাকঃ নৈবাদধর্ষতি বুদ্ধ্যা নাভিভবতি জ্ঞাতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। ন কেবলং মনুষ্য এব অপি তু বয়শ্চন বেত্তারো মরুতোঽপি।"

—(অস্যার্থ) প্রসিদ্ধিহেতু ভূলোক এবং বৃষ্টিপতনহেতু অন্তরীক্ষ—এই দুই স্থানকেই সূর্যের দুই পদক্ষেপের স্থানরূপে জানা যায়। এই বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপস্থান দ্যুলোক নামে প্রসিদ্ধ, কোন মনুষ্য বুদ্ধির দ্বারা অবগত হ'তে সমর্থ হয় না। কেবল মানুষ নয়, মরুদ্‌গণও জানতে অক্ষম।

বিষ্ণুর অদৃশ্য তৃতীয় পদটির স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। সায়নের মতে তৃতীয় পদটি দ্যুলোকে বা স্বর্গে অবস্থিত। তৃতীয় পদটি মর্তে হলে অগ্নিরূপী বিষ্ণুর অবস্থানকে বোঝায়। বিষ্ণুর স্বরূপ অনধিগত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যাগ্নিকে বিষ্ণুরূপে ধারণা করা সম্ভব নয়। আবার কর্কটক্রান্তি (উত্তরায়ণ), মকরক্রান্তি (দক্ষিণায়ণ) ও বিষুবরেখা (শরৎ ও বসন্ত)—এই তিনটি পদক্ষেপস্থান হিসাবে গ্রহণ করলে মধ্যবর্তী স্থানে (বিষুবরেখায়) স্থাপিত পদক্ষেপটিই মানবের দর্শনাতীত। উত্তর ও দক্ষিণে দুই ক্রান্তিবিন্দুতে সূর্যের গতিসীমা স্পষ্ট দেখা যায় বা বোঝা যায়। কিন্তু মধ্যপথে বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান বিন্দুটি নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, বিষ্ণু তিন স্থানে চারবার পা ফেলেন। কিন্তু চতুর্থ পদক্ষেপটি থাকে অদৃশ্য। "কোন সময়ে তিনের অধিক পদ দেখিতে পাওয়া যায় না; চতুর্থ পদ অদৃশ্য থাকে রজঃ অন্তরীক্ষের অপর পারে।"[২]

আচার্য রায়ের মতে চতুর্থ পদটি শারদবিষুব। এই সময়ে মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ঋষিগণ এই পদ বর্ণনা করতে ভীত হতেন বলেই এই পদটি অদৃশ্য বলা হয়েছে।[৩]

বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পদ—বিষ্ণুর তিনটি পদই মধুপূর্ণ।[৪] তন্মধ্যে একটি পদ সর্বশ্রেষ্ঠ—ঐটি পরমপদ,—ঐ পদে আছে মধুর উৎস। বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ—

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৫

৩ তদেব ৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র বিষ্ণুর পরম পদ প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।[২]

—আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোকস্নাতে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[৩]

এই পরমপদ সম্পর্কে আচার্য সায়ন বলেছেন, "পরমুৎকৃষ্টং তচ্ছাস্ত্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্বদা পশ্যন্তি।" —শাস্ত্রকথিত উৎকৃষ্ট স্বর্গস্থান শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা বিদ্বানগণ সর্বদা দর্শন করেন।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।[৪]

—স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।[৫]

বিষ্ণুর যে পদটি জ্ঞানী যোগীর মাত্র জ্ঞানের বিষয়, যে পদটি শ্রেষ্ঠ পদ—সেটিই মধুর উৎস।

মধু শব্দের এক অর্থ বসন্তকাল। এই অর্থগ্রহণ করলে সূর্যরূপী বিষ্ণুর বসন্তকালে বিষুবরেখায় অবস্থানকেই পরমপদ বা শ্রেষ্ঠস্থানরূপে গণ্য করা যায়।

কিন্তু যাস্ক কর্তৃক উদ্ধৃত আচার্য ঔর্ণবাভের মতও অগ্রাহ্য করার নয়। একই অগ্নি বা তেজাত্মক শক্তি বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা। তিনি সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি—এই তিনরূপে প্রকাশিত। পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য ও অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎ। বিষ্ণু শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল তেজাত্মক শক্তি। সর্বব্যাপী তেজঃশক্তি সূর্য, অগ্নি এবং বিদ্যুৎ অথবা বড়বানলরূপে দ্যুলোকে, ভূলোকে এবং অন্তরীক্ষলোকে অথবা জলমধ্যে—তিনস্থানে অবস্থান করেন। এখানে পদ শব্দে অবস্থান বা স্থান গ্রহণ করাই কর্তব্য। অপ্ বা জলে অগ্নির অবস্থান—তাই অগ্নির নাম অপাং নপাৎ। পুরাণে মহাসাগরে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় ভাসমান; অন্তরীক্ষ বা আকাশ অনন্ত জলরাশি বা মহাসমুদ্র। অনন্ত নাগ বিষ্ণু-সূর্যের অয়নপথ। তদুপরি বিষ্ণু-সূর্য চির ভাসমান। এই অয়নগতির অন্ত নেই বলেই তিনি অনন্ত। এই

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।২০ ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঋগ্বেদ—১।২২।২১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

গতির অবসানে সৃষ্টির সমাপ্তি; তাই তিনি শেষ। ইনিই সহস্র ফণার অর্থাৎ সহস্রশক্তিতে অথবা সহস্র সহস্র আবর্তনের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন।

আর একজন পুরাণতত্ত্ববিদ্ বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করে লিখেছেন, "A manifestation of the Sun's energy, who envelops all things with the dust of his beams, Vishnu's chief exploit in the Vedas is the taking of the famous three steps with which he strode through and measured the seven worlds. The three steps are said to represent the place of the Sun's rising, its zenith and the place of its sitting; or the manifestations of light in fire, lightning and the Sun. Other versions suggest that they represented earth air and heavens, for the first two steps were visible to men where as the third was hidden from them."[1]

আচার্য ঔর্ণবাভ এবং আচার্য সায়নের অভিমত স্বীকার করে নিলে দ্যুলোকে সূর্যরূপী বিষ্ণুর পরমপদ বা শ্রেষ্ঠস্থান যা দ্যুলোকে অবস্থিত—একমাত্র জ্ঞানী যোগীর উপলব্ধির বিষয়ীভূত। সুতরাং পরমস্থান অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থান নয়, পরমস্থানে অবস্থিত অনন্ত তেজঃশক্তির উৎস সূর্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ। সূর্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ যোগী জ্ঞানী ছাড়া আর কে উপলব্ধি করতে পারেন? বিষ্ণুর যে পরম স্থান বা প্রকৃত স্বরূপ তাই মধু বা অমৃত বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উৎস। বিশ্ব-চরাচরের প্রাণশক্তির উৎস সূর্যই ব্রহ্মস্বরূপ—তিনিই চৈতন্যরূপে জড়ে জীবে বিভাসিত।

লক্ষণীয় এই যে, বিষ্ণুর মত ইন্দ্রের একটি অদৃশ্য মূর্তি আছে। "মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্।"[2]—(হে ইন্দ্র!) তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি প্রকাণ্ড।[3]

বিষ্ণু ত কেবল সূর্য নন—তিনি তেজোময়ী শক্তির আধাররূপে অগ্নিও। সেইজন্য সূর্যাগ্নির অভিন্নতা হেতু ঋষিগণ অগ্নিকেও বিষ্ণু বলেছেন—

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥[4]

—রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অমরত্বের ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজগৎকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই।[5]

---

১ Indian Mythology, Veronica Ions—page 23 ২ ঋগ্বেদ—১০।৫৫।২
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সায়নাচার্যের মতে বিষ্ণু এখানে বহুব্যাপক অগ্নি। সামবেদীয় গৃহ্যসংগ্রহে বিষ্ণু আহবনীয় অগ্নির নাম।[১]

শুক্লযজুর্বেদ বিষ্ণুরূপী অগ্নির ত্রিস্থান পরিক্রমার কথা বলেছেন :

"বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা গায়ত্রং ছন্দ আরোহ পৃথিবীমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যভিমাতিহা ত্রৈষ্টুভং ছন্দ আরোহান্তরিক্ষমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽস্যরাতীয়তো হন্তা জাগতং ছন্দ দিবমনু বিক্রমস্ব। বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি শত্রূয়তো হন্তানুষ্টুভং ছন্দ আরোহ দিশোঽনু বিক্রমস্ব।"[২]

মহীধর এখানে লিখেছেন, "বিষ্ণুশব্দেনাগ্নিরুচ্যতে স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ...।"—বিষ্ণু শব্দে অগ্নিকে বলা হয়—যিনি অগ্নি, তিনিই যজ্ঞ।

উক্ত যজুর্মন্ত্রটির অর্থ—(হে প্রথম পদক্ষেপ স্থান!) তুমি বিষ্ণু বা যজ্ঞাগ্নির অবস্থান, শত্রুহন্তা, গায়ত্রীছন্দ গ্রহণ কর, পৃথিবীর উপর পদস্থাপন কর। (হে দ্বিতীয় পদস্থাপনস্থান!) তুমি বিষ্ণু বা যজ্ঞাগ্নির পদক্ষেপস্থল, পাপনাশন, ত্রিষ্টুভছন্দ প্রাপ্ত হও, অন্তরীক্ষ প্রদেশ পরিক্রমণ কর। (হে তৃতীয়পদস্থাপনক্ষেত্র!) তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞাগ্নি) আবাসস্থল, দানবিমুখব্যক্তির হন্তা, জগতীছন্দ স্বীকার কর, দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হও। (হে চতুর্থপদবিন্যাস।) তুমি বিষ্ণুর পদস্থাপনস্থল, শত্রুতাচরণকারীর ঘাতক, অনুষ্টুভ ছন্দ গ্রহণ কর, দিক্‌ সমূহে ব্যাপ্ত হও।

বিষ্ণু যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও দিক্‌সমূহে যজ্ঞাগ্নিকে ব্যাপ্ত হওয়ার অনুরোধ জানানোর মধ্যে অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য ও বায়ুকে একাত্মরূপে স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত চারিটি স্থান অগ্নির পদক্ষেপস্থান।

বিষ্ণুই যজ্ঞরূপী :

বিষ্ণোঃ শংযোরহং দেবযজ্যয়া যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং
গমেয়মিত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞ এবান্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি।[৩]

—বিষ্ণুর মুখ (অথবা বল) আমি দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞের দ্বারা লাভ করবো—এই অভিপ্রায়ে বললেন, যজ্ঞই বিষ্ণু; সমাপ্তিকালে যজ্ঞই প্রতিষ্ঠিত হয়। সায়ন এখানে বলেছেন, "যজ্ঞস্য ফলব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুত্বম্।" অর্থাৎ ফলের ব্যাপকতাহেতু যজ্ঞেরই বিষ্ণুত্ব প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ[৪]—যজ্ঞই বিষ্ণু।

---

১ গৃঃ সং—২।৭ ২ শুক্ল যজুঃ—২২।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।৪

৪ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—১৩।৩।২

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞ নাপি ক্রিয়তে তদ্বিষ্ণুনা যজ্ঞেনাপি করোতি।[১]—যজ্ঞই বিষ্ণু। অত্র এই অনুষ্ঠানে যা অননুষ্ঠিত থাকছে, তা যজ্ঞরূপী বিষ্ণু সম্পূর্ণ করবেন।

দেব বিষ্ণ উর্বস্যাঃস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায়ঃহি বিক্রমস্ব… ।[২]

—হে প্রকাশমান বিষ্ণু! অত্র এই যজ্ঞে যজমানের নিমিত্ত প্রশস্তভাবে পদস্থাপন কর।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।[৩] বিষ্ণু ত্বা ক্রমতাম্।[৪] —বিষ্ণু তোমাতে অবস্থান করুন। মহীধরাচার্য এখানে বিষ্ণু শব্দের অর্থ করেছেন বহুব্যাপক যজ্ঞ—বিষ্ণু ব্যাপকো যজ্ঞঃ।

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত।[৫]—বিষ্ণু দ্যুলোকে (আকাশে) পরিক্রমণ করেন।

ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর ভূমিতে পদক্ষেপই বিষ্ণুক্রম। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বিষ্ণুই যজ্ঞ; আবার যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিই আদিত্যঃ—"স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ। স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।"[৬]

বর্তমান কালেও হিন্দুর যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর রূপে অর্চিত হয়ে থাকেন। যে সকল স্মার্ত অনুষ্ঠানে কোন যজ্ঞের প্রসঙ্গ নেই সেই সকল অনুষ্ঠানেও শালগ্রাম শিলা সূর্য-বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত হন। বামনপুরাণও বলেছেন, "তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমীশ্বরম্।"[৭]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিষ্ণু যজ্ঞস্বরূপ এবং আদিত্যস্বরূপ—

"বিষ্ণুস্বরূপমখিলেষ্টিময়ং বিবস্বন্।"[৮]

অগ্নির মত বিষ্ণুও দেবতাদের মুখরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—"বিষ্ণুর্মুখা বৈ দেবাঃ … ।"[৯]

মহাভারতের মতে যেহেতু অগ্নি সর্বভূতে প্রবেশ করে প্রাণসমূহ ধারণ করেন, অতএব তিনিই বিষ্ণু—

অগ্নির্বিষ্ণুঃ সর্বভূতান্যনুপ্রবিশ্য প্রাণান্ ধারয়তীতি।[১০]

পুরাণে বিষ্ণুর এক অবতার যজ্ঞ বা যজ্ঞপুরুষ। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুই বিষ্ণুর অবতার যজ্ঞপুরুষে পরিণত হয়েছেন।

---

১ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—৯।৬।১০ ২ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২১।১০।১৩ ৩ শতপথ ব্রাঃ—১।১।২

৪ শুক্ল যজুঃ—১।৯ ৫ শুক্ল যজুঃ—২।২৫ ৬ ঐ ১৪।১।১।৬

৭ বামনপুঃ—২৭।৩০ ৮ মার্কণ্ডেয়পুঃ—১০৩ অঃ ৯ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।৫

১০ মহাঃ শান্তিপর্ব—৩৪২।১২

বিষ্ণুর একটি বিশেষণ উরুগায় বা উরুক্রম।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।[1]

—সেই সমস্ত স্থানেই মহাগতি বিষ্ণুর সেই পরম পদ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থান বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।[2]

বিচক্রমাণস্ত্রিধোরুগায়ঃ।[3]—বিস্তীর্ণগতি বিষ্ণু তিনপদ প্রক্ষেপ করেন।

উরুগায় শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণগতি বা মহাগতি—তদুরুগায়স্য বিষ্ণোর্মহাগতেঃ।[4]

মহাগতি বা বিস্তীর্ণস্থানে যিনি গমন করেন তিনিই বিষ্ণু। বহুব্যাপকতা-হেতু সূর্য এবং বিষ্ণু উভয়েই উরুগায় বা উরুক্রম বিশেষণ পেতে পারেন।

শিপিবিষ্ট—বিষ্ণুকে শিপিবিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[5] নিরুক্তকার বলেছেন যে শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু, বিষ্ণু বা আদিত্যের দু'টি নাম—"শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি-বিষ্ণো র্দ্বে নামনী ভবতঃ।"[6]

আচার্য ঔপমন্যব মনে করেন যে শিপিবিষ্ট নামটি কুৎসিতার্থক—"কুৎসিতার্থীয়ং পূর্বমিত্যৌপমন্যবঃ॥"[7]

শিপিবিষ্টেতি চাখ্যায়াং হীনরোমা চ যথা ভবেৎ।

তেনাবিষ্টং তু যৎকিঞ্চিচ্ছিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ॥[8]

একটি ঋকে বলা হয়েছে—

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎ প্রযদ্বক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।

যদন্যরূপঃ সমিথে বভূব॥[9]

—হে আদিত্য, তুমি যে বলিলে আমি শিপিবিষ্ট (অর্থাৎ শেপের ন্যায় নির্বেষ্টিত বা বেষ্টন রহিত), তোমার কি অপ্রখ্যাপনীয় এই একই রূপ হয়? আমাদের সম্মুখে এই রূপ প্রকটিত করিও না, সংবৃত কর; সংগ্রামে তুমি যে অন্যরূপধারী হও। সেই অন্যরূপই আমাদের সম্মুখে প্রকটিত কর।[10]

সায়নাচার্য লিখেছেন যে, বিষ্ণু (সূর্য) নিজের রূপ পরিত্যাগ করে অন্যরূপে যুদ্ধে বশিষ্ঠের সাহায্য করেছিলেন; বশিষ্ঠ বিষ্ণুকে চিনতে পেরে এই ঋকের দ্বারা স্তব করেছিলেন।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ ঋগ্বেদ—১৫৫।১
৪ নিরুক্ত—২।৭।৫ ৫ ঐ —৭।১০০।৫, ৬, ৭ ৬ নিরুক্ত—৫।৭।৮
৭ ঐ —৫।৭।৯ ৮ মহাঃ, অনুশাসনপর্ব—৩৪২।৭১ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৬
১০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

যাস্কের মতে শিপিবিষ্ট কথাটি নিন্দার্থক নয়—প্রশংসাবাচক,—শিপি শব্দের অর্থ প্রভাতকালীন সূর্যরশ্মি। "অপি বা প্রশংসানামৈবাভিপ্রেতং স্যাৎ… শিপয়োঽত্র রশ্ময় উচ্যন্তে তৈরাবিষ্টো ভবতি।"[1]—অথবা শিপিবিষ্ট প্রশংসাসূচক বলে অভিপ্রেত হতে পারে।…শিপি শব্দে এখানে রশ্মি বোঝায়, সেই রশ্মিসমূহে বেষ্টিত শিপিবিষ্ট।

স্কন্দস্বামী ও নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "উদয়োত্তর কালভাবিনী যা অবস্থা, তস্যাং বর্তমানো যৎ তদ্ ব্রবীষি শিপিবিষ্টোঽস্মি রশ্মিভিরাবিষ্টোঽস্মীত্যর্থঃ।" —(অর্থাৎ) উদয়কালীন সূর্যের যে অবস্থা সেই সময়ে বর্তমান যে অবস্থা তাতেই তুমি বলছো, আমি শিপিবিষ্ট অর্থাৎ বালরশ্মি দ্বারা আবিষ্ট।

সহস্রশিরা বিষ্ণু—ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষের মত বিষ্ণুও সহস্রশিরা। বামন-পুরাণে অদিতি বলেন, সহস্রশিরা বিষ্ণুই বলিকে হত্যা করতে পারেন—সহস্র-শিরসা শক্যং কেবলং হন্তুমেব হি।[2]

সূর্য বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহস্রশির অবশ্যই অসংখ্য সূর্যরশ্মি। সূর্যকেই সহস্রাংশু বলা হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে বিষ্ণু সূর্যই। তিনি লিখেছেন, "সূর্য বিষ্ণুর স্বরূপ। .. সূর্য ঋতুবিধান করেন, কিন্তু একদিনে করেন না, এক সম্বৎসরে করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয়,…এই গতি ব্যতীত তাঁহার উত্তর দক্ষিণে-গতি আছে। সূর্যের যে শক্তির দ্বারা এই দুই গতি হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপ-যোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চবিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার।"[3]

ভবিষ্যপুরাণে অপর রশ্মিরূপে সূর্যই বিষ্ণু—

সূর্যশ্চৈবাপরো রশ্মির্নাম্না বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ।[4]

স্কন্দপুরাণেও সূর্যের অপর মূর্তি বিষ্ণু—

স তু শাম্বস্য দেবেশি সূর্যোবিষ্ণু স্বরূপবান্।
অপরং মূর্তিমাস্থায় বিষ্ণুরূপো বভৌ হরৌ।
তেনাপরেতি নাম্না বৈ খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরাভবৎ।
* * *
পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং তত্র সূর্যস্বরূপিণম্।[5]

---

১ নিরুক্ত—৮।৩।১০ ২ বামনপুঃ—২৩।৫ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২৭
৪ ভবিষ্যপুঃ—৭২।৩৮ ৫ স্কন্দপুঃ প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৩০০।২-৩

পুরাণে বিষ্ণুতে আরোপিত হয়েছে। সূর্যরূপী বিষ্ণু কেমন করে বিশ্বের স্থিতিকর্তা বা পালনকর্তারূপে প্রসিদ্ধ হলেন সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণু সূর্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটি নাম মাত্র, তিনি জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহার মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে বেদ রচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল, তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কারণমাত্র, একজন কর্তা এই কারণসমূহের দ্বারা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের নাম কি দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে, অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্যের বিষ্ণু নামটি গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্তাকে সেই নাম দিলেন।"[১]

বলা বাহুল্য এরূপ ব্যাখ্যা কল্পনাশ্রয়ী, ঋগ্বেদের আর্যগণ অসভ্য ছিলেন না; জড় প্রকৃতিকে দেবতারূপে উপাসনা করতেন না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যাগ্নির পালনাত্মিকা শক্তিই বিষ্ণুরূপে কথিত এবং উপাসিত হয়েছেন। বিষ্ণুর কিরণই জলবায়ু সৃষ্টি করে পালন করে থাকেন। সূর্যাগ্নির পালনাত্মিকা শক্তি সর্বব্যাপী বলেই তিনি বিষ্ণু।

বিষ্ণুর অবতার—যে বিষ্ণু বিশ্বের পালনকার্যের অধীশ্বর তিনিই পুরাণের যুগে অন্যতম প্রধান দেবতা বা প্রধানতম দেবতারূপে স্থান লাভ করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন, আদিত্যগণের মধ্যে আমিই বিষ্ণু—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ।"[২] বিষ্ণুর প্রাধান্য সকলের ঊর্ধ্বে ওঠায় বিষ্ণুর গুণকর্ম অনুসারে বহুবিধ অবতার কল্পিত হয়েছিল। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের প্রারম্ভে দশ অবতারের বন্দনা করেছেন। এই দশ অবতার মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এ ছাড়াও যজ্ঞ, হয়গ্রীব, ব্যাস, হংস, দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণ প্রভৃতিও বিষ্ণুর অবতাররূপে পুরাণাদিতে বর্ণিত।

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৩৬, ১৷২২৷১৮ ঋকের টীকা   ২ গীতা—১০৷২১

—হে দেবেশি, সেই বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য বিষ্ণুরূপে অপর মূর্তি ধারণ করে শাম্বকে বরদান করলেন। সেইজন্যই পুরাকালে অপর নামে বিষ্ণু খ্যাত হয়েছিলেন। …সেখানে সূর্যরূপী বিষ্ণু পূজা করবে।

কৃষ্ণপুত্র শাম্বের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু সূর্যরূপে দর্শন দিয়েছিলেন।

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ।
সূর্যরূপং সমাশ্রিত্য তস্য তুষ্টো জনার্দনঃ॥
যোঽপর নারায়ণাখ্যস্তস্যৈব সন্নিধৌ স্থিতঃ।
প্রত্যক্ষঃ স ততো বিষ্ণুঃ সূর্যরূপী দিবাকরঃ॥[১]

—ভগবান্ বিষ্ণু কমললোচন, এইরূপ চিন্তা করে তাঁর (শাম্ব) প্রতি তুষ্ট হয়ে সূর্যরূপ ধারণ করলেন। যিনি অপর নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ তাঁরই নিকটে স্থিত সেই বিষ্ণু দিবাকর সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ হলেন।

ধর্মপূজা বিধানে সূর্যই বিষ্ণু—

হেন রথে উদয় করেন দেবচক্রপাণি।
ধবলবর্ণে সপ্ত ঘোড়া সূর্যের রথ বহে॥[২]

পালনকর্তা বিষ্ণু—ঋগ্বেদের কালে ঋতু ও বর্ষকর্তা সূর্যরূপী বিষ্ণু বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসন না পেলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক ত্রয়ী দেবতার অন্যতম বিষ্ণু। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে স্থিতিকর্মের বা পালনকর্মের অধিষ্ঠাতা তিনি। ঋগ্বেদেও বিষ্ণুকে পালন-কর্তা বলা হয়েছে।

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।[৩]

—রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয় তেজ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন।[৪]

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥[৫]

—বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্মসমূদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন।[৬]

বিশ্বের আত্মা যে সূর্য, তিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতু—তাঁরই পালনকর্ম

---

১ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৩০৮।২-৩ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১২৩
৩ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮
৬ অনুবাদ—তদেব

কোথাও বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা দশ, কোথাও সাত, কোথাও দ্বাদশ, আবার কোথাও বিশ—কোথাও বা আরও বেশী।

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, এখানে বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা সাত। কাহিনীটি এই : বলি বন্ধনের পরে দেবগণ হীনবল হয়ে পড়লে ইন্দ্র দেবগণ সহ প্রবল বিক্রমে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দানবগুরু শুক্রাচার্য তপোনিরত থাকায় দানবগণ শুক্রমাতার শরণাপন্ন হলেন। শুক্রমাতা তপোবলে ঘোর নিদ্রায় সৃষ্টি করলেন এবং ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করে ফেললেন। তখন ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিষ্ণু চক্রদ্বারা শুক্রাচার্য জননীর শিরচ্ছেদ করলেন। বিষ্ণুকৃত মাতৃবধে ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যস্মা জানতা ধর্মমবধ্যা স্ত্রী নিষূদিতা।
তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বোহি মানুষেষূপপৎস্যসি॥
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্মে পুনঃ পুনঃ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ॥[১]

—যেহেতু তুমি ধর্ম জেনেও অবধ্য স্ত্রীলোক বধ করেছ, অতএব তুমি সাতবার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে। সেই থেকে সেই অভিশাপের ফলে ধর্ম নষ্ট হলে লোকের হিতের জন্য তিনি বারংবার মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বিষ্ণুর দশ অবতারের উল্লেখ আছে। এখানেও একটি ছোট্ট অভিশাপকাহিনী বর্তমান—হরি ভৃগুঋষির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যজ্ঞ রক্ষা করবেন বলে। ইন্দ্রের কথায় দেবগণ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে। দেবগণ যজ্ঞ ত্যাগ করে দূরে অপসৃত হলে দানবগণ যজ্ঞ ধ্বংস করলেন। তখন তপস্বীশ্রেষ্ঠ ভৃগু অভিশাপ দিলেন—

দশ জন্মানি ভুঙ্ক্ষ ত্বং মচ্ছাপকলুষীকৃতঃ।[২]

—তুমি আমার শাপপ্রভাবে দশ-জন্ম মনুষ্যজন্ম ভোগ কর।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে আর একটি উপাখ্যান আছে। ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিমেষ নামে একটি পুরী নির্মাণ করে পিতাকে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ভৃগু কন্যাকে ঐ পুরী ফেরৎ দিলেন না। কিন্তু লক্ষ্মীকর্তৃক উক্ত পুরী গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত হয়ে বিষ্ণু ভৃগুকে বারংবার

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৩।২৪৫ ৩৬ ২ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—১২১।৭

বিষ্ণু করায় ভৃগু অভিশাপ দিলেন—পৃথিবীতে দশ জন্ম ভোগ কর : নৃলোকে দশ জন্মানি লপ্স্যসে মধুসূদন।[১]

বায়ুপুরাণের আখ্যানটি পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের প্রথম আখ্যানের অনুরূপ। এখানেও শুক্রাচার্যের মাতাকে হত্যা করার অপরাধে শুক্র বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

যস্মাত্তে জানতা ধর্মানবধ্যা স্ত্রী নিসূদিতা।
তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বো বৈ মানুষেষু প্রপৎস্যসি ॥[২]

সৌরপুরাণে বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা দশ। দশটি অবতারের নাম—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নারসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥[৩]

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করার তপস্যায় প্রীত বিষ্ণু অদিতির গর্ভে মানবরূপে আবির্ভূত হতে স্বীকৃত হলেন, এখানে জমদগ্নিপুত্র রাম, দশরথ-তনয় রাম এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ বিষ্ণুর এই তিন অবতারের উল্লেখ আছে।

বিষ্ণু অদিতিকে বলেছিলেন :

ভবত্যা দেবকার্যার্থং গন্তব্যং মানুষং বপুঃ।
তদাহং তব গর্ভে বৈ বাসং যাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥
যুগে দ্বাদশকে প্রাপ্তে ভূভার-হরণায় বৈ।
জমদগ্নিসুতো দেবি রামনামা দ্বিজোত্তমঃ ॥
প্রতাপী তেজসা যুক্তঃ সর্বক্ষত্রবধায় চ।
তব পুত্রো ভবিষ্যামি সর্বশাস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
সপ্তবিংশতিকে প্রাপ্তে ত্রেতাখ্যে তু তথা যুগে।
রামো নাম ভবিষ্যামি তব পুত্রঃ পতিব্রতে ॥
পুনঃ পুত্রো ভবিষ্যামি তবৈব শৃণু পুণ্যদে।
অষ্টাবিংশতিকে প্রাপ্তে দ্বাপরান্তে যুগে তদা ॥
সর্বদৈত্য-বিনাশার্থে ভূভার-হরণায় চ।
বাসুদেবোঽথ তে পুত্রো ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥[৪]

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪।৩৮ ২ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—২৩।১৩১ ৩ সৌরপুঃ—১৫।২৫
৪ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—৫।৩০।১৩৫

—আপনি দেবকার্যের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করবেন। আমিও তখন আপনার গর্ভে নিশ্চয়ই বাস করবো। দ্বাদশ যুগ প্রাপ্ত হলে ভূভার হরণের নিমিত্ত প্রতাপান্বিত তেজসমন্বিত সর্বশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমদগ্নি পুত্র রাম নামে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ সর্বক্ষত্রিয় নিধনের নিমিত্ত তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো। হে পতিব্রতে! সপ্তবিংশতি বর্ষে ত্রেতাযুগে রাম নামে তোমারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো। হে পুণ্যধীসম্পন্নে, শুনুন, দ্বাপরের অন্তে অষ্টাবিংশতি যুগে সকল দৈত্য বিনাশ এবং ভূভার হরণের নিমিত্ত বাসুদেব নামে আপনার পুত্র হব—সন্দেহ নেই।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বিষ্ণুর বিংশতি অবতারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দ্বাদশ অবতার প্রসিদ্ধ—

প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীয়শ্চাপি বামনঃ।
তৃতীয়স্তু বরাহশ্চ চতুর্থোঽমৃতমন্থনঃ॥
সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সুঘোরস্তারকাময়ঃ।
ষষ্ঠো হ্যাড়ীবকাখ্যশ্চ সপ্তমস্ত্রৈপুরস্তথা॥
অষ্টমশ্চান্ধকবধো নবমো বৃত্রঘাতনঃ।
ধ্বজশ্চ দশমস্তেষাং হালাহলস্ততঃপরম্॥
প্রথিতো দ্বাদশস্তেষাং ঘোরকোলাহলস্তথা॥[১]

—প্রথমে নরসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমন্থনকারী (কূর্ম ?), পঞ্চম সংগ্রাম, ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রিপুরহন্তা, অষ্টম অন্ধকবধকারী, নবম বৃত্রহন্তা, দশম ধ্বজ, তারপর হালাহল, তারপর ঘোর কোলাহল।

এই তালিকায় দ্বাদশ অবতারের মধ্যে অনেকগুলি নূতন নাম পাচ্ছি। যদিও বায়ুপুরাণে বিষ্ণুর সাতটি অবতারের কথা বলা হয়েছে, তথাপি এখানে দশ অবতারের বিবরণ আছে। এই বিবরণে প্রথম অবতার নারায়ণ যজ্ঞপুরুষ।

ধর্মান্নারায়ণস্তস্মাৎ সম্ভূতশ্চাক্ষুষেঽন্তরে।
যজ্ঞং প্রবর্তয়ামাস···॥[২]

—ধর্ম থেকে নারায়ণ উৎপন্ন হলেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে, প্রবর্তন করলেন যজ্ঞ।

দ্বিতীয় অবতার নরসিংহ—

দ্বিতীয়ো নরসিংহোঽভূৎ রুদ্রঃ সুরপুরঃসরঃ।[৩]

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৩।১৮০-৮৩ ২ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—৩৬।৭১ ৩ তদেব—৩৬।৭৩

তৃতীয় অবতার বামন ত্রেতাতে সপ্তম যুগে বলিকে দমন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। চতুর্থ অবতার দত্তাত্রেয়—

ত্রেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়ো বভূব হ।
নষ্টেধর্মে চতুর্থস্তু মার্কণ্ডেয় পুরঃসরঃ ॥[১]

—ত্রেতাযুগে দশমাংশে ধর্ম নষ্ট হলে চতুর্থ অবতার দত্তাত্রেয় মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ত্রেতাযুগের পঞ্চদশভাগে মান্ধাতার রাজত্বকালে পঞ্চম অবতারের আবির্ভাব। কিন্তু পঞ্চম অবতারের নাম অনুল্লিখিত।

পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাং তু ত্রেতায়াং সম্বভূব হ।
মান্ধাতুশ্চক্রবর্তিত্বে তস্থৌ তথ্য পুরঃসরঃ ॥[২]

ত্রেতাযুগের ঊনবিংশ অংশে জন্মালেন ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয়ান্তক জমদগ্নির পুত্র রাম বিশ্বামিত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

একোনবিংশে ত্রেতায়াং সর্বক্ষত্রান্তকোঽভবৎ।
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ॥[৩]

ত্রেতার চতুর্বিংশতিযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত দশরথনন্দন রামাবতার। দ্বাপর যুগে অষ্টম অবতার হলেন পরাশরপুত্র বেদব্যাস।

অষ্টমো দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ।
বেদব্যাসস্ততো যজ্ঞে জাতুকর্ণপুরঃসরঃ ॥[৪]

নবম অবতার দেবকী ও বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ।

তথৈব নবমো বিষ্ণুরদিত্যাঃ কশ্যপাত্মজঃ।
দেবক্যাং বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগার্গ্যপুরঃসরঃ ॥[৫]

আর কলিতে জন্মগ্রহণ করবেন দশম অবতার পরাশরতনয় বিষ্ণুযশা কল্কি—

কল্কিবিষ্ণুযশা নাম পারাশর্যঃ প্রতাপবান্।[৬]

দেবীপুরাণে বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা ষাট—

অবতারা মুনিশ্রেষ্ঠ ষষ্টিভেদগতা যথা।[৭]

---

১ তদেব—৩৬।৮৮ ২ তদেব—৩৬।৮৯ ৩ বায়ুপুঃ, উত্তরভাগ—৩৬।৯০
৪ ঐ —৩৬।৯২ ৫ ঐ —৩৬।৯৩ ৬ তদেব—৩৬।১০৪
৭ দেবীপুঃ—১।৫

মহাভারতের শান্তিপর্বে হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, বামন, পরশুরাম, সাত্বত ও কৃষ্ণ এই নয়টি অবতারের নাম আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য—

যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্‌॥[১]

—যাঁর অবয়বের সংস্থানরূপে এই বিপুল লোকসমূহ কল্পিত হয়েছে, সেই সমস্তই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত ভগবানের রূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে প্রথম অবতার পুরুষ, যিনি কৌমার নামক সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলেন। পুরুষের পরে বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ ঋষি, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কমঠ বা কূর্ম, ধন্বন্তরি, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অসংখ্য অবতার—অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ।[২]

এঁরা অংশাবতার, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—পূর্ণাবতার।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।[৩]

ভাগবতের অন্যত্র মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য, বিপ্র এবং বিবুধ এই নয় অবতারের উল্লেখ পাই।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।[৪]

বামন অবতার—বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বামন অবতার। বামন অবতার সম্পর্কে রামায়ণে, মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে একটি উপাখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। বামনপুরাণে বামন কর্তৃক বলির নিকট থেকে ত্রিপদভূমি যাচ্ঞার কথা আছে, কিন্তু ত্রিপদ বিক্ষেপের বিবরণ প্রদত্ত হয় নি। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

অদিতির স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হতে স্বীকৃত হলেন।

স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে সম্ভবিষ্যামি কশ্যপাৎ॥[৫]

অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্ম নিলে সসাগরা সপর্বতা ধরিত্রী বিক্ষুব্ধা ও কম্পিতা হতে লাগলেন এবং দেব ও দানবগণ তেজোহীন হয়ে পড়লেন। এইরূপ

১ ভাগবত—১।৩।৩ ২ ভাগবত—১।৩।২৬ ৩ ভাগবত—১।৩।২৮
৪ ভাগবত—১০।২।৪০ ৫ বামনপু:—২৮।১০

অভাবনীয় ব্যাপারের হেতু জিজ্ঞাসা করায় দৈত্যরাজ বলির পিতামহ প্রহ্লাদ হরির ষোড়শাংশে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন। বলি পিতামহের বাক্য শ্রবণ করেও হরির শক্তিকে তুচ্ছ করায় বলিকে প্রহ্লাদ অভিশাপ দিলেন যে, বলিকে অনতিবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হতে হবে।

যথা ন কৃষ্ণাদপরঃ পরিত্রাণং ভবার্ণবে।
তথাচিরেণ পশ্যেয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতম্ ॥[1]

অবশেষে প্রহ্লাদ বলিকে হরিতে ভক্তিমান হয়ে স্বীয় মঙ্গলসাধনে ব্রতী হতে উপদেশ দিলেন। এদিকে দশম মাসে অদিতির গর্ভ থেকে বামনাকৃতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করলেন—"অজায়ত স গোবিন্দো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ।"[2]

ব্রহ্মা বামনের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করলেন। উপবীত বামন বলির যজ্ঞে আগমন করলেন। এদিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে সতর্ক করে দিলেন যে বামনরূপী বিষ্ণুকে তিনি যেন তুচ্ছতম বস্তু দানেরও অঙ্গীকার না করেন, কেবলমাত্র মিষ্ট বাক্যেই তাঁর কাছ থেকে ফললাভ সম্ভব।

ত্বয়া দৈত্যাধিপতে স্বল্পকেঽপি বস্তুনি।
প্রতিজ্ঞা নৈব বোঢ়ব্যা বাচ্যং সাম তথা ফলম্ ॥[3]

বলি কিন্তু বিষ্ণুর আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাত হয়েও দানের সংকল্পে অবিচল রইলেন। বামন সমাগত হলে সসম্মানে তিনি তাঁর পূজা করলেন। বলি কর্তৃক সংকৃত হয়ে বামন বলির নিকট প্রার্থনা করলেন, হে রাজন্, অগ্নি রক্ষণার্থ আমাকে পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। বলিও প্রার্থনানুসারে বামনকে পদত্রয় ভূমি প্রদান করলেন। তখন বামন বিশ্বব্যাপী বিরাট রূপ ধারণ করলেন। বিরাটরূপী বামন লোকত্রয় জয় করে ইন্দ্রকে প্রদান করলেন ত্রিলোকের আধিপত্য এবং বলিকে প্রেরণ করলেন বসুধার নিম্নপ্রদেশে সুতল নামক পাতালে।

জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥
সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্বসুধাতলাৎ।
বলের্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥[4]

১ বামনপুরাণ—২৯।৩৮ ২ বামনপু:—৩০।১৩ ৩ বামনপু:—৩১।১৬
৪ ঐ —৩১।৭০-৭১

বামনরূপী বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপের কথাই এখানে অনুপস্থিত। কেবল ...টি অগ্নিস্থান বামন প্রার্থনা করেছিলেন। এই তিনটি অগ্নিস্থান পৃথিবী (বিবাগ্নির আধার), অন্তরীক্ষ (বিদ্যুতাগ্নির আধার এবং দ্যুলোক বা আকাশ ...র আবাস)। এই কাহিনীটি বামন উপাখ্যানের প্রথম পর্বের বলে মনে হয়। ...র্তী পুরাণে কাহিনীটি সার্থক গল্পের আকার লাভ করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের পুত্র বরোচননন্দন দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে নির্জিত ... ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গপুরীও অধিকার করেছিলেন।

দেবেন্দ্রং নির্জিত্য বলির্বৈরোচনঃ পুরীম্।

দেবধানামধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্রয়ম্

এইভাবে দেবগণ নির্জিত ও বিতাড়িত হলে অদিতি সপত্নীপুত্রের নিধন ... কামনায় ব্যাকুলা হওয়ায় স্বামী কশ্যপের নির্দেশে কেশবতোষণব্রত বা পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা বিষ্ণুর কৃপা লাভ করেছিলেন। পীতবাসা চতুর্বাহু শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী বিষ্ণু অদিতিকে দর্শন দিয়ে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণের আশ্বাস দিলেন। শ্রাবণ দ্বাদশী তিথিতে (অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে) অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। যথাকালে ঋষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নেতৃত্বে বামনের শাস্ত্রবিহিত সংস্কার সাধন করলেন।

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ।

কর্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥[২]

ব্রহ্মাকৃত উপনয়ন সংস্কারের পর নর্মদানদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুগণের দ্বারা পরিকল্পিত বলিরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞে মহাত্মা বামন যাত্রা করেছিলেন। বলি এই অপূর্ব তেজস্বী ব্রাহ্মণ বটুকে স্বাগত আসন ও পাদ্য প্রদান করে তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন। বামন প্রার্থনা করলেন তিন পদ পরিমিত (তিন পদক্ষেপের উপযুক্ত) স্থান—

তস্মাত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদা মম ॥[৩]

—হে দৈত্যেন্দ্র, সেইজন্য বরদশ্রেষ্ঠ তোমার কাছ থেকে তিন পাদ পরিমাণ সামান্য ভূমি প্রার্থনা করছি।

১ ভাগবত—৮।১৩।৩৩ ২ ভাগবত—৮।১৮।১৩ ৩ ভাগবত—৮।১৯।১৬

বলি এই বালকের মূঢ়তায় বিস্মিত হয়ে তাঁকে বৃত্তিকারী বৃহৎ পরিমাণে ভূমি প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন—

তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে।[1]

কিন্তু বামন তাতে রাজি হলেন না ; যে তিন পদ ভূমিতে অসন্তুষ্ট সে একটি দ্বীপ পেলেও তুষ্ট হবে না।

ত্রিভিঃ পদৈরসন্তুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্য্যতে।[2]

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই সময়ে বলিকে বাধা দিলেন—মায়ামানব হরি তিন পদে ত্রিলোক অতিক্রম করবেন, তখন তুমি কোথায় থাকবে ?

দাস্যত্যাদিত্য শঙ্কায় মায়া মানবকো হরিঃ।
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি॥
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্।
ক্রমতো গাং পাদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খং কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥[3]

বলি গুরুবাক্য অমান্য করে বামনকে ত্রিপাদভূমি দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় গুরু অভিশাপ দিলেন শ্রীভ্রষ্ট হতে।

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ॥[4]

—যেহেতু দৃঢ়রূপে পণ্ডিতম্মন্য তুমি আমাকে উপেক্ষা করে স্থিরভাবে আমার আদেশ অমান্য করেছ, অতএব তুমি অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

গুরুর অভিশাপ সত্ত্বেও অবিচলিত মনে ত্রিপাদ ভূমি দানে বলি প্রস্তুত হলেন। পত্নী বিন্ধ্যাবলী আনলেন জলপূর্ণ হৈম ঘট। দেবতারা করলেন পুষ্পবৃষ্টি। বলি ত্রিপাদ ভূমি দান করলেন বামনকে। তৎক্ষণাৎ বামনের দেহ বর্ধিত হয়ে বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করলো—

তদ্বামনং রূপমবর্ধতাদ্ভুতং হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধরস্তির্যঙ্নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত॥[5]

—হরির ত্রিগুণাত্মক সেই বামনরূপ আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হোল—সেই বিরাট

১ ভাগবত—৮।১৯।২০ ২ ভাগবত—৮।১৯।২২ ৩ ভাগবত—৮।১৯।৩২-৩৪
৪ ভাগবত—৮।২০।১৫ ৫ ভাগবত—৮।২০।২১

দেহে পৃথিবী, আকাশ, দিকসমূহ, স্বর্গ, পাতালসমূহ, মেঘ, ইতরপ্রাণী, মানুষ, দেবগণ ও ঋষিগণ বর্তমান ছিলেন।

ত্রিপাদভূমি গ্রহণছলে অম্বুরাশি বিষ্ণু সমস্ত বিশ্বভুবন অধিকার করলে দানবগণ বিরাটপুরুষ বিষ্ণুকে বধ করতে উদ্যত হোল। তারা বললে—

তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণঞ্চ নঃ।[১]

—সুতরাং এঁর (বিষ্ণুর) বধ এবং প্রভুর সেবাই আমাদের ধর্ম।

এই যুদ্ধে পরাভূত দৈত্যসেনা রসাতলে প্রবেশ করলো, বলি পাশবদ্ধ হলেন। পাশবদ্ধ বলিকে ভগবান বললেন,—

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয়॥
যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোডুভিঃ।
যাবদ্বর্ষতি পর্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব॥
পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ।
স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা॥[২]

—হে অসুর, তুমি আমাকে তিন পদ ভূমি দান করেছ। দুই পদে আমি সকল ভূমি অতিক্রম করেছি, তৃতীয় পদের স্থান নির্দেশ কর। যে পর্যন্ত সূর্য কিরণ দ্বারা তাপ দেন, যে পর্যন্ত পর্জন্য বৃষ্টিপ্রদান করেন, সে পর্যন্ত তোমার এই পৃথিবী আমি এক পদের দ্বারা পরিক্রমণ করছি, তোমার সম্মুখেই দ্বিতীয় পদের দ্বারা তোমার স্বর্গলোক অধিকার করলাম।

বিষ্ণু বললেন, তুমি যদি প্রতিজ্ঞামত তৃতীয় পদের স্থান দিতে না পার, তবে নরকগামী হবে। বলি বললেন যে, তিনি নরককে ভয় করেন না, পাশবদ্ধ হওয়াতেও তাঁর দুঃখ নেই, তিনি ভয় করেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গকে। তবে বিষ্ণু তাঁর মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করুন।

পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।[৩]

অতঃপর প্রহ্লাদ, ব্রহ্মা এবং বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলীর স্তবে প্রীত হয়ে বিষ্ণু আধিব্যাধিহীন সুতল নামক লোকে সপরিবারে বলির রাজ্যপাট নির্দেশ করে দিলেন।

হরিবংশের বিবরণও অনুরূপ। সসৈন্য বলির সঙ্গে দেবগণের সংগ্রাম ও

১ ভাগবত—৮।২১।১৩ ২ ভাগবত—৮।২১।২৯-৩১ ৩ ভাগবত—৮।২২।২

ইন্দ্রাদি দেবগণের পরাজয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হয়েছে। অতঃপর অদিতি কর্তৃক দৈত্যঘাতী পুত্রলাভার্থে ব্রহ্মার উপাসনা ও পরে বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন, বামনের জন্ম-উপনয়ন, বলির অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বামন যখন ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন, বলি তাঁকে আরও বহু কিছু প্রদানে সম্মত হলেন, তখন শুক্রাচার্য ও প্রহ্লাদ বলিকে নিষেধ করেছিলেন ত্রিপাদভূমি প্রদান করতে। প্রহ্লাদ বলেছিলেন—

মা দদৎ জলং হস্তে বটোর্বামনরূপিণঃ।
ন হ্যসৌ যেন তে পূর্বং নিহতঃ প্রপিতামহঃ।
বিষ্ণুরেষ মহাপ্রাজ্ঞস্ত্বাং বঞ্চয়িতুমাগতঃ॥[১]

—বামনরূপী বটুর হস্তে জল দিও না, উনি বামন নন, তাঁর দ্বারাই পূর্বে তোমার প্রপিতামহ নিহত হয়েছেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণু তোমাকে বঞ্চনা করতে এসেছেন।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বলি তিনপাদ ভূমি জলস্পর্শ করে দান করেছেন, তখন পরে বিষ্ণু বিরাট রূপ প্রদর্শন করালেন—

সর্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস বৈ বিভুঃ।
ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরশ্চাস্য চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী।
পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাশ্চ হস্তাঙ্গুল্যশ্চ গুহ্যকাঃ।
বিশ্বে দেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ।
যক্ষা নখেষু সম্ভূতা রেখাশ্চাপ্সরসস্তথা॥
তড়িদ্দৃষ্টিঃ সুবিপুলা কেশাঃ সূর্যাংশবস্তথা।
তারকা রোমকূপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ।[২]

এই বিরাটপুরুষ দানবদের নির্জিত করে লোকত্রয় জয় করলেন, তিনি ইন্দ্রকে দিলেন বসুধা এবং বলিকে দিলেন সুতল নামক পাতাল। এই কাহিনীতেও বলির মস্তকে পদক্ষেপের কথা উল্লিখিত হয় নি।

মৎস্যপুরাণে (২৪৫-২৪৬ অঃ) কৃষ্ণনিন্দার জন্য প্রহ্লাদ কর্তৃক বলি রাজ্যনাশ ও শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় অভিশাপ অর্জন করেছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদের বরে তিনি আবার কৃষ্ণভক্তও হয়েছিলেন। মৎস্যপুরাণের বিবরণ হরিবংশের অনুরূপ এখানেও বলির মস্তকে বিষ্ণুর পদস্থাপনের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।

১ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৭২।২৮ ২ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৭২।৩০-৩৬

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ১৬শ অঃ) অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম হয়েছিল চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত কৌস্তভশোভিতবক্ষা পীতাম্বর রক্তবর্ণ হরিরূপে।

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্বিরাজিতম্।
মণিনা কৌস্তভাখ্যেন জাজ্বল্যমানবক্ষসম্।
কুণ্ডলোদ্ভাসিগণ্ডঞ্চ কৃষ্ণং শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্॥
পীতাম্বরং রক্তবর্ণং ব্রহ্মেত্যাদিতিস্তিরী ভতম্।[1]

তারপর অদিতির স্তবে তুষ্ট হয়ে অদিতির প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করেছিলেন—

ইত্যুক্তা তৎক্ষণাদেব বিষ্ণুর্বো বামনোঽভবৎ।[2]

ইন্দ্রের অনুজ বলে কশ্যপ তার নাম রাখলেন উপেন্দ্র। কিছুকাল পরে কশ্যপ বামনের উপনয়ন সংস্কার সাধন করলেন। পার্বতী ব্রহ্মচারীকে দিলেন প্রথম ভিক্ষা। দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট বামন সবশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পাদন করলেন। বৃহস্পতির নির্দেশে ইন্দ্রের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বামন বলির যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করলেন এবং তপস্যার জন্য ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করলেন।

অহং তপশ্চরিষ্যামি বনে ব্রাহ্মণবালকঃ।
তদর্থং তে ধরাং যাচে ভূম্যং ত্রিপদসম্মিতাম্॥

গুরু শুক্রাচার্যের উপদেশ অগ্রাহ্য করে বলি ভার্যা সহ শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে ত্রিপাদভূমি দান করলেন। তৎক্ষণাৎ বামন বিরাট আকার ধারণ করলেন। তিনি সাত্ত্বিক পদ দ্বারা স্বর্গ গ্রহণ করলেন এবং রাজসিক পদ দ্বারা ব্যাপ্ত করলেন পৃথিবী—

সাত্ত্বিকং যৎ পদং বিষ্ণোরূর্ধ্বগমাপ্ত দিবং হি তৎ।
রাজসং তৎ পদং তস্য তেন ব্যাপ্তং ধরাতলম্।[3]

কিন্তু তৃতীয় পদ—তামস পদ শূন্যে লম্বিত হয়ে রইলো—

কায়েন বদ্ধ নিশ্চিতং লম্বতে তামসং পদম্।[4]

বিষ্ণু বললেন, আমাকে তৃতীয় পদের স্থান দাও। এই বলে তিনি বলিকে বদ্ধ করলেন—

তৃতীয় পাদবাসং মে দেহীত্যেবং ববন্ধ তম্।[5]

১ বৃহদ্ধর্মপু., মধ্যখণ্ড—১৬।৭-৯ ২ তদেব—১৬।৪১ ৩ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৩৩
৪ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৭৭-৭৮ ৫ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—১৭।৭৮ ৬ ঐ —১৭।৭৮

পতির বন্ধনদশা দেখে কাতরা বিন্ধ্যাবলী বিষ্ণুর তৃতীয় পাদের জন্য বলির মস্তক নির্দেশ করলেন—

> যদ্যস্তু স্থানং তে দত্তমপ্যস্তমহত্তি চ।
> শিরো ন দত্তং তস্মাত্ত্ব গৃহ্যতাং চরণার্পণাৎ ॥[১]

বিষ্ণু বলির ভক্তিতে এবং মহত্ত্বে প্রীত হয়ে বলির বন্ধন মোচন করে বলির জন্য সুতল লোক নির্দিষ্ট করলেন এবং নিজেও ভক্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বলির দ্বারী হতে স্বীকৃত হলেন। বিষ্ণু বললেন বলিকে—

> তথাপি সুতলং গচ্ছ পিতামহসমন্বিতঃ।
>
> * * *
>
> অয়ং ত্বয়া পরিক্রীতো দ্বারি তেঽহং গদাধরঃ।
> ত্বয়া সদোষিতঃ স্থাতা সুতলেঽপি মহামতে ॥[২]

—তুমি পিতামহের সঙ্গে সুতলে যাও। আমি তোমার কেনা হয়ে দ্বারে গদাধররূপে তোমার দ্বারা আশ্রিত হয়ে সদা সুতলেও অবস্থান করবো।

হরিভক্তিই এই কাহিনীর মূল বিষয়। এই বিবরণ অবশ্যই পরবর্তীকালের। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) বলে পণ্ডিতদের অনুমান।

স্কন্দপুরাণে বালখিল্যগণের প্রতি উপহাস করায় অপরাধে বিষ্ণু বামনত্ব-লাভের অভিশাপ অর্জন করেছিলেন।

> অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাংস্তান্বামনান্ হরিমন্দিরে।
> গচ্ছান্ গঙ্গাজলে স্নাতুং বালখিল্যান্ পুরো হরিঃ।
> জহাস বামনান্ সর্বান্ ভাবিকার্যবশাত্ততঃ
> ব্রহ্মপুত্রা বালখিল্যাঃ সর্বে তে সংশিতব্রতাঃ।
> জ্বলান্বিতাঃ কোপপরা উচ্চৈরূচুঃ পরস্পরম্।
> যেনাপি দেবকার্যেণ বামনোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥[৩]

—গঙ্গাজলে স্নান করতে যাবার সময়ে হরিমন্দিরে অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রপ্রমাণ বামন বালখিল্যদের সম্মুখে দেখে ভবিষ্যৎ কার্যহেতু হরি হেসেছিলেন। ব্রতচারী ব্রহ্মপুত্র

---

১ ব্রহ্মঃ, মধ্যঃ—১৭।৮২   ২ ব্রহ্মঃ, মধ্যঃ—১৭।৮৬-৮৭

৩ স্কন্দ প্রভাসখণ্ড, অর্বুদ কেদারমাহাত্ম্য—১৩।৩৪-৩৬

বালখিল্যঋষি কোপপরবশ হয়ে জলসিক্ত অবস্থায় পরশায় বলেছিলেন, কোনও দৈবকার্যে এঁকে বামন হতে হবে।

বামনাবতারের উৎস—বলির মস্তকে বিষ্ণুপদ স্থাপনের কাহিনী যে পরবর্তী-কালের বামনপুরাণ, হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, প্রভৃতিতে বর্ণিত বামনের উপাখ্যান পাঠেই তা বোঝা যায়। বামনাবতার উপাখ্যানের প্রাথমিক পর্যায়ে বিষ্ণুর ত্রিপদ-বিক্ষেপের কথাই পাওয়া যায়। ক্রমে ত্রিপদক্ষেপের ঘটনা পল্লবিত হয়ে একটি মনোরম গল্পের আকার লাভ করেছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপের যে বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা থেকেই বামন অবতারের কাহিনীটির উদ্ভব। বামনপুরাণে বামন বলির নিকট অগ্নিরক্ষার তিন পাদ স্থান যাচ্ঞা করেছিলেন। সূর্য ত অগ্নিরই প্রকারভেদ। সূর্যের তিন স্থানে বা তিনরূপে অবস্থান বামনরূপী বিষ্ণুর তিনপদ-বিক্ষেপের উৎস। বামনের বিরাট আকার মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপধারণের সমতুল্য। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সহস্রশীর্ষা পুরুষের কথাও উল্লেখযোগ্য। সূর্যাগ্নির বিশ্বব্যাপকতা বামনের বিরাটরূপ গ্রহণের মূল তত্ত্ব। বিষ্ণুরূপী সূর্য বিশ্বপৃথিবী এবং মানবকুলের রক্ষার জন্যই ত্রিপদবিক্ষেপে জগৎ পরিক্রমণ করেন।

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।[1]

—যে বিষ্ণু বিপন্ন মনুর জন্য ত্রিপদক্ষেপের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন।

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।[2]

—এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে তিনবার পদক্ষেপ করেন।[3]

বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।[4]

—এই বিষ্ণু পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।[5]

য পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরু ক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।[6]

—তিনি প্রশংসনীয় লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।[7]

১ ঋগ্বেদ—৬।৪৯।১৩ ২ ঋগ্বেদ—৭।১০০।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঐ —৭।১০০।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৪

৭ অনুবাদ—তদেব

মানবকুলের কল্যাণের জন্য বিষ্ণুর যে ত্রিপদবিক্ষেপ সেই তিন পদ স্থাপনের মধ্যে দুটি পদ প্রত্যক্ষগম্য, আর যে পদক্ষেপটি মানবের অদৃশ্য সেই পদটিই বলির মস্তকে স্থাপিত হয়েছিল।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে বিষ্ণুর পদক্ষেপ আসলে সূর্যেরই পরিক্রমা — "Thus though Viṣṇu is no longer clearly connected with a natural phenomenon, the evidence appears to justify the inference that he was originally conceived as the Sun, not in his general character, but as the personified swiftly moving luminary, which with vast strides traverses the whole universe."[১]

পৌরাণিক বামনাবতারের উৎস যে ঋগেদের বিষ্ণুর ত্রিপদবিক্ষেপ তাও পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেন।

"The repeated mention of three steps of Viṣṇu gave rise to the legend of the Dwarf incarnation in later times."[২]

"To this feature in the R. V. may ultimately be traced the myth of Viṣṇu's dwarf incarnation which appears in the Epic and the Purāṇas."[৩]

অথর্ববেদে সহস্রশীর্ষা বিরাটপুরুষ তিন পাদবিক্ষেপে তিন স্থান অতিক্রম করেছেন, চতুর্থ পদে পৃথিবী পরিক্রমণ করেছেন—

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামারোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্ বিষ্বঙ্ অশনানশনে অনু।
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥[৪]

—সহস্র বাহুবিশিষ্ট পুরুষ—সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট—সহস্র পাদসমন্বিত, তিনি দশাঙ্গুল পরিমিত হয়েও সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে আছেন। তিন পদক্ষেপে তিনি আকাশে আরোহণ করেন, চতুষ্পাদে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। অশনা অর্থাৎ মনুষ্য ও অপর প্রাণী এবং অনশনা অর্থাৎ দেব ও বৃক্ষসমূহকে লক্ষ্য করে

১ Vedic Mythology—page 39
২ Vedic Selections (C. U.) vol. II—page 593.
৩ Vedic Mythology—page 39.
৪ অথর্ব—১৯।৬।১-৩

তিনি বিশ্বব্যাপ্ত করেন (তিন পাদের দ্বারা)। চতুর্থ পাদে তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করেছেন। অমরণধর্মা তিন পদ দ্যুলোকে বর্তমান।

এখানে বিষ্ণুর তিন পাদ স্পষ্টতঃই আকাশের তিন স্থানে সূর্যের অবস্থান এবং চতুর্থ পাদ সূর্যকিরণরূপে—অগ্নিরূপে পৃথিবীব্যাপ্ত।

অথর্ববেদ বলেছেন বিষ্ণু বা সূর্য দ্বিপাদ, ত্রিপাদ অথবা ষটপাদ—অর্থাৎ দুই তিন বা ছয়বার পদক্ষেপ করলেও আসলে তিনি একপাদ।

একপাদ্ দ্বিপদো ভূয়ো বিচক্রমে দ্বিপাৎ
ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
দ্বিপাদ্ধ ষট্পদো ভূয়ো বিচক্রমে ত
একপদস্তন্বং সমাসতে॥

অগ্নিরূপী বিষ্ণু ত একই। সুতরাং তিনি মূলতঃ একপাদ। কিন্তু তিনি একপাদ হয়েও দ্বিপাদ ত্রিপাদ বা ষট্পাদ রূপে বিচরণ করেন। এক বৎসর—বিষ্ণুর একপাদ, দুই ষণ্মাস বা দুই অয়ন (উত্তর ও দক্ষিণ) দুইপাদ, দ্যুলোক অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, অথবা উদয় মধ্যাকাশ ও অস্ত অথবা সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি (কিংবা বাড়বানল) অথবা তিন চতুর্মাস সূর্যের তিন পাদ ছয় ঋতু অথবা সূর্য বিদ্যুৎ বাড়বানল (অথবা বায়ু এবং আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নি সূর্যের ছয় পাদক্ষেপ। আকাশে সূর্যের তিন অবস্থান এবং বৎসর ও দুই অয়ন মিলে সূর্যের ছয়পাদস্থাপনও হতে পারে।

বিষ্ণুর বামনদেহ প্রসঙ্গ বৈদিক সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে বামনের উল্লেখ বোধ করি প্রাচীনতম। "দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত স এতং বিষ্ণুর্বামনমপশ্যত্তং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত, ততো বৈ স ইমাঁল্লোকানভ্যজয়দ্বৈষ্ণবং বামনমালভেত স্পর্ধমানো বিষ্ণুরেব ভূত্বেমাঁল্লোকানভিজয়তি।"[2]

—দেব ও অসুরগণ পরস্পর বিবাদ করলো,—সেই বিষ্ণু এই বামনকে দেখলেন, তাকে নিজের দেবত্বের জন্য গ্রহণ করলেন, তারপর বিষ্ণু এই জগৎসমূহ জয় করলেন। বৈষ্ণব যজ্ঞে বামনকে গ্রহণ করবে। বিবদমান বিষ্ণু বামন হয়ে এই লোকসকল জয় করেন।

"বৈষ্ণবং বামনমালভেত"—বাক্যের অর্থে সায়নাচার্য বলেছেন, বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞো বিষ্ণুমেব যেন ভাগধেয়েনোপধাবতি।"—বিষ্ণুই যজ্ঞ, এই যজ্ঞে নিজের

১ অথর্ব—১৩।১।২।২৭ ২ কৃঃ যজুঃ—২।১।৩

ভাগ হিসাবে বামন প্রাপ্ত হয়। বামন অর্থে এখানে সায়নের মতে হ্রস্ব পশু বা ক্ষুদ্রকায় পশু। কিন্তু বামন অর্থে বিষ্ণুর ক্ষুদ্ররূপ অর্থাৎ অগ্নির অংশও হতে পারে।

সায়ন আরও বলেছেন, "রাজসূয়ে বৈষ্ণবং ত্রিকপালং বামনো দক্ষিণেত্যুক্ত-ত্বাদ্বামনস্ত বিষ্ণু দেবত্যত্বম্।"—রাজসূয় যজ্ঞে বিষ্ণুর উদ্দেশে ত্রিকপাল বামন (ক্ষুদ্রপশু) দক্ষিণা দিতে হয়, এইজন্য বিষ্ণু বামনের দেবতা।

শতপথ ব্রাহ্মণে বামনাবতার উপাখ্যানের মূল পাওয়া যায়—দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ। উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে ততো দেবা অনুব্যমিবাসুরথ হাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি। তে হোচুর্‌হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজামহৈ তাং বিভজ্যোপজীবামেতি তামৌক্ষ্‌ণৈশ্চর্মভিঃ পশ্চাত্ প্রাঞ্চো বিভজমানা অভীয়ুঃ ॥

তদ্বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুঃ। বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রেমামসুরা বিভজন্তে কে ততঃ স্যাম যদস্যৈ ন ভজেমহীতি তে যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্যেয়ুঃ ॥ তে হোচুঃ। অনু নোঽস্যাং পৃথিব্যামাভজতাস্ত্বেব নোঽপ্যস্যাং ভাগ ইতি তে হাসুরা অসূয়ন্ত ইবোচুর্যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বো দদ্ম ইতি ॥

বামনো হ বিষ্ণুরাস। তদ্দেবা ন জিহীড়িরে মহদ্বৈ নোঽদুর্যে নো যজ্ঞসম্মিত-মদুরিতি ॥

তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাদ্য। ছন্দোভিরভিতঃ পর্যগৃহ্ণন্ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামীতি দক্ষিণতস্ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামীতি পশ্চাজ্জাগতেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামীত্যুত্তরতঃ ॥

সোঽয়ং বিষ্ণুর্গ্লানঃ ছন্দোভিরভিতঃ পরিগৃহীতোঽগ্নিঃ পুরস্তান্নাপক্রমণমাস স তত এবৌষধীনাং মূলান্যুপমুম্লোচ ॥[১]

—দেব ও অসুরগণ প্রাজাপত্য যাগে পরস্পর বিবাদ করেছিলেন। তখন দেবগণ হীন হয়েছিলেন। অসুররা ভাবলো, আমাদেরই পৃথিবী। ···তাঁরা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে সম্মুখে নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বললেন, এই পৃথিবীতে আমাদেরও ভাগ চাই। তখন অসুরগণ অসূয়াপরবশ হয়ে বললো, যতদূর পর্যন্ত বিষ্ণু শয়ন করেন, ততটুকু পৃথিবী দান করবো।

বিষ্ণু বামন হয়েছিলেন। তথাপি দেবগণ তাদের বাক্য অনাদর করলেন না,—যজ্ঞোপযোগী যে স্থান আমাদের দিয়েছে তাই যথেষ্ট।

তাঁরা বিষ্ণুকে পূর্বদিকে স্থাপন করলেন। গায়ত্রী ছন্দে তোমাকে গ্রহণ করি, এই মন্ত্রে বিষ্ণুকে গ্রহণ করে ছন্দের দ্বারা চতুর্দিক পরিক্রমণ করালেন; 'ত্রিষ্টুভ ছন্দে গ্রহণ করি' এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে, পরে 'জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করি' এই মন্ত্রে উত্তরে নিয়ে গেলেন।

---

১ শতপথ—১।২।৫।১, ৩-৬, ৮

এইভাবে চতুর্দিক পরিক্রমণ করে বিষ্ণু পরিশ্রান্ত হলেন। শ্রান্ত হয়েও বিষ্ণু স্থান ত্যাগ করলেন না, সেইস্থানে ওষধিমূল আশ্রয় করে অন্তর্হিত হলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে (৬।২।৪) ইন্দ্র শৃগালীর রূপ ধরে তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে জগৎ বিভাগকালে ইন্দ্র বলেছিলেন, বিষ্ণু যতটুকু ভূমি তিন পদক্ষেপে অধিকার করতে পারবেন ততটুকু ভূমি দেবগণ পাবেন, অবশিষ্ট ভূমি অসুররা পাবেন। অসুররা রাজি হোল। বিষ্ণু তিন পদে জগৎ, বেদ ও বাক্য অধিকার করলেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ অসুরদের জানা ছিল না, তারা ভেবেছিল, বিষ্ণু বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্র, —কিন্তু যজ্ঞরূপী বিষ্ণু বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবী অধিকার করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর ছিন্ন মুণ্ডরূপে আকাশে সূর্যের অবস্থান। বিষ্ণু অসুরদের নিকট থেকে পৃথিবী অধিকার করার পর যখন শ্রান্ত নিজ ধনুর উপর মস্তক রেখে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময়ে ঈর্ষান্বিত দেবতাদের প্ররোচনায় পিপীলিকাগণ ধনুকের গুণ ছিন্ন করায় বিষ্ণুর মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং বিষ্ণুর ছিন্নমুণ্ড আকাশে সূর্যরূপে শোভিত হয়েছিল।

"তস্যাং ছিন্নায়াং ধনুরার্ত্ন্যৌ বিপ্রুরন্ত্যৌ বিষ্ণোঃ শিরঃ প্রচিচ্ছিদতুঃ। তদ্ ঘৃণিতি পপাত। তৎ পতিত্বাসাবাদিত্যোঽভবৎ।"

বিষ্ণু যজ্ঞাগ্নি হওয়া সত্ত্বেও যে সূর্যরূপে আকাশে শোভিত—এই সত্য এই কাহিনীর মর্মকথা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণাদিতে বর্ণিত এই উপাখ্যানগুলিই পুরাণে বামনাবতার পরিকল্পনার মূলে। বামনরূপী বিষ্ণু বা সূর্যাগ্নির বিশ্বভুবন অধিকার করার কাহিনীর সঙ্গে ঋগ্বেদের বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্ষেপের কাহিনী সংযুক্ত হয়েই বামনাবতারের কাহিনীটি সম্পূর্ণতালাভ করেছে। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপণের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে—

বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতামিতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ স দেবেভ্য ইমাং বিক্রান্তিং বিচক্রমে, যৈষামিয়ং বিক্রান্তিরিদমেব প্রথমেন পদেন পস্পারাথেদমন্তরিক্ষং দ্বিতীয়েন দিবমুত্তমেনৈতামেবৈষ এতস্মৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞো বিক্রান্তিং বিক্রমতে।"[১]

—বিষ্ণু তোমাকে অতিক্রম করুন এই মন্ত্র, যজ্ঞই বিষ্ণু, তিনি দেবতাদের

১ শতপথ—১।৯।৩।৯

মধ্যে এই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ইহাদের মধ্যে তিনি এই প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, যে প্রথম পদে তিনি পৃথিবী পালন করেছিলেন, দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ পালন করেছিলেন এবং উত্তম পদে দ্যুলোক অধিকার করেছিলেন, এইজন্য যজ্ঞরূপী বিষ্ণু প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন।

এখানে যজ্ঞবিষ্ণু ও সূর্যবিষ্ণু একীভূত হয়ে গেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে প্রজাপতি বরাহরূপে দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং পার্থিবলোক আলোকিত করেছিলেন— "স দ্যামৌর্ণোদন্তরীক্ষং স সুবঃ স বিশ্বা ভুবো অভরৎ....।"[১] —সেই প্রজাপতি বরাটরূপ ধারণ ক'রে আকাশ আচ্ছাদিত করলেন, তারপর স্বর্গ আবৃত করলেন, অতঃপর ভূলোকও আচ্ছাদিত করলেন।

প্রজাপতি যিনি তিনিই ত বিষ্ণু—তাই প্রজাপতি বিষ্ণু তিনরূপে তিনলোক আবৃত করেছিলেন।

গোরক্ষপুর থেকে প্রাপ্ত রাজা বীরসিংহদেবের স্বর্ণমুদ্রায় (খ্রীঃ ১১শ/১২শ শতাব্দী) বিপরীত দিকে (Reverse) বিষ্ণু একটি দানবকে পা দিয়ে দলিত করছেন। Prof. Allan-এর মতে বীরসিংহের মুদ্রায় অংকিত মূর্তিটি বামন অবতারের। তাঁর মতানুসারে ঐ মুদ্রায় লিখিত লিপি : শ্রীবৎস বামন।[২] কিন্তু V. V. Mirashi-এর মতে মুদ্রায় অংকিত মূর্তিটি বরাহাবতারের।[৩] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শঃ) বিষ্ণু কর্তৃক বলি বন্ধনের উল্লেখ পাই।

মুদ্রায় বামন অবতারের অস্তিত্ব এই পৌরাণিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা সূচিত করে। বিষ্ণুর ত্রিপদ নিক্ষেপের তাৎপর্য আমরা বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু বলির মস্তকে পদ স্থাপনের অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কি কিছু তাৎপর্য আছে? বেদে অগ্নি বলের পুত্র। সুতরাং অগ্নিকে 'বলিন্' বা বলি বলতে অসুবিধে নেই। সায়ংকালে সূর্য-বিষ্ণু অগ্নিতে তেজ আধান করেন। এইভাবে তিনি বলির মস্তকে পদস্থাপন করে থাকেন। মনে হয় বলি-উপাখ্যানের এটাই তাৎপর্য। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে বলি ও বামন উপাখ্যানের অন্তরালে আর্যগণ কর্তৃক অনার্য বিজয়ের কাহিনী লুকাইত আছে; বলি ছিলেন এক দ্রাবিড় রাজা, এখনও মালাবারে বলি রাজের স্মরণে প্রতি বৎসরে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়,

১ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।৪।১২

২ Numismatic Chronicle, Fifth Series, Vol. XVII (1937)—page 99.

৩ Indian Historical Quarterly, 1941, page 74.

মহাবলিপুরম্ নামক শহরটি বলিরাজের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। "Onam, the most important festival in Malabar, is annualy celebrated for the reception of Bali, and during the days of this festival there are exceptional feasting and merry making in the land so that the ancient king may feel at ease seeing his people happy.

Bali was probably a popular Dravidian king, whom the Aryans over-came by strategy. Scholars even opine that he was king of Mahabalipuram or Mamallapuram."[১]

বলি নামে কোন দ্রাবিড় রাজা ছিলেন কিনা জানি না। তবে Onam শব্দটি বামন শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। ওনম্ উৎসব বামন অবতারের বলিবিজয়ের স্মৃতিরূপে পালিত হওয়া অসম্ভব নয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে পঞ্চবটী অতিক্রম করে তাপ্তী নদীর তীরে বামন-বিষ্ণুর মূর্তি দেখেছিলেন। এই মূর্তি বলিরাজা প্রতিষ্ঠিত বলে কিম্বদন্তী আছে।

তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে।
বামন দেবের মূর্তি দেখিবারে চলে॥
একই প্রান্তরভূমি তাপতীর কাছে।
বামন দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।
বলিরাজা এই মূর্তি করিলা স্থাপন।
তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ॥[২]

অতঃপর মহাপ্রভু নর্মদা নদীর তীরে ভঁরোচ নামক স্থানে এসেছিলেন।" এখানে বলি রাজা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকুণ্ড আছে।

ভঁরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবারে।
তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্মদা ধারে॥
ভঁরোচেতে যজ্ঞকুণ্ড বলিরাজা করে।
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে॥[৩]

১ Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas,—page 27.

২ গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা—পৃঃ ৩১ ৩ তদেব

বামন অবতারের কাহিনী বৈদিক এবং রূপক হলেও বামনদেবের মূর্তি, বলির যজ্ঞকুণ্ড এবং ওনম্ উৎসব বামনোপাখ্যানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সূচিত করে।

গয়াসুরের উপাখ্যান—বলির মস্তকে পদস্থাপনের কাহিনী থেকেই উৎপত্তি হয়েছে গয়াসুরের মস্তকে বিষ্ণুর পদক্ষেপের কাহিনী। গয়াসুরের উপাখ্যান বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। গরুড়পুরাণে (৮২অঃ) সংক্ষেপে গয়াসুরবধ বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে: গয়াসুরের সুদারুণ তপস্যায় ত্রিলোক তাপিত হলে বিষ্ণু তাকে মায়ামোহিত করে কীকট দেশে এনে গদাঘাতে নিহত করেছিলেন।

বায়ুপুরাণে (১০৬ অঃ) গয়াসুরের বহুসহস্রব্যাপী সুদারুণ তপস্যায় ত্রিলোক তাপিত হওয়ায় দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু এলেন গয়াসুরকে বরদান করতে। গয়াসুরের প্রার্থনা: সে যেন ত্রিলোকমধ্যে পবিত্রতম হয়ে ওঠে। বিষ্ণুসহ দেবগণ গয়াসুরের প্রার্থনা মঞ্জুর করলে গয়ের দেহস্পর্শে পাপীরা মুক্তি পাওয়ায় যমপুরী হোল শূন্য। এই অনাসৃষ্টির প্রতিকারকল্পে দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা এলেন গয়ের কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে। ব্রহ্মা গয়ের পবিত্র দেহের উপরে যজ্ঞ করবেন। গয়াসুর নিজেকে কৃতার্থজ্ঞানে সম্মত হোল। কিন্তু যজ্ঞসমাপনের পরে তাপিত গয়দেহ কাঁপতে লাগলো। কম্পমান গয়দেহে শিলা চাপানো হোল, দেবতারা চাপলেন, বিষ্ণুর দেহ থেকে নির্গত শিলাখণ্ডও গয়ের দেহে স্থাপিত হোল কিন্তু গয়-শরীর কাঁপতেই থাকে। তখন বিষ্ণু এসে শিলায় চাপলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অন্যান্য দেবসহ গয়দেহে স্থাপিত শিলায় আরোহণ করলেন; গয়ের দেহকম্পন স্তব্ধ হোল। দেবতারা গয়াসুরকে বর দিতে উদ্যত হওয়ায় গয়াসুর বললে—

যাবৎ পৃথ্বী পর্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকাঃ
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥[১]

—যতদিন পৃথিবী, পর্বত, চন্দ্র ও তারকা থাকবে ততদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ শিলায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

অগ্নিপুরাণের (১১৪ অঃ) বর্ণনাও একই প্রকার। গয়াসুরের তপস্যায় বিচলিত দেবগণের কাছ থেকে গয়াসুর সকলতীর্থ অপেক্ষাও পবিত্রতা লাভের বর আদায় করে নিলে। সুতরাং গয়াসুরকে দর্শন করেই পাপীতাপী মুক্তি পেয়ে গেল।

১ বায়ুপুঃ—১০৬।৩০-৩৩

যমলোক শূন্য। বিষ্ণু দেবতাদের আদেশ দিলেন গয়াসুরের দেহে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে। গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোল,—গয়ের দেহ কাঁপতে লাগলো,—ব্রহ্মা পূর্ণাহুতি দিলেন। কিন্তু কম্পন থামলো না। বিষ্ণুর আদেশে দেবময়ী শিলা গয়াসুরের দেহে স্থাপিত করে দেবগণ তার উপরে উঠলেন। বিষ্ণু তাঁর গদাধর মূর্তিতে শিলায় অধিষ্ঠিত হলেন। বিষ্ণু বললেন,

ধারয়ধ্বং সুরাঃ সর্বে যস্যামুপরি সন্ত তে।
গদাধরো মদীয়াথ মূর্তিঃ স্থাস্যতি সামরৈঃ॥[১]

হে দেবগণ, তোমরা দেবময়ী শিলাধারণ কর, যার উপরে তোমাদের মূর্তি আর আমার গদাধর মূর্তি স্থাপিত হবে।

গদাধরের পদচিহ্ন গয়াসুরের মস্তকে রয়েই গেল। গয়াসুরের কাহিনীগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণের কাহিনীটাই প্রাচীনতম। পরে গয়াসুরের মস্তকে দেবগণসহ বিষ্ণুর পদচিহ্ন স্থাপিত হওয়ার কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ কাহিনী অবশ্যই বামনাবতারের কাহিনীর আদর্শে গড়ে উঠেছে এবং সূর্য-বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে আকাশ পরিক্রমণেই এর বীজ নিহিত বলে মনে করি। আচার্য ঔর্ণবাভ বিষ্ণুর তিন পদস্থাপন প্রসঙ্গে বলেছেন যে বিষ্ণু "সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়শিরসি"[২]—অর্থাৎ উদয়াচলে, অন্তরীক্ষে এবং অস্তাচলে, এই তিন স্থানে পদস্থাপন করেন। দুর্গাচার্য নিরুক্ত ব্যাখ্যায় 'গয়শির' শব্দে অস্তাচল বলেছেন। এই মতানুসারে সূর্য-বিষ্ণুর তৃতীয় পদস্থান অস্তাচল বা গয়শির। গয়শির বা অস্তগমনস্থান গয়াসুরের মস্তকে পরিণত হয়েছে।

আচার্য শাকপূণির মতে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং আকাশে সূর্য, এই তিন রূপে বিষ্ণু পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ এই তিন স্থানে পদ স্থাপন করেন। গরুড় ও অগ্নিপুরাণে দেবগণ গয়াসুরের মাথায় যজ্ঞ করেছিলেন এবং দেবগণসহ বিষ্ণু গয়াসুরের মস্তকে অবস্থান করেছিলেন। পৃথিবী অগ্নিস্থান বা যজ্ঞস্থান। অগ্নিতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, কারণ যজ্ঞই বিষ্ণু। অতএব পৃথিবীতে যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর অবস্থান অথবা অগ্নিতে নিশাভাগে সূর্যের তেজস্থাপন গয়াসুরের উপাখ্যানের অন্যতর তাৎপর্য হতে পারে।

বরাহ-অবতার—বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বরাহ অবতার। বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করে জল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন।

---

১ অগ্নিপুঃ—১১৪।৮ ২ নিরুক্ত—১২।১৯।৩

রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোক হিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার গাম্ ॥[1]

কবি জয়দেব লিখেছেন—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥[2]

—তোমার দন্তাগ্রভাগে চাঁদের কলঙ্কের মত পৃথিবী লগ্ন থাকে। শূকর-রূপধারী কেশব, জগদীশ্বর হরির জয় হোক।

পুরাণগুলিতে বরাহ অবতার কাহিনীর কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণানুসারে সৃষ্টির আদিতে সদ্যোজাতা বসুন্ধরা বিষ্ণু-পরিত্যক্ত হিরন্ময় তেজ ধারণে অশক্তা হয়ে অধোভাগে নিমজ্জিতা হতে লাগলেন। তখন বিষ্ণু পৃথিবীকে জলতল থেকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীও স্তবের দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত করলেন। বিষ্ণু তখন এক বিরাটাকৃতি বরাহরূপ পরিগ্রহ করলেন।

জলক্রীড়ারুচিস্তস্মাদ্বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
অদৃশ্যং সর্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংস্থিতম্ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং দ্বিগুণং ততঃ।
নীলজীমূতসংকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্ ॥
গিরিসংহননং ভীমং শ্বেততীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্ ॥
পীনোন্নতকটিদেশে বৃষলক্ষণপূজিতম্।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ ॥
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।[3]

—জলক্রীড়াভিলাষী হরি শূকরদেহ ধারণ করলেন। সেই সর্বজীবের অপ্রাপণীয় বাঙ্ময় ব্রহ্মে স্থিত, শত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিগুণ পরিমাণে উচ্চ, নীলমেঘের বর্ণ, মেঘগর্জনের মত গর্জন, পর্বতসদৃশ ভয়ংকর, তীক্ষ্ণশ্বেত দন্ত-বিশিষ্ট, বিদ্যুৎ ও অগ্নির মত দীপ্তিসম্পন্ন, সূর্যের মত তেজোবিশিষ্ট, কটীদেশ

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৬।২৫ ২ গীত গোবিন্দম্—১।৭ ৩ মৎস্যপুঃ—২৪৮।৬৩-৬৭

স্থূল এবং উন্নত, সুলক্ষণান্বিত ও সর্বপূজ্য বিরাট বরাহরূপ ধারণ করে হরি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর রসাতলে প্রবিষ্টা ধরিত্রীকে তিনি দংষ্ট্রাগ্রে ধারণ করে জল থেকে তুলে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলংগতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার তাম্॥
ততঃ স্বস্থানমানীয় বরাহঃ পৃথিবীধরঃ।
মুমোচ পূর্বং মনসা ধারিতাঞ্চ বসুন্ধরাম্॥
ততো জগাম নির্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ।[1]

এর একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব, ৩৪ অঃ)। এখানে বরাহ কেবলমাত্র মজ্জমানা পৃথিবীকেই উদ্ধার করেন নি, উনি দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপুর সহোদর হিরণ্যাক্ষকেও বধ করেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করেছিল।

সর্বাংশ্চ দেবানভিভাব স পরাজিত্য দানবঃ।
স্তম্ভয়িত্বা চ দেবেশমাপ্লুতং মন্যতে জগৎ।[2]

তখন হিরণ্যাক্ষবধের উদ্দেশ্যে পূর্বগৃহীত বরাহরূপ ধারণ করলেন।

বারাহঃ পর্বতো নাম যঃ পূর্বং সমুদাহৃতঃ।
স এব ভূত্বা ভগবানাজগামাহবাসকৃৎ॥[3]

—দর্শপূর্ণমাসী যজ্ঞরূপী অর্থাৎ যজ্ঞতনু (পর্বসমন্বিত) যে বরাহদেহধারী ভগবানের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই ভগবান অসুরহন্তা হয়ে আগমন করলেন।

শঙ্খচক্রধারী সেই বরাহ চক্রের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মস্তক ছিন্ন করলেন।

যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং বরাহত্বেন তাড়িতঃ।
ততো ভগবতা চক্রমাবিধ্যাদিত্যসন্নিভম্॥
পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্তূত্তমকর্মণা।
ততঃ স্থিতস্যৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ।
হিরণ্ময়ং বজ্রহতং মেরুশৃঙ্গমিবোত্তমম্॥[4]

---

১ মৎস্যপু:—২৪৮।৭৪-৭৬ ২ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৩৮।৩৪ ৩ তদেব—৩৯।২
৪ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৩৯।২০-২১

—যিনি সর্বভূতের প্রভু বরাহ, তাঁর দ্বারা হিরণ্যাক্ষ তাড়িত হোল। তারপর শ্রেষ্ঠকর্মা ভগবান সূর্যসম তেজোময় চক্র গ্রহণ করে দানবরাজের শির বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর বজ্রাহত মেরুর শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গের মত হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূমিতে পতিত হোল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ণনা আবার. ভিন্নরূপ। ভাগবতের কাহিনীতে ব্রহ্মা যখন মনুকে প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ দেন তখন পৃথিবী মহাসলিলে নিমজ্জিতা হচ্ছে। পৃথিবী উদ্ধরণে মনুর অনুরোধ শুনে ব্রহ্মা যখন উপায়-চিন্তায় মগ্ন, তখন তাঁর নাসাবিবর থেকে নির্গত হোল একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ক্ষুদ্র বরাহ।

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহ তোকো নিরগদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ।
তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত।
গজমাত্রঃ প্রবৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ॥[1]

—এই প্রকার যখন চিন্তা করছিলেন ব্রহ্মা, তখন হঠাৎ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ক্ষুদ্র বরাহ নির্গত হোল। হে ভরতবংশধর, তিনি দেখতে দেখতেই সেই আকাশস্থিত বরাহ ক্ষণমাত্রে গজতুল্য অদ্ভুত বিরাট হয়ে গেল।

সেই বরাহ বিরাট আকার নিয়ে গর্জন করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করে নিমগ্না বসুন্ধরাকে দেখতে পেলেন এবং দন্তদ্বারা তুলে ধরলেন।

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।

—নিজের দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করে দন্তে লগ্না পৃথিবীকে নিয়ে রসাতল থেকে উত্থিত হয়ে তিনি শোভা পেতে লাগলেন।

এই যজ্ঞবরাহ দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষকে প্রবল যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের কর্ণমূলে আঘাত করে তাকে নিহত করলেন—

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ॥
স আহতো বিশ্বজিতা হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদ্গাত্র উদস্তলোচনঃ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা॥[2]

১ ভাগবত—৩।১৩।১৮-১৯ ২ ভাগবত—৩।১৯।২৪-২৫

—বিষ্ণু বজ্রকঠিন মুষ্টি দ্বারা যখন তাকে (হিরণ্যাক্ষ) আঘাত করছিলেন, তখন মরুৎপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে (বজ্রদ্বারা) আঘাত করেছিলেন, সেইভাবে হস্তদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে কর্ণমূলে আঘাত করলেন।

বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণু অবলীলাক্রমে আঘাত করলে হিরণ্যাক্ষের দেহ ঘূর্ণিত হতে লাগলো ; নয়ন বহির্গত হোল ; বাহু, উদর, মস্তক এবং কেশ বিকীর্ণ হয়ে গেল ;— ঝড়ে যেমন পর্বতশৃঙ্গ পতিত হয় সেইভাবে সে পতিত হোল।

বরাহ অবতারের এই কাহিনীর মূল বৈদিক গ্রন্থাদিতেই বিদ্যমান। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে প্রজাপতি বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবীকে মহাসলিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীত্তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বাঽচরৎ স সলিলমপশ্যত্তাং বরাহো ভূত্বাঽহরত্তাং বিশ্বকর্মা ভূত্বা ব্যমার্ট্ সাঽপ্রথত সা পৃথিব্যভবত্তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বম্।"[১]

—সৃষ্টির অগ্রে কেবলমাত্র জল ছিল, সেখানে স্থানাভাববশতঃ প্রজাপতি বায়ু হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, বিচরণকালে তিনি জলময় পৃথিবীকে দেখে বরাহ-রূপে তাঁকে উদ্ধার করলেন। অতঃপর বিশ্বকর্মারূপে পৃথিবীকে মার্জন করে বাসযোগ্য কঠিন করে তুললেন।

রামায়ণেও স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বরাহরূপে বসুন্ধরাকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন—

সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ॥
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।[২]

—প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল, তারপরে পৃথিবী নির্মিত হোল। তারপর স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হলেন। তিনি বরাহ হয়ে বসুন্ধরা উদ্ধার করলেন।

গরুড়পুরাণেও ব্রহ্মা বরাহরূপে দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন—

ব্রহ্মা তু সৃষ্টিকালেঽস্মিন্ জলমধ্যগতাং মহীম্।
দংষ্ট্রোদ্ধরতি যো জাত্বা বারাহীমাস্থিতস্তনুম্॥

—এই সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা জলমধ্যগতা পৃথিবীকে বরাহমূর্তি ধারণ করে দন্ত দ্বারা উদ্ধার করেছিলেন।

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।১।৫।১ ২ রামায়ণ—১১০।৩।১১

শতপথ ব্রাহ্মণে এমূষা নামে প্রজাপতি জল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে জলপূর্ণ ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। জল নিয়ে প্রজাপতি তপস্যা করছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবে। তিনি একটি পদ্মপত্রদণ্ডের উপরে স্থাপিত দেখলেন। পদ্মটি কিসের উপরে স্থাপিত জানবার জন্য তিনি বরাহরূপ ধরে জলে ডুব দিলেন। জলের নীচে তিনি দেখলেন পৃথিবীকে ; পৃথিবীর কিছু অংশ তুলে নিয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শতভুজ কৃষ্ণবরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন,—"বরাহেণ কৃষ্ণেন শত বাহনা উদ্ধৃতা।"[১]

কিন্তু বরাহ-অবতারের উৎস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে বিষ্ণু বরাহকে বিদ্ধ করেছিলেন—

মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যদ্বরাহং
তিরো অদ্রিমস্তা ॥[২]

—বিষ্ণু অসুরদের পক্ক ধন (শস্য) অপহরণ করেছিলেন, তিনি পর্বতের অন্তরালে বরাহকে ভেদ করেছিলেন।

আর একটি ঋকে ত্রিত ইন্দ্রের তেজে তেজস্বী হয়ে বরাহ বধ করেছিলেন—

অস্য ত্রিতো ন্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়ো
অগ্রয়া হন্ ॥[৩]

—ত্রিত ইহার (ইন্দ্রের) তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।[৪]

বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।
শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্ ॥[৫]

—হে ইন্দ্র, বিস্তীর্ণগতি বিষ্ণু তোমার দ্বারা প্রেরিত হয়ে শত মহিষ, দুগ্ধপক্ক অন্ন ও বরাহ আনয়ন করেছেন।

উদ্ধৃত ঋকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ঋকটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেছেন যে, বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য খাদ্য হিসাবে বরাহ এনেছিলেন। প্রথম ঋকটিতে সায়ন বরাহ শব্দে 'মেঘ' গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্রও বরাহ অর্থে মেঘ গ্রহণ করেছেন। দুটি ঋকই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। প্রথম ঋকের বিষ্ণু শব্দটিকে ইন্দ্রের

---

১ তৈঃ আঃ—১।২৩।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৬১।৭ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৬
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৮।৭৭।১০

বিশেষণরূপে গ্রহণ করে সায়নাচার্য অর্থ করেছেন, "জগতো ব্যাপকঃ"—অর্থাৎ জগদ্ব্যাপক ইন্দ্র। কিন্তু বৃষ্টি থাকেই বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। সূর্যরূপী বিষ্ণু সখা ইন্দ্রের জন্ত বরাহ ভেদ করেছেন। বরাহ এক্ষেত্রে মেঘরূপে গৃহীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সূর্যরূপী বিষ্ণু মেঘ সঞ্চার এবং ভেদ করে বৃষ্টি পাতনের ব্যাপারে ইন্দ্রের সহায়ক হয়েছিলেন। সেইজন্ত ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বিষ্ণু।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।২।৪।২ ৩) বিষ্ণু কর্তৃক বরাহবধের কাহিনী পল্লবিত হয়েছে,—সপ্ত পর্বতের অন্তরালে বরাহ অসুরদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র একগুচ্ছ কুশের দ্বারা পর্বত ভেদ করে বরাহকে হত্যা করলেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ঐ বরাহকে দেবতাদের যজ্ঞের জন্ত গ্রহণ করলেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে মহাভারতে কিরাতরূপী শিব ও অর্জুন কর্তৃক বরাহবধের উপাখ্যানের উৎস এখানেই।[১] যে বিষ্ণু বরাহ বধ করে ইন্দ্র তথা দেবতাদের উপকার করেছিলেন, তিনিই পরে বরাহের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন মহাসমুদ্র থেকে। মেঘহনন বা বরাহবধ জীব সৃষ্টির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। তাই জীব সৃষ্টির দেবতা প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণের ক্ষেত্র হলেন। যিনি সূর্য বা বিষ্ণু তিনিই প্রজাপতি, তিনিই আবার রুদ্র, তিনিই ইন্দ্র। কেবল গুণকর্মভেদে উপাধিভেদ। ঋগ্বেদ রুদ্রকেও দিবো বরাহ বলেছেন,—দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনম্।[২] কিন্তু পরবর্তীকালে প্রজাপতি হলেন ব্রহ্মা। সেইজন্ত পুরাণাদিতে ব্রহ্মাই বরাহ হয়েছেন। কিন্তু আরও পরে সকল অবতারত্ব যখন বিষ্ণুতেই আরোপিত হোল—বিষ্ণু হলেন সর্বপ্রধান দেবতা তখন বরাহরূপে পৃথিবী রক্ষা বিষ্ণুর কীর্তিরূপেই পরিগণিত হোল।

লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত বৃত্তান্ত অনুসারে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়ে স্বর্গ ও পাতাল অধিকার করায় ব্রহ্মা হংসরূপে স্বর্গে এবং বিষ্ণু বরাহরূপে পাতালে যাত্রা করলেন লিঙ্গের সীমা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
দশযোজন বিস্তীর্ণমায়াতং শতযোজনম্॥
মেরুপর্বতবর্ষ্মাণং গৌরতীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্।
কালাদিত্যসমাভাসং দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্॥
হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢমনৌপমম্।
বারাহমমিতং রূপমাস্থায় গতবানধঃ॥[৩]

১ বনপর্ব, ৩৯ অঃ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৫ ৩ লিঙ্গপুঃ, পূর্বভাগ—১৭।৪০-৪২

—নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণ, নিখাত্মা নারায়ণ দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ, মেরুপর্বততুল্যদেহ, শুভ্রতীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রাযুক্ত, কালাদিত্যসমতেজাঃ, দীর্ঘনাসিকা, ভীমগর্জনকারী কৃষ্ণবর্ণ বরাহের রূপ ধারণ করে অধোভাগে গমন করলেন।

এই একই বিবরণ দৃষ্ট হয় শিবপুরাণান্তর্গত বিশ্বেশ্বর সংহিতায় (৪র্থ অঃ) এবং জ্ঞানসংহিতায় (২য় অঃ)।

এই বিষ্ণুই আবার বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বরাহ আকাশে অবস্থিত মৃগনক্ষত্র (constellation) বা কালপুরুষ নক্ষত্র; পৃথিবী স্বর্গলোক। বরাহ বা কালপুরুষ নক্ষত্র স্বর্গ ধারণ করেছিলেন। "এই ১৩টি তারায় মৃগের ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে।...

কবিগণ নীল নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ সমুদ্রও তেমনি নীল। এই আকাশ সমুদ্র অর্ণব মহার্ণব।...

প্রতিবৎসর সূর্য কালপুরুষ নক্ষত্র দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্র একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্যবরাহকে যেদিন উদিত হইতে দেখা যাইত, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইত—এই হেতু দিব্য-বরাহের নাম যজ্ঞ-বরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্লোকে, বরাহ স্বর্লোকে; অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল তাহাও স্বর্লোক বা স্বর্গ।...দিব্য-বরাহের উদয় কালে মনে হয় যে ভূ-পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্‌ পৃথিবীকে উপরে তুলিতেছেন। ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যানের অর্থ।"[২]

আচার্য রায়ের মতে একই মৃগ বা কালপুরুষ কখনও দক্ষ, কখনও কূর্ম, কখনও বরাহ, কখনও রুদ্র এবং কখনও বামন। কিন্তু মৃগ-বরাহ কর্তৃক স্বর্গলোক ধারণ ব্যাপারটি নিতান্তই অস্পষ্ট। আর মৃগ-বরাহের (কালপুরুষ) সঙ্গে সূর্য-বিষ্ণুর অভিন্নতা কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

সূর্য-বিষ্ণু কর্তৃক বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারের একটি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আকাশ সমুদ্রে ভাসমান সূর্যকে মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদিরূপে কল্পনা করা সহজ-সাধ্য। পৃথিবীর জন্মের পরে পৃথিবী যখন অনন্ত আকাশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখনই বিষ্ণু বরাহরূপে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে

১ বিষ্ণুপুঃ—২৪ অঃ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ২০-২৩

উদ্ধার করেছিলেন। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত না হলে পৃথিবীর বিনষ্টি সুনিশ্চিত ছিল।

কৃষ্ণযজুর্বেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে বিষ্ণু দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেন, কিরণ (তেজ বা শক্তি) দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন,—

ব্যস্কভ্‌নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ।[1]

বিষ্ণু যজ্ঞ,—বিষ্ণুর অবতার বরাহ ও যজ্ঞবরাহ।

"যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যদ্বিভ্রতো হরেঃ।"[2]

—হরির যে রূপ অতুলনীয় যজ্ঞবরাহমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল।

পুরাণে যজ্ঞ-বরাহের বর্ণনা—

স বেদবাহ্যপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বা দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ॥
• • •
ঊর্ধ্বগাত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধীঃ।
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্রুক্ সোমশোণিতঃ॥
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ॥[3]

—তাঁর দন্তবর্গ বেদবাদী, যজ্ঞাগ্নি বক্ষ, মুখ অগ্নিচয়ন, জিহ্বা অগ্নি, রোমরাজি কুশঘাস, মস্তক ব্রহ্ম, তিনি মহাতপস্বী।

তিনি ঊর্ধ্বগাত্র, হোম তাঁর লিঙ্গ, যজ্ঞস্থান তাঁর বীজ, মহৌষধিস্বরূপ, যজ্ঞবেদী তাঁর অন্তরাত্মা, মন্ত্র তাঁর স্ফিক্, ঘৃতমিশ্রিত সোমরস তাঁর শোণিত, বেদ স্কন্ধদেশ, হবি তাঁর দেহগন্ধ, হব্য ও কব্য তাঁর প্রবল বেগ, প্রাগ্‌বংশ (যজ্ঞশালা) তাঁর শরীর, তিনি দ্যুতিসম্পন্ন ও নানাবিধ দক্ষিণাসমন্বিত।

এই বর্ণনা বৈদিক যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু বা যজ্ঞবরাহও পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। যজ্ঞহবিঃ ভোজনে তৃপ্ত দেবগণ বিশেষতঃ ইন্দ্র বা পর্জন্য বর্ষণের দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। এইভাবে যজ্ঞ-বরাহ পৃথিবী ধারণ করেন।

মৎস্যাবতার—বিষ্ণুর এক অবতার মীন বা মৎস্য। মৎস্য বিষ্ণুর প্রথম অবতার।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।২।১৩।৫   ২ চণ্ডী—৮।১৯   ৩ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—১৬।১৯-২০

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।[১]

বিষ্ণু বেদ রক্ষা করেছিলেন প্রলয়পয়োধি থেকে একটি মৎস্যরূপ ধারণ করে। মৎস্যপুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর মৎস্যরূপ ধারণ করার কাহিনী আছে। মৎস্যপুরাণের কাহিনী নিম্নরূপ :

পুরাকালে সূর্যতনয় মনু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে তপস্যায় অযুত শত বৎসর অতিবাহিত করলেন। ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে মনু বর প্রার্থনা করে নিলেন যে, প্রলয়কালে তিনি চরাচর সহ জগতের রক্ষাবিধানে সমর্থ হবেন। তারপর একদা মনু যখন স্বীয় আশ্রমে পিতৃতর্পণ করছিলেন, সেই সময়ে একটি শফরী তাঁর হাতে এসে পড়ে। মনু ক্ষুদ্র মৎস্যটিকে রাখলেন একটি কমণ্ডলুতে,—মৎস্যটি একটি দিনেই ষোল আঙুল বর্ধিত হোল। মনু তখন তাকে রাখলেন একটি মণিকে। সেই মৎস্য এবার একরাত্রে তিন হাত বর্ধিত হোল। মৎস্যের অনুরোধে মনু তাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করলেন। যখন কূপেও মাছটির স্থান সংকুলান হোল না, তখন সেই মৎস্যকে মনু এক সরোবরে স্থাপন করলেন। সেখানেও সে অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত হোল, মনু তখন মৎস্যটিকে এনে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। মৎস্যের বিশাল দেহ সমস্ত সাগর জল পরিব্যাপ্ত করে ফেললো। তখন মনু মৎস্যরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ উপলব্ধি করে বিষ্ণুর স্তব করলেন। মৎস্যরূপী বিষ্ণু মনুকে বললেন যে আসন্ন মহাপ্রলয়ে দেবতাদের দ্বারা নির্মিত বিশাল নৌকায় নিখিল জীবকে রক্ষা করে মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করে মনু জীব জগৎকে রক্ষা করবেন। অনন্তর প্রলয়কাল উপস্থিত হলে মনু যোগবলে ভুজঙ্গরজ্জুদ্বারা নিখিল জীবকে আকর্ষণ করে নৌকায় স্থাপন পূর্বক নৌরজ্জু বন্ধন করলেন মীনরূপী বিষ্ণুর শৃঙ্গে।

মহাভারতে বনপর্বে (১৮৭ অঃ) বিষ্ণুর মৎস্যাবতার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তপঃপরায়ণ মনু একদিন নদীতীরে তপস্যায় রত ছিলেন, সেই সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়ে বৃহৎ মৎস্যকুলের গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য কাতর আবেদন জানাল। মনু মৎস্যটিকে অলিঞ্জরে (মাটির জালায়) স্থাপন

১ গীতগোবিন্দম্—১।৫

করলেন। ঐ মৎস্য ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয়ে বিশাল এক বাপীতে, পরে গঙ্গাগর্ভে ও অবশেষে সাগরে নীত হয়েছিলেন। অতঃপর মৎস্য মনুকে প্রলয়কালীন ব্যবস্থা হিসাবে একটি বিশাল রজ্জু-সংযুক্ত নৌকা নির্মাণ করে সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহপূর্বক নৌকায় আরোহণ করে অপেক্ষা করতে বললেন। মনুও নির্দেশমত সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করে নৌকায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই বিরাট মৎস্য শৃঙ্গসহ উপস্থিত হলে মনু নৌকার রজ্জু মৎস্যের শৃঙ্গে বদ্ধ করলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলে প্লাবিত হয়ে গেল। মৎস্য ধাবমান মনুর নৌকাকে হিমালয়ের এক শৃঙ্গে বদ্ধ করলেন। তখন মৎস্য বললেন, আমি পরাৎপর ব্রহ্মা, তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম. এখন এই বৈবস্বত মনু দেব মানুষ অসুর স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থ সৃষ্টি করবেন।

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াস্মান্ মোক্ষিতা ভয়াৎ॥
মনুনা চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
স্রষ্টব্যাঃ সর্বলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি॥[১]

শতপথ ব্রাহ্মণে মনুমৎস্যকথা বিবৃত হয়েছে। মনু যখন প্রাতঃকালে হস্তমুখ প্রক্ষালন করছিলেন সেই সময়ে এক ক্ষুদ্র মৎস্য তার হাতে উঠলো। সেই মৎস্য বললে—

বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি কস্মান্মা পারয়িষ্যসীত্যৌঘ ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি…।”[২] —আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাদের পার করবো। মনু বললেন, কেমন করে আমাকে পার করবে? মৎস্য বললেন, জলস্রোতে সকল প্রজা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন তোমাকে পার করবো।

এর পরে মৎস্যের আয়তন বৃদ্ধি ও ক্রমে সাগরে স্থানলাভ—মহাপ্লাবন—মৎস্য কর্তৃক মনুর নৌকা-বহন ও হিমালয় শীর্ষে স্থাপন বর্ণিত হয়েছে। তারপর মৎস্য বললেন, একটি বৃক্ষে নৌকা বাঁধ; যেমন যেমন জল কমবে, তেমন তেমন অবতরণ করবে। মনুও জলের অবতরণের সাথে সাথে নীচে নেমে এলেন, দেখলেন সব প্রজাই বিনষ্ট হয়েছে, মনু একাই রইলেন।

যাবত্তাবদুদকং সমবায়াত্তাবত্তাবদন্ববসর্পাসীতি স হ তাবত্তাবদেবান্ববসসর্প তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরবসর্পণমিত্যৌঘো হ তাঃ সর্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে॥[৩]

১ মহাঃ, বনপর্ব—১৮৭।৩২-৫৩ ২ শতপথ ব্রাঃ—১।৮।১ ৩ শতপথ—১।৮।১।৬

বিষ্ণুর মৎস্যাবতার উপাখ্যানের উৎস শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যান। শতপথ ব্রাহ্মণের 'মনু মৎস্যকথা'-র মৎস্যটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নি ; অর্থাৎ মৎস্যটি প্রজাপতি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু, একথার উত্তর সেখানে নেই।

মহাভারতে মৎস্যটি ব্রহ্মা—পুরাণে বিষ্ণু। অবশ্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বরূপতঃ অভিন্ন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মৎস্যাবতারকে আকাশের নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেছেন। সপ্তর্ষি নামে চিহ্নিত যে নক্ষত্র-সপ্তক, সেইগুলি মনুর নৌকা, সপ্তর্ষির নিকটবর্তী ধ্রুবতারা মৎস্য—ঋগ্বেদের শিংশুমার, সংস্কৃত শিশুমার। "ঋগ্বেদে এই মৎস্যের নাম শিংশুমার, সংস্কৃতে শিশুমার। জ্যোতিষের ধ্রুব মৎস্যই শিশুমার।"[১]

"ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্য দেখিতেন।"[২]

ধ্রুবতারাকে মৎস্য এবং সপ্তর্ষিকে নৌকারূপে কল্পনা হয়ত সম্ভব। কিন্তু ধ্রুবতারাকে বিষ্ণু বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা সমীচীন বোধ হয়না। সপ্তর্ষি-রূপী নৌকার সাহায্যে প্রলয় সাগর থেকে ধ্রুবতারা কর্তৃক পৃথিবী রক্ষা করার তাৎপর্য বোঝা যায় না। কিন্তু সূর্যকেই যদি মৎস্যরূপী বিষ্ণু বলে গ্রহণ করি তবে অনন্ত মহাকাশরূপ মহসাগরে বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের অবাধ সঞ্চরণ এবং আকর্ষণ রজ্জু দ্বারা পৃথিবী রক্ষার রহস্যটি উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। সূর্যের কিরণই মীনরূপী বিষ্ণুর শৃঙ্গ। অথর্ববেদে সূর্য সহস্রশৃঙ্গ—

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।[৩]—সহস্রশৃঙ্গ বৃষ্টি বা কাম্যফলের বর্ষণকারী সূর্য সমুদ্র থেকে উদিত হন।

সায়নাচার্য বলেছেন, "যদ্বা সমুদ্রমিতি অন্তরিক্ষ নাম। অন্তরিক্ষ প্রদেশাৎ উদয়াচল পরিসরবর্তিনঃ উদাচরৎ উদগাৎ।"—অথবা সমুদ্র অন্তরিক্ষের নাম। উদয়াচল প্রসারিত অন্তরিক্ষ প্রদেশ থেকে উদিত হয়েছেন।

মহাকাশে ভাসমান পৃথিবীই নৌকা। এই নৌকায় সূর্য বা সূর্যের তেজ (সূর্যপুত্র মনু) জীবনের অনুকূল সর্বপ্রকার অবস্থা (জীবনের বীজ) রক্ষা করেছেন।

কূর্মাবতার—ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রমন্থনকালে কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। দেব-দানব মিলে অনন্ত রজ্জুদ্বারা মন্দার পর্বতকে বেষ্টন করে যখন সমুদ্রমন্থন করতে সুরু করেছিলেন, সেই সময় অবলম্বনহীন মন্দার পর্বত সমুদ্রের নীচে

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩০ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৪২

৩ অথর্ব—৪।১।৪।১

তলিয়ে যেতে লাগলো ; ভগবান বিষ্ণু তখন কূর্মরূপ ধারণ করে পর্বতের তলদেশে শয়ন করায় পর্বত পুনরায় উত্থিত হয়েছিল।

মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ।
ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন।
তে সুনির্বিণ্নমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা॥
বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার হ॥[১]

—হে পাণ্ডুনন্দন, সমুদ্র মথিত হতে থাকলে শক্তিমান দেবাসুর কর্তৃক ধৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারহেতু নিরাধার পর্বত জলে মগ্ন হোল। বলবান দৈব কতৃক পৌরুষ নির্জিত হলে তাঁরা বিষণ্ণ মনে ম্লান মুখে অবস্থান করতে লাগলেন। বিঘ্নেশকৃত বিঘ্ন দেখে অপ্রতিহত বীর্য সত্যসন্ধ ঈশ্বর অদ্ভুত বিশাল কচ্ছপদেহ ধারণ করে জলে প্রবেশ করে পর্বত উদ্ধার করেছিলেন।

ভাগবতে কূর্ম স্বয়ং বিষ্ণু। কিন্তু মৎস্যপুরাণে কূর্ম ও অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অংশ। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মা অমৃত মন্থনের নিমিত্ত দেবগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন—দানবরাজ বলি, পাতালস্থিত কূর্মরূপী বিষ্ণু এবং মন্দার পর্বতের সহায়তা গ্রহণ করতে।

দানবেন্দ্রো বলিঃ স্বামী স্তোককালং নিবেশ্যতাম্।
প্রার্থ্যতাং মন্দরঃ শৈলো মন্থকার্যং প্রবর্ত্ততাম্॥[২]

—এই কার্যে কিছুকালের জন্য দানবরাজ বলিকে প্রভু কর, পাতালে কূর্মরূপী অব্যয় বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা কর, মন্দর পর্বতকে প্রার্থনা কর এবং মন্থনকার্য শুরু কর।

দেবদানবের প্রার্থনায় মন্দর মন্থনদণ্ড হতে রাজি হলেন, কিন্তু তার নিচে আধার চাই—

যথেতি মন্দরঃ প্রাহ যত্নাধারো ভবেন্মম।
যত্র স্থিত্বা ভ্রমিষ্যামি মথিষ্যে বরুণালয়ম্॥[৩]

১ ভাগবত—৮।৭।৬-৮ ২ মৎস্যপুঃ—২৪৯।১৫-১৬ ৩ মৎস্যপুঃ—২৪৯।২৪

—মন্দর বললেন, তাই হবে, যদি আমার আধার থাকে, যেখানে অবস্থান করে আমি ঘুরবো এবং বরুণালয় মন্থন করবো।

তখন বিষ্ণুর চতুর্থাংশে নির্মিত কূর্ম এবং শেষ বহির্গত হলেন—

তত্র নির্গতৌ দেবৌ কূর্মশেষৌ মহাবলৌ।
বিষ্ণোর্ভাগৌ চতুর্থাংশাদ্ধরণ্যা ধারণে স্থিতৌ ॥[১]

—তখন মহাবলশালী ধরণীধর বিষ্ণুর চতুর্থাংশ কূর্ম এবং শেষ নামক দেবদ্বয় বহির্গত হলেন।

মহাভারতেও সমুদ্রমন্থনকালে দেবদানবের অনুরোধে কূর্মরাজ মন্দর পর্বতের নীচে পৃষ্ঠস্থাপন করেছিলেন।

উচুশ্চ কূর্মরাজানমকূপারে সুরাসুরাঃ।
অধিষ্ঠানং গিরেরস্য ভবান্ ভবিতুমর্হতি ॥
কূর্মেণ তু তথেত্যুক্তা পৃষ্ঠমস্য সমর্পিতম্।
তং শৈলং তস্য পৃষ্ঠস্থং যন্ত্রেণেন্দ্রো ন্যপীড়য়ৎ ॥[২]

—দেব ও দানবগণ সমুদ্রতীরে কূর্মরাজকে বললেন, তুমি এই পর্বতের অধিষ্ঠানভূমি হও। কূর্মও তাই হবে বলে নিজের পিঠ পেতে দিলেন। কূর্ম-পৃষ্ঠস্থ সেই শৈলকে ইন্দ্র যন্ত্রের দ্বারা পীড়িত করতে লাগলেন।

মহাভারতে কূর্মরাজ পিঠ পেতে দিয়েছিলেন পর্বতের নীচে। কিন্তু এই কূর্মরাজ যে বিষ্ণু কিংবা বিষ্ণুর অংশ—একথা মহাভারতকার বলেন নি। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূর্মরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন—"স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত।"[৩] দেব ও দৈত্যগণের স্রষ্টা যে প্রজাপতি, তিনি কশ্যপ। "কশ্যপো বৈ কূর্মঃ।"[৪]—কশ্যপই কূর্ম। কশ্যপের সূর্যস্বরূপতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।[৫] এখানে অবশ্য বিষ্ণুর সঙ্গে কূর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তবে প্রজাপতি বা কশ্যপ এবং বিষ্ণু স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং বিষ্ণুর কূর্মরূপ গ্রহণ একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সূর্যকে মহাসাগরে ভাসমান মৎস্য কল্পনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সাগর তলে অবস্থিত কূর্ম বা কূর্মরাজ কল্পনাও সুসঙ্গত।

শুক্লযজুর্বেদ বলছেন, "অপাং গম্ভন্ সীদ মা ত্বা সূর্যোঽভিতাপ্সীন্মাগ্নি-বৈশ্বানরঃ।"[৬]

১ মৎস্যপুঃ—২৪৯।২৬ ২ মহাঃ, আদিপর্ব—১৮।৮-৯ ৩ শতপথ ব্রাঃ—৭।৫।১।৫
৪ শতপথ—৭।৫।১।৫ ৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম—পৃঃ ৫০২-৫০৫ ৬ শুক্ল যজুঃ—১৩।৩০

—হে কূর্ম ! জলের গভীর স্থানে তুমি উপবেশন কর। তোমাকে সূর্য ও ও বৈশ্বানর অগ্নি যেন তাপিত না করে।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য মহীধর লিখেছেন, "কূর্মদেবত্যা কূর্মঃ প্রজাপতি-র্বাদিত্যো বা ।···হে কূর্ম! অপাং জলানাং গভানাং গভীরে স্থানে রবিমণ্ডলে ত্বং সীদ উপবিশ।"—অর্থাৎ কূর্ম দেবতা সম্পর্কিত এই মন্ত্র। কূর্ম প্রজাপতি অথবা আদিত্য। অপাং গভন অর্থে জলগণের গভীর স্থানে অর্থাৎ রবিমণ্ডলে তুমি উপবেশন কর।

অতএব মহীধরের মতেও কূর্ম প্রজাপতি বা আদিত্য। সূর্যমণ্ডলে কূর্মের অবস্থান। সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে কূর্মের আকার সাদৃশ্যই বিষ্ণুর কূর্মাবতার কল্পনার হেতু। P. Thomas-ও আদিত্য ও কূর্মকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন,—'This tortoise is the same as Aditya."[১]

কবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রে কূর্মাবতার তার বিরাট পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন।

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥

—ধরণী ধারণ হেতু চক্রাকার চিহ্নের দ্বারা গৌরবান্বিত তোমার বিশাল পৃষ্ঠ-দেশে পৃথিবী অবস্থান করে, কূর্মশরীরধারী কেশব, হে জগদীশ্বর হরি, তোমার জয় হোক।

কূর্মরূপী সূর্য কর্তৃক পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী ধারণ আর মীনরূপী সূর্য কর্তৃক পৃথিবী-তরণী আকর্ষণ একই ব্যাপার। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে কূর্ম মন্দর-পর্বতের পাদপীঠ। এক্ষেত্রে আলোকস্তম্ভ বা রশ্মিসমূহ মন্দর পর্বত, সূর্যের পরিভ্রমণপথ অনন্ত বা বাসুকি নাগ। সূর্যরশ্মি প্রভাবে মহাকাশে যে বিরাট আলোড়ন বা তরঙ্গভঙ্গ, তাই সমুদ্রমন্থন। মেরুরেখার চতুর্দিকে পরিক্রমণ ছাড়াও উত্তরে ও দক্ষিণে সূর্যের যে অফুরন্ত গতি-তারই ফলে ঋতুচক্রের আবর্তন। এই অনন্ত গতিচক্রই অনন্ত নাগ, তার উপরে বিষ্ণু মহাকাশ সমুদ্রে শয়ন করে থাকেন, দক্ষিণায়নে বিষ্ণুর শয়ন আর উত্তরায়ণে উত্থান। অনন্ত গতিচক্রকে কেন্দ্র করে চলে আকাশ-সমুদ্রমন্থন। আকাশ-সমুদ্রমন্থনেই জাত হয়েছেন চন্দ্র,—

১ Epics, Myths and Legends of India, P. Thomas—page 25

বিশ্বের শ্রী লক্ষ্মী,—জমে বর্ষার কাল মেঘ—আবির্ভূত হয় ইন্দ্রের ঐরাবত,—ধাবমান লঘুগতি শুভ্র মেঘও উড়ে চলে,—ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উদ্ভূত হয়। বিশ্বের সৌভাগ্য লক্ষ্মী যেমন এই সমুদ্র মন্থন থেকেই ওঠেন, তেমনি অমৃতরূপে বারিধারা নামে পৃথিবীতে আবার বিশ্বব্যাপী কালকূটেরও উদ্ভব এখান থেকেই।

সমুদ্র মন্থনের গল্পের মত গল্প অন্যান্য দেশের ধর্মপ্রথাদিতেও পাওয়া যায়।

"This resembles in tone, if not in detail the Babylonian creation myths: telling of a primaeval abyss of waters and a great serpent which is slain by the Gods who use its body as the material for making heavens and earth."[১]

মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় কূর্মস্থান একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। এখানে কূর্মাবতারের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিষ্ণুর কূর্মমূর্তি বর্তমান।[২]

নৃসিংহাবতার—বিষ্ণুর আর এক অবতার নৃসিংহ বা নরসিংহ—অর্ধমানব ও অর্ধসিংহ। এই অবতারে তিনি হিরণ্যকশিপু নামক দানব বধ করেছিলেন। অথর্ববেদে হিরণ্যকশিপু শব্দটি পৃথিবীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে—"হিরণ্যবর্ণা সুভগা হিরণ্যকশিপুর্মহী।"[৩]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নরসিংহ অবতারের ইঙ্গিত আছে। নরসিংহ অবতারের মূল ঋগ্বেদেই আছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে হিংস্র, গিরিশায়ী, আরণ্যপ্রাণী বা সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।[৪]

—ভয়ংকর, হিংস্র, গিরিশায়ী, আরণ্যজন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।[৫]

শুক্লযজুর্বেদে (৫।২০) গৃহীত এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "গিরিষ্ঠাঃ পর্বতস্থিতঃ কুচরঃ কুৎসিতচারী প্রাণীবধ জীবনো ভীমঃ ভয়ংকরো মৃগো ন সিংহ ন যথা বীর্যেন স্তূয়তে তদ্বৎ।" অর্থাৎ পর্বতে বিচরণকারী প্রাণীবধে জীবন ধারণ করায় কুৎসিৎ আচরণকারী ভয়ংকর মৃগ বা সিংহের মত বিষ্ণু স্তুত হন।

১ Hinduism & Buddhism, vol. I—page 61

২ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ, চারুচন্দ্র শ্রীমানি—পৃঃ ৪২ ৩ অথর্ব—৫।২।৮।১০

৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সিংহসদৃশ বা সিংহরূপী বিষ্ণুই নরসিংহ অবতারে পরিণত হয়েছেন। তিনি হিরণ্যকশিপু বা পার্থিবাগ্নির জেতা। এ থেকেই সম্ভবতঃ পুরাণে বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপু বধের পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়েছে। নৃসিংহমূর্তি ভারতবর্ষের নানাস্থানে মন্দিরে দেখা যায়। প্রাচীন ভাস্কর্যেও অপ্রতুল নয়। তিরুচিরাপল্লীর জেলায় নরসিংহক্ষেত্রে নৃসিংহ দেবের মূর্তি আছে। প্রসিদ্ধি আছে যে প্রহ্লাদ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১]

হয়গ্রীব অবতার—বিষ্ণুর আর এক অবতার হয়গ্রীব। বিষ্ণু এক সময়ে তপোরত অবস্থায় বল্মীকাবৃত হয়েছিলেন। দেবগণ যজ্ঞার্থে তাঁর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বৃহস্পতির নিকট থেকে বিষ্ণুর তত্ত্ব জ্ঞাত হন। তাঁরা বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে কীটগণকে সর্বভুক্ হওয়ার বর দিয়ে বিষ্ণুর ধনুর্গুণ ছেদন করতে অনুরোধ করলেন। ধনুর্গুণ ভক্ষিত হওয়ার আঘাতে বিষ্ণুর শির ছিন্ন হয়ে স্বর্গপথে ধাবিত হয়।

শুণে চ ভক্ষিতে তস্মিংস্তৎক্ষণাদেব ভূমিতে।
জ্যাঘাতকোটিভিঃ সার্ধং শীর্ষং ছিত্বা দিবং গতম্॥[২]

তখন দেবগণের অনুরোধে বিশ্বকর্মা অশ্বের মস্তক ছিন্ন করে বিষ্ণুর স্কন্ধে যোজনা করেছিলেন—

দৃষ্টং তদা সুরৈঃ সর্বৈ র্যথাদশমথানয়ন্।
ছিত্বা শীর্ষং মহীপাল কবন্ধাদ্বাজিনো হরেঃ॥
কবন্ধে যোজয়ামাস বিশ্বকর্মাতিচতুরঃ॥[৩]

হয়গ্রীব সম্পর্কে আর একপ্রকার কাহিনী পুরাণে আছে। এই উপাখ্যানে সমুদ্রতনয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে বিষ্ণু হেসেছিলেন। সম্ভবতঃ সপত্নীর কথা স্মরণ করে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে উপহাস করছেন, এই ভেবে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন: তোমার মুণ্ড ছিন্ন হয়ে লবণসমুদ্রে পতিত হবে।

আর একবার মহাদৈত্য হয়গ্রীব দেবী মহামায়াকে তুষ্ট করে বর যাচ্ঞা করেছিল:

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নান্যস্মাদপরাধিকে।
ইতি মে বাঞ্ছিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্॥[৪]

১ শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৩২
২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, দ্বারকামাহাত্ম্য—১৪।৩০
৩ তদেব—১৪।৯-১০
৪ দেবীভাগবত—৫।১০০

—হয়গ্রীব ছাড়া আর কারো হাতে আমার মৃত্যু হবে না, এই মনোবাঞ্ছা জগজ্জননী পূর্ণ কর।

দেবীও দানবের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন তথাস্তু বর দিয়ে।

কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হয়ে কণ্ঠদেশে জ্যাযুক্ত ধনু রেখে নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন। তারপর দেবগণ যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়ে বিষ্ণুর অন্বেষণে গমন করে যোগনিদ্রায় বিষ্ণুকে দেখলেন। বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বম্রী বা উইপোকা সৃষ্টি করেছিলেন। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি যজ্ঞকালে অগ্নিতে নিক্ষেপের সময় ভূমিতে পতিত ঘৃত বম্রীদের ভোজ্যরূপে নির্দেশ করলেন। বম্রীগণ ধনুকের অগ্রভাগ ভোজন করে ফেললে জ্যা ভূমিতে পতিত হোল,—জ্যাযুক্ত ধনুকের আঘাতে বিষ্ণুর মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হোল। দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে দেবী মহামায়া বললেন, দুরাত্মা হয়গ্রীবের অত্যাচার হ'তে মুক্তির জন্যই বিষ্ণুর শির ছিন্ন হয়েছে। অতএব শীঘ্র কোন অশ্বের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বিষ্ণুর কবন্ধে ত্বষ্টা সংযোজিত করুন। দানব হয়গ্রীব ভগবান হয়গ্রীবের দ্বারা নিহত হবে।

> তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্যাস্য সমুৎকৃত্য মনোহরম্।
> দেহেহস্য বিশিরো বিষ্ণোস্ত্বষ্টা সংযোজয়িষ্যতি।
> হয়গ্রীবোঽথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমসুরম্।
> পাপিষ্ঠং দানবং ক্রূরং দেবানাং হিতকাম্যয়া॥[১]

হয়গ্রীব-বিষ্ণু হয়গ্রীব-দানবকে বধ করে দেবতাদের নিষ্কণ্টক করেছিলেন।

বিষ্ণুর অশ্বমুণ্ড ধারণের সঙ্গে সূর্যের অশ্বরূপ গ্রহণের সম্পর্ক আছে বলে মনে করি। সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী রূপধারিণী সরণ্যুর (পুরাণের সংজ্ঞা বা সূর্যা) সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মদান করেছিলেন। সূর্যের কিরণও অশ্ব। অগ্নিও অশ্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।[২] শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিই অশ্ব—"অগ্নির্বা অশ্বঃ"।[৩] হয়গ্রীববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ।[৪] বিষ্ণু শব্দের অর্থ ব্যাপক, অশ্ব শব্দের অর্থও ব্যাপনশীল। সুতরাং হয়গ্রীব অবতার সূর্যাগ্নির অশ্বরূপ গ্রহণের সঙ্গে অভিন্ন। দধীচিও অশ্বমুণ্ড ধারণ করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। অশ্বশিরা দধীচির অশ্বমুণ্ড ইন্দ্র ছিন্ন করেছিলেন। এই উপাখ্যানই কি হয়গ্রীব বিষ্ণু কর্তৃক হয়গ্রীব দানববধের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে?

---

১ দেবীভাগবত—৫।১০৪-০৫ ২ অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য

৩ শতপথ—৩।৩।৪।৫ ৪ ১ম পর্বের ইন্দ্রপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

বিষ্ণু-নারায়ণ—বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২।৫।২৪) কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ এবং দামোদর বিষ্ণুর এই দ্বাদশ নাম উল্লিখিত হয়েছে। যিনি বিষ্ণু, তিনিই নারায়ণ,—তিনি অনন্ত নাগের উপরে শয়ন করে থাকেন। জলের নাম নার, তাই নারে যাঁর অয়ন বা বাস তিনিই নারায়ণ।

আপো নারা বৈ তনব ইত্যেবং নাম শুশ্রুমঃ।
অপ্সু শেতে যতস্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥[1]
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥[2]
আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ আপো বৈ নরসূনবঃ।
তাঃ যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥[3]

বিষ্ণু শয়ন করেন যে জলে সেই জল অবশ্যই মহাকাশ। নারায়ণ ত সূর্যই,—সূর্যমণ্ডলেই তাঁর অবস্থান,—সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণই সদা ধ্যেয়—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ।

ঋগ্বেদের যিনি সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ তিনিই নারায়ণ। শতপথ ব্রাহ্মণেই এ সত্য স্বীকৃত। "পুরুষং হ নারায়ণং প্রজাপতিরুবাচ। পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত। অতিতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি।"[4] —পুরুষরূপী নারায়ণকে প্রজাপতি বললেন। পুরুষ-নারায়ণ ইচ্ছা করলেন, আমি সকল ভূতকে অতিক্রম করবো,—আমি এই সবই হব।

নারায়ণ জলে (আকাশে) শয়ন করেন বলেই তিনি পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত। "ইমে বৈ লোকাঃ পূরয়মেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরি শেতে তস্মাৎ পুরুষঃ… ।"[5]

—এই সমস্ত লোক পূর্ণ করেন বলেই পুরুষ, যিনি পবিত্র করেন, তিনিই এখানে (জলে) শয়ন করেন, তাই তিনি পুরুষ।

মধুকৈটভ বধ—মহাসাগরে ভাসমান অনন্ত নাগ সূর্যের পরিক্রমণ পথ—অনন্ত কক্ষপথ। এই মহাসলিলে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণ বধ করেছিলেন মধু-

১ ব্রহ্মাণ্ডপু:—৩।৫ ২ হরিবংশ—১।২৮ ৩ মনু সং—১।১০
৪ শতপথ—১৩।৬।১ ৫ শতপথ—১৩।৬।২

কৈটভ নামে দুই দৈত্য। তাই তিনি মধুসূদন বা মধুকৈটভারি। রুদ্ররূপে বিশ্ব সংহার করার পর শেষনাগের উপরে ভাসমান ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে আসীন ব্রহ্মা পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। তৎকালে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়—

তদা মহাসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।[১]
তস্মিন্‌কালে মহাঘোরে বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদ্দ্বিজ।
জাতৌ মহাসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমন্তৌ তৌ দানবাবতিদারুণৌ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাভিকমলে ব্রহ্মাণং তাবপশ্যতাম্॥
তং হন্তুমথ দৈত্যৌ তৌ মহাবল পরাক্রমৌ।
উভয়ং চক্রতুর্বিপ্র ক্রোধসংরক্তলোচনৌ॥[২]

ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য যোগনিদ্রা মহামায়ার স্তব করলেন। যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করলে বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে পঞ্চ সহস্র অথবা দশ সহস্র বৎসর দানবদ্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত রইলেন। তখন মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ দানবদ্বয় বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হোল।

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥[৩]

বিষ্ণু প্রার্থনা করলেন দানবদ্বয়ের মৃত্যু। মায়ামোহিত দৈত্যযুগল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জলময় দেখে বললে, যেখানে জল নেই সেখানে আমাদের বধ কর।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ।[৪]
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান কমলেক্ষণঃ॥
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।[৫]
যাত্রথা বাং মহী যত্র জলহীনা জনার্দন।[৬]

এই কথা শুনে বিষ্ণু দানবদ্বয়কে নিজের জঘনে স্থাপন করে বধ করলেন।

১ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ২ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগসার—১।৩৮-৪০
৩ ঐ ৪ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ৫ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১।৬০

মহাসুরৌ ততস্তৌ তু আনীয় জঘনং প্রতি।
নিহতৌ সহসা বিপ্র চক্রিণা চক্রধারয়া॥[১]
তথেত্যুক্তা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥[২]

মৎস্যপুরাণে বিষ্ণু যোগময় অবস্থাতেই নিজ বাহু বহুযোজন বিস্তৃত করে দৈত্যদ্বয়কে আকর্ষণ করতে লাগলেন—

ক্ষণমেব ততঃ শ্রীমান্ বহুযোজনবিস্তৃতম্।
বাহুং নারায়ণো দেবঃ কৃতবানাত্মমায়য়া॥
কৃষ্যমাণৌ ততস্তৌ তু বাহুনা বাহুশালিনঃ।[৩]

মহাবাহু বিষ্ণুর বাহুদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দানবদ্বয় বিষ্ণুর স্তব করতে থাকে এবং ভগবানের হাতে মৃত্যুর অভিলাষ জ্ঞাপন করায় নারায়ণ তাতে স্বীকৃত হলেন এবং অসুরদ্বয়কে স্বীয় উরুতলে স্থাপন করে মন্থন করতে লাগলেন—

মমন্থ তাবুরুতলেন বৈ প্রভুঃ।[৪]

মধু ও কৈটভের মেদ থেকে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল বলে পৃথিবীর নাম মেদিনী।

মধুকৈটভয়োঃ পূর্বং মেদসা সম্পরিপ্লুতা।
ইয়মাসীৎ সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা॥[৫]

পদ্ম সূর্যের প্রতীক। কিরণমালা শোভিত সূর্য প্রস্ফুটিত শতদলের আভাস আনয়ন করে। সূর্যের পরিসাদৃশ্য বিষ্ণুর নাভিপদ্ম কল্পনার মূলে। এই নাভিপদ্মেই সমাসীন সৃষ্টির দেবতা পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা—সূর্যেরই অপর মূর্তি। মধু ও কৈটভ নামে অসুরযুগল সবতই বৃত্র প্রভৃতির মত আলোকাবরক মেঘ বা অন্ধকাররূপী অশুভ শক্তি। বিষ্ণুরূপী সূর্য অন্ধকারের দানবদের বধ করেছিলেন। ইন্দ্র অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রাধান্য ক্রমশঃ বর্ধিত হতে থাকলে পুরাণকারগণ ইন্দ্রের দানববধের অনুরূপ বিষ্ণু কর্তৃক বহুতর অসুর নাশের কাহিনী রচনা করেছিলেন। এগুলি সবই পুরাতন কাহিনীর নব রূপায়ণ।

বিষ্ণুর মহাসমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ন ও নাভিপদ্মে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অবস্থানের যে কাহিনী পুরাণে স্থান লাভ করেছে তার মূলও রয়েছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা সম্পর্কে একটি সূক্তে আছে :

১ পদ্মপুঃ, ক্রিয়াযোগ—১।৬১ ২ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১ অঃ ৩ মৎস্যপুঃ—১৭০।২১-২২
৪ মৎস্যপুঃ—১৭০।৩০ ৫ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৮০।২

কং স্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥[1]

—জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন?

সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন।[2]

জলের গর্ভ হয়েছিল। এই গর্ভ অবশ্যই ব্রহ্মাণ্ড। এই জলেই ছিলেন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বিশ্বকর্মা (রমেশচন্দ্রের অনুবাদে অজাত পুরুষ), তাঁর নাভিতে দেবগণের অধিষ্ঠান। অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর বিবরণ এখানে বীজাকারে বর্তমান।

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অভিমতের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর (বৈষ্ণব মূর্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইহা শেষশায়ী বিষ্ণুরূপে বর্ণিত) রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই, উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার রূপকল্পনা হইতে উদ্ভূত।"[3]

বৈদিক বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি পুরাণের ব্রহ্মার সঙ্গে মিশে গেছেন। অজ ব্রহ্মারই এক নাম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা বিশ্বকর্মার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন তফাৎ নেই। তাই বিশ্বকর্মার বিবরণ বিষ্ণুতে আরোপিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে জল গর্ভ ধারণ করেছিল সেই জল মহাকাশরূপে গৃহীত হলে জলের গর্ভ বা বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর আবির্ভাব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

মধুসূদন—মধুদৈত্য বধের জন্যই বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। ডঃ সুকুমার সেন মধুসূদন নামের একটি নূতন অর্থ পরিবেশণ করেছেন। "ঋগ্বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গে প্রায় সর্বদাই তাঁহার পরম পদে মধুর প্রস্রবণের এবং সে মধুভোগে দেবতাদের পরম উৎসাহের উল্লেখ আছে (বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ)। সুতরাং মধু উৎসের অধিকারী ও ভাণ্ডারী বলিয়াই বিষ্ণুর নাম মাধব। 'মাধব'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'মধুসূদন' নামটিতে বৈদিক বর্ণনার ইঙ্গিত আছে। 'সূদন' মানে পাচক, পরিবেষণকারী। মাধব নামের কল্পিত ব্যুৎপত্তির প্রভাবে মধুসূদন নামেরও বিকৃত

১ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৫-৬   ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত   ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৮০

ব্যুৎপত্তি চালিত হইয়াছে। সূদ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, পরিবেশন করা, গুছাইয়া রাখা, ঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুতরাং মধুসূদন নামের আসল অর্থ মধু পরিবেষণকারী বা মধুভাণ্ডারী।"[১]

E. W. Hopkins-এর মতে মধুসূদন পরিণত অবস্থার সূর্য। "Perhaps Madhusudana also implies that Viṣṇu is the ripen Sun, interpreted as slayer of Madhu."[২]

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মধু শব্দের এক অর্থ অমৃত। এই অমৃতই ছিল সমুদ্রমন্থনের লক্ষ্য। দেবতারাই অমৃত পানের অধিকারী হয়েছিলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় যে বিদ্যার দ্বারা সেই বিদ্যা অমৃত বা মধুবিদ্যা নামে খ্যাত। ঐ বিদ্যারই অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্ মধুবিদ্যার প্রবক্তা। মধুবিদ্যার উৎস সূর্য বা বিষ্ণু। এই হেতু বিষ্ণু 'মধু'-র ভাণ্ডারী। মাধব শব্দের সাধারণ অর্থ করা হয় লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বা নারায়ণ। ডঃ সেন মাধব ও মধুসূদনকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন। মধুসূদন বা মাধব শব্দের আদিম অর্থ যাই হোক, পৌরাণিক মধুদৈত্যবধের কাহিনী গড়ে উঠেছে ইন্দ্রের দৈত্যবধের সাদৃশ্যে, তাতে সন্দেহ নেই। মুর নামে অপর একটি দৈত্যকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর আর একটি নাম মুরারি। পরবর্তীকালে বিষ্ণুরই অপর মূর্তি শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হয়েছে বহুসংখ্যক দানব-দানবী বধের কাহিনী।

বিষ্ণুপ্রতিমা—বিষ্ণুপূজা সমগ্র ভারতবর্ষে বহুব্যাপক। কখনও প্রতীকরূপে, কখনও বিভিন্ন আকারের দেববিগ্রহরূপে, কখনও অবতাররূপে তিনি পূজা পেয়ে আসছেন খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে এবং অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিষ্ণুর প্রভাব অপ্রতিহত। বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণের যে বিবরণ আছে, 'প্রতিমা লক্ষণ' অধ্যায়ে পুরাণে-তন্ত্রে বিষ্ণুর বহুবিধ রূপ ও ধ্যানমন্ত্র যেভাবে বিচিত্রতা লাভ করেছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বিষ্ণুমূর্তির ব্যাপকতা এত বেশী যে, পুরাণ ও পুরাণোত্তর হিন্দুধর্মকে ব্যাপকার্থে বৈষ্ণবধর্ম বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কালিকাপুরাণে বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা অনুসারে বিষ্ণু চতুর্ভুজ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্ফটিকশুভ্র অথবা নীলমেঘবর্ণ গরুড়ের উপরে পদ্ম, তদুপরি পদ্মাসনে সমাসীন, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলে বনমালা, কিরীটকুণ্ডল ও কেয়ূর শোভিত,—সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত শূন্যে বিরাজমান।

---

১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ২ Epic Mythology, page—202

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং কচ্চিন্নীলাম্বুদচ্ছবিম্॥
গরুড়োপরি গুল্লাব্জে পদ্মাসনগতং হরিম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্॥
কেয়ূর কুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্॥
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রোদ্যানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে।[১]

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) বিষ্ণু প্রতিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

প্রতিমা রচিতা তেন মহাবিষ্ণোঃ শিলাময়ী।
নবীন নীরদশ্যামা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী চ চতুর্ভুজা॥
লক্ষ্মীসরস্বতীযুতা বনমালা বিভূষিতা।
সমস্ত লক্ষণৈর্যুক্তা ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ॥[২]

—শিল্পী কর্তৃক রচিত মহাবিষ্ণুর শিলাময়ী প্রতিমা। নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পদ্মপত্রের মত চক্ষু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্বাহুসমন্বিত, লক্ষ্মী সরস্বতী শোভিত, সমস্ত শুভলক্ষণযুক্ত এবং বনমালাভূষিত।

বৃহৎসংহিতায় বিষ্ণুর দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ এবং অষ্টভুজ—এই ত্রিবিধ বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনা পাই :

কার্যোঽষ্টভুজো ভগবাংশ্চতুর্ভুজো দ্বিভুজ এব বিষ্ণুঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ॥
অতসীকুসুমশ্যামঃ পীতাম্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ।
কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃ স্থলাংসভুজঃ॥
খড়্গগদাশরপাণির্দক্ষিণতঃ শান্তিদশ্চতুর্থকরঃ।
বামকরেষু কার্মুকখেটকচক্রাণি শঙ্খশ্চ॥
অথ চতুর্ভুজমিচ্ছতি শান্তিদ একো গদাধরশ্চান্যঃ,।
দক্ষিণ পার্শ্বে হেবং বামে শঙ্খশ্চ চক্রঞ্চ॥
দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোঽপরশ্চ শঙ্খধরঃ॥[৩]

---

১ কালিকাপুঃ—২২।৩২-৩৪ ২ পদ্ম, ক্রিয়াঃ—৫।৩৮-৪২ ৩ বৃহৎ সং—৫৮।৩১।৩৫

—ভগবান বিষ্ণুর প্রতিমা অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ করবে। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তভমণিভূষিত, অতসীপুষ্পের মত শ্যামবর্ণ, (স্বর্ণবর্ণ), পীতবসনপরিহিত, প্রসন্নমুখ, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে মুকুট, স্থূল গলদেশ, বক্ষ, স্কন্ধদেশ এবং বাহু, খড়্গ, গদা, শর এবং শান্তিদমুদ্রা দক্ষিণের চতুর্বাহুতে, ধনু, খেটক (বাণ), চক্র এবং শঙ্খ চার বামবাহুতে থাকবে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণস্থ দুই বাহুর একটিতে শান্তিদমুদ্রা, অন্যটিতে গদা, দক্ষিণের দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র। দ্বিভুজ বিষ্ণুর একটি হাতে শান্তিদমুদ্রা, অপর হস্ত শঙ্খধারী।

অগ্নিপুরাণে বিষ্ণুমূর্তি অষ্টভুজ—

বিষ্ণুরষ্টভুজস্তার্ক্ষ্যে করে খড়্গস্তু দক্ষিণে।
গদাশরশ্চ বরদো বামে কার্মুকখেটকে ॥[1]

—অষ্টভুজ গরুড়াসীন, দক্ষিণহস্তে খড়্গ, গদা, শর ও বরদমুদ্রা, বামে ধনু ও খেটক।

শুক্রনীতিসারে বিষ্ণু চতুর্বাহু—বরাভয়, শঙ্খ, পদ্ম ও গদাহস্ত—

বরাভয়াব্জশঙ্খাঢ্যহস্তো বিষ্ণোশ্চ সাত্ত্বিকী।[2]

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) চতুর্ভুজ বিষ্ণু গরুড়ে সমাসীন :

দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ঘনশ্যামং মহোদরম্ ॥
সর্বাভরণশোভাঢ্যং সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥
পীতেন বাসসা যুক্তং রাজমানং সুরেশ্বরম্।
বৈনতেয়ং সমারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥[3]

—মেঘের মত শ্যামবর্ণ বিশ্বেশ্বর, সর্বপ্রকার আভরণে ভূষিত, সর্বপ্রকার আয়ুধশোভিত, দিব্যলক্ষণসম্পন্ন, পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট, পীতবাসপরিহিত, শোভমান সুরেশ্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়ের উপর সমাসীন বিষ্ণুকে দর্শন করবে।

তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুর অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজম্।
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্ ॥
কোটীরাঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥[4]

---

১ অগ্নি—৪৯।১৬ ২ শুক্রনীতি—৪।৪।১৫৭ ৩ পদ্ম., ভূমি:—১৮।৪২-৪৪
৪ সারদা তিলক—১৪।২২

—উদীয়মান কোটিসূর্যকিরণের মত বর্ণযুক্ত, শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণকারী, ইন্দিরা ও বসুমতী দুই পার্শ্বে শোভমানা ; মেখলা, অঙ্গদ ও কুণ্ডল-ধারণকারী, পীতাম্বরধারী, কৌস্তুভমণিধারী, উজ্জ্বল, বিশ্বধারণকারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভিত।

পঙ্কজং দক্ষিণে যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি ।
বামাধস্তু গদা যস্য চক্রঞ্চোর্ধ্বে ব্যবস্থিতম্ ।।[১]

—যাঁর (নিম্ন) দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, উপরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বামে নিম্নহস্তে গদা, ঊর্ধ্বে চক্র বর্তমান।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটং মণিমুকুটকটিসূত্রকেয়ূরহার-
গ্রৈবেয়োর্ম্যাদিমুখ্যাভরণমণিগণোদ্ভাসিদিব্যাঙ্গরাগম্ ।।
বিশ্বাকাশাবকাশপ্রবিততময়ুতাদিত্যসংকাশমুক্ত-
বাহ্বগ্রব্যগ্রনানায়ুধনিকরধরং বিশ্বরূপং নমামি ।।[২]

—উজ্জ্বল কিরীট, মণিমুকুট, কটিসূত্র, কেয়ূর, হার, গ্রৈবেয়, আস্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান অলংকারের দীপ্তিতে উজ্জ্বল যাঁর দিব্যদেহকান্তি, প্রকাশিত অযুত সংখ্যক সূর্যতুল্য উদ্গত বাহুর অগ্রভাগে নানাপ্রকার আয়ুধধারী বিশ্বরূপকে নমস্কার করি।

বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ ।
আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্ ।[৩]

—কোটিসংখ্যক শরৎকালীন চন্দ্রের বর্ণ , শঙ্খ, রথাঙ্গ (চক্র) গদা ও পদ্মধারী, শুভ্রপদ্মে অবস্থিত, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে মস্তক যাঁর উজ্জ্বল, যাঁর কঙ্কণ দীপ্তিমান, শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিতবক্ষ, কৌস্তুভধারী, মুনিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা স্তুত বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

তন্ত্রসারে বিষ্ণুর আর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। ধ্যানটি এই :

উদ্যৎপ্রদ্যোতন শতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্ ।

১ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ২ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২০।২১ ৩ সারদা তিলক—১৭।৩১

নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমুদকী চক্রপাণিম্ ॥[১]

—উদীয়মান সূর্যের ন্যায় যিনি অতিতেজস্বী, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জল-কান্তি, যাঁহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী ও বামভাগে পৃথিবী সেবা করিতেছেন, বিবিধ রত্নখচিত বহুবিধ ভূষণে যিনি ভূষিত, যাঁহার কটিতটে পীত বসন, যাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র বিরাজিত, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি।[২]

এই সকল ধ্যানমন্ত্রেও প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিষ্ণুকে প্রধানতঃ চতুর্ভুজরূপেই পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও তিনি অষ্টভুজ, কখনও দ্বিভুজ, তবে অধিকাংশ স্থলেই তিনি চতুর্ভুজ। বিষ্ণুর চারিবাহু চারিটি দিকের এবং অষ্টবাহু চার কোণ সহ আটদিকের প্রতীক। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বক্ষে কৌস্তুভ ও শ্রীবৎসচিহ্ন। এগুলি সবই সূর্যের প্রতীক। বিষ্ণুর বর্ণ অতসী পুষ্পের মত, সূর্যের মত অথবা শরচ্চন্দ্রের মত। বিষ্ণুর বর্ণকল্পনাও সূর্যের বর্ণসাদৃশ্যে কোন কোন বর্ণনায় বিষ্ণুর একপার্শ্বে বসুমতী (পৃথিবী) ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী। সৌভাগ্যের দেবতা লক্ষ্মী ও পৃথিবী সঙ্গতভাবেই সূর্য-বিষ্ণুর পত্নী। পরবর্তীকালে পৃথিবীর স্থান নিয়েছেন সরস্বতী। কোন কোন পুরাণে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারেরও বর্ণনা আছে। মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বিষ্ণুর বরাহ, বামন ও নরসিংহ মূর্তির বিবরণ পাই। প্রতিমালক্ষণ থেকে মনে হয়, বিষ্ণুর স্বীয় রূপ ছাড়াও কোন কোন অবতারেরও মূর্তি গড়ে পূজা করা হোত।

বরাহ মূর্তি—বরাহ অবতারের বর্ণনা পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করছি :

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম॥
বিস্ময়োৎফুল্লবদনামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ।
দক্ষিণং কটিসংস্থন্তু করং তস্যাঃ প্রকল্পয়েৎ॥
কূর্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্র মূর্ধনি।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ॥[৩]

—এক্ষণে মহাবরাহরূপ বলিতেছি। সেই পদ্মহস্ত বরাহ কর দ্বারা গদা ধারণ করিয়াছেন ; তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা উৎপলান্বিত সর্বংসহা ধরণীকে উদ্ধার করিয়া বাম

১ তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ২০৭ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ মৎস্যপুঃ—২৬০।২৮-৩১

কূর্মরে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার মুখ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট এবং বদনসকল বিস্ময়োৎফুল্ল —উপর দিক হইতে বরাহের এইরূপ রূপই কল্পিত হইবে। বাম সক্থিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবস্থিত থাকিবে এবং দক্ষিণ পদ কূর্মোপরি ও বামপদ নাগেন্দ্র মস্তকে ন্যস্ত থাকিবে।[১]

স্কন্দপুরাণে (বিষ্ণু খণ্ড) বরাহ অবতারের ধ্যানমন্ত্র :

> শুদ্ধস্ফটিক শৈলাভং রক্তপদ্মদলেক্ষণং
> বরাহবদনং সৌম্যং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্ ॥
> শ্রীবৎসবক্ষসং চক্রশঙ্খাভয় করাম্বুজং
> বামোরুস্থিতয়া যুক্তং ত্বয়া মাং সাগরাম্বরে ॥
> রক্তপীতাম্বরধরং রক্তাভরণভূষিতম্ ।
> শ্রীকূর্মপৃষ্ঠমধ্যস্থশেষমূর্তাজসংস্থিতম্ ।[২]

—বিশুদ্ধ স্ফটিকের পর্বতের মত বর্ণ, রক্তপদ্মের মত চক্ষু, বরাহের মুখ, চতুর্বাহু, মাথায় মুকুট, বক্ষে শ্রীবৎস, চক্র, শঙ্খ, অভয় মুদ্রা হাতে, বামোরুস্থিতা ধরণীযুক্ত, রক্ত-পীতবস্ত্র পরিহিত, রক্তবর্ণের অলংকার মণ্ডিত, কূর্মের পৃষ্ঠে অবস্থিত, শেষনাগের মূর্তি পদ্মে সমাসীন।

তন্ত্রসারে উদ্ধৃত বরাহমূর্তি :

> আপাদং জানুদেশাদ্বরকনকনিভং
> নাভিদেশাদধস্তান্মুক্তাভং
> কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নীলভাসম্ ।
> ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণদরৌ
> খড়্গখেটৌ গদাখ্যাং শক্তিং দানাভয়ে চ,
> ক্ষিতিধরণলসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥[৩]

—যাঁহার জানুদেশ হইতে পাদ পর্যন্ত সুবর্ণবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত মুক্তাবর্ণ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত নীলবর্ণ ; যিনি হস্তসমূহদ্বারা চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, গদাশক্তি, বর মুদ্রা ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যিনি দংষ্ট্রো-পরি পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই আদি বরাহকে স্তুতি করি।[৪]

এখানে বরাহদেব অষ্টভুজ, স্কন্দপুরাণের বর্ণনায় চতুর্ভুজ। হস্তে ধৃত বস্তু-নিচয় বিষ্ণুরই অনুরূপ। ফলতঃ বরাহ ও সূর্য-বিষ্ণু সর্বপ্রকারেই অভিন্ন।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
২ স্কন্দপু. বিষ্ণু খ. বেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য—২।১৮-১৬
৩ শাঃ তিঃ—১৩।১০৮
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

নরসিংহ মূর্তি—মৎস্যপুরাণে নরসিংহ অবতারের প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে :

নারসিংহস্তু কর্তব্যঃ ভুজাষ্টকসমন্বিতঃ
রৌদ্রঃ সিংহাসনঃ তদ্বিদারিতমুখেক্ষণম্ ।
স্তব্ধপীনসটাকর্ণ দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্ ।
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ ।
বমন্তং রুধিরং ঘোরং ভ্রূকুটীবদনেক্ষণম্ ।
যুধ্যমানশ্চ কর্তব্যঃ কচিৎকরণখড়্গৈঃ ।
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ।[1]

—অতঃপর নরসিংহ মূর্তি কথিত হইতেছে। এই নরসিংহ অষ্টবাহুবিশিষ্ট ও রৌদ্রসিংহাসন সমন্বিত হইবেন এবং তাঁহার মুখশোভা ভীষণাকার হইবে। তিনি যেন আকর্ণবিস্তৃত সটাদ্বারা দিতিসুতকে বিদীর্ণ করিতেছেন, তাহাতে যেন ঐ দানবের নাড়ীসকল বাহির হইয়া পড়িতেছে ও ভ্রূকুটীভীষণ মুখ নরসিংহ কর্তৃক বিদারিত দানব মুখদ্বারা যেন রুধির বমন করিতেছে। তিনি নখায়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত খড়্গ খেটকধারী দৈত্যগণকে যেন মুহুর্মুহু তর্জন করিতেছেন এবং অমরাধিপ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।[2]

শারদাতিলকে নৃসিংহের দুটি ধ্যানমন্ত্র কথিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মন্ত্র :

মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং
জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্ ।
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লস-
জ্জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ।[3]

—মাণিক্যময় পর্বতের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার ভীষণ মূর্তিতে রাক্ষসগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত, যাঁহার তিনটি নেত্র, যাঁহার করপদ্ম সর্বদা জানুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে, যাঁহার অলঙ্কারণে রত্নসমূহ ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, যিনি এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদনমণ্ডল বিশাল দংষ্ট্রায় ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে, সেই বদন হইতে বহির্গত জিহ্বা হইতে অনবরত বহ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যাঁহার মস্তকের কেশরাশি সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রভু নৃসিংহদেবের বন্দনা করি।[4]

---

১ মৎস্যপুঃ—২৬০।৩১-৩৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ শাঃ তিঃ—১৬।৭
৪ অনুবাদ—তদেব

অপর মন্ত্রটি এই :

কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্যনেত্রম্
পাদাদানাভিরক্তপ্রভমুপরি সিতং ভিন্নদৈত্যেন্দ্রগাত্রম্ ॥
শঙ্খং চক্রঞ্চ পাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণান্যুদ্বহন্তং
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥[১]

—যিনি ক্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক জিহ্বা সঞ্চালন করিতেছেন; চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাহার তিনটি নেত্র, চরণ হইতে নাভি পর্যন্ত দেহভাগ রক্তবর্ণ, তাহার উপরিভাগ শুক্লবর্ণ, যিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও পরশু ধারণ করিতেছেন ও হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করিয়াছেন, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বহির্গত মণিময় বিবিধ আভরণে বিভূষিত ভীষণ মূর্তি, এরূপ নৃসিংহদেবকে স্তব করি।[২]

তন্ত্রে নরসিংহের আর একটি বর্ণনা :

চক্রং শঙ্খঞ্চ দোর্ভ্যাং দধদনলসমজ্যোতিষা গ্রস্তদৈত্যঃ ।
জ্বালামালাপরীতং রবিশশিদহনত্রীক্ষণং দীপ্তজিহ্বং
দংষ্ট্রোগ্রং ধূতকেশং বদনমপি বহন্ পাতু বো নারসিংহঃ ॥[৩]

—চক্র ও শঙ্খ দুই হাতে, আগুনের মত জ্যোতি ধারণ করে দৈত্যকে বধ করছেন,—জ্যোতির্মালায় বেষ্টিত,—অগ্নির মত তেজ,—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তিন চক্ষু,—জ্বলন্ত জিহ্বা, তীক্ষ্ণ দন্ত, কম্পিত কেশর, কম্পিত মুখ নরসিংহ তোমাদের রক্ষা করুন।

আর একটি ধ্যানমন্ত্রে নৃসিংহদেব সূর্যাগ্নিতুল্য দীপ্তদেহ এবং ত্রিনয়ন :

অর্কানলোজ্জ্বলমুখং নয়নৈস্ত্রিভিশ্চ বহ্নিং বমন্তমবধূতজটাকলাপম্ ।
রক্তাভভূষমরিশঙ্খগদাসিবাহুং ভূয়োঽভিরাধয়তু মে চ মহানৃসিংহম্ ॥[৪]

—সূর্য ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলমুখ, তিন নয়নে অগ্নি উদ্গীরণকারী কম্পিতজটা-কলাপ, রক্তবর্ণ অলংকার পরিহিত; চক্র, শঙ্খ, গদা ও অসি হস্তে ধৃত মহা-নৃসিংহকে ভজনা করুক।

অগ্নিপুরাণে নৃসিংহ মূর্তির বর্ণনা :

চক্রশঙ্খৌ চতুর্বাহুর্নরসিংহশ্চতুর্ভুজঃ ।
শঙ্খচক্রধরো বাপি বিদারিত মহাসুরঃ ॥[৫]

—নরসিংহ চতুর্বাহু শঙ্খচক্রধারী মহাসুরবিদীর্ণকারী নরসিংহ।

---

১ শাঃ তিঃ—১৭।৩০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২০।৭
৪ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২০।৩১ ৫ অগ্নিপুঃ—৪৯।১৭

বামন মূর্তি—বামনাবতারের মূর্তি কিভাবে নির্মাণ করতে হবে? মৎস্য-পুরাণ বলছেন—

> তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোদ্ধতম্।
> পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥
> ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ।
> বন্ধনার্থং কুর্বন্তং গরুড়ং তত্র দর্শয়েৎ ॥[1]

—অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণকারী উদ্ধত ত্রিবিক্রম রূপ বর্ণনা করিতেছি। এই মূর্তির উপর দিক হইতে পাদপার্শ্বে বাহু হইবে এবং অধোদিকে কমণ্ডলুধারী বামন দণ্ডায়মান থাকিবেন। ঐ বামনের দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র ছত্র প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহার মুখখানি দীনভাবাপন্ন হইবে, তৎপার্শ্বে ভৃঙ্গারধারী বলিকে যেন গরুড় বন্ধন করিতেছে।[2]

মৎস্য ও কূর্মমূর্তি—মৎস্যপুরাণে মৎস্য এবং কূর্মাবতারের প্রতিমা নির্মাণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মৎস্য ও কূর্মের আকারে এই দুই অবতারের মূর্তি নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

> মৎস্যরূপং তথা মৎস্যং কূর্মং কূর্মাকৃতিং ন্যসেৎ ॥[3]

অন্যান্য অনুসারে কূর্ম নীলবর্ণ অথবা তমালতুল্য শ্যামলবর্ণ, চক্রধারী, বসুন্ধরা-ধারণকারী—

> মূর্ধ্নি তস্যাঃ সমাসীনং কূর্মং নীলাভমর্চয়েৎ।[4]
> কমঠচক্রধরং মূর্ধ্নি ধারয়ন্তং বসুন্ধরাং।
> তমালশ্যামলাং তত্র নীলেন্দীবরধারিণীম্ ॥[5]

হয়গ্রীব মূর্তি—হয়গ্রীব অবতারের দুটি ধ্যানমন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। হয়গ্রীব মন্ত্র:

> শরচ্ছশাংকপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্।
> রথাঙ্গশঙ্খার্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥[6]

—যাঁহার দেহকান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অশ্বের ন্যায় বদন এবং সর্বাঙ্গ মুক্তাময় আভরণে অলংকৃত, যাঁহার একহস্তে চক্র ও অন্যহস্তে শঙ্খ এবং অপর দুই হস্ত জানুদ্বয়ের উপরে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সেই হয়গ্রীব দেবকে ভজনা করি।

১ মৎস্যপু:—২৬০।৩৩-৩৬ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ মৎস্যপু:—২৬০।৩৯
৪ শারদা তিলক—৯।২৯ ৫ শারদা তিলক—৯।৩০ ৬ শারদা তিলক—১৫।৭২
৭ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

হয়গ্রীবের দ্বিতীয় মন্ত্র :

ধবলনলিননিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাব্জৈর্জপবলয় সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে।

দধদমলবস্ত্রাকল্পভালাভিরামং তুরগবদনবিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্রবিষ্ণুম্ ॥[১]

—যিনি শ্বেতপদ্মে উপবেশন করিয়া আছেন, যাঁহার মূর্তি দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র, যিনি হস্তে জপমালা, পদ্ম, পুস্তক ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন ; নির্মল বসনে বেশভূষা করিয়া যিনি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন, মুক্তবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় যিনি সর্বাগ্রগণ্য সেই অশ্বমুখ দেবতাকে নমস্কার করি।[২]

পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতিমালক্ষণ ও ধ্যানমূর্তি বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার বিশেষতঃ বরাহ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব এবং বামন প্রতিমার আকার লাভ করে পূজিত হতেন। কিন্তু এই মূর্তিগুলিতে বিষ্ণু যে মূলতঃ সূর্যাগ্নি তা অপ্রকটিত থাকে নি।

রামাবতার—বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্বাধিক পূজিত হন রাম ও কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাবণবধের উদ্দেশ্যে, আর শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বাপরের শেষে কংস ও অন্যান্য দানব বধ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধর্মহীন দুষ্টের বিনাশ সাধন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

রামচন্দ্র সূর্যবংশাবতংশ—সূর্যবংশের প্রদীপ। সূর্যের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ সম্পর্ক রামরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। রামচন্দ্রের জন্মের মূলেও আছেন অগ্নি। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করে রামাদি চারি পুত্র লাভ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন সূর্যাগ্নি সদৃশ প্রাজাপত্য (প্রজাপতি নন্দন) পুরুষ।

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্ ॥
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্যক্ষতনূজশ্মশ্রুপ্রবর মূর্ধজম্।
* * *
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।[৩]

১ তন্ত্রসার—বঙ্গবাসী সং—পৃঃ ২৬২ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১৬।১১-১২, ১৪

—তারপর যজ্ঞীয় অগ্নি থেকে অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন, অত্যদ্ভুত, মহাবীর্য ও মহাশক্তিসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রপরিহিত, রক্তবর্ণমুখ, দুন্দুভির মত কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, সিংহের কেশরসদৃশ, শ্মশ্রু ও কেশশোভিত—সূর্যের মত আকৃতিসম্পন্ন ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য পুরুষ আবির্ভূত হলেন।

এই পুরুষ দশরথকে বলেছিলেন :

প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ।[১]

—হে রাজন আমাকে প্রজাপতিসম্ভূত (অথবা প্রজাপতিপ্রেরিত) পুরুষ বলে জানবে।

এই প্রাজাপত্য পুরুষ যে চরু বা পায়স দশরথকে প্রদান করেছিলেন, সেই পায়স ভক্ষণ করে দশরথের তিন মহিষী চারটি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসারে অগ্নিদেব স্বয়ং পায়স নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন—

পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট্।[২]

সুতরাং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে রামাবতারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামচন্দ্র ও ইন্দ্র অভিন্ন, ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধই রাম-রাবণের যুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছে।

রামপত্নী সীতা উঠেছিলেন হলকর্ষণকালে। ইন্দ্র কৃষির দেবতা, তিনি বর্ষণের দ্বারা ভূমিকে হলকর্ষণের যোগ্য করে তোলেন।

বেদে সীতা শব্দের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। সীতা ঋগ্বেদের এক দেবতা। বেদের সীতা হলাগ্রভাগকৃত কর্ষণরেখা অথবা লাঙ্গল পদ্ধতি। ঋগ্বেদেই সীতা কৃষির দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। ঋষি সীতাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন :

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।[৩]

—হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও। আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন দান কর ও সুফল প্রদান কর। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন।[৪]

অথর্ববেদেও মন্ত্রটি আছে—ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্ণাতু।[৫] —ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন।

১ বাল্মীকি রামায়ণ, আদি কাঃ—১৬।১৩ ২ অধ্যাত্ম রামায়ণ—১।৩৩
৩ ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৬-৭ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—৩।১৭।৪

মনে হয় যেন সীতা বা কর্ষণরেখা (অথবা কৃষিদেবী) ইন্দ্রের পত্নী। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে কৃষিদেবী সীতা শীতাক্ষী, কমলনয়না ও পদ্মশেখরা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রামকাহিনীর যে নূতন অর্থ করেছেন, তদনুযায়ী সীতা হলচালন রেখা বা মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা।[১]

ইন্দ্রের সঙ্গে সীতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঋগ্বেদের আমল থেকে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে সীতাকে ইন্দ্রপত্নী বলা হয়েছে—"ইন্দ্রপত্নীমুপহ্বয়ে সীতাং সা মে ত্বনপায়িনী।"[২] —ইন্দ্রপত্নী সীতাকে আহ্বান করি, তিনি আমার দুঃখনাশিনী হোন।

কৃষিবিদ্যা বা কৃষিদেবী অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের পত্নীরূপে গৃহীত হয়েছেন। ইন্দ্র-সীতা অবশ্যই রামসীতায় পরিণত হয়েছেন। রামচন্দ্র-কর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ দ্বারা সীতার পাণিগ্রহণও একটি প্রাকৃতিক ব্যাপাররূপে গ্রহণ করা চলে। বৃষ্টিপাতের পরে সূর্যকিরণ প্রকাশিত হলে আকাশে ইন্দ্রধনু বা রামধনুর প্রকাশ ঘটে। সাধারণতঃ বর্ষার অপগমে শরতের শুরুতেই রামধনুর প্রকাশ ঘটে। শরতের শেষে রামধনু অদৃশ্য হয়। সুতরাং ধনুর অপগমে বা ভঙ্গে কৃষিদেবী সীতার সঙ্গে ইন্দ্রের মিলন ঘটে। এরূপ অবস্থায় ইন্দ্র রামেরই মূর্ত্যন্তর। সুতরাং রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধ ও সীতার উদ্ধার কাহিনীর ও ইন্দ্র কর্তৃক বৃষ্টিনিরোধক শক্তির (বৃত্রের) বিনাশ ও কৃষিদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অর্থাৎ সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্তরূপে পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা-উদ্ধার কাহিনী ইন্দ্রকৃত বারিবর্ষণে কর্ষণের অযোগ্য ভূমি-র (অহল্যা ভূমি) হল্যা বা হলকর্ষণ-যোগ্য করে তোলার রূপক হিসাবে গ্রহীতব্য। ইন্দ্র সূর্যেরই এক রূপ। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। যজ্ঞ থেকেই সৃষ্টি পর্জন্য বা মেঘের দেবতার। সুতরাং রামচন্দ্রের সূর্যবংশ ও যজ্ঞলব্ধ চরু থেকে জন্ম হওয়ার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বৃশ্চিকরাশি বা মূলা নক্ষত্রকে দশমুণ্ড রাবণ বলে গ্রহণ করলেও তাঁর মতে "শ্রীরাম ইন্দ্র। সীতা ইন্দ্রাণী অর্থাৎ ইন্দ্রশক্তি বারিবর্ষণশক্তি। সীতা বর্ষার বারি। রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। এক বৎসর সীতাকে দক্ষিণদেশবর্তী সাগরবেষ্টিত দ্বীপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

১ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিশিষ্ট ২ পারস্কর গৃহ্যসূত্র—২।১৭।৯

বৃষ্টি হয় নাই। রাম সেই বৃষ্টিরোধকারী রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিলেন। বৃষ্টি হইলে ধান্য উৎপন্ন হয়। ধান্যই ধন—ধান্যই লক্ষ্মী। এই হেতু সীতা লক্ষ্মী।... শ্রীরাম আদিতে ইন্দ্র, পরে বিষ্ণু হইয়াছেন। কর্মভেদে একেরই বহুবিধ নাম হইতে পারে।"[১]

সীতা বর্ষার বৃষ্টি নন—তিনি হলচালন রেখা বা লাঙ্গলপদ্ধতি, পরে কৃষিদেবী। বৃষ্টিনিরোধক দানব বৃত্র বা রাবণ কৃষিদেবীকে অপহরণ করেছিল, পরে ইন্দ্র পত্নী সীতাকে উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৃত্র বা রাবণকে বধ করে। রাবণ শব্দের অর্থ, যে শব্দ করে,—রু ধাতুতে ণি যোগ করে রাবি, রাবি শব্দে অন্ প্রত্যয় করে রাবণ। সুতরাং রাবণ শব্দে বৃষ্টিহীন গর্জনকারী মেঘ বোঝায়, বৃত্র-অহিও একই বস্তু। ইন্দ্র ও বিষ্ণু একই সূর্যের ভিন্নরূপ।

রামচন্দ্রর প্রধান ভক্ত এবং সহায় সাহচর হনুমান। হনুমান মরুতের পুত্র বা ভিন্নরূপে মরুৎ। মরুৎ আধুনিক কালেও মহাবীর বা হনুমানরূপে পূজিত হন। ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়। ঝড়বৃষ্টিকারী সূর্যাগ্নির তেজই মরুদ্‌গণ। সেইজন্যই মরুদ্‌গণ বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র বা রামের সহায়ক। আচার্য রায় লিখেছেন, "ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ ঝড়ের দেবতা। তাঁহারা রুদ্রের সন্তান। বৃষ্টির সময় ঝড় হইয়া থাকে। এই কারণে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহায়। হনুমান মরুদ্‌গণের পুত্র, অথবা মরুদ্‌গণ হনুমান হইয়াছেন। এই কারণেই হনুমানের এক নাম মারুতি। হনুমান রামের ভক্ত।"[২]

রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ঋষি কুৎসের সহায়তায় ইন্দ্র কর্তৃক দীর্ঘজিহ্বী নামে এক রাক্ষসী বধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীটিকে রামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কানিধন কাহিনীর প্রাক্‌রূপ বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাটি এই :

দীর্ঘজিহ্বী বা ইদং রক্ষো যজ্ঞহা যজ্ঞিয়ানবলিহত্তা চরন্তামিন্দ্রঃ কয়াচন মায়য়া হন্তুং নাশংসতাহথ হ সুমিত্রঃ কৌৎসঃ কল্যাণ আস তমব্রবীদিমচ্ছা ক্রন্দেতি তামচ্ছা ক্রন্দ সৈনমব্রবীন্নাহৈতস্য শুশ্রব প্রিয়মিব তু মে কুরুতেতি তামভ্যপন্নং তাং সংক্লৃত্যেহহতাম্।"[৩]—(অস্যার্থঃ) দীর্ঘজিহ্বী নামে রাক্ষসী দীর্ঘ জিহ্বার দ্বারা যজ্ঞের চরু পুরোডাশাদি লেহন করে যজ্ঞ বিনষ্ট করতো। ইন্দ্র কোন প্রকার মায়ার

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯২-৯৩ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯৩

৩ তাণ্ড্যমহাব্রা:—১৩৬৮

আশ্রয়েও তাকে হত্যা করতে পারেন নি। সেই সময় মৈত্রীভাবাপন্ন কল্যাণকর কুৎস ঋষি বর্তমান ছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, যেভাবে রাক্ষসী আমার অভিমুখী হয়, সেই উপায় বলুন। ঋষি সেই উপায় বলে দিলেন, সামগান করলেন। সেই রাক্ষসী অনুকূলা হয়ে ঋষিকে বললে, তোমার কথা শুনবো, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয় হও। ঋষি রাক্ষসীর প্রসন্নতার কথা ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করলেন। তখন ইন্দ্র ও ঋষি মিলিতভাবে সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে রাক্ষসীকে বধ করলেন।

বেদে ইন্দ্র রাক্ষসহন্তা। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বলেছেন, "দেবাণাং বৈ যজ্ঞং রক্ষাংস্য জিঘাংসংস্তাস্তেতেন ইন্দ্র সংবর্তয়মবাপদ্যৎ।"[১]

—রাক্ষসগণ দেবতাদের যজ্ঞ ধ্বংস করেছিল, ইন্দ্র তাদের এই সামমন্ত্র দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন।

সূর্য এবং অগ্নিও রাক্ষসদের নিহন্তা।

অপাসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ।[২]

—সেই দেব (সূর্য) রাক্ষসদের ও অসুরদের ধ্বংস করে অবস্থান করেছিলেন।

অথর্ববেদে দশশীর্ষ দশাস্য এক যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসের উল্লেখ আছে—সে রাক্ষস ব্রাহ্মণবংশীয়, যে প্রথমেই সোমপান করেছিল এবং বিষকে রসহীন করেছিল—

ব্রাহ্মণো যজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ।
স সোমং প্রথমং পপৌ স চকারারসংবিষম্॥[৩]

—প্রথমে দশশীর্ষ দশমুখ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি প্রথমে সোমপান করেছিলেন এবং বিষকে নির্বীর্য করেছিলেন।

এই দশমুখ ব্রাহ্মণতনয় রাক্ষসের সঙ্গে রামায়ণের রাবণের নিকট সম্পর্ক মনে হয়। রামায়ণের রাবণও ব্রাহ্মণতনয়। রামায়ণের রামচন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্র-বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রত্যক্ষদৃষ্ট। কিন্তু রামায়ণের কবি যে রামচন্দ্রের পুণ্যচরিত্র বর্ণনায় ব্রতী হয়েছিলেন সেই রামচন্দ্র একজন সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ। কাব্যারম্ভেই মহাকবি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেছেন—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চরিত্রেণ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥

---

১ তাণ্ড্যমহাব্রাঃ—১৪।১২।৭ ২ ঋবেদ—১।১৯১।১০ ৩ অথর্ব—৫।১৭।৬।১

আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥[১]

—কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে দুঃখ মহত্তম,—।[২]

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলেছিলেন—

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥
বুদ্ধিমান নীতিমান বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্॥

* * *

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্॥
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।…[৩]

১ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১।২-৪   ২ ভাষা ও ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৮, ৯ ; ১৬, ১৮, ১৭-২০

—লোকমুখে শুনেছি ইক্ষাকুবংশধর সংযতাত্মা, মহাবীর্যবান, তেজস্বী, ধৈর্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, নীতিমান্, বাগ্মী, সৌভাগ্যবান্, শত্রুহন্তা, বিপুল স্কন্ধ, বিশালবাহুসম্পন্ন, দীর্ঘগ্রীবাযুক্ত, বিশাল হনু-(চোয়াল)বিশিষ্ট, প্রজাপতির মত জগতের ধারণকর্তা, শত্রুধ্বংসকারী, জীবলোকের রক্ষাকর্তা, ধর্মের রক্ষাকর্তা, বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ত্বে অভিজ্ঞ, ধনুর্বেদে পারদর্শী, সর্বশাস্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান্···সকল গুণে ভূষিত, কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী, গাম্ভীর্যে সমুদ্রের মত, ধৈর্যে হিমালয়ের মত, বীরত্বে বিষ্ণুতুল্য, চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, ক্রোধে প্রলয়ানলতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীসদৃশ, ত্যাগে কুবেরের সদৃশ, সত্যে ধর্মের মত—এরূপ গুণসম্পন্ন সত্য ও পরাক্রমশালী, শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, প্রিয় দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র

এই বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্রকে একজন মহাপুরুষ বলেই প্রতীতি জন্মে। তিনি বিষ্ণুর মত পরাক্রমশালী কিন্তু বিষ্ণু নন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলেছিলেন—

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥
বৃত্তং কথয় ধীরস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্॥[১]

—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ আপনি ধর্মাত্মা, গুণবান, ধীমান্ রামের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা করুন—নারদের কাছে যেমন শুনেছেন, সেইভাবে রামের চরিত্র কীর্তন করুন।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রায় সকল পণ্ডিতের মতেই বাল্মীকি-রচিত আদি কাব্যে রামচন্দ্র নরচন্দ্রমারূপেই বর্ণিত হয়েছেন। কারো কারো মতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আদর্শে পরবর্তীকালে সংযোজিত আদি ও উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রকে ভগবান্ বিষ্ণুরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাড়াও অন্যত্র রামচন্দ্রকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লংকাকাণ্ডে রাবণবধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর ব্রহ্মা রামচন্দ্রের স্তুতি করতে গিয়ে তাঁকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন—

শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্‌ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥[২]

—হে রাম, তুমি শার্ঙ্গধনুর্ধারী, হৃষীকেশ, (বিরাট) পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজেয়, খড়্গধারী বিষ্ণু, মহাশক্তিমান কৃষ্ণ।

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।[৩]

১ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১।২-৩৩ ২ লংকাকাণ্ড—১১৯।১৪ ৩ লংকাকাণ্ড—১১৯।২৭

—সীতা লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রজাপতি।

কিন্তু সমগ্র রামায়ণ পাঠে রামচন্দ্রকে মানবশ্রেষ্ঠরূপেই প্রতীতি হয়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,—"কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত। সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত। ···রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিও বলেছেন—

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে।[২]

রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতে, জাতকে, বিভিন্ন পুরাণে, কাব্যে রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা কীর্তিত হয়েছে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে বিভিন্নতা এত বেশী, তাদের বাইরে প্রচলিত রামকথায় বৈচিত্র্য এত বেশী যে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন আকারে রাম-কথা এদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মহাকবি বাল্মীকি জনশ্রুতি থেকে বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলিকে সুগ্রথিত করে রামায়ণ মহাকাব্যে পূর্ণাঙ্গ রামচরিত বর্ণনা করেছেন।[৩] বাল্মীকিও লিখেছেন যে তিনি রামকথা লোকমুখে শুনেছেন,—

ইক্ষ্বাকূনাম্ ইদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।[৪]

—ইক্ষ্বাকুদের এই মহৎ বংশে উৎপন্ন এই রামায়ণ নামে মহৎ আখ্যান আমি শুনেছি।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রাম নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।[৫]

—ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নাম আমি জনগণের কাছে শুনেছি। ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে প্রদত্ত হয়েছে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ দিলীপ থেকে ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত বিবরণ প্রদান করেছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে একটি শ্লোক আছে—

বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

---

১ রামায়ণ প্রবন্ধ—প্রাচীন সাহিত্য ২ ভাষা ও ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকায় লিখিত রামায়ণ ও মহাভারত প্রবন্ধ, ১৩৭১ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

৪ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৪।৩ ৫ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—১।৮

—মহর্ষি চ্যবন যা গ্রথন করতে সমর্থ হন নি, বাল্মীকির নাম তা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন যে বুদ্ধচরিতের এই শ্লোকটি বাল্মীকির পূর্বে রচিত কোন অসার্থক রামায়ণ কাব্যের কথাই বিজ্ঞাপিত করেছে।[১]

ডঃ পঞ্চানন মিত্র তাঁর Pre-historic India গ্রন্থে লিখেছেন যে, পশ্চিম এশিয়ার তুশরথ (Tusratha = দশরথ) এবং রামন্ (Raamn = রাম) নামদুটি ভারতে দশরথ ও রাম চরিত্রের মতই জনপ্রিয় ছিল বহু প্রাচীনকালে (Neolithic Age-এ)। ঋগ্বেদেও রাম নামে একজন রাজার নাম পাই। দুঃশীম, পৃথবান ও বেন নামক তিনজন রাজার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই রাম অসুর বা মহাবলশালী দেবতুল্য।[২] কিন্তু এই রাম রামায়ণ কাব্যের নায়ক কিনা বলা সহজ নয়। যাই হোক, বাল্মীকি রামায়ণ রচনার পূর্বেও রাম নামে একজন কীর্তিমান জনপ্রিয় নরপতির কাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় গ্রহণ করা চলে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "রামায়ণের যে মূলরূপ ছিল তাহাতেই রামকথা প্রথম রচিত হইয়াছিল। এই কাহিনীর আগে আমাদের দেশে এমন কোন আখ্যায়িকা, গাথা বা কাব্য বিরচিত হয় নাই, যাহার বিষয় অর্থাৎ গল্প অপরিচিতপূর্ব। অর্থাৎ এই মূল রামায়ণের আগে কোন আখ্যায়িকা-গাথার (কিংবা কাব্যের) বিষয় রচয়িতার কল্পিত (অর্থাৎ মৌলিক) ছিল না। তখনকার দিনে এরকম সব রচনাতেই পরম্পরাগত উপাখ্যান অবলম্বিত। বাল্মীকির প্রতিভাই প্রথম মৌলিক 'কাব্য' সম্ভাবিত করিয়াছিল।"[৩]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় রামচন্দ্রের সময় নিরূপণ করে লিখেছেন, "অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ২১৭২ অব্দের নিকটবর্তী কালে শ্রীরাম ছিলেন।"[৪]

শ্রীরামচন্দ্র যদি বৈদিক রাম হন তবে তাঁর সময় ঋগ্বেদের যুগে আঃ ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। রামচন্দ্র যে সময়েই বর্তমান থাকুন না কেন, তাঁর ঐতিহাসিকতা বোধ হয় অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন সুদূর অতীতে রাম নামে একজন কীর্তিমান জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বহু উপাখ্যান কিম্বদন্তীর

১ Studies in Indian Antiquities
২ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।১৪
৩ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ২২-২৩
৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৯০

আকারে জনশ্রুতিতে বিরাজিত ছিল। ইনি ক্রমে ক্রমে বহুতর সদ্‌গুণের সমাবেশহেতু মানবিকতাকে অতিক্রম করিয়া দেবত্বে উন্নীত হন। অতিলৌকিক ক্ষমতা বা গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ বা অবতাররূপে স্বীকার করা স্বাভাবিক প্রবণতা। এইভাবেই পরশুরাম, দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হয়েছেন। আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতাররূপে পরিগৃহীত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক রাম, সূর্য ও ইন্দ্রের সমবায়ে পৌরাণিক রামচরিত্র নির্মিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে সাঁওতালদের মধ্যে রামচন্দো নামে সূর্যদেবতার উপাসনা প্রচলিত।[1]

রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতাররূপে গৃহীত হওয়ায় ইন্দ্র-বিষ্ণুর অতিলৌকিক গুণাবলী রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরামচরিত্রে আরোপিত হোল;—রামচন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশরূপে পরিগণিত হয়ে ভারতবর্ষে দেবতারূপে পূজা পেতে লাগলেন। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে রামচন্দ্র মানব হয়েও বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত হলেন। লংকাকাণ্ডে রাবণবধের পরে দেবগণ লংকায় আবির্ভূত হয়ে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুরূপে স্তব করেছিলেন। ব্রহ্মাও রামকে বলেছিলেন,—

ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥

*   *   *

শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥[2]
সীতালক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।[3]

পুরাণকার বিষ্ণুর অবতার সম্পর্কে কাহিনী নির্মাণ করলেন; বললেন, ভৃগুর শাপে বিষ্ণুকে দশজন্ম লাভ করতে হবে, আর ভোগ করতে হবে সীতাবিয়োগ-দুঃখ।

নৃলোকে দশজন্মানি লপ্স্যসে মধুসূদন।
ভার্য্যায়াস্তে বিয়োগেন দুঃখাক্রান্তো ভবিষ্যসি॥[4]

১ Sunworship, T. C. Das—Journal of the Dept. of Letters (C. U.), vol. XI

২ লংকাকাণ্ড—১১৯।১৩, ১৫   ৩ লংকাকাণ্ড—১১৯।২৭   ৪ পদ্মপুঃ—৪।৯৮

ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীরূপিণী সীতার সঙ্গে পূজা পাচ্ছেন আজও। সারদাতিলকে রামচন্দ্রের একটি ধ্যানমূর্তি কথিত হয়েছে—

কালাম্ভোধরকান্তি কান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিতং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধ কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥[1]

—যিনি নব জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্বদা বীরাসনে যিনি উপবেশন করিয়া আছেন, একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, অপর হস্ত জানুর উপরে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা, পার্শ্ববর্তিনী, পদ্মহস্তা সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছেন এবং মুকুট, অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বলমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।[2]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে শ্রীরামচন্দ্রের আর একটি ধ্যানমন্ত্র উক্ত হয়েছে। মন্ত্রটি এই :

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নসৌবর্ণমণ্ডপে।
মন্দারপুষ্পৈরাবদ্ধবিতানতোরণান্বিতে ॥
সিংহাসনসমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রাঘবম্।
রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযানগতৈঃ শুভৈঃ ॥
সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্বজ্ঞৈঃ পরিসেবিতম্।
সীতালংকৃতবামাঙ্গং লক্ষ্মণেনোপসেবিতম্ ॥[3]

—রমণীয় অযোধ্যানগরে রত্নখচিত স্বর্ণময় এক মণ্ডপ, সেই মণ্ডপমধ্যে মন্দার পুষ্পদ্বারা চন্দ্রাতপ বিলম্বিত করা হইয়াছে, দ্বারে মন্দারপুষ্পের তোরণ, সিংহাসনের উপরে পুষ্পাসনে রামচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন; স্বর্গীয় যানে আগমনপূর্বক রাক্ষসগণ ও বানরগণ স্তব করিতেছেন, সর্বজ্ঞ মুনিগণ চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সেবা করিতেছেন, বামভাগে সীতাদেবী শোভা করিয়া রহিয়াছেন, শ্যামকান্তি রামচন্দ্র বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া প্রসন্ন বদনে অবস্থিতি করিতেছেন।[4]

১ শাঃ তিঃ—১৩।৫৩
২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ২৫২
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

কৃষ্ণ-বাসুদেব

সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে বিষ্ণুর যে রূপটি আজও পূজার্হ—যিনি বিরাটসংখ্যক নরনারীর প্রাণের দেবতা—তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের দুটি মূর্তি পুরাণে-কাব্যে প্রতিষ্ঠিত—একটি দক্ষ রাজনীতিক কূটকৌশলী যোদ্ধা, মহাভারত-যুদ্ধের কর্ণধার গীতা-প্রবক্তা পার্থসারথি কৃষ্ণ,—আর একটি বৃন্দাবনের যশোদা-দুলাল বালগোপাল বা কিশোর কৃষ্ণ,—শ্রীরাধার সঙ্গে যুগলরূপে আবদ্ধ। ভারতের সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে একটি তত্ত্বের প্রতীকরূপে সর্বত্র উপাসিত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে নারায়ণ-বিষ্ণু এবং ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বভূতান্তরাত্মা বিরাট পুরুষ, তেমনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঋষিও। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার বিষ্ণুরূপে অভিহিত হয়েছেন। গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বিষ্ণু বলে উল্লেখ করেছেন,—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।[১]

অর্জুন একাদশ অধ্যায়েও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে সম্বোধন করেছেন—

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।[২]

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।[৩]

ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামে এক ঋষির অস্তিত্ব জানা যায়। ঋষি কৃষ্ণ ৮।৮৫ সূক্তের দ্রষ্টা। অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তটির দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের পুত্র কার্ষ্ণি বিশ্বক। দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তেরও দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ। দুটি ঋকে ঋষি কৃষ্ণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানে আহ্বান করেছেন,—

অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনাহ্বতে বাজিনীবসূ
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।
শৃণুতাং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরাঃ।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।[৪]

১ গীতা—১০।২১ ২ গীতা—১১।২৪ ৩ গীতা—১১।৩০ ৪ ঋগ্বেদ—৮।৮৫।৩-৪

—হে অশ্বযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয় ! মদকর সোমপানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমায় আহ্বান করিতেছে ।

হে নেতৃদ্বয় ! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোমপানার্থ শ্রবণ কর ।[১]

কৃষ্ণের পুত্র কার্ষ্ণি বা বিশ্বক অষ্টমমণ্ডলের ৮৬ সংখ্যক সূক্তের দ্রষ্টা । প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তেও কৃষ্ণপুত্র কৃষ্ণির নামটি পাওয়া যায়—

অবস্যতে স্তবতে কৃষ্ণি ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ॥[২]

—হে নাসত্যদ্বয় ! কৃষ্ণের পুত্র রক্ষাভিলাষী বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের যখন ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে ।[৩]

যুবং নরা স্তবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ।[৪]

—হে নেতৃদ্বয় ! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে (তাহার বিনষ্ট পুত্র) বিষ্ণাপু আনিয়া দিয়াছিলে ।[৫]

ঋগ্বেদের কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয়, কৌশিতকী ব্রাহ্মণের এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণও অঙ্গিরসবংশীয় । ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয় এবং দেবকীপুত্র ।

তদ্ হ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ অপিপাস এব স বভূব ।[৬]

—ঘোর নামক আঙ্গিরস ঋষি শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞদর্শন উপদেশ দিয়া পরবর্তী তিনটি মন্ত্রেরও উপদেশ করিয়াছিলেন । সেই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ (উক্ত বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্য বিদ্যা বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন)।[৭]

মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে অঙ্গিরসঋষি ঘোরের শিষ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের অন্তঃপাতী পঞ্চনিকায়ের অন্যতম দীঘনিকায়ে কাহ্নায়ন গোত্র ও কন্হ ঋষির নাম পাওয়া যায়—‘উলারোসো কন্হো ইসি অহোসি’ ।[৮] জৈনদের মধ্যে গোষ্ঠীপতি হিসাবে

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১১৬।২৩ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১।১১৭।৭ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ছান্দোগ্য—৩।১৭।৬
৭ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ৮ দীঘনিকায়—৩।১।২৩

বাসুদেব ও বলদেবের নাম জনপ্রিয় ছিল। জৈনগ্রন্থে কৃষ্ণ নবম বাসুদেব এবং দ্বারকার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।[১] পরবর্তী কল্পে কৃষ্ণ দ্বাদশ তীর্থংকর রূপে আবির্ভূত হয়ে তদীয় বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও অবকুমারের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হবেন।[২]

বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের কৃষ্ণ, ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বক বা বিশ্বকায়ের পিতা এবং বিশ্বপুর পিতামহ (কার্ষ্ণি গোত্রের প্রবর্তক ?) কৃষ্ণ এক ব্যক্তি কিনা বলা সম্ভব না হলেও দুই কৃষ্ণের অভিন্নতা অনুমান করাও অসম্ভব মনে হয় না। বৌদ্ধ গ্রন্থের কৃষ্ণ সম্পর্কে Sir Charles Eliot লিখেছেন, "This person may be Krishna of Rgveda"[৩] ভগবদ্গীতার প্রবক্তা যে কৃষ্ণ তিনি ঋষিরূপেই প্রতিভাত। আত্মজ্ঞানে তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির মতই তিনি ঘোষণা করেছেন সত্য-উপলব্ধির চিরন্তনী বাণী। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ দেবকীপুত্র, কিন্তু তিনি বাসুদেব বা বসুদেব পুত্র অথবা বসুদেববংশীয় কিনা বলা হয় নি। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (১০।১) কৃষ্ণ বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্ততে।" খিলসূক্ত ঋগ্বেদের বহু পরে রচিত ও সংযোজিত,—এ মত সর্বজন স্বীকৃত। মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী) বাসুদেব ও অর্জুন একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন—"বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্‌"।[৪]

(সূত্রার্থঃ) বাসুদেব ও অর্জুন শব্দে বুন্‌ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাসুদেবক ও অর্জুনক শব্দ দুটি নিষ্পন্ন। বাসুদেব ও অর্জুন শব্দ দুটি একত্রিত হওয়ায় শব্দ দুটি মহাভারতের দুটি প্রসিদ্ধ চরিত্ররূপে প্রতীত হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উক্ত সূত্রটির টীকায় (তত্ত্ববোধিনী) বাসুদেব শব্দের অর্থে বলা হয়েছে—"বাসুদেবঃ সর্বত্রাসৌ বসতি সর্বমত্র বসতীতি বা ব্যুৎপত্ত্যা বাসুঃ বাহুলকাৎ। বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বিগ্রহঃ। তথা চ নেয়ং গোত্রাখ্যা, নাপি ক্ষত্রিয়াখ্যেতি বুক এব বুন্‌ বিধিঃ।" (অর্থাৎ)—বাসুদেব শব্দের অর্থ সর্বত্র যিনি বাস করেন, অথবা যাঁর মধ্যে সব কিছুই বাস করেন,—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাসু শব্দ বিকল্পে নিষ্পন্ন। যিনি বাসু তিনিই দেব। বাসুদেব গোত্র নামও নয়, ক্ষত্রিয় নামও নয়।

এই অর্থ যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে বাসুদেব ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অথবা সূর্যাগ্নিরূপী সর্বময় দেবতারূপেই স্বীকৃত হতে পারে।

---

১ অভিধান চিন্তামণি, মর্ত্যকাণ্ড—৩৩১ ২ অভিধান চিন্তামণি

৩ Hinduism & Buddhism—page 153 ৪ পাণিনি—৪।৩।৯৮

কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণনামের ব্যাপকতা থেকে এক বা একাধিক কৃষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত ঘটক জাতক (জাতক নং ৪৫৪) ও মহাউম্মগ্‌গ জাতকে উপসাগর ও কংসভগিনী দেবগব্‌ভার (দেবকী) পুত্র বাসুদেব ও বলদেবকে অন্ধকবেন্‌হু (অন্ধক ও বৃষ্ণি ?) এবং তাঁর পত্নী দেবগব্‌ভার সখী নন্দগোপার (নন্দগোপের পত্নী ?) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হওয়া হয়েছিল। ঘটকজাতকে বাসুদেব কণ্‌হ (কৃষ্ণ) ও কেশব— আরও দুটি নাম আছে। উক্ত জাতকের টীকায় বলা হয়েছে যে, বাসুদেব কণ্‌হায়ণ গোত্রের লোক ছিলেন। মহাউম্মগ্‌গ জাতকের টীকাতেও বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ণ গোত্রীয়। এই জাতকে বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জাম্ববতী।

"The Ghata Jataka (No. 454) gives an account of Krishna's childhood and subsequent exploits which in many points corresponds with Brahmanic legends of his life and contains several familiar incidents and names, such as, Vasudeva Kamsa. Yet it presents many peculiarities and is either an independent version or a mis-representation of a popular story, that had wandered far from its home. Jaina tradition also shows that these tales were popular and were worked up into different forms, for the Jainas have an elaborate system of ancient patriarchs which includes Vasudevas and Valadevas."[১]

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাকালে উদাহরণছলে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের উল্লেখ করেছেন,—"মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ। সাধুঃ কৃষ্ণো মাতরি। অসাধুর্মাতুলে। জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।"[২]

—কৃষ্ণ মায়ের কাছ থেকে লুকুচ্ছেন। কৃষ্ণ মায়ের প্রতি ভাল ব্যবহার করছেন। কিন্তু মাতুলের প্রতি অসাধু ব্যবহার করছেন। বাসুদেব কংসকে হত্যা করেছিলেন।

পতঞ্জলির সময়ে (আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) মা যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের লুকোচুরি এবং কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের কাহিনী প্রচলিত ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য দানববধ বা গোপীলীলা সম্পর্কিত কাহিনীগুলি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থাদি নীরব।

১ Hinduism & Buddhism—vol. II, page 153

২ পাণিনির ৮।২।১১১ সূত্রের কাশিকা

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষি কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা কি সম্ভব? মহাভারতের কৃষ্ণ যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিই হন, তাহলে ঋষি কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কথা জোর করে বলা যায় না। তবে একথাও সত্য যে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হলে তাঁর পক্ষে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব। প্রথমতঃ দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত (পরবর্তীকালে রচিত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত) ছাড়া ঋগ্বেদের অন্য কোথাও জাতিভেদের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ, ঋগ্বেদে অনেক ঋষিকেই ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, পৌরাণিক বিশ্বামিত্রের কাহিনী বাদ দিলেও ক্ষত্রিয়ের ঋষিত্ব নিষিদ্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ অনুপস্থিত। এ সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দ্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদসূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই-একস্থানে শূদ্র ঋষিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন, অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদ সংহিতার অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত।"[১]

মহাভারত-পুরাণাদি থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর আত্মীয়-পরিজন মথুরা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন। পরবর্তীকালে জরাসন্ধের উপদ্রবে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী মথুরা থেকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। মথুরা অঞ্চল শূরসেন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যাদবগণ এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ সম্ভূত। মহাভারতে-পুরাণে তিনি যাদব নামে পরিচিত। যযাতির পুত্র যদুর বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ যাদব নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে যে কটি প্রধান আর্যগোষ্ঠী বা জাতির (tribe) উল্লেখ আছে, যদু তাদের মধ্যে একটি। ভরতবংশীয় রাজা দিবোদাস যদুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। ঋগ্বেদে যদু ও তুর্বশ জাতি দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একস্থানে দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরুজাতি যদুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট— "যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্ দ্রুহ্যুষনুষু পুরুষু স্থঃ।"[২] মহাভারতেও যদুবংশ এবং পুরুবংশ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং), ২য়—পৃঃ ৪২৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১০৮।৮

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি পরিচয়—তিনি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত। সেইজন্যই তিনি বার্ষ্ণেয় নামে কথিত হয়েছেন। মহাভারতে সভাপর্বে মহামতি ভীষ্ম বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণকেই অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য শ্লাঘ্যতম ব্যক্তিরূপে গণ্য করেছিলেন—

বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি।[১]

শিশুপালও কৃষ্ণকে শ্লাঘ্য বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করে জরাসন্ধ বধের মত গর্হিত কার্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন—

যোঽয়ং বৃষ্ণিকুলে জাতো রাজানং হতবান্ পুরা।

জরাসন্ধং মহাত্মানমন্যায়েন দুরাত্মনা॥[২]

মথুরাধিপতি উগ্রসেনও বৃষ্ণিবংশীয়—

তথৈব রাজা বৃষ্ণীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্।[৩]

মহাভারতে কৃষ্ণকে বসুদেবের পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুপাল বলেছেন, বসুদেব বর্তমান থাকতে তাঁর পুত্র কেমন করে অর্ঘ্য পেতে পারেন?

বসুদেবে স্থিতে বৃদ্ধে কথমর্হতি তৎসুতঃ।[৪]

মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব, শেষনাগের অংশ বলদেব বা বলরাম, সনৎকুমার, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দেবতাদের অংশরূপে বসুদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এবমন্যে মহাত্মানো বহবোঽংশ দিবৌকসাম্।

যজ্ঞিরে বসুদেবস্য কুলে কুলবিবর্ধনাঃ॥[৫]

অতএব শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব এবং বসুদেবনন্দন। যদুগোষ্ঠী বৃষ্ণিগোষ্ঠী অপেক্ষা প্রাচীনতর। বৃষ্ণিবংশও মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতেন। মহাভারতে ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধক জাতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট :

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ সমবায়ো মহানভূৎ।[৬]

বৃষ্ণ্যন্ধকানামভবদুৎসবো নৃপসত্তম।[৭]

মনে হয় যদু ও বৃষ্ণি একই জাতি, কিংবা যদু নামক একটি প্রাচীনতর জাতির শাখা বৃষ্ণিবংশ। হরিবংশের মতে নহুষপুত্র যযাতি পৃথিবী জয় করে পঞ্চপুত্রকে

---

১ মহা:, সভা:—৩৬।২৭ ২ মহা:, সভা:—৩৭।২৩ ৩ মহা:, আদি—২১।৮
৪ ঐ —৩৭।৩ ৫ মহা:, আদি—৬৭।১৫৩ ৬ ঐ —২১৮।১৮
৭ ঐ —২১৯।১

ভাগ করে দিয়েছিলেন। উত্তর পূর্বাংশ পেয়েছিলেন যদু ও তাঁর প্রধান অংশ পেয়েছিল পুরুর অংশে।[১] যদুর পঞ্চপুত্র— সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক। সহস্রদের বংশে কার্তবীর্যার্জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের শত-পুত্রের মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ এবং জয়ধ্বজ অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁদের বংশে ভোজ, অবন্তী, তুণ্ডিকের, বৃষ ও শার্যাত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বৃষের পুত্র মধু, মধুর পুত্র বৃষণ, বৃষণের পুত্রগণ বৃষ্ণি এবং মধুর বংশধর যাদব-মাধব নামে প্রসিদ্ধ।

বৃষো বংশধরস্তত্র তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ।

মধোঃ পুত্রশতং ত্বাসীৎ বৃষণস্তস্য বংশভাক্।

বৃষণাদ্ বৃষ্ণয়ঃ সর্বে মধোস্তু মাধবাঃ স্মৃতাঃ।[২]

মৎস্যপুরাণেও (৪৪ অঃ) যযাতি-নন্দন যদুর বংশে মধু নামে এক রাজা ছিলেন। মধুর পুত্র পুরবস, তৎপুত্র পুরুদ্বান, তৎপুত্র জন্তু, জন্তুর পুত্র সাত্বত, সাত্বতের পুত্র অন্ধক, মহাভোজ ও বৃষ্ণি—

অন্ধকং মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।[৩]

এই বৃষ্ণিবংশেই বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্রের জন্ম।

বিষ্ণুপুরাণেও একই বৃত্তান্ত। যযাতি-নন্দন যদুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের পুত্র হৈহয়। হৈহয়ের বংশে কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য অর্জুন। অর্জুনের শতপুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ উল্লেখযোগ্য। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের শতপুত্র। তন্মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরত জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের পুত্র মধু। মধুর বৃষ্ণি প্রমুখ একশত পুত্র জন্মে। এই জন্যই যদুবংশ বৃষ্ণিকুল বা মধুকুল নামে খ্যাত হয়। "ভরতাৎ বৃষসুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতদ্‌গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ।"[৪]

বিষ্ণুপুরাণে আর একস্থানে বলা হয়েছে যে, ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি সাত্বতের পুত্র— "ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক-দেবাবৃধ-মহাভোজবৃষ্ণিসংজ্ঞাঃ সাত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ।"[৫]

১ হরিবংশ পর্ব—৩৩।১৮-১৯ ২ হরিবংশ পর্ব—৩৩।৪৩-৪৪ ৩ মৎস্যপুঃ—৪৪

৪ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—১১।৭ ৫ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—১৩।১

এই বিবরণ থেকে বৃষ্ণিবংশকে যদুবংশের অন্তর্গত সাত্বত গোষ্ঠীর একটি শাখা-রূপে গণ্য করা চলে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে যদুর বংশজাত বলে যাদব, মধুর বংশজাত বলে মাধব, বৃষ্ণির বংশ সম্ভূত হওয়ায় বার্ষ্ণেয়, আর বসুদেবের পুত্ররূপে বাসুদেব নামে পরিচিত। মাধব শব্দের প্রচলিত অর্থ মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর ধব বা পতি অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু। পুরাণে একটি নূতন অর্থ পাওয়া গেল। মধুর বংশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ মাধব নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাভারতের মতে যদুবংশীয় শূর নামক রাজার পুত্র বসুদেব, "শূরোনাম যদুশ্রেষ্ঠো বসুদেব পিতাভবৎ।"[১]

মহর্ষি পাণিনি "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ"[২] সূত্রে অন্ধক ও কুরুর (জাতি ?) সঙ্গে বৃষ্ণির উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দ্বৈপায়ন ঋষিকে অসম্মান করার জন্য বৃষ্ণিসঙ্ঘ বা বৃষ্ণিজনগণের ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন—

"বৃষ্ণিসঙ্ঘশ্চ দ্বৈপায়নমিতি।"[৩]

বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিকতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ডঃ রায়চৌধুরী যদুবংশের ঐতিহাসিকতা, প্রসার এবং বিভিন্ন শাখায় বিভক্তির কথা স্বীকার করেছেন।

In the Mahābhārata and Purāṇas, the ruling family of Mathurā is styled the Yadu or Yādava family. The Yādavas were divided into various septs, namely, the Vitihotras, Sātvatas etc. The Sātvatas were sub-divided into several branches, eg., the Daivāvṛdhas, Andhakas, Mahābhojas and Vṛṣṇis."[৪]

সাত্বতগোষ্ঠি সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরী লিখেছেন, In the Satapatha Brāhmaṇa, the defeat by Bharata of the Svātatas and his taking away the horse which they had prepared for an Aśva-medha Sacrifice are referred to. The geographical position of Bharata's kingdom is clearly shown by the fact that he made offerings on the Saraswati, the Jumna and the Ganges. The Svātatas must have been occupying some adjoining regions. The epic and puranic tradition which places them in the Mathurā district is thus amply confirmed."[৫]

১ মহাঃ, আদিপর্ব—৬৭।১২৯ ২ পাঃ—৪।১।১৪ ৩ অর্থশাস্ত্র প্রকরণ—৬

৪ Political History of Ancient India (1972)—page 124

৫ তদেব পৃঃ ১২৫

গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের মতে মথুরা ছিল শূরসেন রাজ্যের রাজধানী। "The Sūrasena country had its capital at Madhurā or Mathurā on the Jamunā. The ancient Greek writers refer to it as Sourasenoi and its capital as Methora .Mathurā, the capital of the Sūrasenas, was also known at the time of Megasthenes (300 B.C.) as the centre of Krishna worship and the Sūrasena kingdom then became an integral part of the Magadhan empire."[১]

গ্রীক্ ঐতিহাসিক Arrian বলেছেন যে, শূরসেন জাতির অধিকারে দু'টি নগর ছিল—মথুরা ও কৃষ্ণপুর (=বৃন্দাবন ?), "The country of the Sourasenoi, an Indian tribe possessing two large cities, Methora and Kleisobara (Krishnapura ?)."[২]

General Cunningham লিখেছেন, "The holy city of Mathura is one of he most ancient places in India. It is famous in the history, of Krishna, as the strong hold of his enemy Raja Kansa; and it is noticed by Arrian on the authority of Megasthenes, as the capital of Surasenoi. Now Surasena was he grand father of Krishna and from him Krishna and his decendants, who held Mathura after the death of Kansa, were called Surasenas. According to Arrian the Suraseni possessed two great cities, Methoras and Kleisoboras, and the navigable river Jobares flowed through their territories. Pliny names the river Jomanes, that is the Jumna, and says that it passed between the towns of Methora and Kleisobora. Ptolemy mentions only Mathura, under the form of Madura, to which he adds...."the city of the gods" or "holy city"."

আরিয়ান, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বা দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও, শূরসেন ও সাত্বত গোষ্ঠীর অধিকারে মথুরা সমৃদ্ধ নগর ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মেগাস্থিনিসের বিবরণ প্রমাণ করে যে তাঁর অনেক পূর্বে শূরসেনীদের রাজধানী ছিল মথুরা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের আমলে যদুবংশ বা বৃষ্ণিবংশ ধ্বংসের কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল।

১ Age of the Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhaban)—page 12
২ Ptolemy's Ancient India, Mc Crindle (Cal., 1927)—page 98
৩ Cunningham's Ancient Geography of India, Ed. S. N. Mazumdar (1924)—page 429

মথুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত বৃষ্ণিবংশের দু'টি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সময়ে বৃষ্ণিগণ সম্মিলিতভাবে (গণ) রাজ্য শাসন করতেন। মুদ্রার সোজা দিকে একটি স্তম্ভ, রেলিং-বেষ্টিত অর্ধসিংহ ও অর্ধহস্তী অঙ্কিত—উল্টো দিকে আছে বিষ্ণুচক্র অঙ্কিত। মুদ্রার সম্মুখভাগে উপর দিকে লেখা আছে ব্রাহ্মী লিপিতে—'বৃষ্ণিরাজণ্যগণস্য ত্রাতারস্য'। অপর পৃষ্ঠে খরোষ্ঠিতে একই কথা লেখা আছে।[১]

বৃষ্ণি-জাতির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বংশেই কৃষ্ণ নামে কোন মহান্ ব্যক্তি (সম্ভবতঃ রাজা) আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় না। বৃষ্ণিবংশের প্রাচীনত্ব সূচিত হয় মহর্ষি পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) উল্লেখ থেকে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অন্ধক-বৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ সূত্রের ভাষ্যে লিখেছেন,—বৃষ্ণিভ্যঃ বাসুদেবঃ—অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। মথুরা অঞ্চলের নৃপতিবৃন্দ তাঁদের মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করতেন। পরে যখন শকবংশীয় ক্ষত্রপ রাজারা মথুরা অধিকার করে ছিলেন তখনও ক্ষত্রপ রাজুবুল এবং সোডাস (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী) এই মুদ্রারীতি অনুসরণ করেছিলেন।[২] সুতরাং মথুরায় বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ হিসাবে কৃষ্ণ বাসুদেব দীর্ঘকাল ধরে পূজায় আসন পেয়েছেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে কি ? অবশ্য এ কথাও বলা যেতে পারে যে বৃষ্ণিবংশের উপাস্য দেবতা ছিলেন বাসুদেব-কৃষ্ণ। কিন্তু বৃষ্ণি বংশের মহত্তম পুরুষ বলেই তিনি এই বংশের উপাস্য দেবতাতে পরিণত হয়েছিলেন, এরূপ অনুমানই যুক্তিগ্রাহ্য। কেউ কেউ মনে করেন, বৃষ্ণি, অন্ধক ও অন্যান্য জাতিরা মিলিত হয়ে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কৃষ্ণ-বাসুদেব ছিলেন তাঁদের প্রধান। "The Vrṣṇis, Andhakas and other allied tribes formed a Saṅgha and Vāsudeva (Kṛṣṇa) is described as a 'Saṅgha-mukhya'."[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, কৃষ্ণচরিত্র ঐতিহাসিক এবং কংস বধও ঐতিহাসিক ঘটনা। "কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই ঘটনা ঐতিহাসিকতাশূন্য।"[৪]

তিনি আরও বলেছেন, "আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ

১ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti—page 215

২ তদেব—পৃঃ ২০৩

৩ The Age of Imperial Unity—page 12

৪ কৃষ্ণচরিত্র—২য় খণ্ড

কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতিস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"[১]

কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা অন্যান্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন, শুর্ রামকৃষ্ণ-গোপাল ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "Vāsudeva Krishna had a historic basis and circumstances which led to his being invested with the supreme god head occurred later times."[২]

মহাভারতকার অর্জুন ও কৃষ্ণকে ঋষি নর ও নারায়ণের অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন।

> বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
> নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥
> অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
> এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণ, ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ॥
> নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্।
> এতৌ হি কর্মণা লোকানশ্নুবাতেঽক্ষয়ান্ ধ্রুবান্॥[৩]

—বাসুদেব ও অর্জুন দুই মহারথ বীর সমবেত হয়েছেন। এঁরা নর-নারায়ণ দেবদ্বয়—পূর্বদেবরূপে খ্যাতপ্রসিদ্ধ, মনুষ্যলোকে ইন্দ্র সহ দেবদানবের অজেয়। ইনি নারায়ণ কৃষ্ণ, ফাল্গুনী নর নামে প্রসিদ্ধ। নারায়ণ ও নর একই সত্তা বিধাবিভক্ত হয়েছেন। এঁরা দু'জন কর্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক ভোগ করেন।

পূর্বজন্মে নর ও নারায়ণ ঋষি বদরিকাশ্রমে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। মহাভারতের একস্থানে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন —

> ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং মধুসূদন।
> আতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ॥[৪]

—হে মধুসূদন, তুমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপদে বায়ু ভক্ষণ করে শত বৎসর বিশাল বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলে।

রামায়ণেও নরনারায়ণের ভূভার-হরণের নিমিত্ত কলিযুগান্তে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড   ২ Vaisnavism & Saivism—page 110

৩ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব—৪৯।১৯।২১   ৪ মহাঃ, বনপর্ব—১২।১৩

তাবাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ ।
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যৌ কলৌ যুগে উপস্থিতে ॥[১]

তুর্য্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণবৃষী
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ ॥[২]

—চতুর্থ অবতারে ধর্মকলাসর্গে ঋষি নরনারায়ণ আত্মসমাহিত হয়ে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন।

কালিকাপুরাণমতে মহাদেব শরভরূপে নখাঘাতে নরসিংহকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন। নররূপ অর্ধদেহ থেকে নর, আর সিংহরূপ অর্ধদেহ থেকে নারায়ণ উৎপন্ন হন। বামনপুরাণের মতানুসারে নরনারায়ণ ধর্মের পুত্র—

বক্ষ্যুচো ব্রাহ্মণো যোঽসৌ ধর্মো দিব্যবপুঃ সদা।
তস্য ভার্য্যা ত্বহিংসা চ তস্যামজনয়ৎ সুতান্ ॥
হরিং কৃষ্ণঞ্চ দেবর্ষে নরনারায়ণৌ তথা।
যোগাভ্যাসরতৌ নিত্যং হরিকৃষ্ণৌ বভূবতুঃ ॥
নরনারায়ণৌ চৈব জগতো হিতকাম্যয়া।
তপ্যেতাঞ্চ তপঃ সৌম্যৌ পুরাণ ঋষিসত্তমৌ ॥
প্রালেয়াদ্রিং সমাগম্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে।
গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥[৩]

—সদা দিব্যদেহধারী বক্ষ্যুচ ব্রাহ্মণ, যিনি ধর্মরূপী ছিলেন, তাঁরই ভার্যা অহিংসা, হে দেবর্ষে! সেই ভার্যার গর্ভে তিনি হরি, কৃষ্ণ এবং নরনারায়ণ নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। হরি ও কৃষ্ণ নিত্য যোগাভ্যাসে নিমগ্ন হলেন নরনারায়ণ শ্রেষ্ঠ ঋষিদ্বয় জগতের হিতকামনায় প্রালেয়াদ্রিতে আগমন করে গঙ্গার তটে বদরিকাশ্রম তীর্থে তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে ঋষি নারায়ণরূপে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ ঋগ্বেদের ঋষি কৃষ্ণের প্রভাব বলে গণ্য করে থাকেন। "অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও অনুমান, বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি—মহাভারত যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণ-রূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের এই স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।"[৪]

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩০।২২ ২ ভাগবত—১।৩।৯ ৩ বামনপুঃ—৬।১-৪
৪ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৪১১

ডঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, পাণিনিসূত্রের গোত্র নাম নাড়ায়ন ও নারায়ণ একই এবং নরের আবাস হিসাবেই নারায়ণ শব্দ প্রযুক্ত। তাঁর ভাষায়, "The word Nārāyaṇa is similar to Nāḍāyana, which last is formed by P. IV. 1. 99 and means Gotra Nārāyaṇa .. So Nārāyaṇa means resting place or goal of Nāra or a collection of Naras (Medhatithi's commentary on Manu 1. 10). In the Nārāyaṇiya (12, 341) Kesava or Hari says to Arjuna that he is known as the resting place of men (Nārāyaṇa). The word nṛ is used to denote gods as manly persons, especially in the Vedas.

In the Taittiriya Aranyaka (X, II) Nārāyaṇa is described with all the attributes of the supreme. Soul, which are usually found mentioned in the Upanisads."[1]

পাণিনির ব্যাকরণে "নড়াদিভ্যঃ ফক্" (৪।১।৯৯) সূত্রে নড়ের গোত্রসম্ভূত এই অর্থে নড় শব্দে ফক্ প্রত্যয় করে নাড়ায়ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং নাড়ায়ন ও নারায়ণ একই শব্দ হলে নাড়ায়ন বা নারায়ণ কোন প্রসিদ্ধ মানবরূপে বর্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে বিমত থাকে না। এক্ষেত্রে বিষ্ণু নারায়ণ ও মানব নড়ের বংশধর নাড়ায়ন একীভূত হয়েছেন এবং নাড়ায়ন মানবত্ব হারিয়ে নারায়ণ-বিষ্ণুতে লীন হয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ নাড়ায়ন ঋষিবংশজাত। ঋষি নর ও নারায়ণের অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মূলে এইরূপ সত্যের ইঙ্গিত আছে মনে হয়। অঙ্গিরস বংশীয় বা অঙ্গিরসশিষ্য ঋষি কৃষ্ণ নড়বংশীয় কিনা বলা যায় না, তবে ঋষি কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণের অভিন্নতাই কৃষ্ণের নারায়ণ নামলাভের হেতু—এমন অনুমান অমূলক না হওয়াই সম্ভব। যাদব বা বৃষ্ণি-বংশীয় কৃষ্ণ এবং আঙ্গিরস শিষ্য ঋষি কৃষ্ণ বা নর অথবা নড়গোত্রীয় কৃষ্ণ যদি এক নাও হন, তবে এক কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে সকলেই সমন্বিত হয়েছেন। বেদের সূর্য-বিষ্ণু এবং পুরাণের বিষ্ণুও এসে কৃষ্ণচরিত্রে মিশে গেছেন মহাভারতের যুগেই। সেইজন্যই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে তাঁকে বিষ্ণু-নারায়ণ রূপেই বর্ণনা করেছেন।

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।
ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধর্মো ধাতা যমোঽনিলঃ ॥

১ Vaisnavism & Saivism—page 30

বায়ুর্বৈশ্রবণো রুদ্রঃ কালঃ খং পৃথিবী দিশঃ।
অজশ্চরাচরগুরুঃ স্রষ্টা ত্বং পুরুষোত্তম॥

* * *

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ॥
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা॥
সম্প্রাপ্য দিবমাকাশমাদিত্যস্যন্দনে স্থিতঃ।
অত্যরোচশ্চ ভূতাত্মন্ ভাস্করং স্বেন তেজসা॥

* * *

যুগাদৌ তব বার্ষ্ণেয় নাভি-পদ্মাদজায়ত।
ব্রহ্মা চরাচরগুরুর্যস্যেদং সকলং জগৎ॥

* * *

বিষ্ণুরসি দুর্ধর্ষ ত্বং যজ্ঞো মধুসূদন।
যষ্টা ত্বমসি যষ্টব্যো জামদগ্ন্যো যথাব্রবীৎ॥[১]

—হে পরন্তপ, তুমি নারায়ণ হয়ে হরি ছিলে, হে পুরুষোত্তম, তুমি ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, ধাতা, যম, অনিল, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দিক্সমূহ, অতএব তুমি চরাচরের গুরু ও স্রষ্টা। ...হে যাদবনন্দন, তুমি ইন্দ্রের অনুজ হয়ে বিষ্ণু নামে বিখ্যাত, তুমি বিভু অর্থাৎ ঈশ্বর, হে পরন্তপ, হে কৃষ্ণ, তুমি শিশুরূপে দ্যুলোক, আকাশ ও পৃথিবী তিন পদক্ষেপে তেজের সঙ্গে অতিক্রম করেছ; দ্যুলোক ও আকাশ প্রাপ্ত হয়ে তুমি আদিত্য রথে অবস্থান কর, হে ভূতাত্মা, নিজের তেজে সূর্যকেও অতিক্রম করেছ।...হে বার্ষ্ণেয়, যুগের আদিতে, তোমার নাভিপদ্ম থেকে চরাচরের গুরু ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি এই সকল জগতের স্রষ্টা।...তুমিই বিষ্ণু, তুমি দুর্ধর্ষ, হে মধুসূদন, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজ্ঞকর্তা, তুমিই যজ্ঞীয় দেবতা—এই কথা জামদগ্ন্য বলেছিলেন।

এই ভাবে বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ, সূর্য বিষ্ণু এবং যজ্ঞ-বিষ্ণু একত্রে সম্মিলিত হয়েছেন।

কোন কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে ইরাণ-ভারতের জরথুস্ত্রর মত নবধর্মের (ভাগবতধর্ম) প্রবক্তারূপে গণ্য করেছেন, "Some authors hold

১ মহাঃ, বনপর্ব——১২।২১-২৩, ২৫-২৭, ৩৮, ৫১

that the historical Krishna was a teacher similar to Zarathustra, and that though of the military class he was chiefly occupied in founding or supporting what was afterwards known as religion of the Bhāgavatas."[1]

পণ্ডিত গ্রীয়ার্সনের মতে কৃষ্ণ-বাসুদেব যিনি ছান্দোগ্যোপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন—ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।[2] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতেও মথুরার বৃষ্ণিবংশীয় যুবরাজ কৃষ্ণ ভাগবত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[3]

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে গণ্য করেছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের ও শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লোক বলে গণ্য করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরীর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি: "The pre-epical literature of the Hindus knows a human Krishna, but is silent about a deity Krishna. Buddhist and Jain traditions clearly refer to Vasudeva as a human hero. Even the Mahabharata preserves traces of the original human character of Krishna The conclusion, therefore, is irresistable that he was a real man.

Krishna certainly lived before the Buddha, as he is mentioned in the Chhandyogya Upanisad, which is a pre-Buddhistic work. The evidence of Ghata Jataka, where Krishna is mentioned as a brother and contemporary of Ghata, the Bodhisattva, points to the same conclusion. His guru Ghora Angirasa is also mentioned in the Kauṣitaki Brahmaṇa (30.6) and are also Pre-Buddhistic works. Jaina tradition makes Krishna, a contemporary of Ariṣṭanemi or Naminātha, 22nd Tirthankara, who is the immediate predecessor of Pārśvanātha, the 23rd Tirthankara. As Pārśvanātha probably flourished about 817 B. C., Krishna, if Jaina is to be believed, must have lived before the closing years of the 9th century B. C."[4]

১ Hinduism & Buddhism, vol. II—page 156

২ The Narayana & the Bhagabatas, Indian Antiquary, 1908, —page 251-253

৩ Early History of the Vaishnava Sect, 2nd Edn.—page 89

৪ Ibid., pp. 59, 64-65

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। আচার্য বরাহমিহির এবং কাশ্মীরী কবি ও ঐতিহাসিক কল্হনের মতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ২৪৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে। অতএব কৃষ্ণ এ সময়ে বর্তমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ১১১৫ বৎসর।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতৎ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥[১]

পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে। অশ্বত্থামার কোপ থেকে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করে পরীক্ষিতের জন্ম সুগম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণের হিসাবে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনা থেকেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন।[২] বৈদিক গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত ঋষিবংশতালিকা পর্যালোচনা করে ডঃ আলতেকর সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।[৩] অধিকাংশ পাণ্ডিতই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালরূপে গ্রহণ করেছেন।

ডঃ রায়চৌধুরী প্রতিপাদন করেছেন যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে।[৪]

এই সকল অভিমত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতেই হোক, আর খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যে নরদেহধারী মর্তবাসী ছিলেন, এ বিষয়টি প্রায় সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Political History of Ancient India-তে উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণকে একই ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে অঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেদবিদ্যা শিক্ষার গুরু আর পুরাণোক্ত সান্দীপনি মুনি ছিলেন তাঁর অস্ত্র শিক্ষার গুরু।[৫]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষরূপে গ্রহণ করে তাঁকে সাত্বতধর্মের আদিপুরুষ বলে স্বীকার করেছেন—"তিনি পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম-সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের ফলে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন।"[1]

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্যের মতে "বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভাগবতধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ...ভাগবতধর্ম বস্তুতঃ কৃষ্ণের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বে প্রবর্তিত হয়। তাঁহার সমকালে উহা ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি উহাকে পুনঃসংস্থাপন করেন।'[2]

কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর ভারতবর্ষে বিষ্ণুভক্তদের উপাস্য পার্থসারথি মহাবীর বিচক্ষণ রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণ নন—ঋষি কৃষ্ণও নন, একালে ব্যাপকভাবে উপাসিত হচ্ছেন বৃন্দাবনলীলার নায়ক যশোদাদুলাল চির-কিশোর রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ, বিশেষভাবে রাধাকান্তরূপে যুগলভাবে আবদ্ধ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণাবতারের রূপান্তর ঘটে ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষতঃ গোপীলীলা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীরাধার নাম স্পষ্টতঃ অনুল্লেখ হেতু রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহের উপাসনা ভাগবতের বিষয়বস্তু হতে পারে নি। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসনা সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই উদ্ভূত। এ বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ জয়-দেবের গীতগোবিন্দ (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী)। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পণ্ডিতবর্গের মতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত। বাংলাদেশের কাব্যে, গাথায়, লোকসঙ্গীতে, ধর্মচর্যায় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের উপাসনা বহুব্যাপক। ভাগবত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, পূতনা, কেশী প্রভৃতি বহুতর দানব-দানবী বধ করেছিলেন, কালীয় নাগকে শাসন করেছিলেন, কৃষ্ণদ্বেষী মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন, ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করে ইন্দ্রের গৌরব লাঘব করেছিলেন, এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও দর্পচূর্ণ করেছিলেন। এই সকল অত্যাশ্চর্য কার্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় অঙ্গ হলেও ব্রজের গোপীদের সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সম্পর্ক বিশেষতঃ শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর অপার্থিব প্রেমের সম্পর্কই বৈষ্ণবের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধা পরম পুরুষ

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১১৬ ২ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড—পৃঃ ১৯৮

শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বা বিবাহিতা পত্নীরূপে বর্ণিতা হলেও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে নরদেহধারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা পরকীয়া নায়িকারূপেই প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী বহু গোপীর এবং একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ থাকলেও রাধার নাম একবারও উচ্চারিত হয় নি।

অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষদে কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনার বিষয় কথিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ গোপ-গোপী পরিবৃত,—একজন প্রধানা গোপীও আছেন, তাঁর নাম গান্ধবী। গান্ধবী তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাকুলা।

মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও গোপালকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। আবার হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে গোপগোপীর প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও রাধার প্রসঙ্গ স্থান পায় নি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মহত্তর গোলোক নামক স্থানে তিনি গোপগোপী, শ্রীরাধা ও অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে বিরাজ করেন। রাধা, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন সপত্নী ঈর্ষাপরবশা হয়ে বিবাদে মত্তা হয়ে অভিসম্পাত করায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলেরই মর্ত্যাবতার হয়। যদিও বিভিন্ন পুরাণানুসারে কংসবধই শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যাবতারের লক্ষ্য, তথাপি গোপীলীলা বা রাধাপ্রেমই বৃন্দাবনলীলার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধার নাম বিষ্ণু-পত্নী হিসাবে উল্লিখিত থাকলেও বৃন্দাবনলীলায় রাধার স্থানাভাব। অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ছাড়া অন্যত্র রাধা নামে বা রাধার ভূমিকার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রাকৃত অবহট্‌ঠ, কবিতায় রাধা-কৃষ্ণলীলা তথা রাধা চরিত্রের প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয়েছে। সাতবাহন রাজা হাল (খ্রীঃ পূঃ ২য়—খ্রীঃ ১ম শতাব্দী—মতান্তরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শালবাহন রাজার অপভ্রংশ হাল) রচিত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কোষকাব্য গাহা সত্তসই বা গাথা সপ্তশতীতে সর্বপ্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়। গাথা সপ্তশতীর কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা আছে, কিন্তু শ্রীরাধার উল্লেখ আছে দু'টি শ্লোকে।

মুহমারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং গোরঅং হরসি ॥[১]

১ গাহা সত্তসই—১।৮৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখ মারুতের দ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি অপনীত করিয়া পুরোবর্তিনী অন্যান্য রমণীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।[1]

অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।

কণ্হমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅবহূহিঁ॥[2]

—আজ পর্যন্ত দামোদর (কৃষ্ণ) বালকই রহিয়া গেল, যশোদা এইরূপ বলিলে পর ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখপ্রতি নয়ন অর্পিত করিয়া গোপনভাবে হাসিলেন।

কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় নামে একটি সংস্কৃত সংকলন গ্রন্থে (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে চারিটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সংকলিত প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ছন্দগ্রন্থ প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দুটি পদ আছে, তন্মধ্যে একটি নৌকাবিলাসের পদ। ভাগবত-বহির্ভূত এই বিষয়টি বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী) স্থান লাভ করেছে।

অরে রে বাহহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি
তুই এথনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

—ওরে কৃষ্ণ (তুমি) নৌকা বাহিবে। ডগমগ (=নৌকার টলমলানি) ছাড়িয়া দাও, (আমাদের) দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যাহা চাও তাহা লও।[3]

দাক্ষিণাত্য নিবাসী লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণলীলার যে বিবরণ আছে তন্মধ্যে দুটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে॥

—এই তেজোরূপকে নমস্কার—যিনি ধেনুর পালক এবং লোকপালক; যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন—যিনি শেষ নাগের উপরে শায়িত।[4]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর

---

১ অনুবাদ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২ গাহা সত্তসঈ—১।৮৯

৩ অনুবাদ—ঐ ৪ অনুবাদ—ডঃ সুকুমার সেন

৫ অনুবাদ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পরে নয়।[1] জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও রাধাপ্রেমের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণলীলা বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী বহুকাল পূর্ব থেকেই জনসমাজে প্রচলিত ছিল। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দকাব্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে কাব্যগাথায় প্রতিষ্ঠাদান করলেন। তাই মনে হতে পারে যে আভীর বা গোপ যুবক-যুবতীর শিথিল সমাজের অবৈধ প্রেম পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত এরূপ অভিমত প্রকাশও করেছেন। বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত Weber-এর মতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা যীশুখ্রীষ্টের বাল্যজীবনের দ্বারা প্রভাবিত। "কিন্তু ভাণ্ডারকরের (রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর) বাসুদেব কৃষ্ণের এই গোপালরূপটি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদিগের আনুকূল্যেই গড়িয়া ওঠে।...

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীরগণ ভারতে আসিয়া বাসুদেব কৃষ্ণপূজকদিগের সংস্পর্শে আসে এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের নাম সাদৃশ্যহেতু ও অন্যান্য কারণে শিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কিশোর কৃষ্ণের গোপিনা-রমন রূপটি ভাণ্ডারকরের মতে তদানীন্তন আভীরদিগের মধ্যে প্রচলিত অবাধ সমাজ ব্যবহার অন্যতম প্রতিচ্ছবি।"[2]

"Krishna is a pastoral deity, supporting among nymphs and cattle."[3]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মনে করেন যে কৃষ্ণচরিত্রে আর্য-সংস্কৃতি ও অনার্য আভীর সংস্কৃতি যুগপৎ সংমিশ্রিত হয়েছে। "বৈষ্ণবধর্মের একদিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোক-প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল।"[4]

কিন্তু বৃন্দাবনের কিশোর কৃষ্ণকে আভীর জাতীয় বালক বলে সমস্যার সরল সমাধান বাঞ্ছনীয় নয়। রাধাকৃষ্ণ ভাগবতধর্মে বিশ্বাসী ভক্ত ও জ্ঞানীদের সৃষ্ট দেবতা। প্রেমধর্মের সূক্ষ্ম গভীর তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণরূপে ভক্তবৃন্দ দ্বারা পূজিত ও উপাসিত হচ্ছেন। কৃষ্ণ আভীর বালক নন, তিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, কিন্তু স্বরূপতঃ

---

১ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—পৃঃ ১২৬ ২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৪৭

৩ Hinduism & Buddhism—page 157

৪ পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ১৩শ খণ্ড—পৃঃ ১৪০

স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধা তাঁর শক্তি। এই কল্পনার মূল আছে উপনিষদে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্ধাঙ্গস্বরূপিণী—তাঁর মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।[১]

শ্রীকৃষ্ণ ত অখণ্ড রসস্বরূপ ব্রহ্ম—লীলার নিমিত্ত নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।[২]

উপনিষদের ব্রহ্মও রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'।[৩] সেই রসস্বরূপ ব্রহ্ম এক ছিলেন, তিনি নিজেকে জায়া ও পতিরূপে দুইভাগে বিভক্ত করলেন।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।"[৪]

"স বৈ নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ—স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।"[৫] —তিনি একাকী আনন্দ পাচ্ছিলেন না—কারণ একাকী আনন্দ পাওয়া যায় না। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইচ্ছা করলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমার জায়া হোক।

স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্।[৬]

—তিনি নিজেকে দুইভাগে ভাগ করলেন, অতঃপর পতিপত্নী হলেন।

বৈষ্ণবের কান্তাভাবে ঈশ্বর ভজনের মূল এখানেই। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ একটি দার্শনিকতত্ত্বের মূর্তবিগ্রহ হলেও ব্রজলীলার কৃষ্ণ মূলতঃ সূর্যবিষ্ণু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আভীর বালক-বালিকার প্রেমচিত্র যদি রাধাকৃষ্ণপ্রেম ভাবনার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমান থাকেও তবে তার কোন প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। মনে হয়, আভীর জাতির শিথিল সমাজের প্রেমকল্পনা নিছক পণ্ডিতবর্গের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু সূর্য-বিষ্ণুর বহুতর গুণ কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে আরোপিত হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার কাহিনী উদ্ভূত হয়েছে। বৈদিক ইন্দ্রের গুণকর্মও কিছু কিছু কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে-আরোপিত হয়েছে। এইভাবে বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং বৈদিক আদিত্যবিষ্ণু ও ইন্দ্র একত্রিত হয়ে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হয়েছে। ডঃ

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি—৪ পরিঃ
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—৭ম অনুবাক্
৪ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।১৭
৫ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।৩
৬ ঐ —১।৪।৩

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মনে করেন যে কৃষ্ণ একই—ভক্তগণ তাঁকে নানাভাবে কল্পনা করেছেন। "ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কিনা, একথা জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরিতিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী, ত্রিভঙ্গ-বংকিম, গোপীজনবল্লভ, রাধিকারঞ্জন, বংশীধর শ্যামসুন্দরে পরিণত হয়েছেন।"[1]

ঋগ্বেদের কৃষ্ণ, উপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থের বার্ষ্ণেয় বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনলীলায় ব্রজ-রাখাল কৃষ্ণ এক ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু এই মানব কৃষ্ণচরিত্রে সূর্যবিষ্ণুর গুণাবলী সংমিশ্রিত হয়েছে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ডঃ রায়চৌধুরীও মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর গুণকর্ম থেকেই কল্পিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, We have practically no authentic information as to the way in which the childhood of Krishna was spent.

The idea of the pastoral Krishna and some of the Puranic stories about his childhood are evidently borrowed from Viṣṇu legends in the Vedic literature."[2]

তবে তিনি বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কয়েকটি সাদৃশ্যমাত্র দেখিয়ে অনুমান করেছেন যে আভীর জাতির জীবনের প্রভাবও পড়েছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে। "But though the idea of a pastoral Krishna may have been borrowed from the Vedas, as its development was clearly due to some such tribe as the Ābhiras, who were closely connected with the Pāṇḍu migration to the South."[3]

আগেই বলেছি যে কৃষ্ণের সঙ্গে আভীর জাতির সম্পর্ক কল্পনা নিছকই কল্পনাপ্রসূত। সূর্য-বিষ্ণুর মধ্যেই এমন অনেক গুণাবলী বর্তমান যাতে বিষ্ণুকে গোপ বা গোপালরূপে কল্পনা করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে কংসবধের কাহিনী বহু প্রাচীন এবং বহুশ্রুত। মহাভারতে সভাপর্বে (৫৮ অঃ) শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূতনা বধের উল্লেখ নেই। কিন্তু বালক বা কিশোর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অন্যান্য দানববধের প্রসঙ্গ এবং গোপীলীলার প্রসঙ্গ

১ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—পৃঃ ১৩

২ Early History of Vaisnava Sect—page 73-74

৩ অনুবাদ—তদেব, পৃঃ ৭৪

মহাভারতে বা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে স্থান পায় নি। কৃষ্ণ-কাহিনীর এই উল্লেখ-যোগ্য অংশটি অনুল্লিখিত থাকায় কোন কোন পণ্ডিত সঙ্গতভাবেই অনুমান করেন যে এই সকল কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতের পরে কৃষ্ণচরিত্রে সংযোজিত হয়েছে। "From all this it appears that the story of Krishna's boyhood in the Gokula was unknown till about the beginning of the Christian era. The Harivamśa, the chief authority for it contains the word dinara, corresponding to the Latin word denarius and consequently must have written about the third century of the Christian era. Sometimes before that the stories of Krishna's boyhood must have been current."[১]

ভাণ্ডারকরের মতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কল্পিত হয়েছে। যে সময়েই এই সকল কাহিনী রচিত হোক না কেন এই সকল কাহিনীর অধিকাংশই বৈদিক ইন্দ্র ও বিষ্ণু থেকে সমাগত।

গোপকৃষ্ণ—পুরাণে বিষ্ণু গোপালক,—তিনি নন্দগোপের গৃহে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে অগ্রজ বলদেব ও অন্যান্য গোপবালকদের সাহচর্যে গোচারণে গমন করতেন। আমরা জানি বৈদিক বিষ্ণু সূর্যাগ্নি; আর গো শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি। সূর্য বিষ্ণু গোচারণ করেন অর্থাৎ রশ্মিচারণ করেন। সূর্যের প্রভাতে পূর্বাকাশে উদয়, রশ্মিবিস্তার ও সন্ধ্যাকালে রশ্মিসংহরণের নিত্যকার ঘটনাকে গোচারণের রূপকে পরিবেশন করলে চমৎকার কাব্যকাহিনী নির্মাণ করা যায়।

ঋগ্বেদেও বিষ্ণুকে গোপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি।[২] —রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন।[৩]

বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।[৪] —বিষ্ণু রক্ষক, আঘাতরহিত। আচার্য মহীধর বলেছেন,—"গোপা জগতো রক্ষকঃ অদাভ্যঃ অহিংস্যঃ।" ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "গোপার অর্থ গাভীগণের রক্ষক"।[৫]

একটি ঋকে বিষ্ণুর ধামে অবস্থিত প্রচুরগতিবিশিষ্ট বহুশৃঙ্গ গাভী বর্তমান—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।[৬]

১ Vaisnavism & Saivism, Sir R. G. Bhandarkar—page 36
২ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—১।২২।১৮
৫ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৮০ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৬

—যে সকল স্থলের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি।[১]

এখানেও অবশ্য বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভী সূর্যরশ্মিই।

বিষ্ণুপুরাণও বলেছেন, সূর্য গোসমূহের পরম গুরু—

"গবাং সূর্যঃ পরো গুরুঃ।"[২]

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে (১১ অঃ) বিশ্বকর্মাকৃত সূর্যস্তবে সূর্যকে বলা হয়েছে 'গোপতি'। সূর্য বা বিষ্ণু রশ্মিসমূহের পালনকর্তা। এ থেকেই বিষ্ণু-কৃষ্ণ হয়েছেন গোপালক বা গোপবালক। গোপালক কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে বৃষ্ণিবংশজাত ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই ক্ষত্রিয় বসুদেবনন্দনকে নন্দগোপের গৃহে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। সূর্যের মূর্ত্যন্তর পূষা গবাদিপশুর রক্ষক ও পথবেত্তা। কৃষ্ণ-কাহিনীতে পূষার ছায়াও আপতিত হয়েছে মনে হয়।

গো শব্দের অর্থ পৃথিবীও। সুতরাং গোপ শব্দের অর্থান্তর পৃথিবী-পালক। পুরাণের জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুরও উদ্ভব এখান থেকেই। সূর্যের অপর মূর্তি প্রজাসমূহের পালক, বেদের প্রজাপতিও পালনকর্তা। সূর্য-বিষ্ণুর যে তিন পদবিক্ষেপ, তা মানব-কল্যাণের নিমিত্তই—ত্রিশ্চিবিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।[৩]

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ চিরকিশোর—রাধা চিরকিশোরী। ঋগ্বেদের একটি ঋকে বিষ্ণুকে চিরনবীন, কুমার বা যুবা বলে বর্ণনা করা হয়েছে—"যুবা অকুমারঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণু নিত্যতরুণ ও অকুমার অর্থাৎ শৈশব অতিক্রান্ত।

প্রত্যহ প্রভাতে নবীনরূপে আবির্ভূত হন বলেই তিনি চিরনবীন—চিরযুবা।

ঋগ্বেদে অগ্নিও যুবা যবিষ্ঠ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। যবিষ্ঠ উজ্জিহে যশেষ।[৫] —যুবতম অগ্নি যজ্ঞে নিহিত হত হন।

বৃহজ্জ্যোচা যবিষ্ঠ।[৬] —হে যুবতম অগ্নি, তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর।[৭]

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তিটিও এসেছে বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম থেকে।

সূর্য-বিষ্ণু যেহেতু গোপ, সেই হেতু বিষ্ণুশক্তি গোপী। বিষ্ণুর শক্তি অর্থাৎ তেজ বা কিরণ গোপী নামে অভিহিত। সেইজন্যই গোপী সহস্রসংখ্যক। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ। শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বিষ্ণুপু—৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৪৯।১৩
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬ ৫ ঋগ্বেদ—৭।৭।৩ ৬ ঐ —৬।১৬।১১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

…রাসনৃত্য করেন। শরতের আকাশে পাতলা মেঘের আবরণে স্বর্ণকিরণ …বিত হয়—সূর্য-চন্দ্রের শোভা লাগে। মণ্ডলাকারে গোপীগণ নৃত্য করেন। …তের আকাশে পূর্ণিমার রাত্রেও চন্দ্রের শোভা অপূর্ব। সূর্যরশ্মি চন্দ্রে প্রতি-…লিত হয়ে মণ্ডলাকার শোভার সৃষ্টি করে, কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসনৃত্য চলে। …চার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "কৃষ্ণ সূর্যের প্রতিবিম্ব, গোপীরা তারকা। কৃষ্ণের …লীলা সূর্যের লীলা।"[১]

কৃষ্ণের ব্রজলীলা সূর্যের লীলা ঠিকই। কিন্তু গোপী তারকা নয়—সূর্যরশ্মি। …পুরাণে কৃষ্ণের গোপীলীলাকে রূপক হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণের …তে একবার কৃষ্ণ হংস অর্থাৎ সূর্য বা পরমাত্মা, গোপী তাঁর শক্তি ; আর একবার …চন্দ্র গোপীচন্দ্রের ষোড়শ কলা।

হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দনঃ।
তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ।
চন্দ্ররূপী ততঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥

* * *

ষোড়শৈব কলা যাস্তা গোপীরূপা বরাননে।
একৈকশস্তা সম্ভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্॥[২]

—পরমাত্মা জনার্দন কৃষ্ণই হংস, হে দেবি তাঁর ষোল শক্তি কথিত আছে। তারপর চন্দ্ররূপী কৃষ্ণ, গোপীরা তাঁর কলা। চন্দ্রের ষোড়শ কলাই গোপীরূপা। …ক এক কলা আবার সহস্রভাগে বিভক্ত।

হংস শব্দ ব্রহ্ম এবং সূর্য উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সূর্যের শক্তি সূর্যতেজই …গোপী—আবার সূর্যের কিরণ চন্দ্রে যে কলা সৃষ্টি করে সেই ষোড়শ কলাও …চন্দ্ররূপী কৃষ্ণের গোপী। সুতরাং শক্তিরূপে চন্দ্র ও সূর্যকিরণই গোপী। সূর্য-বিষ্ণুর কিরণমালার সঙ্গে লীলাবিলাসই গোপীলীলা।

গোপী শব্দের অর্থে গোপালতাপনী উপনিষদের টীকাকার লিখেছেন—

গোপয়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ। অর্থাৎ সূর্য-বিষ্ণুর পালনশক্তিই গোপী।

সামবেদীয় গোপীচন্দনোপনিষৎ বলছেন, "গোপ্যো নাম বিষ্ণুপত্ন্যঃ স্যুঃ। …ক বিষ্ণুঃ? পরং ব্রহ্মৈব বিষ্ণুঃ।"

—গোপীগণ বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণু কে? পরম ব্রহ্মই বিষ্ণু।

---

১ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৬৯ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১১৮।১২-১৩, ১৫

"The designation of 'Krsna (√Krs) implies one who draws to himself his devotees and Gopi (√gop) means to the multiple power of protecting the universe."[১]

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন রাসোৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে, "এক সময় রাসপূর্ণিমায় বর্ষ আরম্ভ হইত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পূজাপার্বণের কাল। ··· বহুকাল পর্যন্ত কার্তিকাদি মাস গণনা ছিল এবং আমাদের পাঁজিতে কার্তিকাদি পর্ব এখনও লিখিত হইতেছে। মিথিলার লক্ষ্মণাব্দ কার্তিক হইতে গণা হয়। কার্তিক-পূর্ণিমাই রাসপূর্ণিমা···মধ্যরাত্রে রাস, সে সময়ে নবমাস ও নবাব্দ প্রবেশ।···কৃষ্ণের বাল্যলীলা স্বর্গলীলার প্রতিবিম্ব।"[২] যোগেশ রায়ের মতে রাধা একটি নক্ষত্র— বিশাখা নক্ষত্রের নাম।[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশাখা শ্রীরাধার অষ্টতমা সখী। বৈষ্ণব কবি-দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা আরাধিকাকেই রাধিকা বা রাধা করেছেন। শ্রীরাধা ভক্ত দার্শনিকের সৃষ্টি। তিনি কৃষ্ণ-আরাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতীক— সর্বসাধ্যসার—মহাভাব-স্বরূপিণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—পরোঢ়া - পরকীয়া নায়িকা— জীবাত্মার স্বরূপভূতা। পরকীয়া নায়িকা শ্রীরাধার রূপকল্পনার মূল রয়েছে বৃহদারণ্যকোপনিষদে। উপনিষদ্ বলছেন, "যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবং অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।"[৪] —যেমন প্রিয়ার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে প্রিয় বাহ্য আন্তর ভেদ উপলব্ধি করে না, তেমনি এই পুরুষ (ব্রহ্ম) আত্মা (জীবাত্মা) দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্য আন্তর ভেদ উপলব্ধি করেন না।

গোকুলে গোপীদের অবস্থান এবং শ্রীরাধার যমুনায় জল আনতে যাওয়ার যে কাহিনী বৈষ্ণবীয় কাব্যসমূহে বর্ণিত হয়েছে তার উৎস রয়েছে অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে।

> পরেহি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রমপাং ত্বা গোষ্ঠোঽধ্যরুক্ষদ্ভরায়।
> তাসাং গৃহ্ণীতাদ্ যতমা যজ্ঞিয়া আসন্ বিভাজ্য ধীরতরা জহীতাৎ ॥[৫]

—হে নারি, তুমি জল আনতে জলাশয়ে যাও, জল নিয়ে শীঘ্র ফিরে এস। ঘট পূরণের জন্য গোষ্ঠ তোমাতে আরোহণ করুক। সংগৃহীত জলের মধ্যে যজ্ঞের নিমিত্ত তা নিয়ে এস, যজ্ঞে অপ্রয়োজনীয় (জল) পৃথক করে পরিত্যাগ কর।

---

১ God in Indian religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 73

২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ২৬, ২৭ ৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ২৭ ৪ বৃহদারণ্যক—৪।৩।২১

৫ অথর্ব—১১।১।১৩

আচার্য সায়ন এখানে গোষ্ঠ শব্দের অর্থে বলেছেন, 'গাবস্তিষ্ঠন্তি পানার্থম্ অস্মিন্নিতি গোষ্ঠো জলরাশিঃ'।—গোসমূহ এখানে জলপানের নিমিত্ত থাকে, এইজন্য গোষ্ঠ জলরাশি।

গোসমূহ যেখানে থাকে সেই স্থানই গোষ্ঠ নামে পরিচিত। কিন্তু জলপানের নিমিত্ত গোসমূহ আসে বলে গোষ্ঠ জলরাশি, এরূপ অর্থ গ্রহণীয় বিবেচিত হয় না। গো এখানে গাভী নয়,—সূর্যরশ্মি। সূর্যকিরণ জলপান করে বলে গোষ্ঠ বা সূর্যকিরণ যেখানে বর্তমান থাকে তাই গোষ্ঠ। গোষ্ঠ নারীত্বে আরোহণ করুক অর্থাৎ নারীগণ গোষ্ঠকে বরণ করুন। সূর্য বিষ্ণু। নারীগণ তাঁর স্বাশ্ম গোপী। সূর্যরশ্মি গোষ্ঠে অর্থাৎ মহাকাশে অবস্থান করে আগামুক রস আহরণ করুক। অপ্ ও অস্ শব্দে আকাশকেও বোঝায়। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রটি যজ্ঞে নারীগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং যজ্ঞার্থে জল আনয়নের বিষয় ব্যক্ত করেছে। বিষ্ণু-কৃষ্ণ যজ্ঞও। মহাজাগতিক সৃষ্টিযজ্ঞে সূর্যরশ্মির বিচরণস্থান মহাকাশ বা গোষ্ঠ থেকে সূর্যশক্তির দ্বারা রসসংগ্রহ মন্ত্রের বক্তব্য। যজ্ঞের জন্য নারীগণের গোষ্ঠবরণ ও জল আহরণ রূপবর্ণনের অছিলায় যমুনার জলভরণে গমনে পরিণত হওয়া বিচিত্র কি?

কৃষ্ণ কর্তৃক দানব বধ—বালক কৃষ্ণ কর্তৃক বহুতর দানব নিধনের ব্যাপারে ইন্দ্রের বীরকর্মের ছায়া নিশ্চয়ই আপতিত হয়েছে। বৈদিক বিষ্ণু বৃত্র হত্যায় ইন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। তিনি ইন্দ্রের যোগ্য সখা। তিনি আবার ইন্দ্রের সঙ্গে শম্বরাসুরের নব্বইটি পুর ধ্বংস করেছিলেন।

ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য
নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং
হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্॥[1]

—হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ়পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চি নামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে আর প্রতিবন্দী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।[2]

অন্য একটি স্থলে অগ্নি ও বৃত্র শম্বরকে বধ করেছিলেন—"অব শম্বরং ভেৎ।"[3]

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৯।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৯।৬

সায়ন শম্বর শব্দের অর্থে বলেছেন, "শম্বরং মেঘনিরোধকারিণং মেঘং অবভেৎ।" সুতরাং শম্বর মেঘ-নিরোধক শক্তি। পুরাণে বিষ্ণুরই অপর মূর্তি কৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন। ইন্দ্রকৃত অসুরবধের কাহিনীগুলি অবশ্যই কৃষ্ণচরিত্রে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

কালিয় দমন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম মহৎ কীর্তি কালিয় দমন। কৃষ্ণ যমুনা নদীর অভ্যন্তরে কালিয় নামক বিষধর সর্পের সহস্র ফণার উপরে নৃত্য করতে করতে কালিয়কে হীনবীর্য করে মহাসাগরে প্রেরণ করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন কালিয় নাগ অশ্লেষা নক্ষত্র। কিন্তু আমরা জানি বিষ্ণু অনন্ত নাগের উপরে শয়ন করেন। অনন্ত নাগ ও কালিয় নাগ অভিন্ন। আকাশ মহাসাগরে কালিয় নাগের বাস। তার মস্তকে সূর্য বা বিষ্ণুর পদচিহ্ন স্থাপিত। সূর্যবিষ্ণুর অয়নপথই কালিয় নাগ। এই অয়ন পথের উপরে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের একটি অয়ন অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে কালিয় নাগের একটি শির ছিন্ন হয়।

আরও লক্ষণীয় এই যে বেদে বৃত্রকে অহি বলা হয়েছে বহুবার। ইন্দ্র অহি বা মেঘ ভিন্ন করে করে সপ্তসিন্ধু জলপূর্ণ করেছিলেন—

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্।[১]

বৈদিক বর্ণনায় অহি মেঘ। কালিয়-দমন কাহিনীতে ইন্দ্র কর্তৃক অহিহনন কাহিনীও এসে পড়েছে। ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন, "অহি-বৃত্র কল্পনা হইতে সহজেই জলাধিকারী জলশায়ী নাগ-কল্পনা আসিয়াছিল।"[২]

সাত্বত ধর্ম—কেবল বাল্যলীলাতেই সূর্য-বিষ্ণুর ধর্ম আরোপিত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-জীবনেও সূর্যবিষ্ণু সন্নিবিষ্ট হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্র, কৌস্তুভমণি, জয়দ্রথবধকালে সুদর্শন দ্বারা সূর্য অবরোধ প্রভৃতি বৈদিক বিষ্ণু থেকে আগত প্রভাবরূপে গণ্য করা চলে। ডঃ রায়চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবতধর্ম বা সাত্বতধর্ম অর্থাৎ গীতার ধর্মকে সূর্য উপাসনা বা সৌরধর্ম বলে গণ্য করেছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি এই যে সাত্বতধর্ম পুরাকালে সূর্যের দ্বারা কথিত হয়েছিল—সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্যমুখনিঃসৃতম্।[৩] আবার গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, এই অব্যয় যোগধর্ম আমি বিবস্বান বা সূর্যকে বলেছিলাম—

১ ঋগ্বেদ—২।১২।৩ ২ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৯ ৩ শান্তিপর্ব—৩৪৮।১৯

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।[১]

ডঃ রায়চৌধুরীর এই সিদ্ধান্তের আর একটি প্রমাণ একটি তাম্রশাসন, যাতে সূর্য ও বিষ্ণুর মন্দিরের জন্য একটি গ্রাম দান করা হয়েছে।

"There is much truth in Grierson's surmise that the Bhāgavata doctrine was a development of the Sun-worship that was the common heritage of both branches of the Aryan people—Iranian and Indian (Ind. Ant. 1908, p. 253). All the legends dealing with the origin of the Bhagavata religion are connected in some way or other with Sun. According to Santi Parvan of the Mahābhārata the Sātvata code had been declared in ancient times by the Sun.

...The close connection between Bhāgavatism and Solar worship is also possibly suggested by the khoh copper plate Inscription of Śaranātha of A. D. 512 13, which records the grant of a village on the river Tamasā for the purpose of Shrines of Bhagavat and of Āditya Bhaṭṭāraka."[২]

দোল ও ঝুলনযাত্রা—কৃষ্ণলীলার অপর দুটি প্রধান উৎসব দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা। এ দু'টি উৎসবই সূর্যলীলার উৎসব। সূর্য মহাকাশে আপন কক্ষপথে যখন দিক্ পরিবর্তন করেন তখন সূর্য-বিষ্ণু দোলায় আরোহণ করেন। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ দোলযাত্রা, আর দক্ষিণায়নের সূচনা ঝুলনযাত্রা। আচার্য রায় লিখেছেন, "দোলযাত্রা একটি নয়, বৎসরে দুইটি, একটির নাম দোল, অপরটির নাম ঝুলনযাত্রা। সূর্যরূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলায় আরোহণ করেন।... এক সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।"[৩]

"ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষা ঋতুর আরম্ভ হইত। ভাদ্রপূর্ণিমায় পরিবর্তে পাঁজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা লিখিত হইতেছে।"[৪]

গোবর্ধন-ধারণ—গিরিগোবর্ধন-ধারণ কৃষ্ণের আর এক কীর্তি। কৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা করে গোবর্ধন-ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণু ও ইন্দ্রের বিরোধিতার ইঙ্গিত এই কাহিনীতে আছে। বৈদিক যুগে ইন্দ্র ছিলেন প্রধান দেবতা।

১ গীতা—৪।১ ২ Early History of Vaiṣṇava Sect—page 89-90

৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৫ ৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩৫

পরবৈদিক যুগে বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রাধান্য গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্র বা ইন্দ্রের উপাসকগণ বিষ্ণু-কৃষ্ণের উপাসকগণের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত এই কাহিনীতে আছে মনে হয়। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "হয়ত বৈদিক ইন্দ্র পূজকদের ঐতিহ্যে ইন্দ্র-বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের কথা ছিল। হয়ত ইন্দ্র বিরোধীদের ঐতিহ্য বিষ্ণুর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়াইয়া ছিল। সেই দ্বন্দ্বের কাহিনী পুরাণে ইন্দ্র-বিষ্ণুর বিরোধে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইন্দ্র ও কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বিরোধের দু'টি বিশিষ্ট গল্প পুরাণে আছে। এক পারিজাতহরণ আর গোবর্ধন ধারণ।"[১]

গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দী) গোবর্ধন ধারণের মূর্তি পাওয়া গেছে। আচার্য সেন মনে করেন যে ঋগ্বেদে আছে গোবর্ধন ধারণের ক্ষীণ ইঙ্গিত। বিষ্ণু সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলেছেন, "যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থম্।"[২] —যিনি ঊর্ধ্ব আকাশকে থামের মত ধারণ করে আছেন।

কিন্তু পর্বত অর্থে আকাশ নয়, পর্বে সজ্জিত মেঘ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় গোবর্ধন শব্দের অর্থে বলেছেন—"গো-বর্ধন জলদ মেঘ উৎপাদন।"[৩]

পর্বত শব্দের এক অর্থ মেঘ। ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা। বর্ষায় মেঘসমূহ স্তবকিত হয়ে জলভারাবনত অবস্থায় নিম্নে নেমে আসে। ইন্দ্রের কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিষ্ণু ভারহীন স্তবকিত মেঘপুঞ্জকে ঊর্ধ্বাকাশে নিক্ষেপ করেন। ইন্দ্র এখন আর ব্রজবাসীদের বর্ষণে ক্লান্ত করতে পারেন না, পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। কৃষ্ণযজুর্বেদের মতে বিষ্ণু পর্বতগণের অধিপতি—"বিষ্ণুঃ পর্বতানাং।"[৪] আচার্য সায়ন এখানে মন্ত্রব্যাখ্যায় বলেছেন, "বিষ্ণুঃ পর্বতানাং গোবর্ধনাদীনামধিপতিঃ।"[৫]

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ—পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আর একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষার জন্য এক সময়ে ব্রজবালক সহ সমস্ত গাভীদের একটি পর্বত-গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার কীর্তি জানতে পেরে নিজ মায়ার দ্বারা অনুরূপ গোপবালক এবং গাভী সৃষ্টি করে যথারীতি গোচারণ করে চললেন। কেউ জানতেও পারলো না। অবশেষে বহুকাল পরে ব্রহ্মা কৃষ্ণসখা গোপবালকদের ব্রজে দেখে এবং গুহাবদ্ধ রাখাল ও

১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।১
৩ ঐ —পৃঃ ১৮ ৪ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৫৭ ৫ কৃষ্ণ যজুঃ—৩।৪।৫।৫

গোসমূহকে যথাযথ অবস্থায় দেখে কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হয়ে কৃষ্ণের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।[১]

আচার্য সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঋগ্বেদে বলাসুর কর্তৃক গাভীহরণ ও ইন্দ্রকর্তৃক বলাসুরের গুহা থেকে গাভী উদ্ধারের কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র বলের অবরোধ থেকে গাভী উদ্ধার করেছিলেন—"যো গা উদাজদপধা বলস্য।"[২]

"যো গা উদাজদপ হি বলং বঃ।"[৩]

কৃষ্ণযজুর্বেদে ইন্দ্র কর্তৃক বলের গুহা থেকে গাভী উদ্ধার কাহিনী কথিত হয়েছে: "ইন্দ্রো বলস্য বিলমপোর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যো-দকৃখিদত্তং সহস্রং পশবোঽন্বায়ন্…।"[৪]

—ইন্দ্র বলের গুহাদ্বার মোচন করলেন, তারপর উৎকৃষ্ট (তেজস্বী) পশুদের পৃষ্ঠদেশে (লেজ) টান দিলেন। তেজস্বী পশুদের অনুসরণে সহস্র পশু নির্গত হোল।

ঋগ্বেদের ১০।৬৮ সূক্তটিতে বৃহস্পতিকেই বারংবার বলের গুহা থেকে গোধন-উদ্ধারের নায়ক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা উপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ।[৫]

যেমন বয়ের কুণ্ডল (মরাই) হইতে যব বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি গাভী-দিগকে শীঘ্র পর্বত হইতে বাহির করিলেন।[৬]

বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ।[৭]

—যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনা-পূর্বক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন।[৮]

আণ্ডেব ভিত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ।[৯]

—পক্ষী যেমন ডিম্ব ভঙ্গ করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে তদ্রূপ তিনি (বৃহস্পতি) আপনিই পর্বত মধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন।[১০]

আচার্য সেন বলেছেন, "পৌরাণিক কাহিনীতে ইন্দ্র-বৃহস্পতির স্থানে কৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং বলের স্থানে ব্রহ্মা (বৃহস্পতি) গিয়াছেন।"[১১]

১ ভাগবত—১০।১৩ ২ ঋগ্বেদ—২।১২।৩ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৪।৩
৪ কৃঃ যজুঃ—২।২।১।৪ ৫ ঐ —১০।৬৮।৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১০।৬৮।৫ ৮ তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।৬৮।৭
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ১৮

বৈদিক কাহিনী পুরাণে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও ও সূর্য-বিষ্ণু মূলে একই। সুতরাং একের কীর্তি অন্যে আরোপিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঋগ্বেদে পণিরাও অঙ্গিরস ঋষির গোধন হরণ করেছিলেন; পরে ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার করেছিলেন।

কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই গাভীহরণের তাৎপর্য মেঘ অথবা নৈশ অন্ধকারের দ্বারা সূর্যরশ্মি অপহরণ এবং ইন্দ্র বা বৃহস্পতি কর্তৃক অন্ধকার দূরীকরণের দ্বারা কিরণসমূহ পুনরুদ্ধার।

কেশীবধ—ভাগবতে কৃষ্ণ কেশী-দানব হন্তা। ঋগ্বেদে কেশী নামে এক দেবতার স্তুতি আছে।[১] কেশী দেবতা অগ্নি। ধূমপুঞ্জই অগ্নির কেশ। অগ্নির নাম শোচিষ্কেশ, হরিকেশ। সূর্য-বিষ্ণু রাত্রিকালে অগ্নিতে তেজ নিক্ষেপ করেন, প্রভাতে উদয়ের পরে কেশী বা অগ্নির তেজ (বা জ্যোতি) আহরণ করে নেন। এইভাবে কেশীকে বধ করা হয়।

অথর্ববেদে কেশী রুদ্রের নিকট পরাভূত হয়েছে—

শ্যাবাশ্বং কৃষ্ণমসিতং মৃণন্তং ভীমং রথং কেশিনঃ পাদয়ন্তম্।
পূর্বে প্রতীমো নমো অস্ত্বস্মৈ।[২]

—কপিশবর্ণ অশ্বযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ হিংসক ভয়ংকর কেশীর রথকে ভূমিতে নিক্ষেপকারী পূর্ববর্তীকালে অতত রুদ্রকে আমরা (রক্ষকরূপে) জানি—(তাঁকে) নমস্কার করি।

এখানে সায়নাচার্য কেশীকে অসুররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। রুদ্র কর্তৃক কেশী দানবকে নির্জিত করার ঘটনাই কৃষ্ণচরিত্রে সংক্রমিত হয়েছে। কেশী-দেব পরিণত হলেন কেশী-দানবে।

পুতনা বধ—কৃষ্ণ পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ করছিলেন। রামচন্দ্র বধ করেছিলেন তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে। বেদে দীর্ঘজিহ্বী নামে এক রাক্ষসীকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। দীর্ঘজিহ্বী খুব সম্ভব তাড়কা এবং পূতনাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে 'পৃতনা' শব্দটির সঙ্গে আমরা বহুল পরিচিত। পৃতনা শব্দের অর্থ সৈন্যদল। ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পৃতনা বধ করেছিলেন। অগ্নিকে বলা হয়েছে পৃতনাষাট—'অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্'।[৩] সায়নের মতে 'পৃতনাষাট্'

১ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬ ২ অথর্ব—১১।২।১৮ ৩ অথর্ব—১১।১।১২

শব্দের অর্থ শত্রুসেনাঘাতক—"পৃতনাঃ শাত্রবী সেনাঃ সহতে অভিভবতীতি পৃতনাষাট্।" পৃতনা শব্দটি পৃতনারূপেও দীর্ঘজিহ্বী রাক্ষসীর সঙ্গে একীভূতা হয়ে পূতনা রাক্ষসীতে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়।

সান্দীপণির পুত্র উদ্ধার—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমপুরী থেকে গুরু সান্দীপণি মুনির পুত্রকে উদ্ধার করে আনার যে কাহিনী অর্বাচীন পুরাণে দৃষ্ট হয় তাও ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয় কর্তৃক কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকায়ের মৃতপুত্র বিষ্ণাপুর উদ্ধার কাহিনীর রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়।[1]

কৃষ্ণ কাহিনী প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সূর্য-বিষ্ণু-ইন্দ্র-বৃহস্পতি-রুদ্র-অগ্নি দেবতার গুণকার্যের নব রূপায়ণ এবং একক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। উক্ত দেবতাবৃন্দ স্বরূপত অভিন্ন, এজন্য পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সকলের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত বৈদিক কাহিনীর কংকালগুলি রক্তমাংস সংযোজনায় প্রাণবন্ত হয়ে কৃষ্ণ-চরিত্রের চতুর্দিকে সংযোজিত হয়েছে।

কৃষ্ণ যজ্ঞাগ্নি—বৈদিক সূর্য-বিষ্ণু যেমন অভিন্ন, তেমনি সূর্যাগ্নিও অভিন্নভাবে সংযুক্ত। যজ্ঞাগ্নি বিষ্ণুরূপে অভিহিত হয়েছেন, কখনও কখনও কৃষ্ণ নামও প্রাপ্ত হয়েছেন। শুক্লযজুর্বেদে যজ্ঞকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে। ইধ্ম-এ (সমিধ্) জল প্রোক্ষণকালে পাঠ করার একটি মন্ত্র—"কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।"—কঠিন বৃক্ষে স্থিত কৃষ্ণরূপ অগ্নিকে জল প্রোক্ষণ করি। মহীধরাচার্য মন্ত্রটির ভাষ্যে বলেছেন, যজ্ঞই কৃষ্ণ, কারণ যজ্ঞ কোন সময়ে দেবতাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে কৃষ্ণমৃগ বনে যজ্ঞীয় বৃক্ষে আত্মগোপন করেছিলেন। "কৃষ্ণোঽসি হে ইধ্ম! ত্বং কৃষ্ণোঽসি কৃষ্ণমৃগরূপো যজ্ঞোঽসি। যজ্ঞঃ কদাচিদ্দেবেভ্যোঽপক্রান্তঃ স্বগোপনায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা বনে যজ্ঞীয়তরুমধ্যে প্রবিশ্য কুত্রচিৎ কঠিনে বৃক্ষে তস্থৌ। —যজ্ঞো হ দেবেভ্যোঽপচক্রাম স কৃষ্ণো ভূত্বা চচারেত্যাদি শ্রুতেঃ।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ করি, তেমনি অগ্নিরূপেও দেখতে পাই। বিশ্বরূপী কৃষ্ণকে দেখে অর্জুন বলেছেন—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥[2]

---

১ প্রথম পর্ব, অগ্নির প্রসঙ্গ—পৃঃ ৩০৭ দ্রঃ। ২ গীতা—১১।১৭

—কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সকল দিকে উজ্জ্বল তেজোরাশির মত, নিকট থেকে প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের অপরিমিত জ্যোতিরূপী দুর্নিরীক্ষ্য তোমাকে দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥[১]

—আমি অগ্নি হয়ে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ অপান বায়ু সমন্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাক করি।

আর একবার তিনি বলেছেন—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥[২]

—আমি যজ্ঞকর্ম, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি আহুতি।

ঋগ্বেদের প্রথম স্তুক্তেই অগ্নি যজ্ঞ, হোতা, পুরোহিত এবং অন্যান্য ঋত্বিক ও যজ্ঞ ফলদাতা। যজ্ঞ ও বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও যজ্ঞ, সুতরাং বিষ্ণু-কৃষ্ণ অভিন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণ অগ্নিকে বলেছেন গোপিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গোপ, কারণ অগ্নি রক্ষা করেন—"অয়ং নো গোপিষ্ঠো গোপায়দিতি বা।"[৩]

সায়নাচার্য ব্রাহ্মণভাষ্যে বলেছেন, "অয়মগ্নিঃ গোপিষ্ঠঃ গোপায়িতৃতমো রক্ষণকুশলোঽস্মদীয়ং ধনং গোপায়িতুং শক্লোতি…।"

—এই অগ্নি গোপিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ রক্ষক আমাদের ধন রক্ষা করতে সমর্থ।

কৃষ্ণ চরিত্রের পরিণতি—সূর্যাগ্নিরূপী বৈদিক বিষ্ণু বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণ এবং ঋষিকৃষ্ণ সম্মিলিত হয়ে কৃষ্ণচরিত্র নির্মাণ করেছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃতরূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথাঃ মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের, আদিত্য-বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। দেবতার পূর্ণরূপের বিকাশে গোপাল কৃষ্ণ রূপটিও ন্যূনাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।"[৪] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক সূর্য-বিষ্ণুর সঙ্গে অনার্য (দ্রাবিড়) সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মানব কৃষ্ণের সংমিশ্রণে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণচরিত্র উৎপন্ন হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন।[৫]

১ গীতা—১৫।১৪ ২ গীতা—৯।১৬ ৩ শতঃ ব্রাঃ—২।৪।১।১২ ৪ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৪৯
৫ Journal of Royal Asiatic Society, vol. XVI, No. I, 1950

আদিত্য-বিষ্ণু, নারায়ণ ও গোপাল-কৃষ্ণ একই দেবসত্তা। আদিত্য-বিষ্ণু, ঋষি-কৃষ্ণ এবং যাদব-কৃষ্ণের সংমিশ্রণেই কৃষ্ণচরিত্র পরিণতি লাভ করেছে এবং এক পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তসমাজে গৃহীত হয়েছে। মহাভারতে কৃষ্ণস্তুতি প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছেন—

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।[১]

কৃষ্ণই মধুকৈটভহন্তা আদিত্য পুত্র বামনরূপী বিষ্ণু—

অদিত্যামপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ।
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা॥[২]

ব্রজের কৃষ্ণ-সূত্রে উপনিষদের ব্রহ্মও একটু রসের পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছেন। সর্বময় ব্রহ্ম রসস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে রসিক শেখর। রসরাজ মহারাস রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ সদাই ক্রীড়াময়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রাসতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্লভ বস্তু। "পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রসস্বরূপ, এই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই অখিল রসামৃতমূর্তি। এই রসরাজ রসিক-শেখর রস-পরব্রহ্ম লাভের নিমিত্ত চিদানন্দরসময় যে ক্রীড়াবিশেষ তাহাই রাস।"[৩]

কৃষ্ণ ও মার্তণ্ড—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সবটুকুই সূর্য-বিষ্ণুর লীলা। কৃষ্ণ-জননী দেবকী পূর্বজন্মের দেবমাতা অদিতি। অদিতির সন্তানগণই আদিত্য। বেদে আদিত্যের সংখ্যা আট, অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডকে অদিতি জন্মের পরই ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে জন্মের পরেই গর্ভধারিণীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন পণ্ডিত মনে করেন অদিতি ও অষ্টম আদিত্য মার্তণ্ডের কাহিনী দেবকী ও কৃষ্ণের কাহিনীতে পরিণতি লাভ করেছে।

স্মরণীয় এই যে কৃষ্ণও অষ্টম গর্ভের সন্তান।

"Like those of many solar deities his first appearance were beset with perils and obstructions of every kind. On the very night of his birth his parents had to remove him to a distance beyond the reach of his uncle king Kamsa who sought his life. In the Veda the sun in the form of Martanda is the eighth son born of Aditi and his mother casts him off just as Devaki, who is at times represented as an incarnation of Aditi removes Krishna…"[৪]

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—১২।২১ ২ মহাঃ, বনপর্ব—১২।২৩-২৭

৩ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৩১৮ ৪ The Religions of India, Barth—page 388.

কৃষ্ণের মূর্তি—যদিও দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তিই সর্বত্র উপাসিত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ অষ্টভুজ প্রভৃতি মূর্তিরও বর্ণনা পুরাণে-তন্ত্রে পাওয়া যায়। দেবকীগর্ভ থেকে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতেই ভূমিষ্ট হয়েছিলেন।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদায়ুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥[১]

—বাসুদেব দেখলেন পদ্মপত্রচক্ষু, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-অস্ত্রসমন্বিত, শ্রীবৎস-চিহ্নশোভিত, গলদেশে কৌস্তভমণি বিভূষিত, পীতাম্বর-পরিহিত, জলপূর্ণমেঘবর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্যকিরীট কুণ্ডলের জ্যোতিতে শোভিত, সহস্র কেশ শোভিত, উদ্দাম কাঞ্চী, অঙ্গদ, কঙ্কণ প্রভৃতিতে সুশোভিত সেই অদ্ভুত বালককে।

কিন্তু কংসের ভয়ে দেবকী ভগবানকে অলৌকিক রূপ উপসংহার করতে অনুরোধ করলেন—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥[২]

দেবকীর অনুরোধে ভগবান দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ ধারণ করলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে বসুদেব স্তুতি করেছিলেন—

ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ॥[৩]

—প্রস্ফুটিত নীলপদ্মসদৃশ আভাযুক্ত, চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষ, সেই নবজাত পুত্রকে দেখে আনকদুন্দুভি স্তব করেছিলেন।

অতঃপর বসুদেবই অনুরোধ করলেন ভগবানকে দিব্যরূপ গোপন করতে—

উপসংহর সর্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজন্মজঃ॥[৪]

১ ভাগবত—১০।৩।৯-১০ ২ ভাগবত—১০।৩।৩০ ৩ বিষ্ণুপু—৫।৩।৮ ৪ ভাগবত—৫।৩।১৩

—হে সর্বাত্মা, তোমার চতুর্ভুজরূপ উপসংহার কর, দৈত্যাধম কংস তোমার অবতার যেন না জানতে পারে।

পিতামাতার অনুরোধে, ভগবান দ্বিভুজ মানবী তনু গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কিন্তু দ্বিভুজ হয়েই কৃষ্ণ গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায় চ।
হৃৎপদ্মকোষাদ্ দৈবক্যা বহিরাবির্বভূব হ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ শরীরং সুমনোহরং
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।

* * *

নবীন নীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমদ্রবচর্চিতম্॥

* * *

ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্॥
ত্রিভঙ্গবঙ্কমধ্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুকৌস্তভেন বিরাজিতম্॥[1]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই কৃষ্ণ বাঙ্গালীর অতি-পরিচিত অতি প্রিয় ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শিখিপুচ্ছধারী বনমালী দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ।

অন্যত্রে কিন্তু অষ্টভুজ কৃষ্ণেরও বিবরণ আছে—

নিত্যমষ্টভুজং ধ্যায়েৎকৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্।
রমরালিঙ্গিতং বামে লোকত্রিতয়মোহনম্॥
চক্রং খড়্গং চ মুষলং দক্ষে বিভ্রাণমঙ্কুশং
বামে পাশং তথা শঙ্খং শার্ঙ্গং চাপমেব চ॥
কৌমোদকী চ বিভ্রাণং সর্বভূষণভূষিতম্।[2]

এখানে কৃষ্ণের চারি দক্ষিণ হস্তে চক্র, খড়্গ, মুষল ও অঙ্কুশ এবং চারি বামহস্তে পাশ, শঙ্খ, শার্ঙ্গ ধনু ও কৌমোদক গদা।

ভগবদ্গীতায় যে কৃষ্ণের বর্ণনা আছে, তাও চতুর্ভুজ। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তিই দেখতে চেয়েছেন:

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৭।৬৮-৭৫, ৭৮-৭৯ ২ মন্ত্রপ্রকাশ

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥[১]

—মুকুটধারী গদাচক্রহস্ত তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, সহস্রবাহু, তুমি চতুর্ভুজ হও।

কৃষ্ণ চরিত্রের রূপান্তর—আদিতে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন ছিলেন। সেই জন্যই কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর গুণকর্ম অভিন্ন। উভয়েই চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৌস্তুভ-ভূষিত এবং শ্রীবৎসলাঞ্ছন। পরে ঋষি-কৃষ্ণ এবং যদু বা বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণ-বিষ্ণু সম্মিলিত হয়ে হলেন মহাভারতের কৃষ্ণ। অবশেষে আদিত্য বিষ্ণুর গুণকর্মসমূহ ও রূপক কাহিনীর উৎস হওয়ায় ঐগুলি কৃষ্ণচরিত্রে সংশ্লিষ্ট হলো, এবং বৈদিক ইন্দ্রের বীরকর্মসমূহ সংযুক্ত হয়ে যাদব কৃষ্ণ পরিণত হলেন সমরাধ্যক্ষ কৃষ্ণে। বিষ্ণু-কৃষ্ণের চতুর্ভুজ চারিদিকে বিষ্ণুর ব্যাপ্তির ইঙ্গিত বহন করছে। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, কৌস্তুভ এবং শ্রীবৎসচিহ্ন সূর্যবিম্বেরই প্রতীকরূপে গ্রহীতব্য।

সুদর্শন চক্র—বিষ্ণু-কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র নামে অস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই সুদর্শন চক্রের শক্তি অমোঘ। চক্র শিশুপালের শির ছিন্ন করেছিল; জয়দ্রথবধকালে সূর্যকেও আবৃত করেছিল। পুরাণকার বলছেন, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহনে অক্ষমা হয়ে দূরে চলে গেলে সূর্যের অনুমতি নিয়ে বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টা সূর্যের তেজ ভ্রমিযন্ত্রে শাতন করে সেই বিচ্ছিন্ন তেজ থেকে চক্র নির্মাণ করেছিলেন।

পৃথক্ চকার তেজশ্চ চক্রং বিষ্ণোঃ প্রকল্পয়ৎ।[২]

সূর্যের চক্র বা একচক্র রথ ঋগ্বেদে বহুখ্যাত—

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় ববর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।[৩]

—দ্বাদশ শলাকা বিশিষ্ট অন্তরীক্ষের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে, এই চক্র কখনও জীর্ণ হয় না।

সূর্যের রথে সপ্তচক্রের কথাও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে। আবার বিষ্ণুর চক্রও ৩৬০ বার পরিক্রমণ করছে।[৪] সূর্যের চক্র বা বিষ্ণুর চক্র যাই বলি এ ত সূর্য-মণ্ডল ছাড়া আর কিছু নয়।

"In the post-vedic literature one of the Viṣṇu's weapons is a rolling wheel, which is represented like the sun."[৫]

১ গীতা—১১।৪৬ ২ পদ্মপুঃ স্বর্গখণ্ড—৮।৪৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।১১
৪ ঋগ্বেদ—১।১৫৫।৬ ৫ Vedic Mythology—page 39

"What wheel stands for in Indian symbolism is primarily the revolution of the year, as Father of time (Prajāpati kāla) the flowing tide of all begotten things, dependent on the Sun."[১]

অন্যশাস্ত্র বলছেন, হরি স্বয়ং চক্ররূপ ধারণ করেছেন—

দেবতামুনিভিঃ প্রোক্তা চক্ররূপো হরিঃ স্বয়ম্ ।[২]

শারদা তিলকে সুদর্শন চক্রের একটি ধ্যানমন্ত্রও প্রদত্ত হয়েছে। এই মন্ত্রে চক্র ও মুরারি সূর্য-বিষ্ণু অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে।

কল্পান্তার্কপ্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তং
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুল ভয়দং ভীমদংষ্ট্রাট্টহাসম্ ।
চক্রং শঙ্খং গদাব্জে পৃথুতরমুষলং চাপপাশাঙ্কুশান্যৈঃ
বিভ্রাণং দোর্ভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্রসংজ্ঞম্ ॥[৩]

—কল্পান্তের সূর্যের দ্যুতিসম্পন্ন, তেজের দ্বারা ত্রিভুবন পূর্ণকারী, রক্তচক্ষু, পিঙ্গল কেশ সমন্বিত, শত্রুদের ভীতিকারী, ভীষণদন্তসহ অট্টহাসসমন্বিত ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বিরাট মুষল, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ বাহুসমূহে ধৃত চক্র নামধারী মুররিপু হরিকে মনে মনে ভাবনা করবে।

মহাভারত বলছেন যে সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার সুদর্শন অগ্নিতুল্য—বিভাবসোস্তুল্যমকুণ্ঠমণ্ডলং সুদর্শনং সংযতি ভীমদর্শনম্ ।[৪]

কৌস্তভমণি—কৌস্তভমণিও সূর্যের প্রতীক—"The post Vedic Kaustubha or breast jewel of Visnu has been explained as the sun by Khun."[৫]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে স্বস্তিক চিহ্নটি বিষ্ণুর পদচক্র।[৬] স্বস্তিক চিহ্নটিই কি বিষ্ণুর শ্রীবৎস চিহ্ন ?

মুদ্রায় অঙ্কিত চক্র—প্রাচীন ভারতে ঔদুম্বর (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী), কুলুত (খ্রীঃ ১ম শঃ) বৃষ্ণি প্রভৃতি জাতির (tribe) মুদ্রায় যে চক্র চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়, সেগুলি অবশ্যই বিষ্ণুচক্র বা সুদর্শন চক্র বিষ্ণুর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

জেনারেল কানিংহাম এবং এ্যালান মুদ্রায় ব্যবহৃত চক্রগুলিকে ধর্মচক্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চক্রচিহ্নকে বিষ্ণুচক্ররূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১ Elements of Buddhist Iconography. A. K. Coomaraswamy—page 28
২ শারদা তিলক—১৬।৮৮ ৩ শারদা তিলক—১৬।৭৫ ৪ মহাঃ, আদি—২১।২১
৫ Vedic Mythology—page 39 ৬ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৩৭

The elaborate wheel appearing on the reverse of the unique silver coin of the Vṛṣṇi Rājanya gaṇa has been described by Cunningham and Allan as a Dharma chakra ; but its appearance on a coin of Vṛṣṇi Rājanya, with which clan according to consistant Epic and Puranic tradition the name Vāsudeva Krishna is associated, makes it highly probable that the chakra stands for the Sudarśana chakra of Vāsudeva-Viṣṇu, one of the best revered symbols among the early Pancharātrins and the Vaiṣṇavas. The basic idea underlying the wheel in its association with Vāsudeva is solar and the wheel as a symbol per excellence of the god is undoubtedly one of the tangible signs of his connection with the vedic Viṣṇu, as aspect of the Sun."[১]

গদা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে বিষ্ণুর হাতের গদাটি মূলতঃ পূষার গদা। পূষা-আদিত্য থেকে গদা বিষ্ণুর হাতে অর্পিত হয়েছে।[২]

গোবিন্দ—বিষ্ণু-কৃষ্ণের বহু নামের অন্যতম গোবিন্দ। বৌধায়নের ধর্মশাস্ত্রে গোবিন্দ নামটির সাক্ষাৎ পাই। পাণিনি কৃত ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্তিকে কাত্যায়ন গোবিন্দ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাভারতের আদিপর্বে বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণকে গোবিন্দ বলা হয়েছে—

গাং বিন্দতা ভগবতা গোবিন্দেনামিতৌজসা।
বরাহরূপিণা চান্তর্বিক্ষোভিতজলাবিলম্ ॥[৩]

—বরাহরূপে জলরাশি বিক্ষোভিত করে ভগবান গোবিন্দ অপরিমিত বলের দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন।

অনুশাসন পর্বে ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি গোবিন্দ নামে কথিত হয়েছেন।

নষ্টাঞ্চ ধরণীং পূর্বমবিন্দং বৈ গুহাগতাং।
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্ভিরভিষ্টুতঃ ॥[৪]

—পূর্বে আমি অতলে প্রবিষ্ট বিনষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলাম। সেইজন্য দেবগণ গোবিন্দ নামে আমাকে স্তব করেছিলেন।

১ Development of Hindu Iconography, J. N. Banerjee (1941) —page 145

২ বঙ্গদর্শন, ১৩১০—পৃঃ ৬৫-৬৬   ৩ মহাঃ, আদিপর্ব—২১।১২

৪ মহাঃ, অনুশাসন পর্ব—৩৪২।৭০

গো শব্দের অর্থ পৃথিবীও হতে পারে, সূর্যরশ্মিও হতে পারে। রশ্মিসমূহের উদ্ধারকর্তা হিসাবেও বিষ্ণু গোবিন্দ সংজ্ঞালাভের অধিকারী।

"As Sun, he is Govinda, Gopati and Goptr."[১]

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গোসমূহ উদ্ধার করেছিলেন, পণিদের দ্বারা অপহৃত গোসমূহকেও তিনি সরমার সহায়তায় উদ্ধার করেছিলেন। নারদ-পঞ্চরাত্র বলছেন, গোবিন্দ গোবিদ্‌গণের অর্থাৎ রশ্মিগ্রাহীদের পতি—"গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ"।[২]

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মনে করেন যে গোবিন্দ সংজ্ঞাটি বৈদিক ইন্দ্র থেকে বিষ্ণু-কৃষ্ণে সংক্রমিত হয়েছে।

"কিন্তু সম্ভবত গোবিন্দ যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্তারূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে গোবিন্দ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।"[৩]

উপেন্দ্র—বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আর এক নাম উপেন্দ্র। উপেন্দ্র সংজ্ঞা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর অভিন্নত্ব সূচিত করে। ইন্দ্রের অনুজ এই অর্থে মহাভারতে ও পুরাণে উপেন্দ্র নাম বিষ্ণু-কৃষ্ণ লাভ করেছিলেন। বামন অবতারে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজরূপে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র আর উপেন্দ্রের মধ্যে ত তফাৎ নেই,—উভয়েই সূর্যরূপী। বামনপুরাণে অদিতি বিষ্ণুস্তবে উপেন্দ্র-বিষ্ণুকে সূর্যরূপী বলে উল্লেখ করেছেন—

রাত্রিজং সূর্যরূপী চ তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্।[৪]

আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন যে উপেন্দ্র শব্দের দ্বারা বৈদিকযুগে বিষ্ণু অপেক্ষা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্মৃতি প্রকাশিত। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ইন্দ্র-বিষ্ণুর বিরোধের পরিণামে বিষ্ণুর বিজয় সূচিত হয়েছে গোবর্ধনধারণ ও পারিজাত হরণের কাহিনীর মাধ্যমে।

"বৈদিক আর্যদের যে দল বিশেষভাবে ইন্দ্রপূজক ছিলেন, যে কোন কারণে হোক, তাঁহাদের ক্রমশঃ দলহানি ও বিষ্ণুপূজকদের (ও রুদ্রপূজকদের) দলবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। তাহার ফলে ইন্দ্রদেব সিংহাসনচ্যুত হন এবং বিষ্ণু সে সিংহাসন লাভ করেন।"[৫]

১ Vedic Mythology—page 203
২ নারদ পঞ্চরাত্র—৩।১, উমামহেশ্বর সংবাদ
৩ ভারতসংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ৩১২
৪ বামনপুঃ—২৭।৩৩
৫ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৩৭

চতুর্ব্যূহ

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চারজন কায়ব্যূহ বা চতুর্ব্যূহ নামে পরিচিত। এই চারজনই বিষ্ণুর রূপভেদ বা অংশ মাত্র। জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং তেজ—এই ষড়্‌গুণসম্পন্ন দেবতা বাসুদেব প্রথম ব্যূহ; দ্বিতীয় ব্যূহ বাসুদেবের অগ্রজ সংকর্ষণ বা বলরাম, তৃতীয় ব্যূহ কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, চতুর্থ ব্যূহ প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ বা বিষ্ণুর চতুর্মূর্তি পরবর্তীকালে চতুর্বিংশতি মূর্তি বা ব্যূহে বিবৃত হয়। এ থেকে বিষ্ণুপূজার ব্যাপকতার আভাস পাওয়া যায়। কূর্মপুরাণে বাসুদেবের চারিমূর্তির বর্ণনা আছে—

চতুর্থী বাসুদেবস্য মূর্তির্ব্রহ্মেতি সংজ্ঞিতা।
রাজসী চানিরুদ্ধাখ্যা প্রদ্যুম্ন সৃষ্টিকারিকা॥
• • •
নারায়ণাখ্য ব্রহ্মাসৌ প্রজাসর্গং করোতি সঃ।
• • •
বাসুদেবো হ্যনন্তাত্মা কেবলো নির্গুণো হরিঃ॥[১]

—বাসুদেবের চার মূর্তি—প্রথমা ব্রহ্ম, রাজসী মূর্তি অনিরুদ্ধ, সৃষ্টিকারী রূপ প্রদ্যুম্ন···নারায়ণ নামক ব্রহ্মাই প্রজাসৃষ্টি করেন, অনন্তই তাঁর আত্মা, সেই বাসুদেব কেবলমাত্র নির্গুণ হরি।

তন্ত্রসারে বিষ্ণুর চারটি ভেদ—

পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য বিষ্ণোর্ভেদচতুষ্টয়ম্।
ত্রৈলোক্যমোহনস্তেষাং প্রথমং প্রকৃতির্মতঃ॥
শ্রীকরশ্চ হৃষীকেশঃ কৃষ্ণশ্চাত্র চতুর্থকঃ।
শ্রীধরো বা চতুর্থঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্ন বেতি কেচন॥[২]

—পুরুষোত্তম নামে কথিত বিষ্ণুর চারিটি ভেদ, তাদের মধ্যে প্রথম ত্রৈলোক্য-মোহন প্রকৃতি, শ্রীকর, হৃষীকেশ এবং কৃষ্ণ এই চার। কেউ বলেন শ্রীধর চতুর্থ, কেউ বলেন প্রদ্যুম্ন চতুর্থ।

কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৫০ অঃ   মন্ত্রমহোদধি—সাঃ ভিঃ ১৭১ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত.

প্রপঞ্চসার তন্ত্র বলেন—

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর চারি মূর্তি। এঁদের গাত্রবর্ণ যথাক্রমে স্ফটিক, স্বর্ণ, দূর্বা এবং ইন্দ্রনীল। এঁরা সকলকেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিরীটকেয়ূরশোভিত, পীতাম্বরপরিহিত।

বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
স্ফটিকস্বর্ণদূর্বেন্দ্রনীলাকারশ্চ বর্ণতঃ।
চতুর্ভুজাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মধারিণঃ।
কিরীটকেয়ূরিণশ্চ পীতাম্বরধরা অপি।[1]

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়েছে কালিয়পত্নীগণের কৃষ্ণস্তুতিতে।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।[2]

কিন্তু অগ্নিপুরাণে প্রদ্যুম্ন, নারায়ণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, বলরাম প্রভৃতির পৃথক পৃথক মূর্তি নির্মাণের বিধান আছে। প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র ও খড়্গ, এবং বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও গদা অথবা ধনু ও শর।

প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে বজ্রং খড়্গং বামে ধনুঃ করে।
গদানাভ্যাবৃতঃ প্রীত্যা প্রদ্যুম্নো বা ধনুঃশরী।[3]

অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ চতুর্ভুজ—

চতুর্ভুজোঽনিরুদ্ধঃ স্যাত্তথা নারায়ণো বিভুঃ।[4]

মহাভারতের শান্তিপর্বে নারায়ণীয়াখ্যানে (৩৩৯ অঃ) ভগবানের বিশ্বধারণকারী ব্যূহ সংকর্ষণও শেষ নামে খ্যাত। সংকর্ষণ থেকে জাত হন প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন সকল ভূতের মন। প্রলয়কালে সকল ভূত তাতেই লীন হয়। প্রদ্যুম্ন থেকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ জাত হয়। এঁর অপর অপর নাম অনিরুদ্ধ। প্রদ্যুম্ন থেকে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন। অনিরুদ্ধ অহংকাররূপী।

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে "অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ এবং বাসুদেব চতুরাত্মা। অনিরুদ্ধ বায়ুমূর্তি। তিনি সর্বত্র অনন্তবীর্য এবং সর্বশ অপরাজিত। প্রদ্যুম্ন হুতাশন মূর্তি। তিনি তেজস্বী এবং লোকসমূহ প্রদ্যোতিত করেন (লোকান্

১ প্রপঞ্চসার—১১।৮-৯ ২ ভাগবত—১০।১৬।৪৫ ৩ অগ্নিপুঃ—৪৯।১২-১৩
৪ অগ্নিপুঃ—৪৯।১৩

প্রদ্যোতরশ্মি)।...তিনি কামদেব ও জগদ্‌যোনি। সঙ্কর্ষণ রুদ্রমূর্তি। জগতের কর্ষণহেতু তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। তিনি কামপাস, অরিদমন, সর্বভূতের শঙ্কর এবং বিশ্বযোনি।"[১]

সুতরাং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর চারিটি মূর্তি। কায় শব্দের অর্থ দেহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ বিন্যাস। ব্যূহ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য (ডঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত) লিখেছেন, "সংস্কৃত ব্যূহ শব্দের অর্থসমূহ, বিন্যাস বা নির্মাণ, মূর্তি ও দেহ। এইখানে ব্যূহ শব্দকে মূর্তি বা দেহ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই উপরে উদ্ধৃত কোন কোন সঙ্কর্ষণাদিকে বাসুদেবের মূর্তি বা তনু বলা হইয়াছে। নারায়ণীয়াখ্যানের অপর কোন কোন স্থলেও অনিরুদ্ধকে বাসুদেবের 'তনু' বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্র সংহিতায়ও বাসুদেবাদিকে ভগবানের মূর্তিরূপ বা আত্মা বলা হইয়াছে। তথায় ব্যূহ শব্দকে বিন্যাস অর্থেও গ্রহণ করা যায়।"[২] এই চারি মূর্তির আকারগত সাদৃশ্য ও লক্ষণীয়—

বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রকর॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম বা মূর্তিকে দ্বাদশ মাসের দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন—

বাসুদেব মূর্তি কেশব নারায়ণ মাধব।
সঙ্কর্ষণ মূর্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন॥
* * *
প্রদ্যুম্নমূর্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্তি হৃষিকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বারোজন।[৪]

চতুর্ব্যূহ বিষ্ণুর রূপভেদ হলেও পুরাণে সংকর্ষণ হলেন কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম। কামদেব মদন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এঁরাও সূর্য-বিষ্ণুর রূপভেদ। বায়ুমূর্তি অনিরুদ্ধ অগ্নিমূর্তি প্রদ্যুম্ন এবং রুদ্রমূর্তি সঙ্কর্ষণ একই দেবসত্তার প্রকারভেদ মাত্র।

১ ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম—পৃঃ ৩৭২ ২ তদেব—পৃঃ ৩৫৯
৩ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২০ পরিঃ ৪ তদেব

পুরাণানুসারে হরকোপানলে ভস্মীভূত মদনদেব শিববরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শম্বরাসুর বধ করেছিলেন—

ততঃ কৃষ্ণস্ত রুক্মিণ্যাং কামমুৎপাদয়িষ্যতি।
প্রদ্যুম্নো নাম তস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥[১]

সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর রূপভেদ হলেও ঐতিহাসিক যদু-সাত্বত-বৃষ্ণিবংশের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। এঁদের যদি কোন ঐতিহাসিকতা থাকে ত বিষ্ণুর সত্তা যে এঁদের উপরে আরোপিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

১ শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা—১১।২৫

উষা ও অনিরুদ্ধ

হুতাশন মূর্তি প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ-বিষ্ণুরই মূর্ত্যন্তর। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। প্রহ্লাদ পৌত্র দৈত্যরাজ বলির পুত্র শিবভক্ত বাণের কন্যাকে অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন। উষা-অনিরুদ্ধ উপাখ্যানের নায়ক হিসাবে অনিরুদ্ধ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শিবভক্ত বাণ তপস্যায় শিবকে প্রীত করে লাভ করেছিলেন সহস্র বাহু। কিন্তু ত্রিলোকে প্রতিপক্ষ বীর না থাকায় বাণের সহস্র-ভুজ ভার মনে হয়। বাণ তাই শিবের কাছে উপযুক্ত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করলেন। শিব বললেন, তাঁর সমকক্ষ বীরের প্রতিপক্ষতায় সুযোগ লাভে বাণের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। এদিকে বাণের কন্যা সুন্দরী উষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে ব্যাকুলা হয়েছেন। যোগবিদ্যায় পারদর্শিনী উষা-সখী চিত্রলেখা দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলেন বাণের রাজ্য শোণিতপুরে। উষা-অনিরুদ্ধের অবাধ গোপন মিলন চলতে থাকলে পুররক্ষীরা সন্দেহক্রমে উষার পরিবর্তনের ব্যাপার বাণের গোচরে আনে। রক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বাণ উষার কক্ষে প্রবেশ করলে মহাবীর অনিরুদ্ধ পরিঘের দ্বারা রক্ষীদের বধ করলেন। বাণের সৈন্যরা অনিরুদ্ধের দ্বারা পরাজিত হলে বাণ নাগপাশ দিয়ে বদ্ধ করলেন অনিরুদ্ধকে। এদিকে নারদের মুখে অনিরুদ্ধের বন্ধনদশা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে শোণিতপুরে সমাগত হয়ে প্রবল যুদ্ধে বাণের বাহুসমূহ ছেদন করলেন।

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা বৈ বনস্পতেঃ ॥[1]

—বাণ অস্ত্রসকল বারংবার নিক্ষেপ করতে থাকলে ভগবান্ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বনস্পতির শাখাসমূহের ন্যায় বাণের বাহুসকল ছেদন করলেন।

মহাদেবের অনুরোধে বাণের প্রাণ রক্ষিত হয়—বাণের চারটি মাত্র বাহু অবশিষ্ট রইল—বাণ হলেন শিবের পার্ষদ।

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥[2]

—এই অসুরের চারটি বাহু রইলো অবশিষ্ট, এই অসুর তোমার (শিবের) অজর অমর প্রধান পার্ষদ হবে। কোথাও থেকে তার ভয় থাকবে না।

১ ভাগবত—১০।৬৩।৩২ ২ ভাগবত—১০।৬৩।৪৯

এই কাহিনী ভাগবতের। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বাণসুতা উষা ক্রীড়ারত হরপার্বতীকে দেখে স্বীয় স্বামীর জন্য লালায়িতা হলে পার্বতী তাঁকে বরদান করেন যে, স্বপ্নাবস্থায় উষা যার সঙ্গে মিলিত হবেন, তিনিই উষার পতি। অতঃপর স্বপ্নে অনিরুদ্ধদর্শন, সখী চিত্রলেখা কর্তৃক অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়ন প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। বাণ মহাদেবকে বলেছিলেন—

দেব বাহুসহস্রেণ নির্বিণ্ণোঽহং বিনাহবম্।
কচ্চিন্মমৈষাং বাহূনাং সাফল্যজনকো রণঃ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ ॥[1]

—দেব, যুদ্ধ বিনা বাহুসহস্র নিয়ে আমি দুঃখ বোধ করছি। আমার এই বাহুসমূহের সফলতাজনক কোন রণ হবে কি? যুদ্ধ বিনা আমার ভারবৃদ্ধির নিমিত্ত এই বাহুসকলের কি প্রয়োজন?

মহাদেব বলেছিলেন, যখন তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হবে তখন মাংসাহারীদের আনন্দজনক যুদ্ধ তুমি প্রাপ্ত হবে।

ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্স্যসে ত্বং তদা রণম্ ॥[2]

অতঃপর পরাজিত বাণের পরাজয়ে অনিরুদ্ধ বন্দী হলে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যদুবীরগণ বাণের পুরে আগমন করেন। প্রথমে শিবের প্রমথগণের সঙ্গে যাদবগণের, পরে শিবজ্বরের সঙ্গে বিষ্ণুজ্বরের যুদ্ধ হয় এবং শিবের প্রমথ ও শিবজ্বরের পরাজয় ঘটে। স্বয়ং শিব এবং শিবনন্দন কার্ত্তিকেয় পরাজিত হন। তখন ভাগবতানুসারে বাণের মাতা এবং বিষ্ণুপুরাণে 'দৈত্যমাতা কোটবী বাণকে রক্ষা করতে নগ্ন হয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়ায়। কিন্তু কোটবীকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণ বাণের বাহুসকল ছিন্ন করতে থাকলেও বাণাসুরকে জীবিত রাখলেন। গরুড়ের ভয়ে অনিরুদ্ধের বন্ধনরজ্জু সর্পগণ পলায়ন করে। কৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, উষা ও অনিরুদ্ধ গরুড়পৃষ্ঠে দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

হরিবংশে বাণাসুর কঠোর তপঃপ্রভাবে হরপার্বতীকে তুষ্ট করে হরপার্বতীর পুত্র এবং কার্তিকেয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

অথ বাণোঽব্রবীদ্বাক্যং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
দেব্যাঃ পুত্রত্বমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং ত্রিলোচন ॥

১ বিষ্ণুপু—৫।৩৩।১-২ ২ বিষ্ণুপু—৫।৩৩।৩

শংকরস্তথেত্যুক্ত্বা রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ।
কনীয়ান্ কার্তিকেয়স্য পুত্রোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
যত্রোত্থিতো মহাসেনঃ সোঽগ্নিজো রুধিরে পুরে।
তত্রোদ্দেশে পুরং চাস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥[১]

—বাণ দেবদেব মহাদেবকে বললেন, হে ত্রিলোচন আমি তোমার দেওয়া দেবীর পুত্র হতে ইচ্ছা করি। শংকর তাকে 'তাই হবে' বলে রুদ্রাণীকে বললেন, এই পুত্রকে গ্রহণ কর। অগ্নিজাত মহাসেন যে রুধিরপুরে উত্থিত হয়েছিলেন, সেই দেশেই তার রাজ্য হবে, এতে সংশয় নেই।

বাণ বাহু সহস্র নিয়ে ত্রিলোক বিজয়ের পর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বীর না-পেয়ে মহাদেবের শরণ নিয়েছিল। মহাদেব বলেছিলেন, হে বাণ! যখন তোমার ধ্বজা ভঙ্গ হবে তখন তুমি যুদ্ধ করার সুযোগ পাবে।

ভবিতা বাণ যুদ্ধং বৈ যথা তচ্ছৃণু দানব।
ধ্বজস্যাস্য যদা ভঙ্গ স্তব তাত ভবিষ্যতি॥[২]

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাণ বৃষভধ্বজের চরণে পতিত হোল। মহাদেব বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বহুনামাত্মনঃ স্বকুলস্য তু।
সদৃশং প্রাপ্স্যসে বীর যুদ্ধমপ্রতিমং মহৎ॥[৩]

—ওঠ ওঠ, বীর, তোমার বাহুসমূহের এবং নিজকুলের অনুরূপ মহৎ যুদ্ধ প্রাপ্ত হবে।

তারপর এক সময়ে বাণের ধ্বজা ভঙ্গ হোল, সমগ্র রাজ্যে অমঙ্গল সূচক উৎপাত দেখা দিল। এর পরের বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। হরপার্বতীর শৃঙ্গার ক্রীড়া দেখে বাণনন্দিনী উষা সাভিলাষা হলে পার্বতী উষাকে বর দিলেন যে বৈশাখের দ্বাদশ রাত্রিতে উষা অভিমত ভর্তার সঙ্গে মিলিত হবে। যথারীতি উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং চিত্রলেখাও যোগপ্রভাবে দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে এনে উষার সঙ্গে মিলিত করিয়েছেন। তবে এখানে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়নের ব্যাপারে দেবর্ষি নারদের সহায়তা নিয়েছেন। নারদ চিত্রলেখাকে দিয়েছেন তামসী বিদ্যা। এই বিদ্যার প্রভাবে

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।১৩-১৮ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।৩১
৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১১৬।৩৩

অনিরুদ্ধকে মোহিত করে উষার রূপের বিবরণ দিয়ে এবং চিত্রপট দেখিয়ে অনিরুদ্ধকে প্রলুব্ধ করে চিত্রলেখা তাঁকে নিয়ে আসেন শোণিতপুরে। তারপর অনিরুদ্ধের উষার কক্ষে গোপন অবস্থানের ঘটনা জেনে বাণ সৈন্যদের হুকুম দেয় অনিরুদ্ধকে বধ করতে—গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্বে হন্যতামেব দুর্মতিঃ।[১] পূর্বশর্ত মত নারদ চিত্রলেখার স্মরণমাত্র এসেছেন যুদ্ধ দেখতে। অনিরুদ্ধের হাতে সহস্র সহস্র দানবসৈন্য নিহত হোল। সৈন্যগণ ভীত ত্রস্ত, বাণ সর্বশক্তি নিয়োগ করেও অনিরুদ্ধ হত্যায় ব্যর্থ—হতচেতন, কুম্ভাণ্ড নামক দানবের পরামর্শে মায়াযুদ্ধেও অনিরুদ্ধকে পরাজিত করতে অসমর্থ। তখন বাণ অপরাজেয় প্রদ্যুম্ন পুত্রকে নাগপাশ দিয়ে বেঁধে ফেললে—

বেষ্টিতো বহুধা তস্য দেহঃ পন্নগরাশিভিঃ।
স তু বেষ্টিতসর্বাঙ্গো বদ্ধঃ প্রাদ্যুম্নিরাহবে॥
নিষ্প্রযত্নঃ কৃতস্তম্ভো মৈনাক ইব পর্বতঃ।[২]

—রাশি রাশি সর্পের দ্বারা তাঁর দেহ বহুগুণে বেষ্টিত হয়েছিল। যুদ্ধে সেই প্রদ্যুম্ননন্দন সর্বাঙ্গ বেষ্টিত হয়ে মৈনাক পর্বতের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।

বাণ হুকুম দিলেন অনিরুদ্ধকে বধ করতে। কিন্তু কুম্ভাণ্ড রাজাকে অনুরোধ করে বীরশ্রেষ্ঠ জামাতার প্রাণ রক্ষা করতে। কুম্ভাণ্ডের পরামর্শে রক্ষীদের হাতে জামাতাকে ন্যস্ত করে বাণ গেল বিশ্রামে, নারদও গেলেন দ্বারকায় সংবাদ দিতে। পাশবদ্ধ অনিরুদ্ধ করলেন দেবী চণ্ডীর স্তব। দেবী প্রত্যক্ষ হয়ে অনিরুদ্ধকে করলেন পাশমুক্ত,—মূর্ছিতা উষার করলেন চৈতন্য সম্পাদন। এদিকে নারদের মুখে সংবাদ পেয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন এসে হাজির হলেন শোণিতপুরে। শুরু হোল তুমুল লড়াই। বাণের পক্ষে আছেন শিব স্বয়ং আর শিবনন্দন কার্তিকেয়। শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের সংগ্রামে শিবজ্বরের পরাভব হোল। কিন্তু শিব ও শিবানুচরেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলেছেন। পৃথিবী পীড়িতা হয়ে শিবের শরণ নিলেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন দানবকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। রুদ্র যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। সন্ধি হোল রুদ্র ও কৃষ্ণের,—পরস্পরে হলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। ব্রহ্মা দেখলেন হরি আর হর একই।

হরং চ হরিরূপেণ হরিং চ হররূপিণং।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতাম্বরধরং হরম্॥

১ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১১৯৮১ ২ হরিঃ, বিষ্ণুঃ—১১৯।১৭৩ ৭৪

ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্মধরং হরিম্।
গরুড়স্থং চাপি হরং হরিং চ বৃষভধ্বজম্ ॥[১]

—দেখলেন হরকে হরিরূপে, আর হরিকে হররূপে—শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতাম্বরধারী হরকে,—ত্রিশূলপট্টিশধারী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত হরিকে,—গরুড়স্থিত হরকে ও বৃষভারূঢ় হরিকে।

বাণের সেনাপতি গুহ কিন্তু যুদ্ধ চালাতে থাকে। গুহ নির্জিত হলে বাণ স্বয়ং আসে যুদ্ধ করতে। তুমুল সংগ্রামের পরে কৃষ্ণ চক্রদ্বারা বাণকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দেবী দুর্গা বাণের প্রাণ রক্ষার জন্য মহাদেবের কাছে অনুরোধ জানালেন। তখন মহাদেবের নির্দেশে পার্বতীর উদ্যোগে বিবসনা বাণজননী কোটবী কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ তাতেও শান্ত হলেন না। কৃষ্ণ বললেন, সহস্র বাহু নিয়ে বাণ অত্যন্ত দর্পিত হয়েছে,—তার বাহু ছেদন করবো,—সে দ্বিভুজ হয়ে জীবিত থাকবে।

বাণো বাহুসহস্রেণ নর্দতে দর্পমাশ্রিতঃ ॥
এতেষাং ছেদনং স্বস্ব কর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
দ্বিবাহুনা চ বাণেন জীবপুত্রী ভবিষ্যসি ॥[২]

—তখন আলাতচক্রের মত ঘূর্ণ্যমান বিষ্ণুচক্র বাণের বাহুসমূহ ছেদন করে। বাণ দ্বিভুজ হয়ে জীবিত রইলো।

তত্ত বাহুসহস্রস্য পর্যায়েণ পুনঃ পুনঃ।
বাণস্য ছেদনং চক্রে তচ্চক্রং রণমূর্ধনি ॥
কৃত্বা দ্বিবাহুং তং বাণং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্।[৩]

রক্তের স্রোত বহে গেল। বাণ আর্তনাদ করছে। কৃষ্ণ আবার চক্র গ্রহণ করলেন। মহাদেব কৃষ্ণকে করলেন শান্ত। শিবানুচর নন্দী ছিন্নবাহু রুধিরাক্ত বাণাসুরকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে বাণকে দিলেন পাঁচটী বর। বাণ প্রার্থনা করলে : অজর অমর হব, শিবের পুত্র হব, আমার চক্রক্ষত দূর হোক, শিবের প্রমথগণের শ্রেষ্ঠ মহাকাল নামে পরিচিত হব, আমার দেহে বিরূপতা থাকবে না, দ্বিভুজ চিরস্থায়ী হবে। মহাদেব প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বাণ হলেন শিবের প্রমথ মহাকাল। এদিকে চিত্রলেখা অন্তঃপুরের

১ হরি., বিষ্ণু:—১২৫।২৩-২৭ ২ হরি., বিষ্ণু:—১২৬।১১৯-২০
৩ হরি., বিষ্ণু:—১২৬।১৩০-৩১

পথ দেখালেন। কৃষ্ণ, বলভদ্র ও প্রদ্যুম্ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। নাগকুল গরুড়ের ভয়ে পলায়ন করলে অনিরুদ্ধ হলেন মুক্ত। কৃষ্ণ শোণিতপুরের রাজত্ব দান করলেন বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকে। ঊষা এবং অনিরুদ্ধের বিবাহ সম্পন্ন হোল। ভগবান অগ্নিদেব স্বয়ং উপস্থিত হলেন বিবাহে। বিবাহের পরে কৃষ্ণ দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ করলেন। গমনকালে সকলে দেখলেন বাণের অমৃত-স্রাবী বিচিত্র বর্ণের সহস্র সহস্র গাভী পশ্চিম দিকে রয়েছে।

আরুহ্য গরুড়ং সর্বে জিত্বা বাণং মহৌজসম্।
ততোঽম্বরতলস্থাস্তে বারুণীং দিশমাস্থিতাঃ॥
অপশ্যন্তো মহাত্মানো গাবো দিব্যপয়ঃপ্রদাঃ।
বেলাবনবিচারিণ্যো নানাবর্ণাঃ সহস্রশঃ॥[১]

শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন গাভীগুলি তাঁর প্রয়োজন। তিনি গরুড়কে বললেন—

বৈনতেয় প্রয়াহি ত্বং যত্র বাণস্য গোধনম্।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরমমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ॥[২]

—হে বৈনতেয়, তুমি যাও—যেখানে বাণের গোধন আছে, যাদের দুগ্ধ পান করে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

কৃষ্ণের আদেশে গরুড় পাখার ঝাপটায় সমুদ্রকে ক্ষোভিত করে বরুণালয়ে প্রবেশ করলেন। প্রবল যুদ্ধে নির্জিত বরুণ কৃষ্ণকে তুষ্ট করে বাণের গোধন প্রার্থনা করলেন।

বাণের সঙ্গে বরুণের চুক্তি হয়েছিল, গোধন ত্যাগ করে চুক্তিভঙ্গকারী হয়ে বরুণ পাপে লিপ্ত হবেন না। সুতরাং বরুণকে হত্যা না করে কৃষ্ণ গোধন নিয়ে যেতে পারবেন না। বরুণ বললেন,—

জীবন্নাহং প্রদাস্যামি গাবো বৈ বৃষভেক্ষণ।
হত্বা নয়স্ব মাং গাব এষ মে সময়ঃ পুরা॥[৩]

বরুণের কথায় পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বরুণের প্রীতির নিমিত্ত গোধন ত্যাগ করে সকলে মিলে প্রস্থান করলেন দ্বারকায়।

ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর তাৎপর্য—অনিরুদ্ধ ও ঊষার কাহিনী নিঃসন্দেহে রূপক কাহিনী। হরিবংশের বিকৃত উপাখ্যান রূপকোন্মোচনে সহায়তা করে। দেবতাদের পুত্রপৌত্রগণ ইত্যাদিরূপে যে সকল দেবতার আবির্ভাব পুরাণাদিতে

১ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৪৩-৪৪ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৫১ ৩ হরিবংশ, বিষ্ণুঃ—১২৭।৫২

লক্ষিত হয়, তাঁরা প্রধানতঃ তৎতৎ দেব-কল্পনায় অংশরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। এই হিসাবে অনিরুদ্ধ যেমন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রকার ভেদ, তেমনি অনিরুদ্ধের আকৃতিও কৃষ্ণসদৃশ। ভাগবতে উষার মুখে অনিরুদ্ধের বর্ণনা—

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যাম কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥[১]

—শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, পীতবসনধারী, দীর্ঘবাহু, নারীর হৃদয়হরণকারী কোনও পুরুষকে আমি দেখেছি।

কৃষ্ণ-বিষ্ণুর গুণকর্মও অনিরুদ্ধতে আরোপিত। অনিরুদ্ধ ও উষার কাহিনী বৈদিক সূর্য ও উষার কাহিনীর রূপান্তর। যাঁর গতি কখনও রুদ্ধ হয় না তিনিই ত অনিরুদ্ধ। উষা সূর্যের প্রণয়িণী বা পত্নী। বৈদিক সূর্য প্রণয়ীর মত উষার অনুগমন করেন এবং উষাকে সঙ্গে নিয়েই উর্ধ্বাকাশে গমন করেন। উষা তাঁর অপূর্ব রূপচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে অন্তর্হিতা হন। বাণরাজার সহস্রবাহু ছিন্ন হলে দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজরূপে তিনি শিবগণে পরিণত হন। তিনি হন শিবের প্রমথ মহাকাল। সহস্রবাহু বাণ কোন পার্থিব মানব হতে পারে না। বাণ শব্দ সংস্কৃত বর্ণ শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। রাত্রি অবসানে প্রকটিত বর্ণসমারোহের কন্যা উষা। সহস্রাংশুর বিপুল বর্ণসমারোহের সঙ্গে উষা আবির্ভূত হলে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পৌত্র অনিরুদ্ধ অর্থাৎ বালসূর্য যিনি নিশির তিমির গর্ভে উষার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন—এখন নিশাবসানে বিষ্ণু-কৃষ্ণের সহায়তায় উষাকে বিবাহ করেন এবং মহাকাশ পরিক্রমণের পরে পশ্চিম দিগন্তে পশ্চিম দিকের অধীশ্বর বরুণের কাছে বাণের সহস্র গাভী রেখে অদৃশ্য হন। বাণের সহস্র বাহু প্রভাত কিরণের বর্ণশোভা বিনষ্ট হয়—বাণ রুদ্ররূপী সূর্যের প্রধান প্রমথ মহাকালে পরিণত হন। অসংখ্য প্রভাতের আবির্ভাবেই মহাকালের গতি, মহাকালের কর্তা বা স্রষ্টা সূর্যই। প্রভাত-সন্ধ্যার বর্ণসমারোহ দিগন্তকে রক্তাভায় রাঙিয়ে দেয়,—বাণের রাজধানী তাই শোণিতপুরে। উষাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। উষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহে তাই অগ্নি উপস্থিত থাকেন। বাণের সহস্র গাভী সহস্রাংশু সূর্যের সহস্র কিরণ। গো শব্দের অর্থান্তর সূর্যকিরণ। বরুণ পশ্চিম দিগন্তের সূর্য—সায়নাচার্যের মতে রাত্রিকালের সূর্য। বাণের গাভী তাই বরুণের কাছেই থাকে।

১ ভাগবত—১০।৬২।১৪

বাণ রাজার উপাখ্যান বিশেষতঃ উষা-অনিরুদ্ধের উপাখ্যান অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় এই নামগুলি মানুষের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুরে বাণগড় নামক ধ্বংসাবশেষ স্তূপ বাণরাজার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। পুনর্ভবা নদীর তীরে বাণগড় অবস্থিত। নিকটেই উষাহরণ রোড উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীকে চিরন্তনত্ব দিয়েছে।

সংকর্ষণ বা বলরাম

কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সহায় সংকর্ষণ। ইনিই বলভদ্র বা বলরাম নামে প্রসিদ্ধ। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে এঁর জন্ম হলেও কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য যোগমায়া দেবকীর গর্ভস্থ সন্তান আকর্ষণ করে বসুদেবের অপর পত্নী নন্দগোপের আশ্রিতা রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাই এঁর নাম হয় সংকর্ষণ। মর্তাবতারের পূর্বে ভগবান বিষ্ণু যোগমায়াকে বলেছিলেন—

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥[১]

—শেষ নামক আমার আবাসস্থল দেবকীর জঠরস্থিত গর্ভকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর।

অনন্তো দৈবকীগর্ভাদ্রোহিণেয়ো জগৎপতিঃ।
মায়য়া গর্ভসংকর্ষণাদ্যা সংকর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥[২]

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু যোগমায়াকে বলেছিলেন,—

হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি ॥
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্যান্যা রোহিণী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্।
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ ॥
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি।
গর্ভসংকর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সংকর্ষণেতি বৈ ॥[৩]

—সেই গর্ভগুলি কংসকর্তৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তম গর্ভরূপে উৎপন্ন হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। ভোজরাজ কংসের ভয়হেতু কারাগার হইতে তুমি দেবকীর সপ্তমগর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভ সংকর্ষণ নির্জন শ্বেতপর্বত শিখর সদৃশ সেই বীর জগতে সংকর্ষণ নামে খ্যাত হইবে।[৪]

১ ভাগবত—১০।২।৮-১০ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩।১৪১
৩ বিষ্ণুপু, ৫ম অংশ—১।৭২-৭৪ ৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

উগ্রসেনস্য কন্যায়াং দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ভৃগোঃ শাপবশাদ্ বিষ্ণুঃ সম্ভূতস্ত্রিদশেশ্বরঃ॥
রোহিণী নাম যা পত্নী বসুদেবস্য শোভনা।
তস্যাং সংকর্ষণো জাতো যোঽনন্তঃ শেষসংজ্ঞিতঃ॥[1]

—উগ্রসেনের কন্যা দেবকীর গর্ভে বাসুদেব থেকে ভৃগুর শাপে ত্রিলোকের অধীশ্বর, বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করবেন। বসুদেবের রোহিণী নামে যে সুন্দরী পত্নী তাঁর গর্ভে অনন্ত বা শেষ নামে সংকর্ষণ জন্মগ্রহণ করবেন।

বিষ্ণুপুরাণে স্তবে প্রীত ভগবান বিষ্ণু নিজের দুগাছি সাদা ও কালো চুল তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এই দুই কেশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করবে—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥[2]

বিষ্ণুর শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনন্ত বা শেষনাগরূপী বলভদ্র সংকর্ষণের স্তব করে ব্রহ্মা বলেছেন—

নমোঽনাদিমহামূল তমস্তোমৈকভানবে।

* * *

ফণামণিফণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ॥
ভোগতল্পকশাচ্ছন্নমধ্যরূপায় তে নমঃ।
মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে॥

* * *

এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে।
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাত্তেঽভাগসি॥

—অনাদিমূল তমসমূহের একমাত্র ধ্বংসকারক সূর্যকে নমস্কার। ...ফণা-মণির ফণাতুল্য ক্ষিতিমণ্ডলধারণকারী, কালাগ্নিরুদ্র, মহারুদ্র, তোমাকে নমস্কার। মহাপ্রলয়ে ত্রিজগৎ বর্ধিত হয়ে মহাসমুদ্রের জলে একীভূত হলে তুমি নিজ

১ গৌরপুরাণ—৩২।৪৪।৫৫ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।১।৫৯-৬০

দেহকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করে সুখে নিদ্রিত থাক। এই যিনি বেদে নারায়ণরূপে স্তুত হন, হে ভগবন, তিনি তোমা থেকে ভিন্ন নন, কারণহেতু তুমি ভিন্ন হয়েছে।

হরিবংশেও বলরাম তেজোময় ধরণীধর শেষ নাগ—

পুরাণে নাগরাজোঽসৌ পঠ্যতে ধরণীধরঃ।
শেষস্তেজোনিধিঃ শ্রীমানকম্প্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥[১]

বিষ্ণুর শয্যা অনন্ত নাগ ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষ পুরুষের মত সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ ও সহস্রবাহুবিশিষ্ট :

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ॥[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ বলরাম সহ মথুরা যাত্রাকালে কালিন্দীর জলে স্নান করতে গিয়ে অক্রূর জলমধ্যে অনন্ত বলরামের ক্রোড়ে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। সেই সময়ে শ্বেতবর্ণ বলরাম সহস্রফণাবিশিষ্ট শেষ নাগরূপে প্রতিভাত।

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্॥
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্॥[৩]

—সহস্রশিরা সহস্রফণামণ্ডিত নীলাম্বর পরিহিত, পদ্মনালের মত শ্বেত, ক্রোড়ে ঘনশ্যাম পীতকৌষেয় বসন, চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন শান্ত কৃষ্ণ অবস্থিত।

হরিবংশেও এই বিবরণ পাওয়া যায়। যমুনাজলে মজ্জমান অক্রূর নাগলোকের মধ্যে দেখলেন—

তস্য মধ্যে সহস্রাস্যং হেমতালোচ্ছ্রিতধ্বজম্।
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রং মুষলোপাশ্রিতোদরম্॥
অসিতাম্বর সংবীতং পাণ্ডুরাসনম্।
কুণ্ডলৈকধরং মত্তং সুপ্তমম্বুজহেক্ষণম্।

* * *

দদর্শ ভোগিনাং নাথং স্থিতমেকার্ণবেশ্বরম্॥[৪]

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩২॥ ২ মহানির্বাণতন্ত্র—১০।১০১ ৩ ভাগবত—১০।৪০।৪৫-৪৬
৪ হরিবংশপর্ব—২৭।৪৯-৫০, ৫৫

—নাগলোকমধ্যে সহস্রমুখবিশিষ্ট, হেমতালের মত উন্নতধ্বজসমন্বিত, হস্তাগ্রে লাঙ্গল, উদরে সংশ্লিষ্ট মুষল, অশ্বেতবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ আসনে উপবিষ্ট কুণ্ডলীকৃত দেহ, মত্ত, পদ্মপত্রনিভচক্ষুযুক্ত, নিদ্রিত মহাসলিলে অবস্থিত সর্পরাজকে দেখলেন।

তাঁরই ক্রোড়ে পীতাম্বর শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ঘনশ্যাম বিষ্ণু উপবিষ্ট—

উৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্।
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সূপবিষ্টং দদর্শ হ॥[১]

বলরামের দেহত্যাগ কাহিনীতেও তাঁর নাগস্বরূপের ইঙ্গিত আছে। বলরাম যখন যদুবংশ ধ্বংসকালে দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে অনন্ত নাগ নির্গত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে।

চংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্॥
নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভোগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রস্থিতার্ণবং সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানস্তথোরগৈঃ॥[২]

অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসনবদ্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নির্গত হইতেছেন। বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন সিদ্ধগণ ও উরগগণ তাঁহার স্তব করিতে-ছিলেন।[৩]

এই ঘটনা মহাভারতের মৌষলপর্বে চতুর্থ অধ্যায়েও বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বলরামের দেহত্যাগ কাহিনীর এক নূতন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বলরাম নাগরূপে নাগসৈন্যসহ সমুদ্রপারে দেশান্তরে আর্য ও অনার্যের মিলনের মহাবাণী প্রচারের জন্য যাত্রা করেছিলেন।

শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্রফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মেলন।[৪]

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—২০।৫৮ ২ বিষ্ণুপু—৫।৩৭।৫০ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ প্রভাসকাব্য, ৮ম সর্গ

এই ব্যাখ্যা পুরাণসম্মত নয়।

মহাভারতপুরাণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে বলরাম অনন্তনাগ। বিষ্ণুর সঙ্গে অনন্ত নাগের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিষ্ণু অনন্তশয্যাশায়ী। সূর্যের অয়ন-গতি অনন্ত-নাগ। এই গতি অন্তহীন তাই অনন্ত; সূর্যের উত্তর-দক্ষিণে গতির সীমা বা শেষ দুই অয়ন বৃত্ত—তাই অনন্ত নাগের নাম শেষ। এঁরই আকর্ষণী শক্তিতে সূর্যের উত্তর-দক্ষিণে পরিক্রমা, তাই তিনি সংকর্ষণ। সূর্যের গতি আর সূর্য ভিন্ন নন, সেইজন্য অনন্ত বিষ্ণুর অংশ, বলরামও বিষ্ণুর অংশ বা অবতার। কৃষ্ণলীলায় অনন্তদেব বলভদ্র, বলদেব বা বলভদ্ররূপে অবতীর্ণ। আবার রামাবতারে ইনিই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে বিভীষণ রামকে বলেছিলেন যে শেষনাগ লক্ষ্মণই ইন্দ্রজিতের হন্তা—

তস্মাল্লক্ষ্মণ দেবেশ লক্ষণং ত্বরয়া মম।
হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাদ্ধরাধরঃ ॥[1]

লক্ষ্মণ—নারায়ণ এবং শেষ রাম ও লক্ষ্মণরূপে ধরার ভার হরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—

নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ।
যুবাং ধরাভার নিবারণার্থং
জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ ॥[2]

অন্যত্র আছে : ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেষোঽয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ ॥[3]

নিত্যানন্দ—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তখন ধরণীধর অনন্ত শেষ বা বলরাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিত্যানন্দরূপে,—

সহস্রবদন বন্দ প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান ॥

* * *

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্তন ॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥

১ অধ্যাত্ম রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, ৮।৩৩ ২ তদেব—৮।৩৭
৩ তদেব—১৩।২৩

হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহীধর॥[1]
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥
সহস্রফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্তবিক্রম না জানেন আছে হেন॥
সহস্রবদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর,
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥

*　　　*　　　*

অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে॥[2]

রূপগোস্বামী কড়চায় লিখেছেন,—

সংকর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।

—কারণ সলিলে শয়নকারী, হিরণ্যগর্ভের আধাররূপে গর্ভোদশায়ী, বিষ্ণুরূপে প্রলয়ার্ণবে শায়িত—যাঁর অংশকলা শেষ সংকর্ষণ সেই নিত্যানন্দ নামে খ্যাত বলরাম আমার আশ্রয় হোন।

আপনে করেন কৃষ্ণলীলায় সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য করে ধরি চারি কায়॥[3]
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞায় পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥[4]

গৌরাঙ্গদেব যেহেতু কৃষ্ণ-বিষ্ণু সেইহেতু নিত্যানন্দ প্রভু ও সংকর্ষণ বলরাম। মনে হয়, নিত্যানন্দ অবধূত যেমন মাটির মানুষ এবং ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন,

১ চৈতন্য ভাগবত—আদিখণ্ড, ১ম অঃ　　২ তদেব　　৩ তদূর্দ্ধ
৪ চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ

সেইরকম রামানুজ লক্ষ্মণ এবং কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য যখন বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার তখন বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অবতারেও লক্ষ্মণ, বলরাম ও চৈতন্য বিষ্ণুর পরিকর অনন্তের অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছেন।

বলরাম শব্দটিকে নানভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বলশব্দের অর্থ শক্তি, দণ্ড (যষ্টি) এবং শুভ্র। সুতরাং শুভ্র গাত্রবর্ণের জন্য কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম হতে পারেন, শক্তিমত্তাও তাঁর কম ছিল না, তিনি মহাবীর, তিনি বলের দ্বারা অসাধ্যসাধন করতেন। দণ্ড বা গদা বলরামের অন্যতম অস্ত্র সুতরাং তিনি দণ্ডধর বলরাম। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে দণ্ড এবং শুভ্রতা বলরামের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। "বেদে অন্তঃস্থ বকারাদি 'বল' শব্দ আছে, অর্থ লাঠি বা দাণ্ডা। বলরাম হলায়ুধ এবং মুষলধারী। (এখানে মুষল হলের বিকল্প হতে পারে অথবা শস্যপেষণের মুষল হতে পারে।) বাংলা ছড়ায় বলে 'কাঁধে বাড়ি বলরাম'। 'শ্বেত' অর্থবাচক 'বলক্ষ' শব্দের সঙ্গে অন্তঃস্থ বকারাদি বল শব্দের ব্যুৎপত্তি যোগ অনুমান করলেও ভাল ব্যাখ্যা মেলে।"[১]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রশত্রু অহি বা বৃত্র, বল এবং রৌহিণ এই তিন দানবের সঙ্গে বলরামের সগোত্রতা আছে বলে ডঃ সেন মনে করেন। "ঋগ্বেদে ইন্দ্রাবিষ্ণুর প্রতিযোগী তিনজন। অহি(=নাগ) বৃত্র সপ্তসিন্ধুর জল আটক করে রেখেছিল। বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র সেই দানবকে হত্যা করে সাত নদীর স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। গোরূপী বলের গোঠে অনেক গরু আটক ছিল। বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র তার গোয়াল থেকে গোরু ভাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। রৌহিণ স্বর্গে উঠবার চেষ্টা করেছিল। ইন্দ্র তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই তিন ইন্দ্রশত্রু পৌরাণিক বলরামের মধ্যে মিলেছে। বলরামের বৃত্রত্ব—তিনি অনন্তনাগ…বলরামের বলত্ব তাঁর নামে এবং ব্রজনিবাসে। বলরামের রৌহিণত্ব—বলরাম রৌহিণের অর্থাৎ বসুদেব ভার্যা রোহিণীর পুত্র. ঋগ্বেদের রৌহিণ মানেও রোহিণীর সন্তান অর্থাৎ লাল গাইয়ের বাছুর।"[২]

ডঃ সেন মনে করেন যে কালিয়দমন উপাখ্যানে কালিয়-অহি ও কৃষ্ণের বিরোধে এবং দুইজনে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে দুই পক্ষ গ্রহণে এবং সুভদ্রাহরণ

১ যোড়োর বলরাম বিগ্রহ প্রসঙ্গ, বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ১৮ ২ বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ২০

উপলক্ষ্যে দুই ভ্রাতার বিরোধে বৈদিক ইন্দ্র-বিষ্ণু ও অহি-বল-রৌহিণের বিরোধের বীজ নিহিত আছে।[১]

কিন্তু বেদে ইন্দ্র-বিষ্ণুর সঙ্গে রৌহিণের, বল, বৃত্র প্রভৃতি দানবগণের যে বিরোধ বলরাম-কৃষ্ণের মতান্তর তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। ডঃ সেনের অভিমত স্বীকার করে নিলেও বলরাম অনন্ত বা শেষ নাগ—এই তথ্যের কোন ব্যাখ্যা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে বলরাম মহাশক্তিমান বলবান্ রাম। তাঁর আয়ুধ লাঙ্গল। এই লাঙ্গলের দ্বারা তিনি যমুনা নদীকে আকর্ষণ করেছিলেন।

আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ।
তস্য বাচং নদী সা চ মত্তোক্তামবমন্য বৈ।
নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী॥
গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ষ মদবিহ্বলঃ।
পাপে নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়ান্যতঃ॥
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলভদ্রোহসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্॥[২]

—মদ্য পানে বিহ্বল হয়ে বলরাম বললেন, যমুনে তুমি এখানে এস, আমি স্নান করতে ইচ্ছা করি। নদী তাঁর বাক্যকে মাতালের উক্তি ভেবে অবজ্ঞা করে আগমন করলেন না। তখন হলধর ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল গ্রহণ করলেন, মদবিহ্বল হয়ে সেই নদীকে তটে গ্রহণ করে আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, পাপিয়সী, আসছ না, নিজের ইচ্ছায় যাও। নদী তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজ পথ পরিত্যাগ করে নিম্নগামী হয়ে যেখানে বলভদ্র ছিলেন সেই বন প্লাবিত করলেন।

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ॥
পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়া হুতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্॥[৩]

কেবল যমুনা নয় অধিবাসী সহ হস্তিনাপুরীকেও বলদেব হলাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করেছিলেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনতনয়া লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ কৌরবসেনা সহ শাম্বকে বন্দী করেছিলেন।

১ বিচিত্র নিবন্ধ—পৃঃ ২১ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৮-১১ ৩ ভাগবত—১০।৬৫।২৫-২৮

শাম্বের মুক্তিবিষয়ে বলভদ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করায় বলভদ্র সমস্ত হস্তিনাপুরী আকর্ষণ করেছিলেন।

অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগৎত্রয়ম্॥
লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য্য গজাহ্বয়ম্।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ॥
জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ॥[১]

—বলরাম বললেন, আমি আজই পৃথিবী কৌরবহীনা করবো। তিনি লাঙ্গল গ্রহণ করে যেন ত্রিলোক যেন দগ্ধ করতে উদ্যত হয়ে উঠলেন, লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাপুর নামক নগর উৎপাটিত করে গঙ্গায় নিমজ্জিত করার জন্য আকর্ষণ করলেন। নগরও জলযানের মত ঘূর্ণিত হয়ে গঙ্গায় পতিত হোল।

ইত্যুক্ত্বা মদরক্তাক্ষঃ কর্ষণাধোমুখ হলম্।
প্রাকার-বপ্রে বিন্যস্য চকর্ষ মুষলায়ুধঃ॥[২]

—মুষলায়ুধ বলরাম কোপে অরুণীকৃতলোচন হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ষণোন্মুখ লাঙ্গল হস্তিনার প্রাকারদেশে বিন্যাসপূর্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৩]

অনন্ত বলরামের প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি কৃষ্ণ-বিষ্ণু-সূর্যকেও আকর্ষণ করছেন। আর সেইজন্যই আকর্ষণী শক্তির প্রতীক কর্ষণযন্ত্র হল বা লাঙ্গল বলরামের অস্ত্র। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন বলরামের আয়ুধ হল কৃষিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর মুষলও শস্যপেষণ যন্ত্র হতে পারে। কিন্তু কৃষিকর্মের সঙ্গে বলরামের সংযোগ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণ-বিষ্ণু-সূর্যের সঙ্গে অনন্ত-বলরামের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অনন্ত নাগ তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করেছিলেন। অনন্ত নাগের বিস্তারিত ফণাছত্রের নীচে বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি প্রচুর পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার কালনা সহরে অনন্ত-বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে বলরামের লাঙ্গল, মুষল, গদা ও পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—

লাঙ্গলী মুষলী রামো গদী পদ্মধরঃ স্মৃতঃ॥[৪]

---

১ ভাগবত—১০।৬৮।৪০-৪২ ২ বিষ্ণুপুঃ—৫।৩৫।৩৩ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ অগ্নিপুঃ—৪৯।১২

বর্ধমান জেলায় বোড়ো গ্রামে বলরাম বিগ্রহ বিখ্যাত। "বোড়োর বলরাম মূর্তি কাঠের, প্রায় সাত-আট হাত উঁচু। দণ্ডায়মান মূর্তি, হাত চৌদ্দটি, মাথায় সর্পফণার ছাতি। ···বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রে ছবি আঁকা। মূর্তির এক হাতে লাঙ্গল আছে, বলরামের বিশিষ্ট আয়ুধ কৃষিযন্ত্র। এই রকম বলরামের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে গোটা তিনেক পাওয়া গেছে: একটি বর্ধমানের গড়ুই গ্রামে, দুটি মুর্শিদাবাদের কান্দী অঞ্চলে—গয়েসাবাদে ও সাগরদীঘি গ্রামে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিগুলিকে বিষ্ণুর রূপভেদ বলেছেন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে এগুলির নাম দিয়েছেন 'লোকেশ্বর বিষ্ণু'।"[১]

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ—পৃঃ ৭৮৫

বুদ্ধাবতার

বিষ্ণুর আর এক অবতার বুদ্ধদেব। যিনি মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও গুণ ও কর্মে মানবতার সীমা অতিক্রম করে যান তিনি বিষ্ণুর অবতার বা অবতার-কল্প মহাপুরুষরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে মানবত্ব ও দেবত্বের সংমিশ্রণ চোখে না পড়ে পারে না। এ যুগেও শ্রীচৈতন্যদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধাবতারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযুক্ত। বৈদিক যাগযজ্ঞে এবং যজ্ঞে পশুহিংসায় অবিশ্বাসী করুণা ও প্রেমের মূর্তি গৌতমবুদ্ধ এক সময়ে বিষ্ণুর অবতার শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কবি বললেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥[1]

যিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞের নিন্দা করলেন, যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুদের প্রতি করুণা প্রকাশ করলেন, সেই মহাপুরুষের প্রভাব এমনই অনতিক্রমণীয় হয়ে পড়েছিল যে তিনি বিষ্ণুর প্রকাশরূপে স্বীকৃতি পেলেন। পুরাণকার বললেন, পরাজিত দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হলেন সনাতন বৈদিক-ধর্ম বর্জিত দানবদের মোহিত করার উদ্দেশ্যে।

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দেবাঃ পরাজিতাঃ।
রক্ষ রক্ষেতি বদতো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ।
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তাংস্ত্যাজিতা বেদধর্মকম্ ॥
তে চ বৌদ্ধা বভূবুর্হি তেভ্যোঽন্যে বেদবর্জিতাঃ।
আর্হতঃ সোঽভবৎ পশ্চাদার্হতানকরোৎ পরান্।
এবং পাষণ্ডিনো জাতা বেদধর্মাদিবর্জিতাঃ ॥[2]

—পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যগণের দ্বারা দেবগণ পরাজিত হলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে রক্ষা কর রক্ষা কর বলে শরণ নিলেন। মায়ামোহরূপী

১ গীতগোবিন্দম্ ২ অগ্নিপুঃ—১৬।১-৩

বিষ্ণু শুদ্ধোদনের পুত্র হলেন। তিনি দৈত্যদের মোহিত করলেন। তারা বেদধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ হোল। তাদের মধ্যে অন্যরাও বেদবর্জিত হোল। তিনি হলেন আর্হত এবং পরে সকলকে আর্হত করলেন। এইরূপে পাষণ্ডগণ বেদধর্মবর্জিত হয়েছিল।

এই বুদ্ধদেব দানবদের বেদধর্মবিবর্জিত করায় দেবগণের অসুরবিজয় সহজসাধ্য হয়েছিল। সারদাতিলক তন্ত্রে দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধ বন্দনায় বলা হয়েছে—

পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ন্ চীবরচিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্॥[১]

—পুরাকালে দেবতাদের অসুরবিজয় সম্ভব করতে যিনি চীবর পরিধান করেছিলেন, সেই মূলকারণ বুদ্ধকে প্রণাম করি।

স্বয়ম্ভূপুরাণে বুদ্ধ শাক্যসিংহকে আকাশশক্তি প্রাপ্ত তায়, ধর্মধাতু, জগন্নাথ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা স্তব করা হয়েছে—

নমো বুদ্ধায় ধর্মায় সঙ্ঘরূপায় বৈ নমঃ।
স্বয়ম্ভুবে বিরক্তাত্মজ্ঞানবে ধর্মধাতবে॥

*   *   *

শাক্যসিংহং জগন্নাথং সর্বজ্ঞগুণসাগরম্।
অতীতানাগতৈঃ বৌদ্ধৈঃ ধর্মবজ্র জগৎগুরুম্॥

বজ্রপাণি বুদ্ধ—বুদ্ধের আর এক রূপ বজ্রপাণি বুদ্ধ। ইনি দানবহন্তা। ইনিই গরুড়ের গ্রাস থেকে নাগদের রক্ষা করেছিলেন। বজ্রপাণি বুদ্ধ বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে পরিকল্পিত। "Vajrapani is both the ferocious emanation of Vajradhara and Spiritual reflex, the Dhyāni Bodhisattva.

Grünwedel identifies Vajrapāṇi with Śakra or Indra, the Indian god of rain. In the Buddhist records, Śakra is mentioned as being present at the birth of the Tathāgata and as assisting at his flight from the palace."[২]

কল্কি অবতার—পুরাণানুসারে বিষ্ণুর দশম অবতার বা শেষ অবতার কল্কি, ম্লেচ্ছ নিধন করে ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন।

১ সাঃ তিঃ—১৭।১৪৮
২ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty—page 48

কল্কী বিষ্ণুযশঃ-পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহীতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধঃ॥
স্থাপয়িষ্যতি মর্যাদাং চাতুর্বর্ণ্যে যথোচিতাম্।[১]

—যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিত বিষ্ণুযশপুত্র কল্কি অস্ত্র গ্রহণ করে অস্ত্রাঘাতে ম্লেচ্ছদের নির্মূল করবেন, চতুর্বর্ণকে যথাযথ মর্যাদায় স্থাপিত করবেন।

কল্কিপুরাণানুসারে কলিযুগের পাপ-দুঃখ মোচনের জন্য দেবগণের অনুরোধে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে বিষ্ণুযশার পত্নী সুমতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু চতুর্ভুজ-রূপে অবতীর্ণ হলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে দুইটি ভুজ সংহরণ করেছিলেন—

বিপ্রর্ষে! শম্ভলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ।
সুমত্যাং বিষ্ণুযশা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্॥

* * *

তং ব্রহ্মা পুণ্ডরীকাক্ষকংলপাদ্ বিষ্ণুস্তোঽভবৎ।[২]

কল্কি-অবতারের আবির্ভাব ভাবীকালে কলিযুগের অন্তে।

১ অগ্নিপুরাণ—১৬।৮ ২ কল্কিপু:—১।৮-১০, ২১

শালগ্রাম শিলা

কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বহুল প্রচলিত প্রতীক শালগ্রাম-শিলা গৃহদেবতারূপে প্রায় প্রতি হিন্দুগৃহে পূজিত। সূর্য বা কূর্মরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে শালগ্রাম শিলার আকৃতি সাদৃশ্যই শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুর প্রতীকরূপে গ্রহণের হেতু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিষ্ণুর শালগ্রামরূপ গ্রহণের হেতু সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। বিষ্ণু শঙ্খচূড় দৈত্যের বেশে শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীর ধর্মনাশ করায় শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হয়েছিল। তখন তুলসী বিষ্ণুকে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করে অভিশাপ দিয়েছিলেন পাষাণ হ'তে—

> ছলেন ধর্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ॥
> পাষাণসদৃশস্ত্বং দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
> তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা।[1]

—ছলনায় ধর্মভঙ্গ করে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ। যেহেতু তুমি পাষাণসদৃশ দয়াহীন, অতএব হে প্রভু, তুমি এখন পাষাণরূপী হও।

ভগবানও তুলসীকে বর দিলেন—

> অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
> অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥
> বজ্রকীটাশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
> তচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্॥[2]

—আমি তোমার শাপে ভারতে গণ্ডকী নদীর তীর-সন্নিকটে প্রস্তরখণ্ডরূপে অধিষ্ঠান করবো। সেখানে বজ্রদংষ্ট্রা বজ্রকীট নামে কীটেরা সেই প্রস্তরখণ্ডমধ্যে আমার চক্র নির্মাণ করবে।

বজ্রকীটনির্মিত চক্র অনুসারে শালগ্রাম শিলা শ্রীধর, রঘুনাথ, নারায়ণ, দধিবামন প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়ে পূজিত হয়ে থাকেন। মহাভারতের বনপর্বে (৮৪ অঃ) বিষ্ণুর শালগ্রাম নামটি প্রথম পাওয়া যায়।

---

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—২১।২৩-২৪ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—২১।৫৮-৫৯

জগন্নাথ

বিষ্ণুর দারুময় বিগ্রহরূপে জগন্নাথ মূর্তিও পূজিত হন। পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহ সম্ভবতঃ জগন্নাথ বিগ্রহ পূজার আদি। নীলাচলে বিষ্ণুর জীবন্ত বিগ্রহ নীলমাধবের অন্তর্ধান ও পুরীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক বিশ্বকর্মা নির্মিত জগন্নাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। জগন্নাথদেব ত্রিমূর্তি—বলরাম, সুভদ্রা ও কৃষ্ণ বা জগন্নাথ। স্কন্দপুরাণে জগন্নাথ নীল মেঘের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, দারুময়, শঙ্খচক্রধারী বলভদ্র ও সুভদ্রার সমভিব্যাহারে অবস্থিত।

শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমান্ নীলজীমূতসন্নিভঃ।
নীলাচলগুহান্তস্থো বিভ্রদ্দারুময়ং বপুঃ।
আস্তে লোকোপকারায় বলেন সুভদ্রয়া।
সুদর্শনেন চক্রেণ দারুণা নির্মিতেন চ।[1]

জগন্নাথকে পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে। সারদা তিলক তন্ত্রে পুরুষোত্তমের ধ্যানে বিষ্ণুকে জগন্নাথ এবং পুরুষোত্তম বলা হয়েছে—

রক্তারবিন্দমধ্যস্থং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্দয়িতয়া সার্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্।[2]

—রক্তপদ্মমধ্যস্থিত গরুড়োপরি উপবিষ্ট প্রিয়ার সহিত্ বর্তমান জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করবে।

সারদাতিলকের পুরুষোত্তম অষ্টভুজ—

ধ্যায়েচ্চেতসি শঙ্খপাশ মুষলাংশ্চাপেষু খড়্গান্ গদাং
হস্তৈরংকুশমুদ্বহন্তমরুণং স্মেরারবিন্দাননম্।[3]

—শঙ্খ, পাশ, মুষল, ধনু, বাণ, খড়্গ, গদা ও অংকুশ হাতে বহন করছেন, তাঁর পদ্মতুল্য মুখ স্মিতহাস্যে মধুর।

উৎকলখণ্ডে জগন্নাথ শঙ্খ ও চক্রধর—সুতরাং বিষ্ণু। কিন্তু জগন্নাথ বিগ্রহ অসম্পূর্ণাঙ্গ—হস্তপদহীন অবস্থায় দেখা যায়। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিশ্বকর্মার বিগ্রহ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ধৈর্যহারা হয়ে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করায় বিগ্রহ অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন যে

১ স্কন্দপু., উৎকলখণ্ড—৪।৭৩-৭৫   ২ সাঃ তি—১৭।৩৯   ৩ সাঃ তি—১১।৩৮

জগন্নাথ বিগ্রহ বুদ্ধদেবেরই রূপান্তর। আবার কারো মতে জগন্নাথ কোন অন্-আর্য জাতির দেবতা—পরবর্তীকালে হিন্দুদেবতা বিষ্ণুরূপে পরিণত।

"There is however considerable reason for doubting whether originally Jagannath—the lord of the world—had any connection with Viṣṇu. It is possible that he was the local divinity of some un-known tribe whose worship was engrafted into Hinduism; and the new god, when admitted in the Pantheon, was regarded as another manifestation of Viṣṇu; or what is more probable, as Puri was a head centre of Buddhism, when that system was placed under a ban and its followers persecuted, the temple was utilised for Hinduism, and Jagannatha, nominally a Hindu deity was really Buddhistic. the strange, unfinished form of the symbols of the central doctrine of the Buddhist faith. possibly, in order to be free from persecution it was taught that this was a form of Viṣṇu.

What appears more likely is that some valued relics of Buddha were placed in the image, but as it was dangerous at that time to come to any connection with him and his worship, these relics were said to be bones of krishna There is much in rites at Puri to countenance the idea that though professedly Hindu it is really a Buddhist shrine."[1]

আবার কারো মতে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে সঙ্ঘ নারীরূপে বুদ্ধের ও ধর্মের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় 'জগন্নাথ মূর্তি ত্রিরত্নের রূপান্তর'।[2]

স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতের লাদাখ অঞ্চল ভ্রমণকালে 'বোধ্ খর্' গ্রামে ত্রিরত্নের যে মূর্তি দেখেছিলেন, সেই মূর্তিগুলিকে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহের প্রতিরূপ বলে গণ্য করেছেন। স্বামীজীর বর্ণনা উদ্ধৃত করছি: "আমাদের একটি একটি ত্রিরত্ন বা 'পরমেশ্বরা' রহিয়াছে। আমাদের দেশের ইঁট দিয়া গাঁথা তুলসীমঞ্চের মত ইঁহারা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রথমটিতে কাল, দ্বিতীয়টিতে সফেদ ও তৃতীয়টিতে লাল রঙ লাগাইয়া বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক নির্মাণ করিয়া তাহাদের পূজারতি করেন। ইঁহারা

১ Ward, Chamber's Encyclopedia, vol. II—page 163

২ শূন্যপুরাণ ভূমিকা—(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)—পৃঃ [illegible]

এইগুলিকে 'পরমেশরা' বলেন। 'পরমেশরা' শব্দ পরমেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। এইগুলিতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথম কালটিকে হস্তপদহীন জগন্নাথ, দ্বিতীয় হলদেটিকে সুভদ্রা ও তৃতীয় সাদাটিকে বলরাম মনে হয়।"[১]

জগন্নাথ আদিম অবস্থায় বৌদ্ধ দেবতা ছিলেন অথবা অন্-আর্য দেবতা ছিলেন, সে তত্ত্ব নিছক অনুমানের ব্যাপার। জগন্নাথ বিগ্রহ বৌদ্ধ দেবতা হলে তিনটি বিগ্রহের স্বরূপ কি? তিনটি বিগ্রহ ত্রিরত্ন হলে এঁদের মধ্যে নারীবিগ্রহ সুভদ্রা এলেন কি ভাবে? বুদ্ধদেবের অস্থি বা অন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে লুকায়িত ছিল কিনা তাও নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে একথা সত্য যে সূর্য-বিষ্ণুর প্রভাব জগন্নাথেও পড়েছে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা সূর্যের অয়নপথ পরিক্রমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রার সঙ্গে বর্ষাগমনের সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। আর বর্ষারম্ভেরই উৎসব জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রায়। সূর্য সপ্তাশ্ববাহিত রথে অন্তরীক্ষলোক পরিক্রমণ করেন। জগন্নাথও রথে আরোহণ করে গুণ্ডিচা যাত্রা করেন। অয়নপথে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা ও উত্তরে প্রত্যাগমন জগন্নাথের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার ইতিবৃত্ত। অনন্ত বা বলরাম জগন্নাথেরও সঙ্গী। স্কন্দপুরাণ মতে জগন্নাথ দেবের সঙ্গী বলরাম বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা—

শয্যা ত্বং শায়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্ছাদকো ভবান্।[২]

অতএব জগন্নাথ ও বলভদ্র কৃষ্ণ-বলরামের রূপান্তর, কিন্তু এঁদের মধ্যস্থিতা সুভদ্রাকে নিয়েই যত গোল। মহাভারত ও পুরাণানুসারে সুভদ্রা কৃষ্ণভগিনী, অর্জুন-পত্নী ও অভিমন্যু-জননী। নারদ পঞ্চরাত্রে (৪র্থ রাত্র, ১ অঃ) কৃষ্ণশত-নাম স্তোত্রে কৃষ্ণ জগন্নাথ ও সুভদ্রাপূর্বজ। কিন্তু সুভদ্রাকে জগন্নাথের পত্নী লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ইনি বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—

দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাপি বিষ্ণুভাবানুসারিণি।[৩]

—হে দেবি! তুমি বিষ্ণুমায়া, চরাচর মোহিত কর। তুমি হৃদ্‌পদ্মে অবস্থান করেও বিষ্ণুভাবের অনুসারিণী।

১ কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ, ২য় সং—পৃঃ ১০৩

২ উৎকলখণ্ড—২৩।৫০ ৩ ব্রহ্মাকৃত সুভদ্রা স্তব, উৎকলখণ্ড—২৬।৪৩

তয়োর্মধ্যে স্থিতাং ভদ্রাং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণীম্।
সর্বলাবণ্যবসতিং সর্বদেবনমস্কৃতাম্।
লক্ষ্মীং লক্ষ্মীশহৃদয়পঙ্কজাৎ পৃথকস্থিতাম্।
বরাম্বরধারিণীং দেবীং দিব্যনেপথ্যভূষণাম্ ॥[1]

—কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে কুঙ্কুমারুণ সকল সৌন্দর্যের আবাসভূতা সকল দেবতার প্রণম্যা, লক্ষ্মীপতির হৃৎপদ্মস্থিতা পৃথকরূপে অবস্থিতা লক্ষ্মী। শ্রেষ্ঠ-বস্ত্রধারিণী দিব্যভূষণভূষিতা কল্যাণময়ী ভদ্রাকে ধ্যান করবে। সারদা তিলক-তন্ত্রেও বলা হয়েছে—ধ্যায়েদ্বলভদ্রাভ্যাং সার্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্।[2]—পত্নীর সঙ্গে জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করবে।

যিনি লক্ষ্মী তাঁর নাম ভদ্রা বা সুভদ্রা কেন? তিনি জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যবর্তিনী কেন? আর লক্ষ্মীই যদি তিনি, তবে কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী কিভাবে হলেন?

কেউ হয়ত জগন্নাথ বিগ্রহে আদিম সমাজের ভগিনী বিবাহ প্রথার উদাহরণ খুঁজে পাবেন, কিম্বা হয়ত এক নারীর দুই পতিত্বের উদাহরণও পেতে পারেন। কিন্তু পুরাণকার বলছেন, কৃষ্ণ, বলদেব এবং লক্ষ্মীর মধ্যে ভেদ কোথায়? তোমরা বলছ, সহোদর সহোদরা। সে ত লৌকিক সংস্কার। ঈশ্বরের আবার এরকম লৌকিক ভাব থাকবে কেমন করে?

ন ভেদোঽস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ
একগর্ভপ্রসূতত্বব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ॥
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপে স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি॥[3]

—হে বিপ্রগণ, কৃষ্ণ এবং বলভদ্রের মধ্যে কোন ভেদ নেই। একগর্ভে জন্ম এরূপ ব্যবহার লৌকিক (বস্তুতঃ নয়)। সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী এটা ত পৌরাণিক গল্প। পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী সর্বত্র বর্তমানা।

এক এব জগন্নাথস্ত্রিধা তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ।[4]

তত্ত্বের দিক থেকে এ সত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু কৃষ্ণ-জগন্নাথকে সূর্যরূপে গ্রহণ করলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। বিষ্ণুরূপী জগন্নাথ রথে আরূঢ়। বিষ্ণুর অনন্ত পরিক্রমণপথ অনন্ত নাগ বিষ্ণুর অনন্ত সঙ্গী। তিনি সংকর্ষণরূপে বিষ্ণুকে

১ উৎকলখণ্ড—৫।৬৩ ২ সাঃ তিঃ—১৭।২৯ ৩ উৎকলখণ্ড—১১।১৩-১৪
৪ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—৩১।৮৫

আকর্ষণ করছেন। আর এই দুয়ের মাঝে আছেন জগতের কল্যাণবিধাত্রী কল্যাণময়ী সুভদ্রা—বিষ্ণুর তেজোরূপা শক্তি। ইনিই পুংরূপে স্ত্রীরূপে সর্বত্র আছেন। এই তিনই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; তাই সহোদরত্ব মায়িক। বলদেব কি বিষ্ণু থেকে ভিন্ন? বলদেবই ত বিষ্ণুর বল। পুরাণকার তাই বলছেন—

কোঽন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দশ।

ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ।[১]

—পুণ্ডরীকাক্ষ (বিষ্ণু) ছাড়া কে চতুর্দশ ভুবন ফণাগ্রে ধারণ করতে পারে? তিনিই অনন্ত বল নামে প্রসিদ্ধ।

সূর্যের যিনি তেজোরূপা শক্তি—তিনিই রাত্রির গর্ভ থেকে প্রভাতে সূর্যের সঙ্গে জাতা হন। তাই তিনি লৌকিক রীতিতে সহোদরা। কিন্তু সূর্যশক্তি সূর্যা কখনও বেদে সূর্যকন্যা, কখনও সূর্যপত্নী। ঊষাও কখনও সূর্যের প্রণয়িনী, কখনও সূর্যের কন্যা, কখনও ভগিনী। অপার্থিব বস্তু পার্থিব রীত্যনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কবিকল্পনায় বর্ণিত হলে দোষ হয় না। সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলরাম তাই একই বস্তু হওয়ায় বিরুদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন দোষাবহ নয়। জগন্নাথ বিগ্রহে ইতিহাস যাই লুক্কায়িত থাক, এর মধ্যে প্রকৃতই সূর্য-বিষ্ণুর লীলা প্রতিষ্ঠালাভ করে দারুভূত পুরুষোত্তম বিষ্ণুসংজ্ঞাকে সার্থক করেছে।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এবং বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভক্ত শবর বিশ্বাবসু নীলমাধব জগন্নাথ বিগ্রহের সেবক ছিলেন; পরে উক্ত বিগ্রহ বালুকাগর্ভে প্রোথিত হলে উৎকলাধিপ ইন্দ্রদ্যুম্ন দারুময় জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথ যে অনার্যপূজিত কোন দেবতা, এরূপ ইঙ্গিত এই কাহিনী থেকে লাভ করা যেতে পারে। জগন্নাথ মূলতঃ বৌদ্ধ ত্রিরত্নই হোন আর অনার্যপূজিত দেবতাই হোন সূর্য-বিষ্ণু, কৃষ্ণ-বিষ্ণু, অনন্ত-বলরাম ও লক্ষ্মী-সুভদ্রা তিনটি মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যানে এই সমন্বয়েরই ইঙ্গিত। সেইজন্যই অপূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ তিনটিকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, সপ্তফণাভূষিত মুকুট পরিহিত হলমুষল চক্রপদ্মধারী অনন্ত বলরাম এবং বর ও পদ্ম এবং অভয়মুদ্রাধারিণী বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১ উৎকল খণ্ড—১৯।১৬

তুলসী ও অশ্বত্থ

তুলসী—বিষ্ণুর প্রভাব হিন্দুর জীবনে এত ব্যাপক যে শুধু প্রস্তরখণ্ড নয়, বৃক্ষাদিও বিষ্ণু বা নারায়ণরূপে পূজিত হয়। তুলসী বৃক্ষ হরিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যানটি স্মর্তব্য। কৃষ্ণপ্রিয়া শঙ্খচূড়পত্নী তুলসীর কেশ থেকে তুলসীবৃক্ষের জন্ম এবং শালগ্রামরূপী বিষ্ণুর পূজায় তুলসীপত্রের অপরিহার্যতার কথা এবং বিষ্ণুভক্তের নিকট তুলসীবৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থবৃক্ষও নারায়ন নামে পূজিত হয়ে থাকে। অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেচন পুণ্যকর্মরূপে বিবেচিত হয়। উপনিষৎ বলেছেন,

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন এতদ্ বৈ॥[১]

—ঊর্ধ্বে মূল এবং নিম্নে শাখা এই সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ। তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই অমৃত বলা হয়। তাঁতেই সকল লোক অবস্থিত, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। ইহাই তিনি।

ভগবদ্গীতাতেও এই অশ্বত্থের উল্লেখ আছে—

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥[২]

—ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থকে অব্যয় (ব্রহ্ম) বলা হয়, বেদসকল তাঁর পাতা—তাঁকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

অশ্বত্থকে ব্রহ্মের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। সেইজন্যই সম্ভবতঃ অশ্বত্থকে নারায়ণ বলা হয়।

ঋগ্বেদে একটি বৃক্ষে যমদেব অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বাস করেন।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।[৩]

—চমৎকার পত্রশোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন।[৪]

---

১ কঠোপনিষৎ—২।৩।১ ২ গীতা—১৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৩৫।১

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অথর্ববেদে ঐ বৃক্ষটিকেই অশ্বত্থ বলা হয়েছে।

সূর্যপুত্র যম সূর্যেরই অংশরূপে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে যে বৃক্ষে বাস করেন, সে বৃক্ষটি ত সূর্যমণ্ডলই। বহুকিরণমণ্ডিত সূর্যমণ্ডলই অশ্বত্থ বৃক্ষ। অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্কও বিষ্ণুরূপী যজ্ঞের অশ্বত্থে অবস্থানের হেতুরূপে গণ্য হতে পারে। অশ্বত্থ কাষ্ঠ সহজ-দাহ্য,—যজ্ঞের ইন্ধনরূপে স্বীকৃত—অশ্বত্থ কাষ্ঠে যজ্ঞপাত্র নির্মিত হয়—অগ্নি প্রজ্বালনের নিমিত্ত অরণিমন্থনে অশ্বত্থকাষ্ঠ ও শমীকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

"Vessels made of wood of the Aśvattha are mentioned in Ṛgveda. Its hard wood formed the upper portion of the two pieces of wood used for kindling fire, the lower being Samī."[১]

অগ্নির আবাসস্থল হিসাবেই অশ্বত্থ বিষ্ণু। যজ্ঞ-বিষ্ণু অশ্বত্থে অবস্থান করায় অশ্বত্থও বিষ্ণু।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও অশ্বত্থ মহাসম্বোধিরূপে জাগরণের প্রতীক হিসাবে গৃহীত ও বর্ণিত হয়েছে। মহাসম্বোধিবৃক্ষের অধোদেশে বুদ্ধ প্রবুদ্ধ বা জাগরিত হন। বুদ্ধই তেজ, তেজ বা অগ্নির শিখা প্রজ্ঞা। এইরূপে সূর্য-বিষ্ণু বুদ্ধের এবং অশ্বত্থের সঙ্গেও অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

১ Vedic Index, vol. I—page 43

সত্যনারায়ণ

বিষ্ণু-নারায়ণের আর এক মূর্তি সত্যনারায়ণ। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে (২৩৩ অঃ) সত্যনারায়ণের ব্রত-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সত্যনারায়ণ ও নারায়ণ-বিষ্ণুর মূর্তি বর্ণনায় কোন পার্থক্য নেই। সত্যনারায়ণও পীতাম্বর, নীলবর্ণ, কৌস্তভ-মণিশোভিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরি। তফাতের মধ্যে সত্যনারায়ণের পূজা হয় রাত্রিকালে—"সত্যনারায়ণং দেবং যজেদ্‌ভক্ত্যা নিশামুখে।"[1] সত্যনারায়ণের পূজায় ঘি, কলা, ময়দা, চিনি (অথবা গুড়), দুধ প্রভৃতির সংমিশ্রণে সিন্নি ভোগ দেওয়ার রীতি আছে।

রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্।
অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ন্তথা।
সপাদং সর্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ॥[2]

রম্ভাফল, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা (বা ময়দা) অভাবে তণ্ডুলচূর্ণ, চিনি বা গুড় সওয়াভাগ—সকল খাদ্যবস্তু একত্রিত করে নিবেদন করে।

বাংলাদেশে সত্যনারায়ণ সত্যপীর নামে প্রসিদ্ধ। সত্যনারায়ণের পাঁচালী বা ব্রতকথায় সত্যপীরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে, —সত্যনারায়ণ পীরের ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের পূজা প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সত্য-নারায়ণ হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল।

"বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীর সত্যনারায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই। হিন্দুরা পীর-গাথার লেখক, মুসলমানেরা পীর-গাথার গায়ক।"[3]

ডঃ সুকুমার সেনের মতে সত্যপীর ও নারায়ণের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। "পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমত রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দে।...তাহার পর শতাব্দের শেষ দুই দশক হইতে পীর-নারায়ণের একাত্ম মূর্তি—যাহা কৃষ্ণরাম দেখাইয়াছিলেন—তাহা পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে নূতন দেবতা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীররূপে আবির্ভূত হইল।

১ রেবাখণ্ড—২৩৩।১৭ ২ রেবাখণ্ড—২৩৩।১৮-১৯

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সেন, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ৪৫১

('সত্য') এখানে আরবী 'হক্' এর প্রতিশব্দ। সুফী গুরুরা ঈশ্বরকে এই নামে নির্দেশ করিতেন।"[১]

সিন্নি পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে রেবাখণ্ডে বর্ণিত সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য অর্বাচীন কালে রচিত। "এই পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে। এমন কি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে, তাহাতে ফকিরের স্থান লইয়াছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।"[২]

ভারতীয় দেবদেবীর পূজায় 'সিন্নি' ভোগ দেওয়ার রীতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইসলাম ধর্মে পীরকে সিন্নি দেওয়ার রীতি থেকেই সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি শুভ প্রচেষ্টা দেখা যায় সত্যনারায়ণ পূজায়। আজকাল সত্যনারায়ণের মূর্তি গড়ে পূজার রীতিও প্রচলিত হয়েছে। গরুড়বাহন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিই সত্যনারায়ণের মূর্তি। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশের কন্যা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা অনুষ্ঠান করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা সত্যপীরের পূজা করতেন, সত্যপীরের পাঁচালীগান করতেন ও প্রসাদী সিন্নি ভাগ করে খেতেন। কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্মোপাসনার মহৎ প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মুসলমানরা পীরের পূজা করলেন সিন্নি দিয়ে আর হিন্দুরা সত্যপীরকে করলেন সত্যনারায়ণ। কিন্তু সিন্নি ভোগ দেওয়ার রীতিটি রয়ে গেল, ব্রতকথাতেও অনেক জায়গায় সত্যপীর রয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন, "It appears that the common people of both the communities used to go out in company generally once a year and beg small contributions of rice and money from every household. On an appointed day assembled at a public place, prepared Sirni and offerings of fruit, sang songs in praise of Satyapir, and shared among themselves and with strangers, if any, would join them. Originally it was a non-communal affair. Later on, the noble idea behind this common worship was lost, when the Muslims in their own congregation offered worship in the name of Pir

১ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ৪৫ ২ তদেব

in their own mosques, and the Hindus though begging in the name of the Pir, performed a Brahmanical Pūjā in which Pir became translated into Satyanarayan. Satyanarayan has been given a domicile in the later Purāṇas and is even to-day worshipded by the Hindus, from chittangong to Lucknow, if not further west, and from Madras to Mysore, where are to be found idols of Satyanarayan modelled on Vishnu images."[১]

১ Islam and its Impact on India—pages 32-33

বিষ্ণুবাহন গরুড়

পৌরাণিক কাহিনী—মহাভারতের আদিপর্বে[1] গরুড়ের জন্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। কশ্যপের বরে কশ্যপের এক পত্নী কদ্রু সহস্র অণ্ড প্রসব করেন, আর তাঁর অপর পত্নী বিনতা দুটি অণ্ড প্রসব করলেন। কদ্রু-প্রসূত সহস্র অণ্ড থেকে সহস্র সর্প জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিনতা-প্রসূত অণ্ডদ্বয় থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় ক্ষোভে বিনতা একটি অণ্ড ভিন্ন করায় অসম্পূর্ণাবয়ব ঊর্ধ্বাঙ্গ সমন্বিত পুত্র অরুণ আবির্ভূত হয়ে জননীকে পঞ্চাশ বৎসর সপত্নীর দাসত্ব-শাপ ও যথাকালে অপর অণ্ড থেকে জাত সম্পূর্ণাবয়ব সন্তান কর্তৃক শাপমোচনের বর দান করে সূর্যের সারথ্য গ্রহণ পূর্বক আকাশে উড্ডীন হলেন।

অতঃপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হলে কদ্রুর আদেশে কৃষ্ণসর্পকুল অশ্বের পুচ্ছদেশ বেষ্টন করে অশ্বপুচ্ছকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়ায় বিনতা কদ্রুর নিকটে পরাভূত হয়ে সপত্নীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গরুড় জন্মগ্রহণ করে স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ করে মাতার দাসত্বমুক্তি ঘটান। বিষ্ণুর কৃপায় গরুড় বিষ্ণুর বাহনত্বে নিযুক্ত হন। গরুড়ের অলৌকিক শক্তিতে প্রীত হয়ে বিষ্ণু গরুড়কে বর দিতে উদ্যত হওয়ায় গরুড় প্রার্থনা করলেন,—আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করতে ইচ্ছুক এবং অমৃত ব্যতিরেকেই অজর অমর হতে চাই। বিষ্ণু বর মঞ্জুর করলেন। গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমি তোমাকে বর দোব। বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও এবং রথের ধ্বজে অর্থাৎ উপরিভাগে অবস্থান কর—

> তং বব্রে বাহনং বিষ্ণুর্গরুত্মন্তং মহাবলম্।
> ধ্বজঞ্চক্রে ভগবানুপরি স্থাস্যসীতি তম্॥[2]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্য খণ্ড, ৭৩ অঃ) অরুণ ও গরুড়ের জন্মকাহিনী অনুরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কদ্রুর পঞ্চশত পুত্র অণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করায় এবং বিনতার প্রসূত অণ্ডদ্বয় থেকে পুত্রদ্বয় আবির্ভূত না হওয়ায় ক্ষোভে বিনতা অণ্ড ভিন্ন করে অপূর্ণাঙ্গ পুত্র অরুণকে লাভ করলেন। অরুণও জননীর প্রতি সপত্নীর দাসত্ব শাপ দিলেন এবং অপর পুত্র কর্তৃক দাসত্ব মোচনের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১ মহাঃ আদিপর্ব—১৬ অঃ ২ তদেব—৩৩।১৬-১৭

অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্র পুত্রং দদর্শ হ।
পূর্বার্ধকায়সম্পন্নমিতরেণাপ্রকাশিতম্।
স পুত্রো রোষসংরক্তঃ শশাপৈনামিতি শ্রুতম্॥
যোঽহমেবংকৃতো মাতস্ত্বয়া লোভপরীতয়া।
শরীরেণাসমগ্রেণ তস্মাদ্দাসী ভবিষ্যসি॥
পঞ্চবর্ষশতান্যস্যা যয়া বিস্পর্ধসে সদা।
এষ তে চ সুতো মাতর্দাস্যাদ্বৈ মোক্ষয়িষ্যতি।
যত্নেনমপি মাতস্ত্বং মামিবাণ্ড বিভেদনাৎ।
ন করিষ্যস্যনঙ্গং বা পুত্রং চাতিতরস্বিনম্॥[1]

—বিনতা অণ্ড ভেদ করলেন, সেখানে পুত্র দর্শন করলেন। সেই পুত্র পূর্বার্ধসম্পন্ন এবং অপ্রকাশিত নিম্নাঙ্গ। সেই পুত্র ক্রোধপরায়ণ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন,—হে মাতঃ! লোভ পরবশ হয়ে তুমি আমার যে অসম্পূর্ণ শরীর করে দিলে সেজন্য তুমি দাসী হবে। যার সঙ্গে তুমি সর্বদা স্পর্ধা কর, পঞ্চশত বৎসর তুমি তারই দাসী হবে। যদি তুমি আমার মত অণ্ড ভেদ করে এই পুত্রটিকে অনঙ্গ না কর তাহলে ঐ পুত্র তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে।

মাতাকে অভিশাপ দেওয়ার অপরাধে অনুতপ্ত অরুণ নারদের নির্দেশে যাত্রেশ্বর শিবের পূজা করে বর লাভ করলেন সূর্যের সারথ্য করার।

শিবলোক্তোঽরুণো দেবি সারথ্যং কুরু সর্বদা।
সূর্যস্য ভ্রমতস্তস্য ত্বত্তুল্যো নাস্তি সারথিঃ॥
ময়া দত্তং তু সামর্থ্যং সূর্যস্য পুরতঃ সদা।
উদয়স্তেঽরুণ প্রাগেব পশ্চাদ্ সূর্য-উদেষ্যতি॥[2]

—হে দেবি, শিবলিঙ্গ বললেন, অরুণ, তুমি পরিভ্রমণরত সূর্যের সর্বদা সারথ্য কর। তোমার তুল্য সারথি নেই। আমি তোমাকে সূর্যের পুরোভাগে থাকবার শক্তি দান করলাম। হে অরুণ, তুমি সূর্যের পূর্বে উদিত হবে, পরে সূর্য উদিত হবেন।

স্কন্দপুরাণে অন্যত্র গরুড় মায়ের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্যে দেবগণকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ করে আনলে পরিতুষ্ট ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে বরদানে উদ্যত হওয়ায় গরুড় প্রার্থনা করলেন বিষ্ণুর বাহনত্ব।

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৭০।১৩-১৭ ২ তদেব—৭০।৩৮-৩৯

তব তুষ্টোঽস্মি পক্ষীশ বরং বরয় সুব্রত।
অথ পক্ষী তমাহ স্ম কমলানায়কং হরিম্॥
তবোপরি স্থিতির্মেঽস্তাম্ভ ভূতাজরামৃতী।
তথাস্থিতি হরিঃ প্রাহ মম ত্বং বাহনং ভব॥
স্যন্দনোপরি কেতুশ্চ মম ত্বং বিনতাসুত।
তথাস্থিতি খগোঽপ্যাহ কমলাপতিমচ্যুতম্॥[১]

—হে পক্ষিরাজ, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছি। হে সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা কর। অনন্তর পক্ষী তাঁকে বললেন, তোমার উপরে আমার স্থান হোক। জরা ও মৃত্যু আমার না আসুক। হরি বললেন, তাই হোক। আমার কাছে বর চাও,—গরুড় এই কথা বললে বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও, তবে হে বিনতানন্দন, আমার রথের উপর কেতু বা ধ্বজরূপে অবস্থান কর। কমলাপতি অচ্যুতকে গরুড়ও 'তাই হোক' বললেন।

স্কন্দপুরাণের আর একস্থলে গরুড় মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে বিষ্ণুর বাহন এবং পক্ষীরাজ হবার বর প্রার্থনা করলেন,—

ইচ্ছামি বাহনং বিষ্ণোর্দিজেন্দ্রত্বং সুরেশ্বর।
প্রসন্নে ত্বয়ি মে সর্বং ভবত্বিতি মতির্মম॥[২]

মহাদেব বললেন, জগদ্গুরু বিষ্ণুর উদরে চরাচর বিরাজ করে, তাঁকে বহন করা সুসাধ্য কর্ম নয়, এরূপ বরও সুলভ নয়; তথাপি শিববরে তিনি বিষ্ণুর বাহন হবেন—

তথাপি মম বাক্যেন বাহনং ত্বং ভবিষ্যসি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণের্বহতোঽপি জগত্রয়ম্॥
ইন্দ্রত্বং পক্ষিণাং মধ্যে ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩]

অরুণ—বিনতার দুই পুত্র—অরুণ ও গরুড়। একজন সূর্যের বাহন, অন্যজন বিষ্ণুর বাহন। প্রভাত-সূর্যকেই সাধারণতঃ অরুণ বলা হয়। উদয়কালীন সূর্যের যে রক্তিম বর্ণচ্ছটা পূর্বদিগন্ত থেকে আকাশ ব্যাপ্ত করে সূর্যের সেই রক্তিমাভাই অরুণ। এই অরুণই সূর্যের আগমন-বার্তা ঘোষণা করেন। তাই তিনি হলেন সূর্যের রথ-সারথি। আর গরুড়? গরুড় কি অরুণ থেকে ভিন্ন? সূর্য আর

১ স্কন্দপু., ব্রহ্মখণ্ড, সেতুমাহাত্ম্য—৩৭।৮০-৯৩ ২ স্কন্দপু., রেবাখণ্ড—১৮৩।৫

৩ তদেব—১৮৩।৮-১০

বিষ্ণু যেমন অভিন্ন, অরুণ ও গরুড়ও তেমনি একই। গরুড়ের বিরাট আকার সূর্যাগ্নির মত তেজ তাঁকে সূর্যের অপর মূর্তি বলেই প্রতীত করায়।

গরুড়ের স্বরূপ—সূর্যের প্রাত্যহিক মহাকাশ পরিক্রমা তাঁকে পক্ষবান্ বা গরুৎমান্ বিহঙ্গপতিরূপে কল্পনা করতে সহায়তা করেছে ঋষিকবির কল্পনাপ্রবণ মনকে। সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বলে গরুড় সুপর্ণনামে খ্যাত হয়েছিলেন। স্বর্ণবর্ণ এই পক্ষী সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন।

শোভনং পর্ণমস্তেতি সুপর্ণ ইতি সোঽভবৎ।

তস্মিন্ সুপর্ণে হেমাভে সর্বে বিস্ময়মাযযুঃ॥[১]

পর্ণ, গরুৎ বা পক্ষ সমার্থক শব্দ। সূর্য তাই পক্ষবান্ বা গরুত্মান্ গরুড় বা সুপর্ণ। বেদে সূর্য, অগ্নি বা সূর্যরশ্মি সুপর্ণ বিশেষণ প্রাপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদে সুপর্ণ—সূর্য বা সূর্যরশ্মি।

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীর বেপা অসুর সুনীথঃ॥[২]

—গভীরভাবে কম্পমান অসুর সুপর্ণ অন্তরীক্ষ প্রকাশিত করে যথোপযুক্ত-স্থান প্রাপ্ত করান।

সায়নাচার্য বলেছেন, "সুপর্ণঃ শোভনপতনঃ সূর্যরশ্মিঃ।" —সুন্দরভাবে পতনশীল সূর্যরশ্মিই সুপর্ণ।

উক্ত ঋকে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেছেন, একথার অর্থ অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত করে ত্রিলোক প্রকাশিত করেছেন। আর অসুর শব্দে 'প্রাণপ্রদ' অর্থ গ্রহণীয়। ত্রিলোক-ব্যাপ্তকারী প্রাণপ্রদ শোভনপতনশীল রশ্মি সূর্যেরই প্রতিরূপ।

স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুই খগ বা গরুড়। বিশ্বকর্মা বলেছিলেন যে খগ সূর্যই রাক্ষস-বধে সমর্থ—

মহাংশুমান্ খগঃ সূর্যস্তদ্বিনাশমচিন্তয়ৎ।[৩]

—মহাতেজস্বী বিহঙ্গ সূর্য তাদের বিনাশ চিন্তা করেছিলেন।

অথর্ববেদও সূর্যকে সুপর্ণ বলেছেন—

হরিঃ সুপর্ণো দিবমারুহোঽর্চিষা যে ত্বা দিপ্সন্তি দিবমুৎপতন্তম্।

অব তাং জহি হরসা জাতবেদোঽবিভ্যদুগ্রোঽর্চিষা দিবমারোহ সূর্য।[৪]

—হে হরি (সূর্য), তুমি সুপর্ণ, তুমি তেজের দ্বারা দ্যুলোকে আরোহণ কর;

১ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ড—৩৮।১৩-১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৭ ৩ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খণ্ড—১৩।৭

৪ অথর্ব—১৩।২।৩৬।২

দ্যুলোক আরোহণে যে শত্রুগণ তোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করে, হে জাতবেদা, তুমি শত্রুময়ী তেজের দ্বারা তাদের ধ্বংস কর ; শত্রুদের ভীতি উৎপাদন করে উগ্রশক্তি হে সূর্য, তেজের দ্বারা দ্যুলোক আরোহণ কর।

সায়নের মতে অন্ধকার হরণ করেন বলে সূর্য হরি। জাতবেদা শব্দেও এখানে সূর্যকেই বোঝান হয়েছে,—'যিনি জাতমাত্র প্রাণিগণের দ্বারা জ্ঞাত হন,—যিনি জাতপ্রাণিগণের কর্ম বা কর্মফল জানেন'। জাতবেদা শব্দে অগ্নিকেও বোঝান হয়ে থাকে। সূর্য ও অগ্নির অভিন্নতাহেতু সূর্যও জাতবেদা। সায়ন বলেছেন, 'সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে সূর্যের তেজের অনুপ্রবেশহেতু সূর্যও জাতবেদা,—"সায়ংকালে সূর্যস্যাগ্নাবনুপ্রবেশাৎ জাতবেদঃ শব্দেন সূর্যস্য ব্যবহারঃ।"

মহাভারতে-পুরাণে গরুড় সর্পকুলের শত্রু। অথর্ববেদে সুপর্ণ গরুত্মান্ অর্থাৎ পক্ষযুক্ত এবং বিষধ্বংসকারী।

সুপর্ণস্ত্বা গরুত্মান্ বিষ প্রথমমাবয়ৎ।
নামীমদো নারূরূপ উতাস্মা অভবঃ পিতুঃ॥[১]

—হে সুপর্ণ, তুমি পক্ষযুক্ত, প্রথমে বিষ তোমাকে আচ্ছাদিত করেছিল। অতএব বিষাচ্ছন্ন নির্বীর্য পুরুষকে জ্ঞানহীন মত্ত বিমূঢ় কোরো না।

সায়নাচার্য এখানে সুপর্ণ শব্দের অর্থ করেছেন 'শোভনপত্রযুক্ত' অর্থাৎ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ; আর গরুত্মান্ শব্দের অর্থ করেছেন বৈনতেয় বা বিনতানন্দন। বিনতা অবশ্যই অদিতির নামান্তর।

শুধু সূর্য নন, অগ্নিও সুপর্ণ নামে অভিহিত হয়েছেন বারংবার—

অগ্নিং যুনজ্মি শবসা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং বয়সা বৃহন্তং…
ইমৌ তে পক্ষাবজরৌ পতত্রিণো যাভ্যাং রক্ষাংস্যপহংস্যগ্নে…।[২]

—রথের সঙ্গে অশ্বের মত উজ্জ্বল সুপর্ণও পক্ষের দ্বারা বৃহৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সঙ্গে বলবান ঘৃতের সংযোগ সাধন করি।

হে অগ্নি, তোমার সেই জরা রহিত পক্ষদ্বয়—যার দ্বারা তুমি রাক্ষসগণকে হত্যা কর।

অগ্নিই হিরণ্যপক্ষ সর্বময় শকুন,—শ্যেন পক্ষী—

শ্যেন ভূত্বা বা হিরণ্যপক্ষ শকুনো ভুরণ্যুঃ।[৩]

১ অথর্ব—৪।২।৬।৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৪।৭।১৩, শুক্ল যজুঃ—১৮।৫১-৫২ ৩ তদেব

অগ্নি সর্বব্যাপী বলেই পক্ষযুক্ত সুপর্ণরূপে কল্পিত হয়েছেন—

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ

স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।[১]

—একই সুপর্ণ, তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন, তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করেছেন।

যে অগ্নি যজ্ঞরূপী, যিনি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু—তিনিই যে গরুত্মান্ সুপর্ণ—

সুপর্ণোঽসি গরুত্মাং স্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ।
স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম।
সাম তে তনূর্বামদেব্যং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ।
সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবং গচ্ছ স্বঃপত॥[২]

—হে অগ্নি, তুমি পক্ষবিশিষ্ট সুপর্ণ (পক্ষীবিশেষ), ত্রিবৃৎ সোম তোমার শির, গায়ত্রী চক্ষু, বৃহৎ রথান্তর নামক সামমন্ত্র তোমার পক্ষ, পঞ্চদশ স্তোম তোমার আত্মা, ছন্দসমূহ তোমার অঙ্গ, যজুর্মন্ত্র তোমার নাম। বামদেব্য নামক সামমন্ত্র তোমার দেহ, যজ্ঞাযজ্ঞিয় নামক সাম তোমার পুচ্ছ, ধিষ্ণ্যস্থিত অগ্নি তোমার ক্ষুর বা নখস্থানীয় (শফা)। হে অগ্নি, পক্ষযুক্ত পক্ষী, তুমি উড়ে যাও এবং আকাশচারী হয়ে স্বর্গে উপস্থিত হও।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞকেই স্পষ্টভাবায় সুপর্ণ বলা হয়েছে—"যজ্ঞো বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামৎ স সুপর্ণরূপং কৃত্বাঽচরত্তং দেবা এতেঃ সামভিরাপ্নুবন্ত।"[৩]

—দেবকৃত কোন অপরাধের ফলে এক সময় যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে পলায়ন করলেন। সেই যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করে আকাশে বিচরণ করতে লাগলেন। সৌপর্ণ নামক সামমন্ত্রের দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে লাভ করেছিলেন।

এখানে অগ্নির পক্ষীরূপে বিচরণ সূর্যরূপে, অর্থাৎ যজ্ঞই সূর্য বা পক্ষধারী গরুড়;—এই উপাখ্যানের ইহাই নিহিতার্থ। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট এই শকুন বা সুপর্ণ বিশ্বভুবনের গোপ বা পালনকর্তা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

"ভুবনস্য গোপা হিরণ্ময়ঃ শকুনো ব্রহ্মনামেতি।"[৪]

সুপর্ণ গরুড় যে একই সঙ্গে সূর্য ও অগ্নি, শুক্লযজুর্বেদের আর একটি মন্ত্র থেকে তা সুপ্রতিপন্ন হয়—

১ ঐতরেয় আরণ্যক—৩।১।৬ ২ শুক্লযজুঃ—১২।৪ ৩ তাণ্ড্যঃ—১৪।৩।১০
৪ তাণ্ড্যঃ—১৫।১৮।৫

"সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ ভাসান্তরিক্ষমাপৃণ জ্যোতিষা দিবমুত্তভান, তেজসা দিশ উদদৃংহ।"[1]

—হে অগ্নি, তুমি গরুত্মান্ সুপর্ণ হও, পৃথিবীতে অধিষ্ঠান কর। আপনার প্রকাশের দ্বারা অন্তরীক্ষ পূর্ণ কর, জ্যোতির দ্বারা দ্যুলোক স্তম্ভিত কর এবং তেজের দ্বারা দিক্‌সমূহকে দীপ্ত কর।

গরুত্মান্ শব্দের অর্থ পক্ষ-সমন্বিত। এখানে মহীধর বলছেন,—যিনি বিষ-ভক্ষণের জন্ত প্রাপ্ত হন, তিনিই গরণবান বা গরুৎমান্,—"গরুৎমান্ গরণাৎ গরণং গলনং ভক্ষণমস্যাস্তি ইতি গরুৎমান্ অশনায়বানিত্যর্থঃ।"

সূর্যাগ্নির বিষনাশক শক্তি সুবিদিত। গরুড় বিষধর সর্পের শত্রু—পন্নগাশন। শুক্লযজুর্বেদ অগ্নিকে বিষনাশ করতে অনুরোধ করেছেন,—"অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।"[2]

—হে অগ্নি আমাদের পানীয় (খাদ্য) বিষশূন্য কর।

সূর্যমণ্ডলের আবর্তনবৃত্তই নাগ—অয়ন পথে গমনাগমনকালে প্রতিটি আবর্তন বৃত্তকে সূর্যরূপী গরুড় গ্রাস করে থাকেন। এইভাবে গরুড় হলেন নাগকুলের শত্রু।

অগ্নি সর্বব্যাপক,—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অন্বেষে সর্বসময়ে বিচরণ করছেন, সূর্যও প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমণ করছেন, উত্তর-দক্ষিণেও গমনাগমন করছেন। সুতরাং দ্রুতগমনশীল শকুনের উপমা ঋষিকবির মনে সঙ্গতভাবেই এসেছিল সূর্যাগ্নি সম্পর্কে। তাই সূর্য ও অগ্নি উভয়েই সুপর্ণ। সূর্যাগ্নির যে শক্তি তাঁদের দ্রুত স্থানান্তরিত করে, পক্ষীর মত একস্থান থেকে আর একস্থানে নিয়ে যায় সেই শক্তিই সুপর্ণ গরুত্মান্ বা গরুড় নামে বিষ্ণুর বাহন কল্পিত হয়েছেন। কিন্তু অরুণের প্রকাশ প্রত্যক্ষীকৃত হয় কেবলমাত্র প্রভাতে—আরক্তিম পূর্বদিগন্তে। সূর্যোদয়ের কিছু পরেই অরুণাভা অদৃশ্য হয়। সেইজন্য অরুণ অসম্পূর্ণাঙ্গ অনূরু। গরুড়ও যে বিষ্ণুই তার প্রমাণ গরুড়ধ্বজ বা গরুড়স্তম্ভ বিষ্ণুর প্রতীকরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হয়।

মহাভারতকার বলেছেন যে গরুড়ের জন্মের পর দেবগণ গরুড়কে অগ্নিভ্রমে প্রার্থনা করেছিলেন—

১ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭২ ২ শুক্ল যজুঃ—২।২০

অগ্নে মা ত্বং প্রবর্ধিষ্ঠাঃ কচ্চিন্নো ন দিধক্ষসি।
অসৌ হি রাশিঃ সুমহান্ সমিদ্ধস্তব সর্পতি ॥[১]

—হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে।[২]

অগ্নি বললেন, ঐ ব্যক্তি অগ্নি নয়, তবে তেজে অগ্নিতুল্য—'বলবানেষ মম তুল্যশ্চ তেজসা'।[৩]

অতঃপর অগ্নি গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত দেবতাদের কাছে ব্যক্ত করলে দেবগণ গরুড়ের স্তবে ব্রতী হলেন। গরুড়ের স্তবে দেবগণ বললেন,—

ত্বমৃষিস্ত্বং মহাভাগস্ত্বং দেবঃ পতগেশ্বরঃ ॥
ত্বং প্রভুস্তপনঃ সূর্যঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।
ত্বমিন্দ্রস্ত্বং হয়মুখস্ত্বং শরস্ত্বং জগৎপতিঃ ॥
ত্বং মুখং পদ্মজো বিপ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনস্তথা।
ত্বং হি ধাতা বিধাতা চ ত্বং বিষ্ণুঃ সুরসত্তমঃ ॥
ত্বমুত্তমঃ সর্বমিদং চরাচরং গভস্তিভির্ভানুরিবাবভাসসে।

* * *

দিবাকরঃ পরিকুপিতো যথা দহেৎ প্রজাস্তথা দহসি হুতাশনপ্রভ।
ভয়ংকরঃ প্রলয় ইবাগ্নিরুত্থিতো বিনাশয়ন্ যুগপরিবর্তনান্তকৃৎ ॥

* * *

জগৎপ্রভো তপ্তসুবর্ণবর্চসা ত্বং পাহি সর্বাংশ্চ সুরান্ মহাত্মনঃ।"[৪]

—হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি মুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু ···।

তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্তে গরুড়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছ ··· তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করিয়াছ ···।

১ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১০ ২ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১১
৪ মহাঃ, আদিপর্ব—২৩।১৫-১৭, ২০-২১, ২৩

হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তস্বর্ণসম রমণীয় তেজোরাশিদ্বারা এই জগন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে---তুমি সুরগণকে পরিত্রাণ কর।[১]

গরুড়ের এই স্তুতি গরুড়কে সূর্যাগ্নিরূপে প্রতিপন্ন করছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলও গরুড়কে সূর্যরূপে গ্রহণ করেছেন, "His (Viṣṇu) vehicle is Garuḍa, chief of birds, who is brilliant lustre like Agni, and is also called Garutmat and Suparṇa, the two terms already applied to the Sun-bird in R.V."[২]

অথর্ববেদে অগ্নি, সূর্য ও সোম বা চন্দ্র এই তিনটি বস্তুকেই সুপর্ণ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনটি বস্তু ত একই।

অথর্ববেদ বলছেন—

ত্রয়ঃ সুপর্ণা উপরস্য মায়ুঃ নাকস্য পৃষ্ঠে অধি বিষ্টপি শ্রিতাঃ।
স্বর্গলোকা অমৃতেন বিষ্ঠা ইষমূর্জং যজমানায় দুহ্রাম্॥[৩]

—তিন সুপর্ণ (অগ্নি, সূর্য ও সোম অথবা অগ্নি, সূর্য ও বিদ্যুৎ) উপরে শব্দ করেন, স্বর্গের পৃষ্ঠে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। এই অগ্ন্যাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত স্বর্গ অমৃতের দ্বারা পূর্ণ। আমি যজমানের নিমিত্ত অন্ন দোহন করি।

কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান—কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান, যা পুরাণে-মহাভারতে স্থান লাভ করেছে, তা পুরাণকারদের উদ্ভাবিত নয়। এ কাহিনী রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে।[৪] কাহিনীটি এইরূপ : স্বর্গে ছিল সোম, দেবতারা সোম কামনা করলেন। তাঁরা বললেন, সোম লাভ করলে যজ্ঞ করবো। তাঁরা এই দুই মায়া সুপর্ণী ও কদ্রুকে সৃষ্টি করলেন। বাক্যই সুপর্ণী। কদ্রু তাদের সঙ্গে কলহ করলেন। কলহে নিরতা তাঁরা দুইজন বললেন, যাঁর দূরদৃষ্টি যত বেশী সে-ই জয়লাভ করবে। কদ্রু বললেন, বেশ পরীক্ষা কর। সেই সুপর্ণী বললে এই সাগরের (সলিল) পারে শ্বেত পাথরে অশ্ব শুয়ে আছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। কদ্রু বললেন, আমি দেখছি, প্রস্তরে স্থাপিত অশ্বপুচ্ছ বায়ু কম্পিত করছে।

তখন সুপর্ণী বললে, এস আমরা দেখি—আমাদের মধ্যে কে জয়লাভ করলো। তুমি উড়ে যাও, তুমিই বলবে, আমাদের মধ্যে কে জয়লাভ করেছে।

১ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ২ Vedic Mythology—page 39

৩ অথর্ব—১৮।৪।৪।৷ ৪ শতপথ—৩।২।৩

সুপর্ণী উড়ে গেলেন। কদ্রু যা বলেছিলেন, তাই হোল, ফিরে এসে কদ্রু বললে, তুমিই জয়লাভ করেছ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীটিকে সৌপর্ণী-কাদ্রব উপাখ্যান বলা হয়।

"দিবি সোম আসীত। অথেহ দেবাস্তে দেবা অকাময়ন্ত। নঃ সোমো গচ্ছেত্তেনাগতেন যজেমহী ত এতে মায়েঽসৃজন্ত সুপর্ণীং কদ্রুং চ বাগেব সুপর্ণীয়ং কদ্রুস্তাভ্যাং সমদং চক্রুঃ। তে হস্তীর্ষমাণে উচতুঃ। যতরা নৌ দবীয়ঃ পরাপশ্যাদাত্মানং নৌ সা জয়াদিতি তথেতি সা হ কদ্রুরুবাচ পরক্ষস্বেতি।

সা হ সুপর্ণ্যুবাচ। অস্য সলিলস্য পারেঽশ্বঃ শ্বেতঃ স্থাণৌ সেবতে তমহং পশ্যামীতি তমেব ত্বং পশ্যসীতি তং হীত্যথ হ কদ্রুরুবাচ তস্য বালো ঽষিক্তি তু মমুং বাতো ধূনোতি তমহং পশ্যামীতি।

সা হ সুপর্ণ্যুবাচ। এহীদং এতাব বেদিতুং যতরা নৌ জয়তীতি সা হ কদ্রুরুবাচ ত্বমেব পত ত্বং বৈ না আখ্যাস্যসি যতরা নৌ জয়তীতি।

সা হ স সুপর্ণী পপাত। তদ্ধ তথৈবাস যথা কদ্রুরুবাচ। তামাগতামভ্যুবাদ ত্বমজৈষীরহামিতি ত্বমিতি হোবাচৈতদাখ্যানং সৌপর্ণী কাদ্রবমিতি।"[১]

শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীর সঙ্গে গরুড়ের কোন সম্পর্ক নেই। সুপর্ণী যে সুপর্ণ-গরুড়ের জননী বিনতায় পরিণত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। গরুড় কর্তৃক অমৃত আহরণের যে উপাখ্যান মহাভারতাদিতে পাই, তাও বীজাকারে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্তমান। সুপর্ণী জয়লাভ করার পরে কদ্রু বললেন সুপর্ণীকে, তুমি ত আত্মাকে (নিজেকেই) জয় করেছ। দ্যুলোকে সোম আছে, তাকে দেবতাদের জন্য উৎসর্গ কর। তাই হোক বলে সুপর্ণী ছন্দ সৃষ্টি করলেন, সেই গায়ত্রী দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করেছিলেন।

"সা হ কদ্রুরুবাচ। আত্মানং বৈ ম্যাজৈষং দিব্যাসৌ সোমস্তং দেবেভ্য আহর তেন দেবেভ্য আত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি তথেতি সা ছন্দাংসি সসৃজে সা গায়ত্রী দিবঃ সোমমাহরৎ।"[২]

সুপর্ণী যে গায়ত্রী ছন্দ সৃষ্টি করলেন সেই ছন্দই সোম আহরণ করেছিলেন। গায়ত্রী শ্যেনপক্ষীর রূপ ধারণ করে সোম আহরণ করেছিলেন যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর জন্য। এখানেই বিষ্ণুর সঙ্গে শ্যেন পক্ষীর সংযোগের মূল। গরুত্মান্ সুপর্ণ ও শ্যেন পক্ষী অভিন্ন।

---

১ শতপথ—৩।৬।২।২-৪, ৬-৭ ২ শতপথ—৩।৬।২।৮

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, "শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেতি। তদ্ গায়ত্রী-মেবাভজতি সা যদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ তেন সা শ্যেনঃ সোমভৃৎ তেনৈবৈনামেতদ্বীর্যেণ দ্বিতীয়মেবাভজতি।"[১]

—সোমভোজী শ্যেন বিষ্ণুর নিমিত্ত তোমাকে প্রয়োজন, সেইজন্য গায়ত্রীকে ভজনা করলেন। যেহেতু সেই গায়ত্রী শ্যেন হয়ে দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করেছিলেন। সেইজন্য সেই শ্যেনকে সোমভৃৎ বলা হয়। সেইজন্য তাঁকে এই বীর্যের দ্বারা ভজনা করা হয়।

শতপথব্রাহ্মণের এই কাহিনীটি রূপক। সোমযাগ সম্পর্কে এই কাহিনীটির অবতারণা। জলের ওপারে শ্বেতপর্বতে অশ্ব ছিল, এর অর্থ কি? শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, "অস্য সলিলস্য পার ইতি বেদির্বৈ সলিলং বেদিমেব সা তদুবাচাশ্বঃ শ্বেতস্থানৌ সেবেত ইত্যগ্নির্বা অশ্বঃ শ্বেতস্তূপ স্থানুরথ যৎ কক্রুরুবাচ তস্য বাল স্তবকি তমমুং বাতো ধূনোতি তমহং পশ্যামীতি রশনা চৈব সা।"[২]

—এই সলিলের ওপার অর্থ বেদি, বেদিই সলিল; তিনি যে বললেন অশ্বের বিষয়, অশ্ব পর্বতে অবস্থান করছে, এর তাৎপর্য অগ্নিই অশ্ব। শ্বেতবর্ণ যূপকাষ্ঠই স্থানু বা পর্বত; অতঃপর কক্রু যে বললেন তার পুচ্ছকেশ পর্বতে রুদ্ধ, তাকে বায়ু কম্পিত করছে, আমি তাকে দেখছি, এই পুচ্ছ রশনা।

অগ্নিরূপী অশ্বের রশনা অবশ্যই অগ্নিশিখা।

কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি উপাখ্যানে কসর্ণীর নামে একটি সর্পকে কাদ্রবেয় বা কদ্রুপুত্র বলা হয়েছে। জরাগ্রস্ত সর্পগণ জরামুক্তির কথা চিন্তা করছিল। কসর্ণীর নামে কদ্রুপুত্র ঋষি প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ দর্শন করে। এই মন্ত্রবলে সর্পকুল জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর (চর্ম) লাভ করলো। সর্পরাজ্ঞী বা ঋষি প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা গার্হপত্য অগ্নি ধারণ করলো।

"সর্পা বৈ জীর্যন্তোঽমন্যন্ত স এতং কসর্ণীরঃ কাদ্রবেয়ো মন্ত্রমপশ্যত্ততো বৈ তে জীর্ণাস্তনূরপাঘ্নত সার্পরাজ্ঞিয়া ঋগ্ভির্গার্হপত্যমা দধাতি…।"[৩]

কৃষ্ণযজুর্বেদের আর একস্থলে কদ্রু ও সুপর্ণীর বিবাদ এবং সৌপর্ণেয়া ছন্দ দ্বারা স্বর্গ থেকে সোম আহরণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে—"কদ্রূশ্চ বৈ সুপর্ণী চাত্মরূপয়োরস্পর্ধেতাং সা কদ্রূঃ সুপর্ণীমজয়ৎ। সাব্রবীত্তৃতীয় স্যামিতো দিবি সোমস্তমা হর, তেনাত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতীয়ং বৈ কদ্রূরসৌ। সুপর্ণী ছন্দাংসি

১ শতপথ—৩।২।৩।১ ২ শতপথ—৫।৪।৩।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৫।৪।১

সৌপর্ণেয়াঃ সাঽব্রবীদস্যৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্ বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম-স্তমাহর তেনাত্মানাং নিষ্ক্রীণীষ ইতি মা মা কদ্রূরবোচদিতি অগত্ত্যাদয়তচ্চতুর্দশা-ক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্তত।"[১]

—কদ্রু ও সুপর্ণী নিজেদের মধ্যে স্পর্ধা সহকারে বিবাদ করলেন। সেই কদ্রু সুপর্ণীকে জয় করলেন। তিনি (কদ্রু) বললেন, তুমি এখান থেকে স্বর্গে সোম আহরণ কর; তার দ্বারা নিজেকে ক্রয় কর;—কদ্রু এই বললে সুপর্ণী সৌপর্ণের ছন্দসমূহ সৃজন করলেন। তিনি তাকে বললেন, পিতৃদ্বয় পুত্রগণকে ধারণ করে, এখান থেকে তৃতীয় স্বর্গে সোম আহরণ কর। তার দ্বারা নিজেকে মুক্ত কর, এই কথা কদ্রু বললেন। জগতী উড়ে গেলেন। চতুর্দশাক্ষরা হয়ে তিনি সোম না পেয়ে ফিরে এলেন।

এরপর গায়ত্রী সোম আহরণ করলেন। এই কাহিনীতে কদ্রু ও বিনতার বিবাদের কোন হেতু বলা হয় নি। সোম আহরণের তাৎপর্য 'সোম' প্রসঙ্গে ১ম পর্বে আলোচিত হয়েছে। সোম অমৃতে পরিণত হয়েছে, গরুড়ের অমৃত আহরণের সঙ্গে কদ্রু ও সুপর্ণী বা বিনতার বিবাদের কাহিনী মিশ্রিত করে পৌরাণিক কাহিনীটি পূর্ণতা লাভ করেছে। গরুড় বা সুপর্ণ সূর্যাগ্নি। তাঁরই স্ত্রীরূপ সুপর্ণী বা বিনতা। সূর্যাগ্নির অনন্ত তেজোরূপা শক্তি অদিতি। অদিতি ও সুপর্ণী-বিনতা অভিন্না। অদিতি ও দিতি—বিনতা ও কদ্রু, একই বস্তুর দুটি রূপ। অদিতি অন্তহীনা আর সীমাবদ্ধতা দিতি। যে অশ্বের বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার বিবাদ হয়েছিল, সেই অশ্বটি সূর্যেরই অশ্ব বা সূর্যকিরণ। সূর্যকিরণ শুভ্র। স্কন্দ-পুরাণে উচ্চৈঃশ্রবাকে সূর্যের অশ্বরূপেই বর্ণনা করেছেন। কদ্রু ও বিনতা যে অশ্বটিকে দেখেছিলেন পুরাণকার প্রদত্ত তার বর্ণনা:

উচ্চৈঃশ্রবসং হয়ং দৃষ্ট্বা মনোবেগসমন্বিতম্।
পশ্য পশ্য হি তন্বঙ্গী হয়ং সর্বত্র পাণ্ডুরম্॥
ধাবমানমবিশ্রান্তং জবেন মানলোপমম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসা চাবদদীর্ষ্যাভাবেন চাব্রবীৎ॥[২]

—মনোগতিসম্পন্ন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখে শুভাননা (বিনতা) বললেন, হে তন্বঙ্গী, দেখ দেখ সর্বাঙ্গশুভ্র অশ্ব মনের তুল্য গতিসম্পন্ন তীব্রবেগে অবিশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে। তাকে দেখে সহসা ঈর্ষাভাবে কদ্রু বললেন—

ব্রূহি ভদ্রে সত্যবাগেশোয়ঃ কিং বর্ণকো ভবেৎ।

১ কৃষ্ণ যজু—৬।১।৬ ২ স্কন্দপু. রেবাখণ্ড—৭২।১৮-১৯ ৩ স্কন্দপু. রেবাখণ্ড—৭২।১৫

—হে ভদ্রে, বল সূর্যের অশ্বের কি বর্ণ ? বিনতা বললেন, অশ্বের বর্ণ শুভ্র ; আর কদ্রু বললেন অশ্বের বর্ণ কৃষ্ণ। তখন নাগকুল কদ্রুর মিথ্যাভাষণে হাহাকার করতে থাকে, কারণ শুভ্রবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণ বলায় কদ্রুর দাসীত্ব অবধারিত।

হাহাকারঃ কৃতঃ সর্পৈঃ প্রস্থা মাত্রা পণং কৃতম্।
জাতো দাসী ন সন্দেহঃ শ্বেতো ভাস্করবাহনঃ ॥[1]

সূর্যের অশ্ব শ্বেতবর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। বেদে সূর্যের অশ্ব হরিদ্বর্ণ। হরিদ্বর্ণ অশ্বের নাম হরি। অবস্থা বিশেষে সূর্যালোক নানা বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সকাল সন্ধ্যায় সূর্যালোক হরিদ্বর্ণ বা পাটলবর্ণ, মধ্যাহ্নে সূর্যালোক শুভ্র। সপ্তবর্ণের মিলিত সূর্যকর শুভ্র। কিন্তু মাতার আদেশে সর্পকুল অশ্বকে কৃষ্ণ করেছিল। সপ্তবর্ণের অভাবে সূর্যরশ্মি রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ। কেবল সূর্যের অয়নপথ নয় পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণপথ বা কক্ষপথকেও কুণ্ডলীকৃত নাগরূপে কল্পনা করা যায়। পৃথিবীর রবি-প্রদক্ষিণ দিবারাত্রির হেতু। সেই তেজ বা কিরণময়ী শক্তি সসীম বা খণ্ডিত সেই দিতি বা কদ্রুর আদেশে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমণরূপী নাগবৃন্দ অশ্বকে রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণে মণ্ডিত করেছিল। এইভাবে আপাততঃ অসম্ভব ঘটনা সহজ ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র। পুরাণকার যে কদ্রু-বিনতার কাহিনী সুপর্ণের অমৃত আহরণের উপাখ্যানে সংযোজিত করেছেন তা রূপকাবৃত স্বাভাবিক ঘটনা। আর যদি শতপথ ব্রাহ্মণের বক্তব্য অনুসারে অগ্নিকেই অশ্ব বলি তাহলে কৃষ্ণবর্ণধূম্র-বিজড়িত অগ্নিশিখার জন্যই অশ্বরূপী অগ্নির কৃষ্ণত্ব। পূর্বেই দেখেছি যজ্ঞাগ্নি কৃষ্ণ নামেও অভিহিত হয়েছেন।

গরুড়ের অমৃত আহরণের ঘটনাও দুর্জ্ঞেয় নয়। সোম প্রসঙ্গে বিষয়টি বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।[2] ঋগ্বেদে সুপর্ণ কর্তৃক সোম-আহরণের ঘটনা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। সুপর্ণ সূর্যকর্তৃক সোম অর্থাৎ সূর্যকিরণ আহরণ অথবা সোম বা চন্দ্র থেকে রশ্মি আহরণ বৈদিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। মহাভারতে-পুরাণে সোম হোল অমৃত,—সুপর্ণ হোল গরুড়। অমৃত শব্দের অর্থান্তর মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। সূর্যদেব এই বিদ্যার প্রবক্তা। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গীতায় ব্যাখ্যাত ধর্ম ভাগবতধর্ম বা সাত্বতধর্ম—প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেব প্রবর্তিত সৌরধর্ম। সূর্যরূপী গরুড় মধুবিদ্যা বা অমৃতবিদ্যা মর্ত্যধামে প্রবর্তিত করে স্বর্গ থেকে অমৃত আনয়ন করেছিলেন। বৈদিক কাহিনী এইভাবে পুরাণে নূতনতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

১ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—৭২।২২ ২ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব—পৃঃ ৩৪৩-৪৮

বিষ্ণুপূজার প্রাচীনত্ব

বৈষ্ণবধর্ম একটি বিশেষ মতবাদরূপে ও বিষ্ণু-কৃষ্ণ পূজক বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করার বহুপূর্ব থেকেই বিষ্ণু-উপাসনা বা ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক বিষ্ণু-উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠান মাত্র। পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে ছিল না। বৈদিক যুগের অনেক পরে বিষ্ণু ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করতে থাকলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুকে তাঁর আসন ছেড়ে দিলেন। কিভাবে কবে ইন্দ্র দেবগোষ্ঠীর সম্মুখভাগ থেকে অন্তরালে চলে গেলেন আর বিষ্ণু এলেন প্রথম সারিতে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নানা পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হেরাক্লিস ও কৃষ্ণ—কুইন্টাস্ কার্টিয়াস নামে একজন গ্রীক্ ঐতিহাসিক (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লিখেছেন যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধকালে পুরুর সৈন্যদল হেরাক্লিসের মূর্তি সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে হেরাক্লিসের মূর্তি প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব-কৃষ্ণের মূর্তি। "এ প্রসঙ্গে হেরাক্লিস যে বাসুদেব-কৃষ্ণ সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পৌরবসৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ইঁহার অবস্থান, এবং ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে নিতান্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহ প্রদানকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরু নিজে এবং তাঁহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাসুদেব-কৃষ্ণোপাসক ছিলেন।"[১]

হেরাক্লিস্ যদি কৃষ্ণ হন, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কৃষ্ণ-বাসুদেব পূজার প্রচলন ছিল বলে গ্রহণ করতে হয়, প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক টলেমি (Ptolemy) (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমভাগ) বলেছেন যে Bidaspes বা বিতস্তার তীরে Pandoouoi বা পাণ্ডব জাতি বাস করতো।[২] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, টলেমি এখানে Pandoouoi বলতে বাসুদেব-কৃষ্ণের বিতস্তাতীরে বসবাসের কথা বলেছেন, কারণ পাণ্ডবগণ বিতস্তাতীরবাসী ছিলেন না।[৩]

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৫৫

২ Ancient India, as described by Ptolemy, McCrindle, Ed , S. N. Mazumdar Sastri—page 121

৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৫৬

মেগাস্থিনিস যমুনাতীরে মথুরা অঞ্চলে পাণ্ডবদের বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন, "Megasthenes, as cited by Pliny, mentions a great Pāndava Kingdom in the region of the Jamunā, of which Mathurā was probably the capital."[১]

মেগাস্থিনিসও কি পাণ্ডব বলতে যাদব-বৃষ্ণি জাতিকে বুঝিয়েছেন? গ্রীক্ ঐতিহাসিক Arrian কর্তৃক উদ্ধৃত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সৌরসেনেয় জাতি হেরাক্লিস দেবতার অনুরাগী ছিলেন, এঁদের জোবারিস নদীর উত্তরতীরে মেথোরা ও ক্লিসোবোরা নামে দুটি নগর ছিল। "এই হেরা-ক্লিসকে সৌরসেনীরা (Sourasenoi) বিশেষভাবে পূজা করে; ইহারা একটি ভারতীয় জাতি; মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুর (Kliesobra) নামক ইহাদিগের দুইটি নগর আছে, যমুনা (Jobares) নামক নৌচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।"[২]

স্যর্ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতদের অনুমান, 'সৌরসেনেয়' সাত্বত জাতিকে, 'হেরাক্লিস' কৃষ্ণকে, মেথোরা মথুরাকে, 'ক্লিসোবোরা' কৃষ্ণপুর বা গোকুলকে এবং 'জোবারিস' যমুনা নদীকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু McCrindle-এর মতে গ্রীক্ দেবতা Heracles শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে নির্মিত, "There is unanimity of opinion that the Greek idea of Heracles was derived from that of Krishna."[৩]

Heracles গ্রীক্ দেবতা। তিনি Zeus-এর অবৈধ সন্তান। Heracles-এর মাতা Alcmene; Alcmene-র সঙ্গে Zeus এক রাত্রি বাস করেছিলেন। ফলে Heracles-এর জন্ম হয়।[৪] জিউস্ দেবতা হলেও Alcmene ছিলেন মানবী, "Alcmene; sixteenth in descent from the same Niobe, was the last mortal woman with whom Zeus lay."[৫] হেরা যদিও সপত্নীপুত্রটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন, তথাপি Zeus জন্মের পূর্বেই পুত্রের নাম করেছিলেন হেরাক্লেস্—অর্থাৎ হেরার গৌরব—'Glory of Hera.'[৬]

---

১ Ancient India, as described by Ptolemy—page 122

২ মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ—রজনীকান্ত গুহ—পৃঃ ৪৭

৩ Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (Revised Edn.)—Page 325

৪ Greek Myths, II, Robert Graves—page 85

৫ ঐ পৃঃ ৮৬

৬ ঐ

গ্রীকপুরাণে Heracles-এর বহু বীরকর্মের বিবরণ আছে। তন্মধ্যে একটি শৈশবে প্রবল শক্তিতে হেরার স্তনদুগ্ধ আকর্ষণ, "Heracles drew with such a force that she flung him down in pain, and a spurt of milk flew across the sky and became the milky way."[১] এই ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুতনাবধ আখ্যানের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে।

Heracles-এর আর একটি কীর্তি Hydra বধ। "The Hydra had a prodigious dog-like body, and eight or nine snaky heads, one of them immortal; but some credit it with fifty or one hundred, or even ten thousand heads. At all events, it was so venomous that its very breath, or the smell of its tracks, could destroy life,"[২]

হেরাক্লিস্ কর্তৃক হাইড্রাবধ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়দমনের কাহিনী স্মরণ করায়। হেরাক্লিসের দ্বাদশটি বীরকর্মের মধ্যে দশম কর্ম আরিথিয়া থেকে গেরিয়নের গোসম্পদ উদ্ধার, "Heracles's Tenth Labour was to fetch the famous cattle of Geryon from Erytheia, an Island near the ocean stream, without either demand or payment."[৩]

হেরাক্লিস্ কর্তৃক গোধন উদ্ধার শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, ব্রহ্মার অবরোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গাভী উদ্ধার, বলের অবরোধ থেকে ইন্দ্র কর্তৃক গোধন উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হেরাক্লিস্ গ্রীকদের অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। Euthedemus প্রমুখ গ্রীক নৃপতিদের মুদ্রায় হেরাক্লিসের যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তাতে হেরাক্লিস দণ্ডহস্ত পেশীবহুল দেহবিশিষ্ট মহাবীর রূপেই প্রতীয়মান। কিন্তু আকৃতির দিক থেকে হিন্দুদের কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না। জন্ম বা জীবনের দিক থেকেও হেরাক্লিসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য বিপুল। কিছু কিছু সাদৃশ্যও অবশ্য চোখে পড়ে। Heracles যে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীক রূপান্তর McCrindle-এর এই অভিমত মোটামুটি স্বীকার করতেই হয়। তা না হলে কার্টিয়াসের বিবরণ অনুসারে পুরুরাজের সৈন্যদের পুরোভাগে হেরাক্লিসের মূর্তিস্থাপন অথবা মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে পাণ্ডব বা শৌরসেনীদের হেরাক্লিস পূজার তাৎপর্য অনুধাবন করা দুষ্কর। যদি কৃষ্ণকে গ্রীকেরা হেরাক্লিস্ নামে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ

১ Greek Myths, II—page 90 ২ Greek Myths, II—page 108

৩ Greek Myths, II—132

শতাব্দীতে কৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল একথা স্বীকার করতে অসুবিধা হয় না। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণ পূজার প্রমাণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণপূজার অস্তিত্বে প্রায় সকল পণ্ডিতই বিশ্বাসী। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, "ডাক্তার বিউহলারের মতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে নারায়ণ ও দেবকী-পুত্র কৃষ্ণের উপাসনামূলক ভাগবতধর্ম বর্তমান ছিল। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে আছে, "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। অতএব বৌধায়নের পূর্বে বাসুদেব পূজা সর্বজনমান্য হয়েছিল। কালের মতে বৌধায়নের সময় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দী, আর তিলকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ—ইহারা ব্রহ্মই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে রুদ্রের কিম্বা বিষ্ণুর কোন না কোন স্বরূপের উপাসনা ভাগবতধর্ম বাহির হইবার পূর্বেই শুরু হইয়াছিল।"[১]

ভাগবত-ধর্ম বা বিষ্ণুপূজার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তক্ষশীলা-নিবাসী গ্রীকদূত হেলিওডোরাস (Helio iorus) প্রতিষ্ঠিত বেসনগরে গরুড়ধ্বজ স্তম্ভলিপি। গ্রীকদূত হেলিওডোরাস ছিলেন ভাগবতধর্মে বিশ্বাসী,—তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর প্রতীক গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্তম্ভে লিখিত আছে—

দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ংকারিতে ইঅ ৮
হেলিওদোরেণ ভাগবতেন দিয়সপুত্রেণ তক্ষসিলাকেন
যোনদূতেন আগতেন··· ।[২]

—তক্ষশিলানিবাসী সমাগত যবনদূত দিয়ের পুত্র ভাগবতধর্মাবলম্বী হেলিওদোরাসের দ্বারা দেবদেব বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অলংকৃত (প্রতিষ্ঠিত) হোল।

বেসনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত ভগ্ন প্রস্তরস্তম্ভগুলি থেকে বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুম্নের মন্দিরের কথা জানা যায়। অর্থভগ্ন তালধ্বজ ও মকরধ্বজ স্তম্ভদুটি সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের প্রতীকরূপে সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের পূজার সাক্ষ্য বহন করছে।

পাণিনিকৃত সূত্র 'অষাচ্ তরম্' (২।২।৩৪)-এর ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি লিখেছেন,

---

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৩
২ Select Inscriptions, D. C. Sirkar (C. U.), 1942—page 90

"মৃদঙ্গশঙ্খতূণবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।"—ধনপতি (কুবের) রাম (বলরাম) ও কেশব (কৃষ্ণ-বিষ্ণু)-এর মন্দিরে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তূণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হোত।

সুতরাং খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজা এবং ভাগবতধর্ম এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আর কার্টিয়াস ও মেগাস্থিনিস বর্ণিত হেরাক্লিসের মূর্তি যদি কৃষ্ণ-বাসুদেবের মূর্তি হয় তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতেও কৃষ্ণ-বাসুদেবের ব্যাপক পূজা প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। সেইরূপ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেবের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা আরও অনেক পূর্বেই সম্ভব হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হবে।

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চতুর্ব্যূহ পূজা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই প্রচলিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব হইতেই পঞ্চরাত্র ধর্মমতের বিশিষ্ট অংশ ব্যূহবাদ পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং কয়েকটি প্রামাণ্য পঞ্চরাত্র গ্রন্থও গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।"[১]

কিশোর কৃষ্ণ বা বালকৃষ্ণের উপাসনা নিশ্চয়ই অনেক পরবর্তীকালের, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা আরও পরের; সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর।

বিষ্ণু উপাসনা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে বিষ্ণু উচ্চাসন লাভ করতে পারেন নি। ক্রমে ভাগবতধর্ম বা বিষ্ণু-উপাসনা জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও প্রসারিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুও মন্দিরসমূহে স্থান পেয়ে নিয়েছেন। সিংহলের বৌদ্ধ মন্দিরেও বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে বিষ্ণুর মূর্তি আসন দখল করে নিয়েছেন।

---

১ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৬৮

পদ্মযোনি ব্রহ্মা—ত্রিমূর্তির অন্যতম সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রহ্মা জন্মেছিলেন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে। প্রলয়জলে অনন্ত শয্যায় সমাসীন থাকেন ভগবান বিষ্ণু,—আর বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবিষ্ট থাকেন ব্রহ্মা। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে জন্ম বলেই ব্রহ্মা পদ্মযোনি। ব্রহ্মার জন্ম সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বৈচিত্র্যময়। কূর্ম-পুরাণের আখ্যানভাগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে সমাসীন হয়েছিলেন এক আশ্চর্য ঘটনায়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিবদমান হওয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু ব্রহ্মার উদরমধ্যে প্রবেশ করে ত্রিলোক দর্শন করলেন, ব্রহ্মাও বিষ্ণুর উদরমধ্যে প্রবেশ করে অনন্তলোক দর্শন করলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর দেহের সকল দ্বার অবরোধ করায় ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিদ্বার দিয়ে বহির্গত হলেন।

ততো দ্বারাণি সর্বাণি পিহিতানি মহাত্মনা।
জনার্দনেন ব্রহ্মাসৌ প্রবিশ্য কনকাণ্ডজঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ॥[১]

—তারপর মহাত্মা জনার্দনের দ্বারা সকল দেহদ্বার রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা তাঁর নাভির দ্বার লাভ করলেন। যোগবলে স্বর্ণাণ্ডজাত ব্রহ্মা সেখানে প্রবেশ করে পদ্ম থেকে নিজের রূপ উদ্ধার করলেন।

সৌরপুরাণে (২০ অঃ) মহাপ্রলয়ে জলময় বিশ্বে অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাভিতে শতযোজন বিস্তৃত দিব্যাগন্ধময় পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

নারায়ণো মহাযোগী শেতে তস্মিংস্তমোময়ে।
যোগনিদ্রাং সমাসাদ্য শেষাহিশয়নে দ্বিজাঃ।
উদ্ভূতং পঙ্কজং তত্র নাভৌ ভগবতো হরেঃ।
দিব্যগন্ধসমোপেতং শতযোজনবিস্তৃতম্।

—সেই তমোময় মহাসমুদ্রে মহাযোগী নারায়ণ শেষনাগকে আশ্রয় করে যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময়ে ভগবান হরির নাভিতে পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল,—সেই পদ্ম দিব্যগন্ধময়, শতযোজন বিস্তৃত।

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৯।২৭-২৮

এইভাবে দিব্যবর্ষশত অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মা সেখানে এলেন এবং হাত দিয়ে বিষ্ণুকে জাগ্রত করে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহাসমুদ্রে তুমি কে হে? পিতামহ এই কথা বললে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে তন্মধ্যে লোকসমূহ দর্শন করলেন। ব্রহ্মোদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে বেরিয়ে এসে বিস্মিত বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, তুমিও আমার দেহে প্রবেশ করে দেখ। ব্রহ্মাও প্রবেশ করে বিষ্ণুর উদরে সকল লোক দেখে বিস্মিত হয়ে বাইরে আসার পথ রুদ্ধ দেখলেন; তখন তিনি নাভিপদ্মের নাল দেখতে পেলেন, সেই পথে নির্গত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা বেরিয়ে এসে পদ্মের উপরে বসে শোভা পেতে লাগলেন।

প্রবিশ্য ভুবনান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বাভ্যাগতবান্ বিধিঃ।
নাপশ্যন্নির্গমদ্বারং পিহিতানি চ চক্রাণি॥
ততোঽসৌ নাভিপদ্মস্য নালমার্গমবিন্দত।
তেন মার্গেণ নির্গত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ॥
রেজে পঙ্কজমধ্যস্থো দেবদেব পিতামহঃ॥[1]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৪ অঃ) একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এখানেও বিষ্ণুর উদরস্থ ব্রহ্মা বহির্গমনের সকল পথ রুদ্ধ দেখে স্বীয় দেহে নাভির দ্বারে পদ্মসূত্রের মার্গে বাইরে এসে পদ্মের উপরে শোভা পেতে লাগলেন।

ততো দ্বারাণি সর্বাণি পিহিতান্যুপলভ্য হি।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত॥
পদ্মসূত্রানুমার্গেণ নাম্বেষ্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ॥[2]

মৎস্যপুরাণানুসারে ভগবান বিষ্ণু মহাসলিলে যখন অনোনিদ্রায় ছিলেন সেই সময়ে তিনি নাভিদেশে সূর্যতুল্য সহস্রদলসমন্বিত হিরণ্ময় পদ্ম সৃষ্টি করেন—

পদ্মং নাভ্যুদ্ভবঞ্চৈকং সমুৎপাদিতবাংস্তদা।
সহস্রপর্ণং বিরজং ভাস্করাভং হিরণ্ময়ম্॥
হুতাশনজ্বলিতশিখোজ্জ্বলপ্রভ-
মুপস্থিতং শরদমলার্কতেজসম্।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চসম্।
মহাত্মনস্তনুরুহচারুদর্শনম্॥[3]

---

১ সৌরপুঃ—২।১৮ ২ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২৪।৩৩-৩৫ ৩ মৎস্যপুঃ—১৬৯।১৫-১৮

—নাভি থেকে জাত পদ্ম তিনি উৎপাদন করলেন। সেই পদ্ম সহস্রপর্ণ-বিশিষ্ট, বিমল স্বর্ণময় সূর্যতুল্য। সেই মহাত্মার দেহের রোমের মত সুন্দর, অগ্নির জ্বলিত শিখার মত উজ্জ্বল, শরৎকালের সূর্যের মত তেজোময় অতিতেজায় সেই কমল শোভা পেতে লাগলো।

তারপর বিষ্ণু প্রচুর তেজ সম্পন্ন সর্বলোকের সৃষ্টিকর্তা সর্বময় মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন,—

তস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে।
সর্বতেজোগুণময়ং পার্থিবৈর্লক্ষণৈর্বৃতম্ ॥[১]

এই পদ্মের উপরে বসেই ব্রহ্মা দেব ঋষি, মানব, প্রভৃতি বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময়ে মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করায় ব্রহ্মার স্তবে জাগ্রত হয়ে বিষ্ণু সেই দৈত্যদ্বয়কে স্বীয় উরুতে স্থাপন করে হত্যা করেন।

খিল হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব, ১১-১২ অঃ) একই বৃত্তান্ত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় আক্রমণ করেছিল।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ ॥৬
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।[২]

—কল্পান্তে যখন জগৎ এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত ভয়ংকর মধুকৈটভ নামে দুই অসুর ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করছিলেন।

হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব) স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা নিজেরই সৃষ্ট মহাসলিলে অনন্তশয্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অণ্ডমধ্যস্থিত হয়ে এক দৈববৎসর হিরণ্যগর্ভরূপে বাস করে অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন—

হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ম্ ।
তত্র যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥

১ মৎস্যপুঃ—১৬৯।২৫ ২ মার্কণ্ডেয়—৮১ অঃ

হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
তদণ্ডমকরোদ্দ্বৈধং দিবং ভুবমথাপি চ॥[১]

বরাহপুরাণ মতে জলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম—

এবম্ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্মে চতুর্মুখঃ।
উত্তস্থৌ সময়া প্রোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে॥[২]

—এইরূপ জলশায়ী আমার নাভিপদ্মে, হে দেবি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা উত্থিত হলেন, তাঁকে আমি (বিষ্ণু) বললাম, হে মহামতি, প্রজা সৃষ্টি কর।

বিষ্ণুপুরাণ বলছেন, সকল জগতের আদিভূত ঋক্সামযজুর্বেদময় ভগবান বিষ্ণুময় ব্রহ্মের মূর্তি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—"সকল জগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্‌বিষ্ণুময়স্য ব্রহ্মণো মূর্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্‌বভূব।"[৩]

অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম—মনুসংহিতায় (১ম অধ্যায়) যে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, তাতে মহাসলিলে ভাসমান হিরণ্ময় অণ্ডের অভ্যন্তরে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।

১ হরিবংশপর্ব—১।২৯-৩০ ২ বরাহপুঃ—২।১৩ ৩ বিষ্ণুপুঃ, চতুর্থ অংশ—১।৪

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্বিধা॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥[১]

—এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার (এক সময়ে) তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা ছিল জ্ঞানের অতীত এবং তাহা কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় ছিল না বা অন্য কোন রূপে জানিবার যোগ্যও ছিল না, যেন সর্বতোভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। তৎপরে (এই প্রলয়াবস্থার পর) স্বয়ম্ভূ (স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী পরমাত্মা) অব্যক্ত (সূক্ষ্মরূপী) ভগবান (ষড়ৈশ্বর্যশালী) (আকাশাদি) মহাভূত প্রভৃতিকে প্রকাশিত করিয়া অপ্রতিহততেজাঃ এবং প্রলয়াবস্থার বিনাশকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর (মনোমাত্রগ্রাহ্য), সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও নিত্য, সেই সর্বভূতময় অচিন্ত্যনীয় পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে (মহৎ প্রভৃতি রূপে) স্বশরীরে প্রকাশিত হইলেন।

তিনি নিজ শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ধ্যানযোগে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপনার বীজ (শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ সুবর্ণময় সূর্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে পরিণত হইল। সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্বলোকপিতামহ (সমস্ত লোকের জনক) ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

নারা শব্দে অপ্ (জল) সমূহকে বলা হইয়া থাকে, কারণ জলসমূহ নরের অর্থাৎ পরমাত্মার (পরমাত্মাই প্রথম জল সৃষ্টি করেন, নর শব্দের উত্তর অপত্যার্থে প্রত্যয় করিলে 'নারা' এই পদ সিদ্ধ হয়)। এই নারা—জলসমূহ প্রথম অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় ছিল বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলা হয়। যিনি আদি কারণ, অব্যক্ত (অতি সূক্ষ্ম), নিত্য ও অসৎ (ভাব ও অভাব উভয়েরই) স্বরূপ, তৎকর্তৃক (সেই পরমাত্মা কর্তৃক) প্রথম উৎপাদিত বলিয়া ঐ পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে (ব্রহ্মপরিমাণে) সংবৎসরকাল বাস করিয়া নিজ ধ্যান বলে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন।

তিনি সেই (দুই ভাগে) বিভক্ত অণ্ডের ঊর্ধ্বখণ্ডে স্বর্গলোক এবং নিম্নখণ্ডে

---

১ মনু:—১।৫-১৩

ভূলোক নির্মাণ করিলেন, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক এবং শাশ্বত জলস্থান (সমুদ্রাদি) সৃজন করিলেন।[1]

ব্রহ্মাই নারায়ণ—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইভাবে নারায়ণরূপে মহাসলিলে সৃষ্টির আদিতে শয়ান ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ স্পষ্ট। অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা ছিলেন সমাসীন। সেই ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করে হোল আকাশ ও পৃথিবী। আকাশ ও পৃথিবীর মিলিতরূপে অণ্ডাকারত্বই এই কল্পনার মূলে। অণ্ডাকার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সূর্য হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে ছিলেন। পরে তিনি প্রজাসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। নারায়ণ বা বিষ্ণুর অনন্তশয্যার শয়নের তাৎপর্যও এই উপাখ্যান থেকে ধরা পড়ে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মাই নারায়ণ। ব্রহ্মাই নারায়ণরূপে সৃষ্টিকার্য করছিলেন। মৈত্রেয় বলছেন—

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ সর্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে।[2]

—হে মহামুনে, নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে যে ভাবে সকল জীব সৃষ্টি করেছিলেন, তা বলুন।

ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে পরাশর বলছেন:

প্রজাঃ সসর্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময়॥
অতীত কল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত॥
নারায়ণ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্বসম্ভবঃ॥
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্তুকামঃ প্রজাপতিঃ॥

১ অনুবাদ—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, আর্যশাস্ত্র সং ২ বিষ্ণুপু, ১ম অংশ—৪।১

অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্মাদিকাং তদ্বৎ বরাহং বপুরাস্থিতঃ॥
বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ॥
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধারো ধরাধরঃ॥[১]

—প্রজাপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে নিশাস্বপ্নোত্থিত এবং সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্মা লোক শূন্য অবলোকন করিলেন। তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, শ্রেষ্ঠ, সকল লোকের প্রভু, ব্রহ্মস্বরূপী ভগবান অনাদি এবং সর্বসম্ভব। জগতের প্রভবাপ্যয় (উৎপত্তি ও লয়স্থান) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন। অপ্‌কে নার কহা যায়, যেহেতু অপ্ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন, সেই নার তাঁহার পূর্ব অয়ন (আশ্রয়) এজন্য তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত। জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে তোয়ান্তর্বর্তিনী জানিয়া তদুদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ জগতের স্থিতিকার্যে স্থিত স্থিরাত্মা, সর্বাত্মা, পরমাত্মা, আত্মাধার ধরাধর প্রজাপতি পূর্বকল্পাদিতে যেমন মৎস্যকূর্মাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদযজ্ঞময় দেহ অবলম্বনপূর্বক জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক স্তুত) হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।[২]

অতএব বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মা শুধু নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন নন, তিনিই মৎস্যাদি অবতাররূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। বরাহ অবতারও ব্রহ্মার অবতার। রামায়ণেও ব্রহ্মাই বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন এবং প্রাণিবর্গ সহ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন—

সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবৎ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ॥
স বরাহস্ততোভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ॥[৩]

১ বিষ্ণুপু., ১ম অংশ—৪।২-১০ ২.অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—১১০।৩-৪

—সবই যখন জলপ্লাবিত ছিল, তখন পৃথিবী নির্মিত হোল। তারপর স্বয়ম্ভূ দেবগণের সঙ্গে জন্মালেন, তিনি বরাহরূপে বসুন্ধরা উদ্ধার করলেন এবং মরীচিপুত্রগণের সঙ্গে সকল জগৎ সৃষ্টি করলেন।

মহাভারতে অবশ্য বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন বিষ্ণুই।[১]

রামায়ণে আর একস্থলে (উত্তরকাণ্ড, ৭৩ সর্গ) প্রজাপতি ব্রহ্মাই অনন্তশয্যায় শায়িত হয়ে মধুকৈটভ বধ করেছিলেন। শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্য বধ করার পরে লবণের রাজ্যে শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করে রামচন্দ্র লবণঘাতক অমোঘ শর সম্পর্কে শত্রুঘ্নকে বলেছিলেন—

> সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
> স্বয়ম্ভূরজিতো দিব্যো যমাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ॥
> অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ।
> সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ॥
> মধুকৈটভয়োবীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।
> স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌচানেন হতৌ যুধি।[২]

—হে কাকুৎস্থ। যখন অজিত স্বয়ম্ভূ দিব্যরূপে মহাসমুদ্রে শয়ন করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শর সৃষ্টি করেছিলেন, সুরাসুর তাঁকে দেখতে পান নি। সকল জীবের অদৃশ্য এই শ্রেষ্ঠ বাণ ক্রোধাভিভূত প্রজাপতি দুরাত্মাদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করেছিলেন। হে বীর, মধু ও কৈটভের এবং রাক্ষসদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে ত্রিলোক সৃষ্টিতে ইচ্ছুক প্রজাপতি এই শর সৃষ্টি করেছিলেন, এর দ্বারাই দানবদ্বয় নিহত হয়েছিল।

প্রজাপতির অনন্ত শয্যায় শয়ন সম্পর্কে রামায়ণের তিলকটীকায় বলা হয়েছে,—"মহার্ণবে শয়নঞ্চ বায়ুরূপেণ। প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা চরেদিতি শ্রুতেস্থিতি কতকঃ।"—বায়ুরূপে মহার্ণবে শয়ন। প্রজাপতি বায়ুরূপে বিচরণ করেন, এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে,—এই বক্তব্য কতকের।

এই ব্যাখ্যাতেও মহাসমুদ্র মহাকাশ,—সেখানে বায়ুরূপে প্রজাপতি বিচরণ করেন। সূর্যাগ্নিই বায়ুরূপে মহাশূন্যে বিচরণ করেন। মহাভারতে শান্তিপর্বে (৩৪১ অঃ) বিষ্ণুর কৃপায় তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম আবার ব্রহ্মার ললাট থেকে রুদ্রের উদ্ভব। এখানে পরিষ্কারভাবে কপর্দী, জটিল, মুণ্ড, শ্মশানবাসী,

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—১৪২ অঃ ২ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৭৩।২০—২২

উগ্রব্রতধর, যোগী, পঞ্চমস্তকহর, ভগনেত্রহর রুদ্রকে নারায়ণ বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে শিবের পূজা হলেই নারায়ণ পূজিত হন। মহাভারতেরই অপর এক স্থানে ব্রহ্মা ধাতা এবং ঈশান—

> ধাত্রৈব খলু ভূতানাং সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
>
> দধাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরন্ ॥[1]

—ধাতা সকল ভূতের সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় ধারণ করে থাকেন পূর্বকল্পিত কর্মবীজ অনুসরণ করে সকলের ঈশানরূপে প্রকটিত।

রামায়ণে প্রজাপতিও স্রষ্টা, শংকরও স্রষ্টা—

> প্রজাপতিস্তৎ সসৃজে তপসোঽন্তে মহাতপাঃ
>
> শংকরস্তৎসৃজজ্জাত প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥
>
> নাস্তি কিঞ্চিৎ পরং ভূতং মহাদেবাদ্বিশাম্পতে ॥

—তপস্যার অন্তে প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করলেন। শংকর সৃষ্টি করলেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজা। হে রাজন্ মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত ব্রহ্মা বনং আদিত্য,—"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানম্ অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎসমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিদ্যত, তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্। তদ্যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং তং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।"[3]

—আদিত্য ব্রহ্ম এই আদেশ ব্যাখ্যাত হচ্ছে—পূর্বে অসৎ (নিরাকার) ছিল, তখন সৎ আবির্ভূত হলেন, সৎ অণ্ড হলেন, সেই অণ্ড সংবৎসর থাকলো, তারপর দু'ভাগে বিভক্ত হোল। অণ্ডের দুই কপাল ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ রজত ও সুবর্ণময় ছিল। রজতময় কপাল হোল পৃথিবী, সুবর্ণময় কপাল দ্যুলোক বা আকাশ, জরায়ু হোল পর্বত, উল্ব (গর্ভের বেষ্টনী) মেঘ বা শিশির, ধমনী হোল নদী, বাস্তের জল (মূত্র) হোল সমুদ্র।

এই রূপক কাহিনীতে আকাশ ও পৃথিবী মিলে যে ব্রহ্মের অণ্ড সেই অণ্ডের মধ্যস্থিত সূর্যরূপী ব্রহ্ম পৃথিবীস্থিত সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদের অণ্ডমধ্যস্থিত ব্রহ্ম পুরাণে হলেন ব্রহ্মা।

---

১ মহাঃ বনপর্ব—৩০।২৪ ৩ ছাঃ উঃ—৩।১৯।১-২

মহাভারতে ব্রহ্মা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক—সর্বদেবময়। সকল দেবসত্তা ব্রহ্মাতেই একাকার হয়ে গেছেন।

দেবাসুরগুরুর্দেবঃ সবভূতনমস্কৃতঃ।
অচিন্ত্যোঽথাপ্যনির্দেশ্যঃ সর্বপ্রাণো হ্যযোনিজঃ॥
পিতামহো জগন্নাথঃ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ সতী।
বেদভূরথ কর্তা চ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
উমাপতির্বিরূপাক্ষ স্কন্দ, সেনাপতিস্তথা।[১]

—দেবাসুরের গুরু সকল প্রাণীর দ্বারা নমস্কৃত, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণ, অযোনিসম্ভব, পিতামহ, জগন্নাথ, সাবিত্রীপতি, বেদের জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি।

বৌধায়নকৃত গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মার নাম হিসাবে পাই—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ, শিব ও শর্ব।[২] বৌধায়নের ধর্মসূত্রে ব্রহ্মা, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ ও স্বয়ম্ভু—এই পাঁচটি নাম পাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সর্বত্রই একাত্মতা থেকে ব্রহ্মার স্বরূপ সূর্যালোকের মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, পৃথক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না। যদিও বেদে ব্রহ্মা নামে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই—তথাপি পুরাণে তিনি বিষ্ণু বা শিবের মত প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বিধাতা—দেব-মানবের স্রষ্টা, পিতামহ। কিন্তু পৃথক অস্তিত্বে তিনি বিষ্ণু বা শিবের মত সর্বত্র ব্যাপকভাবে পূজালাভ করতে পারেন নি। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার ক্রিয়া সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মার জন্মসম্ভাবনা ঘটিয়েছে। ভারতীয় দেবতানিচয় স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি বা তেজোময়ী শক্তি হওয়ায় ব্রহ্মাও অবশ্যই সূর্যাগ্নির রূপভেদ। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুকৃত ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মাই সূর্য—

সহস্ররশ্মি প্রভবায় বেধসে।

* * *

সমস্ত সূর্যানলভিন্নতেজসে।[৩]

মৎস্যপুরাণ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আদিত্যই প্রথমজাত বলে ব্রহ্মা,—

---

১ মহাভা, অনুশাসনপর্ব—১৩৫/৮-১০ ২ বৌধা: গৃহ্যসূত্র—৩,৭।১৫

৩ পদ্মপু, সৃষ্টিখণ্ড—৩৪।২৫, ২৯

তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের দুই অংশ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই অণ্ড থেকেই চরাচর প্রাণিসমূহ জন্মগ্রহণ করেছে। সেই আদিত্যই পিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা—তিনিই দেব, অসুর, মানুষ প্রভৃতি সহ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

আদিত্যশ্চাদিভূতত্বাদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ ॥
দিবং ভূমিং সমকরোৎ তদণ্ডশকলদ্বয়ম্।
স চাকরোদ্দিশঃ সর্বা মধ্যে ব্যোম চ শাশ্বতম্ ॥

* * *

চতুর্মুখঃ স ভগবানভূল্লোকপিতামহঃ ॥
যেন সৃষ্টং জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।[১]

সন্ধ্যা বন্দনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সবিতৃরূপতা প্রকাশিত। প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রীর ধ্যানে ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মাণীর ধ্যানের বিধি। এ থেকে প্রাতঃকালীন সবিতা ব্রহ্মা—এরূপ ধারণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে ব্রহ্মা সরাসরি অগ্নিকেই আশ্রয় করেছেন। অগ্নিকেই ব্রহ্মারূপে এখনও পূজা করা হয়। বিবাহানুষ্ঠানে কুশণ্ডিকায় অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার কালে ব্রহ্মারই উপাসনা করা হয়—

চতুর্বদনসম্ভূত চতুর্বেদকুটুম্বিনে।
নমঃ সর্বার্থসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে গার্হপত্য অগ্নির নাম ব্রহ্মা—'ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যো।'[২]

বৈদিক যজ্ঞে ব্রহ্মা নামধেয় ঋত্বিক ছিলেন সমগ্র যাগকর্মের 'সুপারভাইজার'। এখান থেকেই কি ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞাগ্নি ও পরে যে কোন প্রজ্বলিত পার্থিবাগ্নিতে পর্যবসিত হয়েছেন? বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ মন্ত্র বা স্তুতি। উপনিষদে মন্ত্র-প্রতিপাদ্য ঈশ্বর হলেন ব্রহ্ম। ঋগ্বেদে এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি—স্তুতি বা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মণস্পতিই বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সকল বৃহৎ বস্তুর অধিপতি সূর্য।[৩] মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পুরাণে হলেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দেবগুরু। পার্থিব যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ ব্রহ্মার সাদৃশ্যে পৌরাণিক ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু ও পুরোহিত।

ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি পৌরাণিক ব্রহ্মার উপরেও ভর করেছেন। ব্রহ্মাও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—শুধু বিশ্বস্রষ্টা নন,—তাঁর মুখে চতুর্বেদেরও স্রষ্টা। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন,

১ মৎস্যপু—২।৩১-৩২, ৩৬-৩৭ ২ গোভিলীয় গৃহ্যসংগ্রহ—১।৭, সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি—৩০৭-৩১৫ দ্রষ্টব্য।

"As the divine brahman priest Bṛhaspati seems to have been the prototype of Brahmā, the chief of Hindu Triad, while the neuter form of the word brahma developed into absolute of the Vedanta philosophy"[১]

ব্রহ্মাকেই ধাতা বা বিধাতা বলা হয়ে থাকে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ধাতার নাম পাই : "দেব ধাতঃ সুধাতাঽস্মাঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায়ৈধি"।[২]

—হে দেব ধাতা, সুধাতা (সুফলধারণকারী) এই যজ্ঞে যজমানের নিমিত্ত আগমন কর (ফল ধারণ কর)।

সায়নাচার্য এখানে ধাতা শব্দের অর্থে বলেছেন,—ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মণ,—মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি, বেদে ব্রহ্মই বৃহস্পতি—"হে ধাতঃ এতন্নামক দেব মন্ত্রাভিমানী বৃহস্পতিরিত্যর্থঃ. ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিরিতি শ্রুতেঃ।"

ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ও ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মা রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মনুসংহিতায় ও পুরাণে পাই যে ব্রহ্মা প্রজাপতি সুবর্ণময় অণ্ডের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সৃষ্টির পূর্বে। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থও হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভে বা অভ্যন্তরে যিনি অবস্থিত। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ স্তুতিতে প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্বেই বর্তমান ছিলেন,—তিনিই আদিদেব—জলে তিনিই জন্মেছিলেন।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥[৩]

—সর্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন দেবতাকে (প্রজাপতিকে) হবি দ্বারা পূজা করিব।[৪]

আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥[৫]

—ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হবি দ্বারা পূজা করিব?[৬]

---

১ Vedic Mythology—page 104 ২ তাণ্ড্য মহাঃ—২১।১০।১৬
৩ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ ।[1]

—যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরণী যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়…।[2]

এই মহাসলিলে প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর আবির্ভাব—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥[3]

—সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।[4]

এই ঋক্‌গুলিতে অণ্ডমধ্যে অগ্নি বা সূর্যরূপী ব্রহ্মার জন্ম এবং সলময় জলরাশিতে ব্রহ্মা বা নারায়ণ বিষ্ণুর ভাসমান অবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে।

বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি সকল দেবতাদেরও স্রষ্টা—

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥[5]

—দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।[6]

কৃষ্ণযজুর্বেদে বৃহস্পতিই ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম। যজুর্বেদ বলছেন, "ব্রহ্মণা দেবাঃ সমদধুর্বৃহস্পতিস্তনুতামিমং ন ইত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবাণাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈব যজ্ঞং সংদধাতি বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাত্বিত্যাহ।"[7]

—দেবগণ ব্রহ্মার দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ তাদের অনুসন্ধান করেছিলেন। বৃহস্পতি এই সূত্র অংশ (বিচ্ছিন্ন যজ্ঞাংশ) নয় এই কথা বললেন। ব্রহ্মই (ব্রহ্মা) দেবতাদের বৃহস্পতি, ব্রহ্মার দ্বারাই যজ্ঞ সম্যক যুত হয়। এই বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ ভাল ভাবে ধারণ করুন, এই কথা বললেন।

এখানে অবশ্য বৃহস্পতি-ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন। কৃষ্ণযজুর্বেদ আর এক-স্থানে বলেছেন,

ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ।[8]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৩
৪ অনুবাদ—ঐ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৭২।২ ৬ অনুবাদ—ঐ
৭ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭।১ ৮ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।৫।৯।৪

শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণও একই কথা বলেছেন—

বৃহস্পতির্হ বৈ দেবানাং ব্রহ্মা।

বিশ্বকর্মা ও ব্রহ্মা—প্রজাপতি-ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতির মত বিশ্বকর্মাও সৃষ্টি-কর্তা। তিনি ভূমি নির্মাণ করেছেন, আকাশকে বিস্তৃত করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনিই—দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।[১] বিশ্বকর্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, তাঁরই নাভিতে বিশ্বভুবন বিরাজমান।

অজস্যনাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।[২]

অজ ব্রহ্মারই নাম। বিশ্বকর্মার নাভিতে বিশ্বভুবনের অবস্থানের ব্যাপারটিই কি বিষ্ণুর নাভিতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার অবস্থান কল্পনার উৎস? স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মাই বিশ্বকর্মা– পূর্বং সৃষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মণা। —পূর্বে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মা এই সকল সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা পুরাণে হলেন দেবশিল্পীতে পরিণত, আর তাঁর বিশ্বসৃজনশক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে পুরাণে ব্রহ্মার আবির্ভাব সম্ভব করেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় মুখ থেকে অগ্নিকে সৃষ্টি করেছিলেন—

প্রজাপতির্হ বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত, সোঽগ্নিমেব মুখাজ্জনয়াঞ্চক্রে···।[৩]

প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্বে একা ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন করে সৃষ্টি করবো? তিনি চিন্তা করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, মুখ থেকে অগ্নিকে সৃষ্টি করলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ আরও বলেছেন, সৃষ্টির পূর্বে ছিল কেবলমাত্র জল। জলেরা তপস্যা করায় জলে জন্মাল হিরণ্ময় অণ্ড,—এই হিরণ্ময় অণ্ড থেকে জন্মালেন এক পুরুষ।

আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। তা অকাময়ন্ত কথং নু প্রজায়েমহীতি তা অশ্রাম্যংস্তাস্তপোঽতপ্যন্ত তাসু তপস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়াণ্ডং সম্বভূবাজাতো হি তর্হি সংবৎসর আস···ততঃ সংবৎসরে পুরুষঃ সমভবৎ।[৪]

—সৃষ্টির প্রথমে জলই ছিলেন জলেরা ইচ্ছা করলেন, কি ভাবে আমরা

১ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৬ ৩ শতপথ—১১।৫।১

৪ শতপথ—১১।১।৬

প্রজা সৃষ্টি করবো, তাঁরা চিন্তা করলেন, তাঁরা তপস্যা করলেন, তাঁরা তপস্যা করতে থাকলে সুবর্ণময় অণ্ড জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর সংবৎসর অতীত হোল, এবং সম্বৎসরে পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন।

এইভাবে হিরণ্ময় অণ্ডের জন্ম। জলের তপস্যায় যে সুবর্ণময় অণ্ডের জন্ম হোল, তাতে যে পুরুষ জন্মালেন তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং তিনিই সূর্য। জল এখানে অবশ্যই আকাশ। প্রজাপতিই বিশ্বকর্মা -প্রজাপতির্বৈ বিশ্বকর্মা।[1]

আদিত্যরূপী প্রজাপতি বিশ্বজগৎ চরাচর দেব-মানব অসুর প্রভৃতি সকলেরই সৃষ্টিকর্তা—

আদিত্যমন্ত্রমখিলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভবত্যাস্মাজ্জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্র দিবৌকসাম্।
মহাদ্যুতিমতাং কৃৎস্নং তেজো যৎসর্বলৌকিকম্॥

সর্বাত্মা সর্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্॥

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

সূর্যাৎ প্রসূয়তে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা॥[2]

—আদিত্যময় সমগ্র ত্রিলোক চরাচর ব্যাপ্ত। সমস্ত জগৎ সকল দেব অসুর মানুষ আদিত্য থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। স্বর্গবাসী মহাদ্যুতিসম্পন্ন রুদ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাদ্যুতিমান সর্বলোকময় যে তেজ তাই একমাত্র সর্বাত্মা, সর্বলোকের ঈশ্বর দেবদেব প্রজাপতি, সবই ত্রিলোকের মূল শ্রেষ্ঠদেবরূপী। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপনীত হয়। আদিত্য থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজা উৎপন্ন হয়। সূর্য থেকেই সকলের উদ্ভব, সেখানেই সকলে লীন হয়। ত্রিলোকের ভাব এবং অভাব (জন্ম ও মৃত্যু) আদিত্য থেকে পুরাকালে নিঃসৃত হয়েছে।

নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্মের তাৎপর্য—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যে একই, এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নেই। কিন্তু বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব? কি-ই বা এর তাৎপর্য? বেদ থেকে ব্রহ্মার পদ্মযোনিত্বের উৎস খুঁজে পাই।

---

১ শতপথ—৮।২।৩ ২ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৪৮।২-৬

বিশ্বকর্মার নাভিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ বলছেন যে মিত্র ও বরুণের স্খলিত রেতঃ দেবগণ পদ্মপত্রে ধারণ করেছিলেন—

দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ॥[১]

তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃস্খলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব্যস্তোত্রদ্বারা পুষ্করমধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন।[২]

অগ্নি ও পুষ্কর বা পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন,—ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত।[৩] —হে অগ্নি, অথর্বা ঋষি তোমাকে পুষ্কর থেকে মন্থন করে সৃষ্টি করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হারিয়ে যাওয়া অগ্নিকে পদ্মপত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন।[৪] এই ব্রাহ্মণে যজ্ঞবেদীতে অগ্নিযোনি হিসাবে মধ্যস্থলে একটি পদ্মপত্র স্থাপন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অগ্নির উদ্ভবস্থল পদ্মপত্র। তান্ত্রিক হোমে অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার উপরে অগ্নি স্থাপন করার রীতি। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অগ্নি পুষ্করজাত।[৫] পুষ্কর বা পদ্ম প্রতীকের নানা প্রকার ব্যাখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য এবং মৈত্রায়ণি উপনিষদে আকাশ মহাপদ্ম—আট দিক পদ্মের আটটি দল। যেহেতু চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি, নক্ষত্র প্রভৃতি আকাশে প্রকাশিত অতএব আকাশকেও ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়।[৬]

নিরুক্তকারের মতে পুষ্কর শব্দে অন্তরীক্ষকে বোঝায়। "পুষ্করমন্তরীক্ষং পোষতি ভূতানি"।[৭] —পুষ্কর শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষ ভূত সমূহকে পোষণ করেন।

পুষ্কর শব্দের অর্থান্তর জল—"উদকং পুষ্করং পূজাকরং পূজয়িতব্যং বা।"[৮] —পুষ্কর শব্দের অর্থ জল, জল পূজার উপকরণ অথবা (দেবতারূপে) সকলের পূজ্য, এইজন্য।

পুষ্কর শব্দের প্রচলিত অর্থ পদ্মফুল—"ইদমপীতরৎ পুষ্করমেতস্মাদেব পুষ্করং বপুষ্করং বা।"[৯] —পূজা কর অথবা পূজা বলে অর্থান্তরে পুষ্কর নাম। পুষ্কর অর্থাৎ শোভাবিশিষ্ট, —বপুষ্কর শব্দের 'ব' লোপে পুষ্কর শোভাময় পদ্মফুল।

আর এক মতে পদ্ম শব্দে পৃথিবী বোঝায়। পুরাণে ভুবনকোষ অধ্যায়ে পৃথিবীকে অষ্টদল পদ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৩৩।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।১৬।১৩
৪ শতপথ—৭।৩।২।১৪ ৫ তৈত্ত সং—৫।১।৩ ৬ ছান্দোগ্য—৭।১২।১-২
৭ নিরুক্ত—৫।১৪।১০ ৮ নিরুক্ত—৫।১৪।৬ ৯ নিরুক্ত—৫।১৪।৭

ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ।[1]

—শৈলরাজ সুমেরু এই ভূপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) রূপে অবস্থিত।

জম্বুদ্বীপশ্চতুর্দলঃ কমলাকারঃ।[2] —জম্বুদ্বীপ চতুর্দল পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট।

তদেবং পার্থিবং পদ্মং চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্।
ভদ্রাশ্বভারতাদ্যানি পত্রাণ্যস্য চতুর্দিশম্॥[3]

—মৎকর্তৃক কথিত সেই পার্থিব পদ্ম চতুষ্পত্রবিশিষ্ট—ভদ্রাশ্ববর্ষ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তার চারদিকের চারটি পাপড়ি।

মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ।
পদ্মকর্ণিকাসংস্থানো মেরুর্নাম মহাবলঃ॥[4]

পদ্মপত্রের উপরে অবস্থিত চারটি মহাদ্বীপ,—মেরু নামে মহাপর্বত পদ্মের কর্ণিকায় (বীজকোষে) অবস্থিত।

"It (Earth) is said to be shaped like a lotus with Meru as its Karnikā (pericarp) and the Varshas or Mahādvipa as, Bhadrāśva, Bharata, Ketumala and Uttarakuru as its four petals."[5]

বাজসনেয়ী সংহিতায়, আসমুদ্র প্রসারিত অগ্নির উদ্ভবস্থল পুষ্কর বা পদ্ম খুব সম্ভব পৃথিবী। এখানে বলা হয়েছে,—

অপাং পৃষ্ঠমসি যোনিরগ্নেঃ সমুদ্রমভিতঃ পিন্বমানম্।
বর্ধমানো মহাঁ আ চ পুষ্করে দিবো মাত্রয়া বরিম্ণা প্রথস্ব।[6]

—জলসমূহের পৃষ্ঠ, অগ্নির উদ্ভবস্থল, সমুদ্রের প্রতি প্রসরমান, বিশাল, বর্ধমান পুষ্করে দ্যুলোকের বরণীয় মাত্রার সহিত প্রথিত হও।

আকাশ, পৃথিবী ও জল ছাড়াও পদ্ম সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। পদ্ম-প্রতীকে সূর্য উপাসিত হন। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় অষ্টদল পদ্ম সূর্যের প্রতীক হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞবেদীতে মধ্যস্থলে স্থাপিত পদ্মপত্রের চতুর্দিকে গোলাকার সূর্যবিম্ব অঙ্কিত করার রীতি ছিল।[7]

১ বিষ্ণুপুঃ—২।২।৩ ২ মহাঃ, ভীষ্মপর্ব—৬।৩৫ শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা।
৩ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৫।২০ ৪ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৫৫।২০ ৫ Studies in Indian Antiquities, Dr. H. C. Roy Chaudhuri (1932)—page 71
৬ শুক্ল যজুঃ—১৩।২ ৭ শতঃ ব্রাঃ—৭।৪।১।৮-১৩, ৮।৭।১১, ১০।৫।২।৩

"In construction of the Fire Altar, a lotus leaf is laid down centrally as the birth place of Agni (Agni yonitvam). On the lotus leaf is laid a round gold disk, representing the Sun ; and thus the lotus leaf becomes in effect the Sun-boat."[১]

সূর্যও পদ্ম, পৃথিবীও পদ্ম। অগ্নি উদ্ভবস্থল অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও জল। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক কেবল পিতৃত্বের নয়,—সূর্যই পৃথিবীর জাগরণের হেতু। সূর্যোদয়ে পদ্মফুলের পাপড়ি বিকাশের মত পৃথিবীরও প্রকাশ ঘটে।

"The world lotus naturally blooms in response to the rising of the Sun in the beginning."[২]

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় অংকিত পদ্ম-প্রতীক গুলি সূর্যের প্রতীকরূপে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি পেয়েছে।

"Some of the lotuses, at least those on the early coins, if not all, may be taken to represent the sun"[৪]

সুতরাং সূর্য, পৃথিবী এবং আকাশ তিনই পদ্মরূপে প্রাচীন শাস্ত্রে এবং মুদ্রা প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। সূর্যরূপী বিষ্ণুর আবর্তন মুহূর্তে অর্থাৎ পদ্মনাভে স্থিত পৃথিবী-পদ্মে আবর্তিত পার্থিব অগ্নি পদ্মযোনি ব্রহ্মা। আবার মহাকাশ পদ্মে সূর্যের অবস্থান ও ব্রহ্মার অস্তিত্ব কল্পনার হেতু হওয়া সম্ভব। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে সংযুক্ত মহাকাশ পদ্মে সূর্যরূপী ব্রহ্মা অবস্থিত। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক দ্যুলোকস্থিত এবং পার্থিব লোকে অবস্থিত অগ্নিই ব্রহ্মা। বেদে প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা ও বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতি পৃথক দেবতারূপে কল্পিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মা ও প্রজাপতি পৃথক ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে।[৩]—প্রথমে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রজাপতিকে বললেন, প্রজাপতি বললেন মনুকে। সুতরাং এখানে ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও মনুর পৃথক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, মন্ত্রাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতি এবং বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা মিলিত হয়ে পুরাণের ব্রহ্মার জন্ম হোল। ব্রহ্মা নামের মধ্যে ঋগ্বৈদিক প্রজাপতি ব্রহ্মায় সত্তা বিসর্জন দিলেন। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা বিধাতা স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি।

১ Elements of Buddhist Iconography. A. K. Coomaraswami—page 20
২ তদেব ৪ Development of Hindu Iconography (1941)—page 153
৩ ছান্দোগ্য—৮।১৫।১

বিশ্বকর্মা রইলেন শুধু দেবশিল্পী হয়ে। ব্রহ্মা হলেন বিশ্বস্রষ্টা। ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃত্ব পেলেন তিনি,—চতুর্মুখে সৃষ্টি করলেন চতুর্বেদ। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেবতার মত ব্রহ্মার মূর্তি গড়ে পূজা ব্যাপকতা লাভ করে নি। অগ্নিই ব্রহ্মারূপে পূজিত হন। তবে ব্রহ্মার মূর্তিপূজা ব্যাপক না হলেও দুর্লভ নয়।

ব্রহ্মার মূর্তি চতুরানন ব্রহ্মার মূর্তির বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে মূর্তিতত্ত্বে পাওয়া যায়। "ব্রহ্মণস্তু চতুর্দিক্ষু মুখানাং বিনিযোজনম্।"[১] —ব্রহ্মার চতুর্দিকে চারটি মুখ সংযোজিত করবে।

ক্রৌঞ্চবধজনিত শোকার্ত বাল্মীকির মুখ থেকে প্রথম শ্লোক নির্গত হলে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বাল্মীকির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন—

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্॥[২]

বৃহৎ সংহিতায় ব্রহ্মা কমণ্ডলুহস্ত চতুরানন পদ্মাসনে উপবিষ্ট -

ব্রহ্মা কমণ্ডলুকরশ্চতুর্মুখঃ পঙ্কজাসনস্থশ্চ।[৩]

মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার বর্ণনা -

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্তব্যঃ স চতুর্মুখঃ।
হংসারূঢ়ঃ ক্বচিৎ কার্যঃ ক্বচিচ্চ কমলাসনঃ॥
বর্ণতঃ পদ্মগর্ভাভশ্চতুর্বাহুঃ শুভেক্ষণঃ।
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুবং হস্তে তু দক্ষিণে॥
বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ স্রুবঞ্চাপি প্রদর্শয়েৎ।
মুনিভির্দেবগন্ধর্বৈঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ॥
কুর্বাণমিব লোকাংস্ত্রীন্ শুক্লাম্বরধরং বিভুম্।
মৃগচর্মধরঞ্চাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্॥
আজ্যস্থালীং ন্যসেৎ পার্শ্বে বেদাংশ্চ চতুরঃ পুনঃ।
বামপার্শ্বেঽস্য সাবিত্রীং দক্ষিণে চ সরস্বতীম্॥
অগ্রে চ ঋষয়ঃ কার্যাঃ পৈতামহে পদে।[৪]

—কমণ্ডলুধারী চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি নির্মাণ করবে। কখনও তাঁকে হংস-

১ শুক্রনীতিসার—৪।৩।১৪১ ২ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—২।২৩ ৩ বৃহৎ সং—৫৮।৪১

৪ মৎস্যপুঃ—২৬০।৪০-৪৪

পৃষ্ঠে আরূঢ় কখনও পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁর বর্ণ হবে পদ্মগর্ভতুল্য, তাঁর চার বাহু, সুন্দর চক্ষু বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণ করে স্রুব অপর হস্তে দণ্ড এবং অভয় প্রদর্শিত হবে, চতুর্দিকে মুনিগণ ও দেবগণ স্তব করছেন, তিন লোক যেন নির্মাণ করছেন, শুভ্রবসন ও মৃগচর্ম পরিধানে, দিব্যযজ্ঞোপবীতধারী, তাঁর পাশে ঘৃতপাত্র ও রবিবেদ, বামপার্শ্বে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সরস্বতী এবং অগ্রে ঋষিগণকে নির্মাণ করতে হবে।

কালিকাপুরাণ ব্রহ্মার মূর্তি সম্পর্কে লিখেছেন—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুবং হস্তে চ দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধস্তু তথা স্রুবম্।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ।
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী॥[1]

—ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুরানন, চতুর্ভুজ, কদাচিৎ রক্তকমলে আসীন, কখনও হংসারোহী, তাঁর বর্ণ রক্তাভ-গৌর, বিশাল উন্নত অঙ্গ, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে স্রুব, বামপার্শ্বে ঘৃতপাত্র, দেবগণ সম্মুখভাগে অবস্থিত সাবিত্রী বামপার্শ্বে, দক্ষিণপার্শ্বে সরস্বতী থাকবেন।

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মার বর্ণ রক্তোৎপলসদৃশ, তিনি চতুরানন, চতুর্ভুজ, হংসারূঢ়, বর অভয় মাল্য ও পুস্তকধারী।[2] কালীবিলাসতন্ত্রে ব্রহ্মা প্রতাপসূর্যতুল্য রক্তবর্ণ চতুর্বক্ত্র চতুর্ভুজ।[3] ব্রহ্মার এই বিবরণে তাঁকে একই সঙ্গে যাজ্ঞিক অর্থাৎ যজ্ঞকর্তা এবং বেদস্রষ্টারূপে প্রতীত হয়।

ব্রহ্মার বাহন—ব্রহ্মার বাহন হংস। হংস শব্দের অর্থ সূর্য। বেদে উপনিষদে সূর্যকেই হংস বলা হয়েছে। অবশ্য উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মও হংস। সূর্য নিজেই নিজের বাহন। ইনিই গরুড় বা সুপর্ণ। সূর্য অগ্নি বা প্রাণের তেজের বাহন অথবা সূর্যের বাহন প্রাণের তেজ। একই দেবতার অংশ বা বিভূতি বিশেষ তাঁর বাহন, এরূপ কল্পনা ভারতীয় দেবকল্পনায় সর্বত্রই আছে।

১ কালিকাপুঃ—৮০।৩৩ ৭০   ২ মহাঃ নিঃ—১৩।৯৯-১০০   ৩ কালীবিলাসতন্ত্র—২৩।১৮

লৌকিক অর্থে হংস উভচর পক্ষী বিশেষ। পৌরাণিক ব্রহ্মার বাহন তাই সূর্য-হংস থেকে পক্ষী-হংসে পরিণত হয়েছে।

চতুরানন ব্রহ্মা—চতুরানন ব্রহ্মার চারটি মুখ পূর্বাদি চতুর্দিকের প্রতীক। শিব পঞ্চানন,—গণেশও সময়মত পঞ্চবদন। ব্রহ্মাও শিবের মত পঞ্চানন ছিলেন। শিব ও ব্রহ্মার অভিন্নতার এও আর একটি প্রমাণ। কিন্তু ব্রহ্মাকে শিব থেকে পৃথক করার জন্য ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছিন্ন করতে হয়েছিল;—ছিন্ন করেছিলেন স্বয়ং শিব। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান দেখা যায়।

ব্রহ্মা শিবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে আকাশে সর্বব্যাপী এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। সেই জ্যোতির মধ্যে উজ্জ্বল তেজোময় জ্যোতির্মণ্ডল বিরাজমান।

তদন্তরে মহাজ্যোতির্বিরিঞ্চো বিশ্বভাবনঃ।
প্রাদদর্শাদ্ভুতং দিব্যং পূরয়ন্ গগনান্তরম্॥
তন্মধ্যস্থিতং জ্যোতির্মণ্ডলং তেজসোজ্জ্বলম্।
ব্যোমমধ্যগতং দিব্যং প্রাদুরাসাদ্বিজোত্তমাঃ॥[১]

লোকপিতামহ সেই ভীষণ তেজোময় উপস্থিত দিব্যমুখ দেখে তাকিয়ে থাকলেন, ক্রোধে ব্রহ্মার মুখ প্রজ্বলিত হোল, পরক্ষণেই তিনি দেখলেন নীললোহিত ত্রিশূলীকে। শংকরকে দেখে ব্রহ্মা বললেন, জানি তুমি পূর্বকালে আমার ললাট থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলে, অতএব তুমি আমার শরণ যাও। ব্রহ্মার অহংকৃত বাক্য শুনে মহাদেব লোকদণ্ডকারী কালভৈরবকে প্রেরণ করলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করে তাঁর পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন করলেন। মুণ্ড ছিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু শিবের যোগবলে তিনি আবার জীবন লাভ করলেন।

স কৃত্বা সুমহদ্যুদ্ধং ব্রহ্মণা কালভৈরবঃ।
প্রচকর্তাস্য বদনং বিরিঞ্চস্যাথ পঞ্চমম্॥
নিকৃত্তবদনো দেবো ব্রহ্মা দেবেন শম্ভুনা।
মমার চেশো যোগেন জীবিতং প্রাপ বিশ্বকৃৎ॥[২]

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৩৪ অঃ) বর্ণিত আর একটি উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি ছিল ঊর্ধ্বভাগে। ব্রহ্মা অহংকৃত হয়ে মনে করলেন, সব সৃষ্টিই

১ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—২০।২৩-২৫ ২ কূর্মপুঃ, উপরিভাগ—২০।৩০-৩১

আমি করেছি, আমি ছাড়া আর কোন দেবতাই নেই। পঞ্চম মুখে তিনি ঊর্ধ্ব নেত্রে সাঙ্গ, উপাঙ্গ, ইতিহাস, বেদ, পাঠ করতেন। তাঁর পঞ্চম মুণ্ডের অত্যধিক তেজে দেবতারা আর প্রকাশ পান না। স্বর্গপুরে দেবগণ উদ্বিগ্ন,—তারা প্রভাহীন হয়ে পড়েছেন, না পারছেন নড়াচড়া করতে, না পারছেন তেজোময় ব্রহ্মার কাছে যেতে। সুতরাং তাঁরা শিবের শরণ গ্রহণ করলেন। শিব দেবগণ সহ ব্রহ্মার নিকট হাজির হলেন। রুদ্র ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে অট্টহাস্য করে বললেন, হে দেব, তোমার মুখখানি অত্যন্ত তেজোময় হয়ে উঠেছে। এই কথা বলতে বলতেই নখ দিয়ে মানুষ যেমন কদলীতরুর গর্ভস্থিত কচিপাতাটি ছিন্ন করে, তেমনিভাবে রুদ্র বামাঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে ছিন্ন করলেন ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি।

অভিগম্য ততো রুদ্রো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
অহোঽতিতেজসা বক্ত্রমধিকং দেব রাজতে।
এবমুক্তাট্টহাসন্তু মুমোচ শশিশেখরঃ॥
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
চকর্ত্ত কদলীগর্ভং নরঃ কররুহৈরিব॥[১]

বামনপুরাণের উপাখ্যান :

প্রলয়ান্তে সৃষ্টির সূচনায় ভগবান বিষ্ণু রাজসরূপে পঞ্চবদন ব্রহ্মা এবং তমোরূপে শিব হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। অহংকারে মোহিত হয়ে শিব ও ব্রহ্মা পরস্পর বিবাদ সুরু করলেন। মহাদেব পরাজিত হয়ে দীনভাবে অবস্থিতি করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ শিবনিন্দায় মুখর হয়ে বলে উঠলো—

অহং তে প্রতিজানামি তমোমূর্ত্তে ত্রিলোচন।
দিগ্বাসা বৃষভারূঢ়ো লোকক্ষয়করো ভবান্॥[২]

—হে ত্রিলোচন, আমি দিগম্বর, বৃষারূঢ়, জগৎসংহারকারী, তমোগুণাত্মক মূর্তি তোমাকে জানি।

ব্রহ্মার মুখে আত্মনিন্দা শুনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ংকর চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মাকে যেন দগ্ধ করতে লাগলেন। তখন শিবেরও সাদা, লাল, স্বর্ণবর্ণ, নীল, ভয়ংকর পিঙ্গলবর্ণ পাঁচটি মুখ উদ্ভূত হোল—

ততস্ত্রিনেত্রস্য সমুদ্ভবন্তি বক্ত্রাণি পঞ্চাথ সুদুর্দৃশানি।
সিতঞ্চ রক্তং কনকাবদাতং নীলং তথা পিঙ্গজটং রৌদ্রম্॥[৩]

---

১ পদ্মপু, সৃষ্টিখণ্ড—১৪।১০৯-১১ ২ বামনপু—২।৩৩ ৩ বামনপু—২।৩৬

রুদ্রের দুর্বলম পঞ্চ বদন দেখে ব্রহ্মা বললেন, জলের বুদ্বুদ জন্মেছে, ঐ মুখে কি কোন শক্তি আছে ? এই কথা শুনে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠুরভাষী ব্রহ্মার মস্তক নখাগ্র দ্বারা ছিন্ন করে ফেললেন, ব্রহ্মার ছিন্ন শির পতিত হোল শিবের বাম হস্তে, আর কদাচ শিবের হাত থেকে ব্রহ্মার শির বিচ্ছিন্ন হোল না।

> ততস্তু ক্রোধযুক্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।
> নখাগ্রেণ শিরশ্ছিন্নং ব্রাহ্মং পরুষবাদিনম্॥
> তচ্ছিন্নং শঙ্করস্যৈব সব্যে করতলেঽপতত্তৎ।
> পতিতি কদাচিচ্চ তদা করতলাচ্ছিরঃ॥[১]

বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে শিব বারাণসীতে গমন করে শাপমুক্ত হলে ব্রহ্মার কপাল তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ব্রহ্মকপাল ধারণ করেছিলেন বলে শিব হলেন কপালী।

> ততঃ কপালী চ লোকে চ খ্যাতো রুদ্র ভবিষ্যসি।[২]

শিবপুরাণ জ্ঞান সংহিতা, ৪৯ অঃ) বলেছেন যে, সরস্বতীর অভিশাপে ব্রহ্মার পঞ্চম বদন পরুষভাষী হয়েছিল ; কারণ, ব্রহ্মা ঐ মুখে কন্যা সরস্বতীর প্রতি পাপ-প্রবৃত্তি ব্যক্ত করেছিলেন।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড, ২য় অঃ) আর এক রকমের উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিতে ব্যর্থকাম হওয়ায় শিবের আরাধনা করে শিবকে পুত্ররূপে লাভ করার বর প্রার্থনা করলেন। শিব একই সঙ্গে ব্রহ্মাকে বর ও অভিশাপ দিলেন : যেহেতু তুমি আমাকে পুত্ররূপে কামনা করেছ, অতএব আমি কোন কারণে তোমার মাথা কাটবো। যেহেতু অযাচনীয়কে তুমি যাচ্ঞা করেছ, সেইজন্য আমার অংশে নীললোহিত তোমার পুত্র হয়ে তোমার তেজ হরণ করবে। যেহেতু পিতৃভাবে তুমি আমাকে ভক্তিভরে ভজনা করেছ, পরমব্রহ্মরূপে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ, সেইজন্য তুমি ব্রহ্মা নামে খ্যাত হবে, আর পিতামহ নামেও পরিচিত হবে।

অতঃপর কোন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ব্রহ্মার দেহ থেকে স্বেদ নির্গত হচ্ছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মা সমিধ হাতে নিয়েই নিজের ললাট মার্জনা করলেন, ফলে তাঁর ললাট ছিঁড়ে এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল যজ্ঞাগ্নিতে। সেই রক্ত থেকে শিবের আজ্ঞায় ব্রহ্মার পুত্ররূপে নীললোহিত রুদ্র আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মার নিকট হাজির হলেন।

---

১ বামনপুঃ—[illegible] ২ বামনপুঃ—[illegible]

সস্বিন্নযুক্তেন হস্তেন ললাটং মার্জতোঽভবৎ ।
বিন্দুভ্রষ্টস্ততো রক্তবিন্দুরেকো বিভাবসৌ ॥
স নীললোহিতোঽভূদ্বৈ স রুদ্র ভবাত্মকঃ ।
তদন্তরমাসাদ্য উত্ততার স্থতোঽম্বিকাৎ ॥[1]

ব্রহ্মার সৃষ্ট সকল দেব-মনুষ্য নীললোহিত রুদ্রের পূজা করলেন। কিন্তু ব্রহ্মা পূজা না করায় রুদ্র অনুযোগ করে হিমালয় গমনে উদ্যত হলেন। তখন রজোগুণে ব্রহ্মা পঞ্চম মুণ্ড বিকশিত করে স্বমহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। পঞ্চম বদনের তেজে সমস্ত জগৎ আবৃত হয়ে গেল, দেবগণের প্রভা বিনষ্ট হলে দেবগণের স্তবে সম্প্রীত মহাদেব অট্টহাসের দ্বারা ব্রহ্মাকে মোহিত করে বামাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করলেন।

ততোঽট্টহাসং ভগবান্মুমোচ শশিশেখরঃ ॥
পশ্যতাং সর্বদেবানাং শৃণ্বতাং বাচমুক্তবান্ ।
তেনাট্টহাসশব্দেন মোহয়িত্বা পিতামহম্ ॥
তেজোরাশি শশাঙ্কাভঃ শশাঙ্কার্কাগ্নিলোচনঃ ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ॥[2]

—তারপর ভগবান চন্দ্রশেখর অট্টহাসি মোচন করলেন। সকল দেবতার সামনেই তিনি কথা বললেন। সেই অট্টহাসিতে পিতামহকে মোহিত করে শশাঙ্কবর্ণ শিব—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাঁর নেত্র—বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করলেন।

স্কন্দপুরাণের (প্রভাসখণ্ড, ২৪০ অঃ) আর একস্থানে ব্রহ্মা কামমোহিত হওয়ায় তাঁর পঞ্চম মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়েছিল। ব্রহ্মা যখন চতুর্বিধ জীব সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময় দেব-দানব গন্ধর্ব পন্নগদের মধ্যে অদৃষ্টপূর্বা অনিন্দনীয় রূপলাবণ্যযৌবনবতী এক নারী আবির্ভূতা হলেন। ব্রহ্মা এই বিশ্ববিমোহিনী নারীকে দেখে কামমোহিত হয়ে সম্ভোগ কামনা করায় তাঁর পঞ্চম শির বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

অথ প্রার্থয়তস্তস্য ক্ষপতৎ পঞ্চমং শিরঃ ।
খস্বরূপং মহাদেবি তেন পাপেন তৎক্ষণাৎ ॥[3]

—হে মহাদেবি, সেই কন্যাকে প্রার্থনা করতে থাকলে, সেই পাপে ব্রহ্মার খর্বরূপ পঞ্চম শির ভূপতিত হয়।

১ স্কন্দপুঃ আবন্ত্যখণ্ড—২।২৩-২৬ ২ স্কন্দপুঃ আবন্ত্যখণ্ড—২।৩০-৩৪
৩ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—২০।৮৭

এখানে ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডের স্বরূপ পাচ্ছি। এই মুণ্ডটি স্বঃ রূপ অর্থাৎ স্বর্গ বা আকাশরূপী। এই জন্যই পঞ্চম মুণ্ডটি উপরে অবস্থিত ছিল।

শিবপুরাণ (বিদ্যেশ্বর সংহিতা, ৬ অঃ) আর এক প্রকার কাহিনীর অবতারণা করেছেন। বিবদমান বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যস্থলে জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হলে ব্রহ্মা লিঙ্গের উপরিভাগের সীমা ও বিষ্ণু অধোভাগের সীমা নির্ণয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের অন্ত না পেলেও লিঙ্গের সীমা লাভ করেছেন বলে মিথ্যা বলায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূমধ্য থেকে ভৈরব সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ করতে।

সসর্জাথ মহাদেবঃ পুরুষং কঞ্চিদদ্ভুতম্।
ভৈরবাখ্যং ভ্রুবোর্মধ্যাদ্ ব্রহ্মদর্প জিঘাংসয়া ॥[1]

শিবের আদেশে ভৈরব এক হাতে ব্রহ্মার চুলের মুঠি ধরে মিথ্যাভাষী পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন করে অবশিষ্ট মুণ্ডগুলি বিকম্পিত খড়্গের দ্বারা ছিন্ন করতে উদ্যত হলেন।

স বৈ গৃহীত্বৈককরেণ কেশং
তৎ পঞ্চমং দৃপ্তমসত্যভাষণম্।
ছিত্বা শিরাংস্যস্য নিহন্তুমুদ্যতঃ
প্রকম্পয়ন্ খড়্গমতিস্ফুটং করৈঃ ॥[2]

ব্রহ্মার স্তবে প্রীত হয়ে শিব তাঁর চারটি মুণ্ড রক্ষা করলেন।

শিবপুরাণের আর একটি শাখায় (জ্ঞান সংহিতা, ৪৯ অঃ)[3] ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদের কাহিনী বর্ণিত। এই উপাখ্যানে দেবদেব শিব গিরিনন্দিনীর সঙ্গে ব্রহ্মলোকে হাজির হলেন। ব্রহ্মা শিবকে চার মুখে স্তব করলেন, কিন্তু পঞ্চম মুখ 'হুঃ' শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে। তখন শিব ব্রহ্মার এই দুর্মুখ মুখটি ছিন্ন করলেন—

অহো দুষ্টং মুখং হেত্বাচ্ছিনদ্মি হ্যবিচারয়ন্।
ইতি বিচার্য্য শিবোঽপি শিবঙ্করঃ।
চিচ্ছেদ তচ্ছিরস্তস্য ব্রহ্মণঃ দুর্বিভাষিণঃ ॥[3]

—অহো, আমি এই দুষ্ট মুখকে ছেদন করবো। এইরূপ বিচার করে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারী শিব কুভাষী পঞ্চম মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করলেন।

সেই সময় ব্রহ্মার কপাল শিবের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হোল। শিব সেই কপাল

১ শিবপু:, বিদ্যেশ্বর সং—৬।১ ২ তদেব—৬।৩ ৩ শিবপু:, জ্ঞানসং—৪৯।৬৯-৭০

সঙ্গে নিয়ে ত্রিলোক ভ্রমণ করলেন। তিনি যেখানেই যান, ব্রহ্মার কপাল পশ্চাদ্ধাবন করে।

ব্রহ্মার কপাল হস্তে ধারণ করে শিব কপালী নাম পেয়েছেন। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে শিবের কপালী নাম প্রসঙ্গে ব্রহ্মার কপাল ধারণের কথাই বলা হয়েছে।

ছিত্বা ব্রহ্মশিরো যস্মাৎ কপালঞ্চ বিভর্ষি চ।
তেন দেব কপালী ত্বং অতোঽস্মাসি প্রসীদ নঃ॥[১]

—যেহেতু ব্রহ্মার শির ছেদন করে কপাল ধারণ কর, সেইজন্য হে দেব, তুমি কপালী নামে খ্যাত হও। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

পঞ্চানন ব্রহ্মা হলেন চতুরানন। কিন্তু শিব যদিও চতুরানন ছিলেন, তথাপি তিনি হলেন পঞ্চানন। মহাভারতে শিব চতুর্বদন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দানবভ্রাতৃদ্বয়কে বধের নিমিত্ত ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা তিল তিল সৌন্দর্যের সমবায়ে তিলোত্তমা প্রতিমা নির্মাণ করলে তিলোত্তমা অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে যখন মহাদেবও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন অলোকসামান্যরূপদর্শনেচ্ছু মহাদেবের চারিদিকে চারটি মুখমণ্ডল এবং ইন্দ্রের সহস্রলোচন আবির্ভূত হয়েছিল।

অট্টকামস্য চাত্যর্থং গত্বা পার্শ্বতস্তয়া।
অন্যদঞ্চিতপক্ষান্তং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্॥
পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্।
গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্॥

*　　　*　　　*

এবং চতুর্মুখঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽভবৎ পুরা॥[২]

বাণভট্ট কাদম্বরীতে চতুর্মুখ শিবের উল্লেখ করেছেন—অশেষত্রিভুবনবন্দিতচরণং চরাচরগুরুং চতুর্মুখং ভগবন্তং ত্র্যম্বকম্।[৩]

বামনপুরাণে আছে যে ব্রহ্মা সরস্বতীর চতুর্মুখ নামে প্রসিদ্ধ শিবের পূজা করেছিলেন—

চতুর্মুখং স্থাপয়িত্বা যযৌ সিদ্ধিমনুত্তমাম্॥[৪]

মনে হয় শিবও এককালে চতুরানন ছিলেন। রুদ্র ও ব্রহ্মাকে পৃথক করার প্রয়োজনে শিব হলেন পঞ্চানন—পঞ্চভূতের প্রতীক, আর একটি মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ব্রহ্মা হলেন চতুরানন—চারিদিকের প্রতীক অথবা চতুর্বেদের প্রতীক।

১ আবন্ত্যখণ্ড—২।৭৪-৭৫　　২ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।২৩-২৬, ২৮
৩ কাদম্বরী, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত—পৃঃ ৪৪৩　　৪ বামনপুঃ—৪২।৩৯

ব্রহ্মার পত্নী

গায়ত্রী-পরিণয়—ব্রহ্মার দুই পত্নী—সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তাঁর প্রথমা পত্নী সাবিত্রী, দ্বিতীয়া গায়ত্রী। গায়ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মার পরিণয়ের একটি মনোজ্ঞ কাহিনী পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) বিবৃত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ:

এক সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁর মস্তক মুণ্ডিত করলেন। যথাবিধি দীক্ষার পরে ব্রহ্মার যজ্ঞ সুরু হবে। যজ্ঞে পত্নীসহ দীক্ষা গ্রহণ করা বিধি। কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী গৃহকর্মে বিব্রতা আছেন, তাঁকে বারংবার সংবাদ দেওয়ার পরেও তিনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন না। এদিকে যজ্ঞের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিত সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থলে আনয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ব্রহ্মার নিকট ইতিকর্তব্য নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য কোন পত্নী সংগ্রহ করতে আদেশ দিলেন।

অধ্বর্যু বললেন—

> সাবিত্রী ব্যাকুলা দেব প্রসক্তা গৃহকর্মণি।
> সখ্যো নাভ্যাগতা যাবত্তাবন্নাগমনং মম॥
> এবমুক্তোঽস্মি বৈ দেব কালশ্চাপ্যতিবর্ত্ততে।
> যজ্ঞেঽস্মিন্ রুচিতং তাবত্তৎকুরুষ্ব পিতামহ॥
> এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ।
> পত্নীমন্যাং মদর্থে বৈ শীঘ্রং শক্র ইহানয়॥
> যথা প্রবর্ত্ততে যজ্ঞঃ কালহীনো ন জায়তে।
> তথা শীঘ্রং বিধৎস্ব ত্বং কাঞ্চিদুপায়নম্॥[1]

—হে দেব, সাবিত্রী গৃহকর্মে নিযুক্তা আছেন। তিনি বলছেন, সখীরা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ আমি আসবো না—আমাকে তিনি এইরূপ বললেন। এদিকে যজ্ঞের কালও অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পিতামহ, আপনার যেমন অভিলাষ, তেমনি করুন। এ কথা বলায় ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, হে ইন্দ্র, আমার জন্য শীঘ্র অন্য পত্নী আনয়ন কর। যাতে যজ্ঞ সুরু হয়, যজ্ঞকাল অতিক্রান্ত না হয়, শীঘ্র সেইরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন কর, কোন নারীকে আনয়ন কর।

ইন্দ্র পথিমধ্যে গোপকন্যা গায়ত্রীকে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন,

১ পদ্মপু, সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১২৩-১২৯

গায়ত্রী বললেন, আমি গোপকন্যা, দুগ্ধ, দধি, নবনী বিক্রয় করি। তুমি কি চাও? একথা শুনেই ইন্দ্র তাঁকে হাতে ধরে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে এলেন, গায়ত্রী তখন আর্তনাদ করছেন।

এবমুক্তান্তদা শক্রো গৃহীত্বা তাং করে দৃঢ়ম্ ।
আনয়ত্তাং বিশালাক্ষীং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥
নীয়মানা তু সা তেন ক্রোশন্তী পিতৃমাতরৌ ।
হা তাত মাতর্হা ভ্রাতর্নয়ত্যেষ নরো বলাৎ ॥
যদি বাস্তি ময়া কার্যং পিতরং মে প্রযাচয় ।
স দাস্যতি হি মাং নূনং ভবতঃ সত্যমুচ্যতে ॥[1]

—গায়ত্রী এ কথা বলার পরই ইন্দ্র সেই বিশালাক্ষীকে কঠোরভাবে হস্তে ধারণ করে সেখানে নিয়ে এলেন। যেখানে ব্রহ্মা ছিলেন। ইন্দ্র কর্তৃক নীত হওয়ার সময় তিনি আর্তনাদ করেছিলেন—হা পিতঃ, হা মাতঃ, হা ভ্রাতঃ, এই মনুষ্য আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। যদি আমাতে তোমার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে আমার পিতার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে দান করবেন, আমি সত্য বলছি।

কিন্তু ইন্দ্র কর্ণপাত করলেন না। তিনি গায়ত্রীকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে এলেন। গৌরবর্ণা, দ্যুতিময়ী লক্ষ্মীর মত পদ্মপলাশলোচনা, তপ্তকাঞ্চনতুল্যা, মত্তহস্তীর শুণ্ডসদৃশ উরুবিশিষ্টা, মরুবর্ণনখজ্যোতিসম্পন্না গোপকন্যাকে দেখে ব্রহ্মা মদন-বশীভূত হয়ে আত্মবশতা হারিয়ে তাঁকে লাভ করার জন্য আত্মহারা হলেন। গোপকন্যাও মন্মথবশবর্তী হয়ে আত্মদানে ইচ্ছুক হলেন। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে বললেন, যজ্ঞ আরম্ভ করতে। বিষ্ণু বললেন, গায়ত্রীদেবীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে, ব্রহ্মাও গান্ধর্বমতে গায়ত্রীকে বিবাহ করলেন।

তদেনামুদ্বহস্বাদ্য বিবাহেন বিকল্পং মা কৃথাস্থিরম্ ।
অনুগৃহাণ দেবাদ্য অস্যাঃ পাণিমনাকুলম্ ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ ॥[2]

—হে জগতের প্রভু, তাঁকে আজই গান্ধর্বমতে বিবাহ করুন, আমি সম্প্রদান করবো। অন্য বিকল্প চিন্তা করবেন না। হে দেব, অনুগ্রহ করুন, নিরুদ্বিগ্ন

১ সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১৩০ ২ সৃষ্টিখণ্ড—১৬।১৮৩-১৮৭

মনে এঁর পাণি গ্রহণ করুন। পিতামহ ব্রহ্মাও গান্ধর্বমতে গায়ত্রীকে বিবাহ করলেন।

যজ্ঞ সমাপ্তিকালে দেবীগণ এবং মাতৃগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধা সাবিত্রী যজ্ঞস্থলে আগমন করলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, লক্ষ্মী, দেবগণকে ও দেবপত্নীকে একাদিক্রমে অভিশাপ দিয়ে গেলেন। ব্রহ্মার প্রতি তাঁর অভিশাপ—

নৈব তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কদাচন।
ঋতে তু কার্তিকীমেকাং পূজাং সাম্বৎসরীং তব॥
করিষ্যন্তি দ্বিজাঃ সর্বে মর্ত্যা নান্যত্র ভূতলে।[১]

—কার্তিকমাসে সাম্বৎসরিক পূজা ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ কখনও তোমার পূজা করবে না।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডান্তর্গত প্রভাসমাহাত্ম্য বিভাগের ষোড়শ অধ্যায়েও এই একই কাহিনী বর্তমান। স্কন্দপুরাণের অন্যত্র শিবলিঙ্গের অন্ত খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থকাম ব্রহ্মা মিথ্যা বলার জন্য অভিশপ্ত হয়েছিলেন শিবের দ্বারা—

যস্মাত্ত্বয়া মৃষা প্রোক্তং মম পর্যন্তদর্শনম্।
তস্মাত্ত্বং সর্ববর্ণানাং পূজার্হো ন ভবিষ্যসি॥
যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি মানবা মোহসংযুতাঃ।
তে কষ্টং পরমং প্রাপ্য নাশং যাস্যন্তি কৃৎস্নশঃ॥

—যেহেতু তুমি আমার অন্তর্দর্শন সম্পর্কে মিথ্যা বলেছ, সেইজন্য তুমি সকল বর্ণেরই পূজার যোগ্য হবে না। যে মানবগণ তোমার পূজা করবে তারা চরম কষ্টভোগ করে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ব্রহ্মার প্রতি এই অভিশাপগুলি থেকে মনে হয় যে পুরাণ রচনাকালেই ব্রহ্মা তাঁর প্রতিপত্তি হারিয়েছেন, বিষ্ণু ও শিব ব্রহ্মাকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যান অনুসারে স্বর্গবারাঙ্গনা মোহিনী নানা কৌশলে/ মদনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাকে মিলনোৎসুক করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার অভ্যভূত সংযমে রুষ্ট হয়ে মোহিনী অভিশাপ দিয়েছেন—

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড

যস্মাৎ হসসি সর্বেশ অতোঽপূজ্যো ভবাচিরম্।
অচিরাদ্দর্পভঙ্গং তে করিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্॥

*　　*　　*

ভবিতা বার্ষিকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মাঘ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ॥[১]

—যেহেতু তুমি হেসেছ, সেই হেতু তুমি অচিরে সকলের অপূজ্য হও। হরি স্বয়ং তোমার দর্প ভঙ্গ করবেন। দেবতাদের বার্ষিকী পূজা যুগে যুগে হবে। তোমার পূজা হবে মাঘী সংক্রান্তিতে, পরে তাও হবে না।

মাঘী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মার পূজা হোত মনে হয়, তাও খুব অল্প সংখ্যায়। বর্তমানে প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় নদীয়া জেলার শান্তিপুরে সাড়ম্বরে ব্রহ্মা পূজা হয়। এখানে একটি মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।[২] হুগলী জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে শ্রাবণ মাসে[৩], চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায়[৪] এবং নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ঝুলন পূর্ণিমায় ব্রহ্মা পূজা হয়।

ব্রহ্মার বামে থাকেন গায়ত্রী ও দক্ষিণে থাকেন সাবিত্রী—

ব্রহ্মস্থানেষু সর্বেষু ব্রহ্মণো বামতঃ স্থিতা।
দক্ষিণেন তু সাবিত্রী মধ্যে ব্রহ্মা পিতামহঃ॥[৫]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুম্ভদৈত্যবধকালে দেবী চণ্ডীর সহায়িকারূপে অন্যান্য দেবগণের শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীও এসেছিলেন। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারই স্ত্রীরূপ।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥[৬]

—হস্তে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু নিয়ে হংসযুক্তবিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী আগমন করলেন।

গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী—ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রী দেবী বা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর ধ্যান করার রীতি। সামবেদীয় সন্ধ্যায় ব্রহ্মাণীর ধ্যান—

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণখণ্ড—[illegible], ৪০

২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ [illegible]　　৩ তদেব—পৃঃ [illegible]

৪ তদেব—পৃঃ ১৮২　　৫ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—[illegible]　　৬ মার্কণ্ডেয়পুঃ—[illegible]

ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।[১]

—কুমারী ঋগ্বেদময়ী হংসারূঢ়া কুশধারিণী সূর্যমণ্ডলে অবস্থানকারিণী ব্রহ্মরূপাকে ধ্যান করবে।

যজুর্বেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রহ্ম-শক্তির ধ্যান—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।[২]

—প্রাতঃকালের গায়ত্রী, সূর্যমণ্ডলে বর্তমানা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারিণী, হংসাসনে উপবিষ্টা, ব্রহ্মসম্পর্কিতা, ঋগ্বেদ-বর্ণিতা, ব্রহ্মাণী কুমারীকে ধ্যান করবে।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা বন্দনায় ব্রহ্মাণীর ধ্যান—

ওঁ বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তাম্বরলেপনস্রগাভরণাং চতুর্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।[৩]

—কুমারী প্রভাতসূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা, রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন, রক্তমাল্য ও রক্ত আভরণ শোভিতা, দণ্ডকমণ্ডলু অক্ষসূত্র ও অভয়মুদ্রাধারিণী চতুর্ভুজা, হংসারূঢ়া ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাকারিণী, ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রী নামে তাঁকে ধ্যান করবে।

এই তিনটি ধ্যানমন্ত্রেই গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী অভিন্না। ব্রহ্মাণী প্রাতঃকালীন সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা, এবং রক্তবর্ণা ও রক্তবসন ইত্যাদিতে শোভিতা। অক্ষসূত্র, বাহন, কমণ্ডলু ইত্যাদি ব্রহ্মারই অনুরূপ। তৃতীয় মন্ত্রটিতে ব্রহ্মাণী ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা,—অপর দুটি মন্ত্রে তিনি দ্বিভুজা। প্রাতঃসূর্যের সঙ্গে ব্রহ্মাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রাতঃসূর্যের মত বর্ণ, বসন ও ভূষণ স্পষ্টতঃই বিজ্ঞাপিত করে যে, ব্রহ্মা প্রাতঃকালীন সূর্য এবং ব্রহ্মাণী প্রাতঃসূর্যের শক্তি বা তেজ। গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণীর অভিন্নতা ও সুস্পষ্ট। গায়ত্রী গোপকন্যা। বেদে বিষ্ণু বা সূর্যই গোপা বা গোপ (পালনকর্তা)।[৪] বিষ্ণুই ব্রহ্মার হস্তে গায়ত্রীকে দান করেছিলেন।

সাবিত্রী—সবিতার স্ত্রীলিঙ্গ সাবিত্রী। ব্রহ্মা, সূর্য বা প্রাতঃকালীন সূর্য হওয়াতেই সূর্যশক্তি সাবিত্রী ব্রহ্মার পত্নী। পুরাণে সাবিত্রীর বর্ণনা :

---

১ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ [illegible]   ২ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ [illegible]   ৩ হিন্দুসর্বস্ব—[illegible]

৪ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, বিষ্ণুপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

স্বর্ণ তত্র সাবিত্রীং সূর্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্ ॥[১]

—সেখানে সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালাধারিণী শুভ্রা সাবিত্রীকে দেখলেন।

সাবিত্রী স্বাভাবিকভাবেই সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণীর সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্মাণী গায়ত্রী যেখানে ভূলোকস্থা সেখানে তিনি অগ্নিরূপী ব্রহ্মার শক্তি। এ অগ্নি অবশ্যই যজ্ঞাগ্নি—প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।

গায়ত্রী ছন্দ—যজ্ঞাগ্নি ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রী হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। ঋগ্বেদে সাতটি ছন্দের মধ্যে প্রধানতমা হলেন গায়ত্রী ছন্দ। আট অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদাত্মিকা গায়ত্রী ছন্দে ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নি সূক্তটিই বিরচিত। অতএব যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের সংযোগ অচ্ছেদ্য হওয়ায় পরবর্তীকালে গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পত্নীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পুরাণে গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা বৈদিক ছন্দরূপেই স্বীকৃতা। গায়ত্রীর প্রসঙ্গে রুদ্র বলেছেন,—

নমোঽস্তুতে বেদমাতরষ্টাক্ষরবিশোধিতে।
গায়ত্রী দুর্গতারিণ্য বাণী সপ্তবিধা তথা॥

* * *

শ্বেতা ত্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা।
বিভ্রতী বিপুলে বাহূ কদলীগর্ভকোমলৌ॥
এণশৃঙ্গং করে গৃহ্য পঙ্কজঞ্চ সুনির্মলম্।
বসানা বসনে ক্ষৌমে রক্তেনোত্তরবাসসা॥[২]

—অষ্টাক্ষরপরিশুদ্ধা বেদমাতা গায়ত্রী সপ্তবিধা বাণীস্বরূপা, দুর্গতিনাশিনীকে নমস্কার।

তুমি শ্বেতবর্ণা, চন্দ্রাননা, কদলীতরুর গর্ভস্থ পত্রের ন্যায় কোমল দুই দীর্ঘ বাহু বহন করছ, হরিণের শৃঙ্গ ও শুভ্র পঙ্কজ ধারণ করে শুভ্র বস্ত্র ও রক্তবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করেছ।

---

১ কালিকাপুঃ—২৩।১০   ২ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—১৮।৩০৩, ৩০৬-৩০৭

গায়ত্রীর বর্ণনায় পুরাণ আর এক জায়গায় বলেছেন—

> এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাকমলধারিণীম্ ।
> শুক্লপুষ্পার্ঘ্যৈর্ভক্ত্যা কমণ্ডলুপুস্তকাম্ ।

গায়ত্রী ও সরস্বতী—এখানে গায়ত্রী বীণা, কমল, কমণ্ডলু ও পুস্তকধারিণী, চতুর্ভুজা শ্বেতপুষ্প ও দূর্বা দ্বারা অর্চিতা। গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য সহজলক্ষ্য। কোন কোন স্থলে সরস্বতী ব্রহ্মার এক পত্নী। মৎস্যপুরাণে ও কালিকাপুরাণে ব্রহ্মার বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সরস্বতী। সরস্বতী গায়ত্রীর স্থান গ্রহণ করেছেন। বেদকর্তা ব্রহ্মার শক্তি বিদ্যাদেবী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। ফলে বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী সরস্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। পদ্মপুরাণে বৃহস্পতি (ব্রহ্মা) গিরাংপতি অর্থাৎ সরস্বতীর পতি,—

> এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহেন্দ্রস্য গিরাংপতিঃ ।
> ইত্যুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ ।[১]

কিন্তু বহুস্থানেই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (১৪।৫।১৬) বাক্ বা সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা।

শতরূপা—ব্রহ্মার দেহ থেকে জাতা শতরূপা কোথাও ব্রহ্মার পত্নী কোথাও ব্রহ্মার কন্যা,—ব্রহ্মনন্দন মনুর পত্নী। শতরূপার জন্ম সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন—

> তাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামসোহব্যভাবয়াম্ ।
> দ্বিধা করোৎ স তং দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥
> অর্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত ।
> প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তাং কামান্ বৈ সৃষ্টবান্ বিভুঃ ॥
> সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্যাধিষ্ঠিতা ।
> ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্বা দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
> যা ত্বর্ধাৎ সৃজতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত ।[২]

—তারপর ব্রহ্মা নিজের উজ্জ্বল দেহকে দুই ভাগ করে অর্ধদেহে পুরুষ হলেন। অপরার্ধে শতরূপা নারী জন্মগ্রহণ করলেন। বিভু কামনাহেতু প্রাকৃতদেহ থেকে জীবধাত্রী শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মহিমা দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত

১ পদ্মপু., সৃষ্টিখণ্ড—৩৩।৮৩ ২ ব্রহ্মাণ্ডপু—১০।৮-১০

করে বিরাজ করতে থাকেন। ব্রহ্মার সেই পূর্ব তনু আকাশ আবৃত করে থাকে—অর্ধাংশ থেকে যে নারী সৃষ্টি হোল তিনিই শতরূপা হয়ে জন্মালেন।

দ্যুলোক ও পৃথিবী আবৃত করে বিরাজমানা শতরূপা অবশ্যই সূর্যশক্তি সূর্যের তেজ বা কিরণ। সুতরাং শতরূপা ও সাবিত্রী অভিন্না। কেউ কেউ আবার সাবিত্রীকে বৈদিক মন্ত্র বা গায়ত্রীর সঙ্গেও অভিন্না মনে করেছেন।

"A name of Śatarūpā, the daughter and wife of Brahmā, who is sometimes regarded as personification of the holy verse."[১]

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 291

ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার উপাখ্যান

ব্রহ্মা সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনী এই যে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাতে উপগত হয়েছিলেন। "As the father of men, he performs the work of pro-creation by incestuous intercourse with his own daughter, variously named Vāch or Saraswati (speech), Sandhya (twi-light), Śatarūpa (the hundred formed) etc."[১]

কালিকাপুরাণে এই উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সূচনায় ব্রহ্মা যখন প্রজাপতি ও ঋষি সৃষ্টি করছিলেন, সেই সময়ে সন্ধ্যানাম্নী এক কন্যা ব্রহ্মার মন থেকে আবির্ভূতা হন।

তস্যা তন্মনসো জাতা চারুরূপা বরাঙ্গনা।
নাম্না সন্ধ্যেতি বিখ্যাতা সায়ং সন্ধ্যাং যজন্তি যাম্ ॥[২]

—সেই সময়ে তাঁর মন থেকে সুন্দরী, শোভনাঙ্গী সন্ধ্যা নামে বিখ্যাতা এক কন্যা জন্মালেন; সায়ংকালে তাকে সন্ধ্যারূপে উপাসনা করা হয়।

সেই অপরূপা সুন্দরী কন্যা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যে কি সাহায্য করবেন এবং কাকেই বা আশ্রয় করবেন, এই কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মার মন থেকে মদন দেবের জন্ম হোল। মদন আবির্ভূত হয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ব্রহ্মা মদনকে বললেন—

অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
মোহয়ন্ পুরুষাং স্ত্রীংশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।

*   *   *

অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্বা পুরুষোত্তম।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যোঃ প্রাণধারিভিঃ॥
প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা।
সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।[৩]

—এই সুন্দররূপে এবং পাঁচটি পুষ্পবাণের দ্বারা পুরুষ ও নারীগণকে মোহিত করে সনাতনী সৃষ্টি করে যাও। ···আমি, বাসুদেব অথবা পুরুষোত্তম শিব সকলেই

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 57
২ কালিকাপুঃ—১ অঃ
৩ কালিকাপুঃ—১।৩০, ৫৭-৫৮

তোমার বশীভূত হবো, অন্য প্রাণীদের কথা কি বলবো ? তুমি প্রাণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করে প্রচ্ছন্নরূপে সকলের সুখেরহেতু হয়ে সনাতন সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যাও।

মদন তখন ব্রহ্মা-দত্ত বর ব্রহ্মার উপরেই পরীক্ষা মানসে ব্রহ্মা ও মুনিগণের উপর পুষ্পশর বর্ষণ করতে লাগলেন। মুনিগণ এবং ব্রহ্মা স্বয়ং কামবাণে মোহিত হয়ে বিকারগ্রস্ত মনে সন্ধ্যাকে মুহুর্মুহু দেখতে লাগলেন। এদিকে কামজাত বিকারসমূহ সকলের দেহে প্রকাশিত হতে লাগলো। এমন কি সন্ধ্যার দেহেও ভাবসমূহ প্রকাশিত হতে লাগলো,—ফলে চতুঃষষ্টিকলাও বিকাশলাভ করলো।

সা পি তৈর্বীক্ষ্যমানাথ কন্দর্পশরপাতজান্।
চক্রে মুহুর্মুহুর্ভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্॥
নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্।
কুর্বত্যতিতরাং রেজে স্বর্নদীব তনূর্মিভিঃ॥[১]

—সেই সন্ধ্যাও, ব্রহ্মা ও ঋষিগণের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে কন্দর্পশরপাতহেতু কটাক্ষ-বরণ ভাবসমূহ মুহুর্মুহু প্রকাশ করতে লাগলেন। মদনোদ্ভূত ভাবসমূহ প্রকাশ করতে করতে নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা ঊর্মিশোভিত স্বর্গনদীর মত শোভা পেতে লাগলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মাও কামভাবাপন্না সন্ধ্যাকে দেখে ঘর্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাকে কামনা করতে লাগলেন। অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ এবং দক্ষাদি প্রজাপতিগণ বিকারগ্রস্ত হলেন। দেব ও ঋষিদের চিত্তবিকার দেখে মদন আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হলেন। কিন্তু মহাদেব ব্রহ্মাও ঋষিদের এই কামোন্মত্ত অবস্থা দেখে উপহাস এবং তিরস্কার করতে থাকায় ব্রহ্মা নিজেকে সংযত করলেন।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ।
ব্রীড়য়া দ্বিগুণীভূত স্বেদার্দ্রো হ্যভবৎ ক্ষণাৎ।
ততো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়বিকারং চতুরাননঃ।
জিঘৃক্ষুরপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্॥[২]

—সেই গিরিশের কথা শুনে লোকপতি ব্রহ্মা লজ্জায় দ্বিগুণ ঘামতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্রিয়বিকার নিগৃহীত করে চতুরানন কামরূপিণী সন্ধ্যাকে ধরতে গিয়েও ত্যাগ করলেন।

১ কালিকাপু:—২।৩০-৩১ ২ কালিকাপু:—২।৪৪-৪৫

অতঃপর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে হরনেত্রের অগ্নিতে মদনকে দগ্ধ হওয়ার অভিশাপ দিলেন এবং মদনের মায়া প্রশমিত হয়ে পুনর্জীবন লাভের বর দিলেন।

সন্ধ্যা উপাখ্যানের তাৎপর্য—স্বীয় কন্যার প্রতি ব্রহ্মার মোহ ও মিলনাকাঙ্ক্ষা গল্পকথায় পরিণত হলেও এ কাহিনীর তাৎপর্য সহজবোধ্য। সন্ধ্যা তিন প্রকার—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। পুরাণকার বলেছেন, সন্ধ্যা নিসর্গসুন্দরী; কামার্তা সন্ধ্যাকে স্বর্গনদীর মত দেখাচ্ছিল। প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় আকাশে সূর্যরূপী ব্রহ্মার অনুরাগের প্রকাশ,—এই সময়ে আকাশের বিচিত্র বর্ণালী হাবভাবময়ী কামপরবশা সন্ধ্যার কল্পনা মনে জাগায়,—উর্মিমুখর স্বর্গনদীরও বিভ্রম জাগাতে পারে। ত্রিসন্ধ্যার জনক সূর্য। তাই সন্ধ্যা ব্রহ্মার দুহিতা। ব্রহ্মা প্রভাতে পূর্বদিগন্তে উদিত হয়েই প্রাতঃসন্ধ্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, মোহমুগ্ধও হলেন, মিলনেও উৎসুক হলেন। কিন্তু প্রাতঃসন্ধ্যার রক্তরাগ অল্প পরেই অন্তর্হিত হোল। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে ত্যাগ করলেন। ঋগ্বেদেই দেখি উদিত সূর্য কামার্ত পুরুষের মত সুন্দরী নায়িকা ঊষার পশ্চাদ্ধাবন করছেন—

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[১]

সায়ংসন্ধ্যাতেও পশ্চিমদিগন্তে সূর্যের সন্ধ্যার পশ্চাৎগামিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাতঃসবনে অগ্নিরূপী ব্রহ্মার প্রাতঃসন্ধ্যার প্রতি অনুরাগ কল্পনাও অসঙ্গত নয়।

ব্রহ্মা ও সরস্বতী—কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মা কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে মিলনোৎসুক হয়েছিলেন।

পুরা ব্রহ্মা বিমোহেন সরস্বত্যা রূপমদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা জগাম তাং পশ্চাৎ তিষ্ঠতি বিহ্বলঃ স্বয়ম্॥
তদ্বচনং তদা পুত্রী শ্রুত্বা কোপসমন্বিতা।
উবাচ কিং ব্রবীষি ত্বং মুখেনাশুভভাষিণা॥
ব্রবীষি চেদ্বিরুদ্ধং বৈ বিভাষী ভব সর্বদা।[২]

—পুরাকালে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হয়ে সরস্বতীর অদ্ভুতরূপ দেখে বিহ্বল হয়ে তাঁর পশ্চাৎগমন করেছিলেন। ব্রহ্মার কথা শুনে কন্যা সরস্বতী কোপিতা হয়ে বললেন, তুমি অশুভভাষী মুখ দিয়ে বিরুদ্ধ বাক্য বলছ, এইজন্য তুমি ঐ মুখে কটুভাষী হবে।

১ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ২ শিবপুঃ, জ্ঞানসং—৩৬।৭৭-৭৯

সরস্বতীর শাপে ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ সর্বদা কটুবাক্য বলতো এবং কর্কশ শব্দ করতো। অবশেষে শিব ঐ মুণ্ডটি ছেদন করেছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মা স্বর্গবেশ্যা মোহিনীর সাগ্রহ আহ্বান উপেক্ষা করায় মোহিনীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে শাপমুক্তির আশায় নারায়ণের নির্দেশে গোলোকে সর্ববিদ্যাময়ী সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য এখানে সরস্বতী বিষ্ণুর মুখনিঃসৃতা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলেছিলেন—

তদা মমাজ্ঞয়া ব্রহ্মা স্নাত্বা চ জাহ্নবীজলে।
শীঘ্রং জগাম গোলোকং মাং প্রণম্য জগদ্‌গুরুম্‌॥

* * *

বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীং।
সর্ববিদ্যাধিদেবীং তাং মদ্বক্ত্রাদ্বিনির্গতাম্‌॥
বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতঃ স্বয়ম্‌।
কামশাস্ত্রাণাঞ্চ ব্যাপারমনুমেনে স্বয়ং বিধিঃ॥
তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীং।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্‌ স্থানেঽতিনির্জনে॥[1]

—তখন আমার আদেশে ব্রহ্মা গঙ্গাজলে স্নান করে জগদ্‌গুরু আমাকে প্রণাম করে শীঘ্র গোলোকে গমন করলেন ; ·· বিধি গোলোকে এসে আমার মুখ থেকে বিনির্গতা সর্ববিদ্যার্ ,অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সতী ভারতী দেবীকে লাভ করে আনন্দিত হলেন, তিনি স্বয়ং কামশাস্ত্রের ব্যাপার অনুমান করে নিলেন, তারপর এসে আমাকে প্রণাম করে ত্রৈলোক্যমোহিনীকে (ভারতী) প্রাপ্ত হয়ে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করলেন।

ব্রহ্মা বেদকর্তা,—সুতরাং বাক্যের পতি ; এই হিসাবে তিনি সরস্বতী-পতি। সরস্বতী সম্পর্কে এইরূপ কাহিনীর মূলে ব্রহ্মা ও বিদ্যা বা জ্ঞানের সম্পর্ক। বৈদিক সরস্বতী যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নির শক্তি; সুতরাং ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ নির্গত হয়েছে বলেই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা।

কালীর প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি—পুরাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকৃতির আর একটি কাহিনী আছে। হরপার্বতীর বিবাহকালে মালিনী নাম্নী অম্বিকার সখী শিবের

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৪।৭, ৯-১০

চরণ ধারণ করে কালীর শিবগোত্রস্থ প্রার্থনা করলে কালীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব শোভার আধার হয়েছিল। ব্রহ্মা কালীর মুখ-সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলেন এবং তাঁর শুক্র স্খলিত হোল।

তদা কালীমুখং ব্রহ্মা দদর্শ শশিনোধিকম্।
তং দৃষ্ট্বা মোক্ষমগমচ্ছুক্রচ্যুতিমবাপ চ ॥[১] *

ব্রহ্মার বীর্য থেকে অষ্ট-আশী হাজার বালখিল্য নামক হ্রস্বকায় ঋষির জন্ম হয়েছিল।

কামুকতার উৎস—শিব চরিত্রের মত পিতামহ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার চরিত্রেও এইভাবে কামুকতা আরোপ করা হয়েছে। মনে হয় শিবচরিত্র থেকে কামুকতার কাহিনী ব্রহ্মায় সংযুক্ত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড) মদনসহায়া মোহিনীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রলোভন ব্রহ্মা যেভাবে জয় করেছেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় না বলে উপায় নেই। পুরাণে যেমন শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংযমী যোগী এবং কামুকরূপে অংকিত করা হয়েছে, তেমনি ব্রহ্মার চরিত্রেও দুই বিপরীত গুণ আরোপিত হয়েছে। তবে শিব ও ব্রহ্মার চরিত্রের এই নিন্দনীয় দিকটি বৈদিক সাহিত্য থেকেই উপস্থিত হয়েছে। বৈদিক প্রজাপতির পৌরাণিক সংস্করণ ব্রহ্মা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হংসরূপে হরিণীরূপিণী কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন।

"In the Aitareya Brāhmana it is said that Prajāpati was in the form of a buck and his daughter was Rohit, a deer."[২]

প্রকৃতপক্ষে বেদের সূর্য ও উষার সম্পর্ক এবং মহাভারতে অগ্নি ও স্বাহার বিবরণ শিব-ব্রহ্মার চরিত্র সম্পর্কে নির্মিত কাহিনীগুলির উৎস; কারণ শিব ও ব্রহ্মা সূর্যাগ্নিরই রূপান্তর।

১ বামনপুঃ—৪৩।৫৬-৫৭
২ Classical Dictionary of Hindu Mythology, Dowson—page 57